শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

২৫শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৭৯ { ১ম সংখ্যা



ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের **সমাধি-মন্দির** (নবদ্বীপ)।

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

আচার্য্য-সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি.এ,বি.টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুবলসখ ব্রহ্মচারী, সেবা-রতন

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

পঞ্চবিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৭ বিষ্ণু হইতে গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৭৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৮০ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭৩ মার্চ্চ হইতে ১৯৭৪ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তি-বান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

বার্ষিক ভিক্ষা—৬·০০ টাকা মাত্র

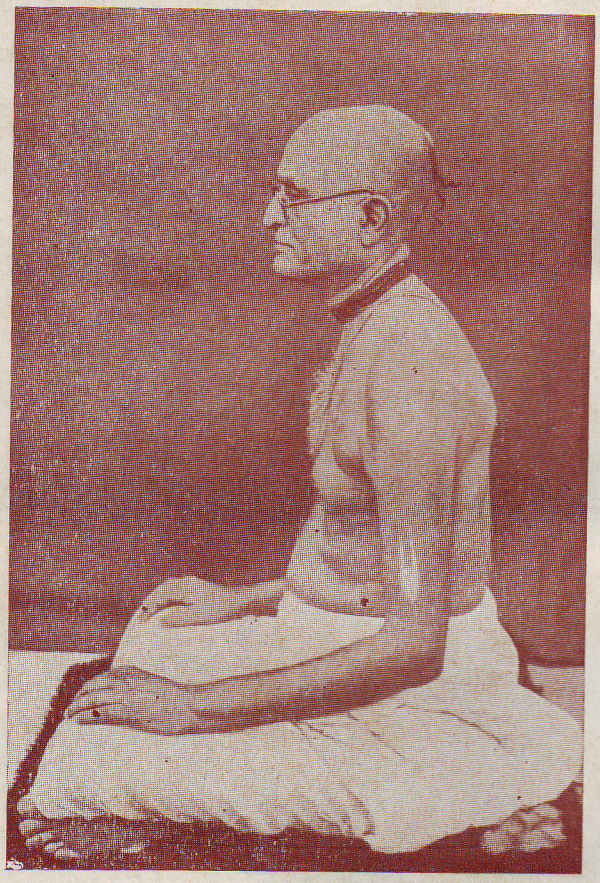

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদন্তর্গত বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের
প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

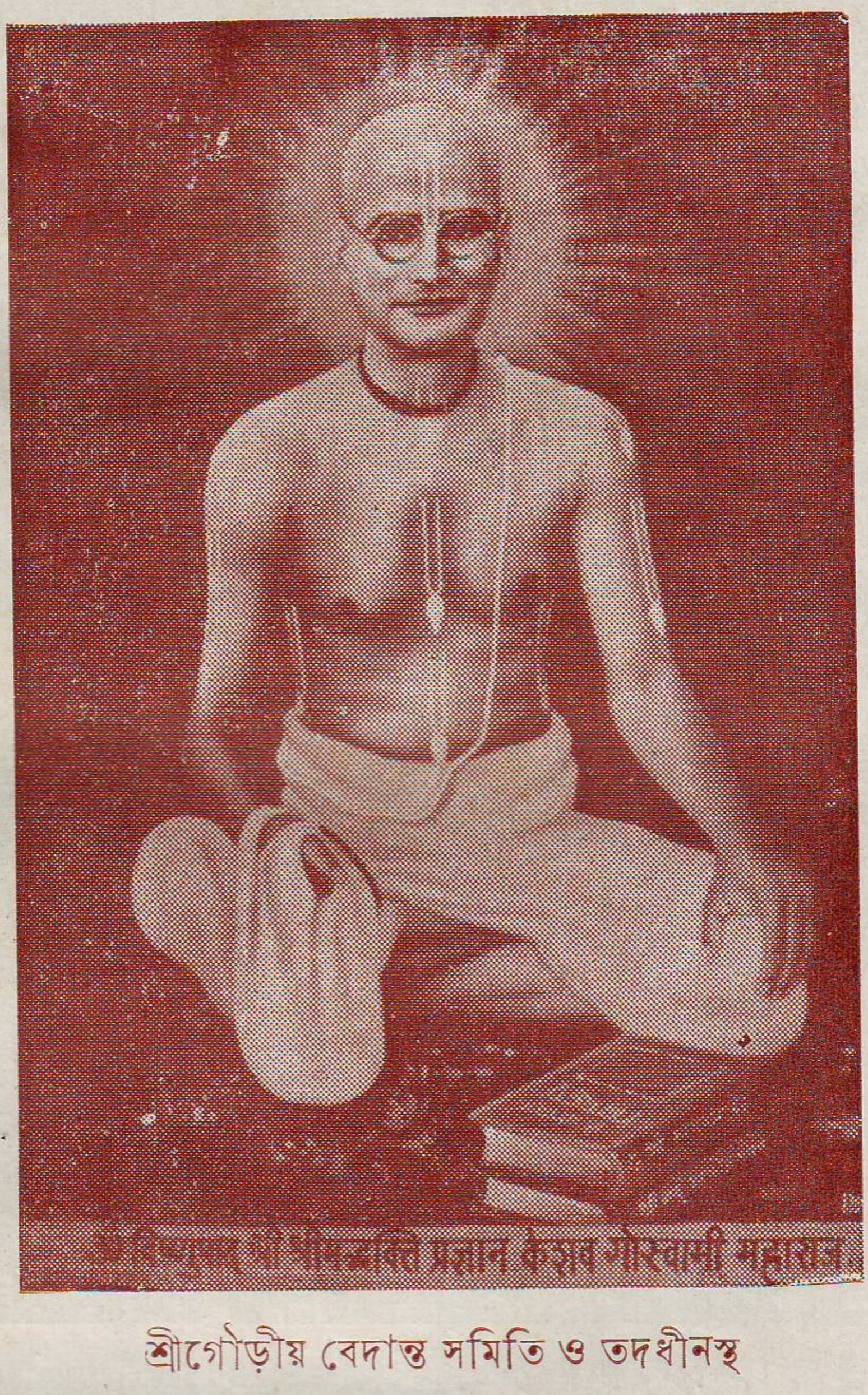

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ

ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা

সর্ব্ববেদান্তবিত্তম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

পঞ্চবিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অধিকার-বিচার	৯।৩৩১
২। অনুক্ষণ শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে অনিত্য জীবনের সার্থকতা (পত্র)	৩।৮৫
৩। আত্মপ্রতি (কবিতা)	৪।১৩৯
৪। উপাধি-ব্যাধি (পত্র)	৮।২৭৮
৫। উৎকণ্ঠাদশকম্—শ্রী (স্তোত্রম্)	২।৪১
৬। একটি পত্র	১২।৪৩৭
৭। একাদশীব্রত - শ্রীশ্রী	৬।২৩০, ৭।২৫৫
৮। কলির আত্মকাহিনী	৪।১৫৫
৯। কুলগুরু	২।৬২
১০। কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য	১২।৪৩৯
১১। কৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব—শ্রী	১২।৪৩৯
১২। গুরুতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীগুরু-পূজা—শ্রী	১।৭, ২।৪৭, ৩।৮৭
১৩। গুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত ভক্তির অনুষ্ঠানও কর্ম্ম হইয়া যায় (পত্র)	৭।২৩৯
১৪। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের দাহ করাই বিধি (পত্র)	৬।১৯৯
১৫। গোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্—শ্রী [৫।১৬১, ৬।১৯৩, ৭।২৩৩, ৮।২৭৩, ৯।৩০৯, ১০।৩৪১, ১১।৩৭৭, ১২।৪১৩]	
১৬। গৌড়ীয়ের ধর্ম্ম—শ্রী	৪।১১৩
১৭। গৌড়ীয়ের পঞ্চবিংশ-বর্ষ	১।৩৪
১৮। চতুঃশ্লোকী-ভাগবতম্—শ্রী (স্তোত্রম্)	১।১
১৯। চাতুর্ম্মাস্য বিধি	৫।১৮৮
২০। চৈতন্যের দান—শ্রী	৪।১২৬
২১। জগদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব	৬।২৩২

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২২। জন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচ শুদ্ধবৈষ্ণবের নাই (পত্র)	১০।৩৪৮
২৩। ঝুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সাদর আহ্বান—শ্রীশ্রী	৫।১৯৩
২৪। ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী	৭।২৬৬
২৫। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত বিচারের পত্র জন্য	৯২।৪১৯
২৬। তপস্যা ও আরাধনার তাৎপর্য্য	৫।১৮১
২৭। দক্ষিণভারত-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ	১১।৪০৭, ১২।৪৪৫
২৮। দামোদরাষ্টক-সরলার্থামৃত—শ্রী	১১।৪০৩, ১২।৪৩২
২৯। দীক্ষা ও উপাসনা (পত্র)	৫।১৬৬
৩০। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা—শ্রী (কবিতা)	৫।১৮০
৩১। নদীয়া-সুন্দরের বাল্যলীলা-কণা	৪।১৪০, ৬।২২১,
৩২। নামের কৃপা—শ্রী (নাটিকা)	৭।২৬০, ৮।২৯১, ১০।৩৩৬
৩৩। পত্র ও উত্তর (দীক্ষিতের প্রতি আসুরিক সমাজ)	৩।১০৫
৩৪। পত্র ও উত্তর (শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের)	১১।৩৯৩
৩৫। পত্র ও উত্তর (শ্রীমৎ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজের)	৫।১৮৯, ৬।২২৪
৩৬। পত্রাবলী—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের	
[সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাষ-দোষ	২।৪৪-৪৫
অনিত্য জীবনের সার্থকতা	৩।৮৫
পরনিন্দা-পরচর্চ্চায় অধোগতি	৪।১২৪
দীক্ষা ও উপাসনা ৫।১১৬, দাহ করা ও ভূ-প্রোথিতের বিধি ৬।১৯৯, ভক্ত-ধ্রুব ৭।২৩৯, উপাধি ব্যাধি ৮।২৭৮, শাসন না মানিলে উন্নতি হইতে পারে না ৯।৩১৬, জন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচ শুদ্ধবৈষ্ণবের নাই ১০।৩৪৮ বৈষ্ণব-সম্মিলনীর পরিচালন ১১।৩৮২ ঠাকুর অনুকূলের সহিত বিচারের জন্য পত্র ১২।৪১৯]	
৩৭। পরমার্থ	৫।১৬৭, ৬।২০০, ৭।২৪০, ৮।২৭৯, ৯।৩১৮
৩৮। পরলোকে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার প্রাক্তন প্রচার-সম্পাদক	৯।৩৪০ (খ)
৩৯। পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত দ্বিতীয় অভিভাষণ	১০।৩৪৯

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৪০। পাষণ্ডরাজ	১।৩০
৪১। পৃথু ও বেণ—শ্রী	১১।৩৯৭
৪২। প্রবাসী (কবিতা)	৭।২৫৪
৪৩। প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ-স্মৃতি—শ্রী	১।১২
৪৪। প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত [আশীর্ব্বচন ১।৩, জীবের প্রতি উক্তি ১।৪, ২।৫৪, ৩।৯৫, নানাকথা ৪।১৩১, ৫।১৭৩, ৬।২০৪, প্রয়োজনতত্ত্ব ৭।১৪৪, চতুর্ব্বর্গ ৭।২৪৬, স্থায়ীভাব ও রতি ৮।২৮২, রসতত্ত্ব ৯।৩২৩, ১০।৩৫৪, ১১।৩৮৮, ১২।৪২৬]।	
৪৫। প্রার্থনা (কবিতা)	৫।২২০
৪৬। ফাল্গুনী-পূর্ণিমা, গৌড়দেশ ও গৌড়ীয়—শ্রী	১।২৬
৪৭। বাণাসুর	১০।৩৬৭, ১২।৪৩৪
৪৮। বৈষ্ণব-সম্মিলনীর পরিচালন (পত্র)	১১।৩৮২
৪৯। বেদান্তের বাণী	১।২১, ৩।৯৮
৫০। বেত্রাসুরবাক্যম্ (স্তোত্রম্)	৩।৮১
৫১। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী	১০।৩৭৬
৫২। ব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ—শ্রী	১১।৩৮৪, ১২।৪২১
৫৩। ভগবানের লীলা—শ্রী	৭।১৪৮
৫৪। মায়া	৬।২০৯
৫৫। রসরাজ ও মহাভাব	৪।১৪৫
৫৬। রাধাষ্টমীব্রত—শ্রীশ্রী	৭।২৬৮
৫৭। ললিতাষ্টকম্—শ্রী (স্তোত্রম্)	৪।১২১
৫৮। শাসন না মানিলে জীবনে কখনও উন্নতি হইতে পারে না (পত্র)	৯।৩১৬
৫৯। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান	১১।৪১১
৬০। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব (সাময়িকী)	২।৭৯
৬১। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৩।১১৭
৬২। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য	৬।২১৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৬৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—প্রেমধর্ম্ম (পত্র)	২।৪৬
৬৪। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৭।২৬৯
৬৫। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব	৮।৩০৭
৬৬। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-বাসরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি	২।৬৩, ৩।১০৪, ৮।২৯৬, ৯।৩৩৬, ১০।৩৬৯
৬৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-সরোজে পতিতের নিবেদন	১।১৯
৬৮। শ্রীহরিনাম ও হরিসেবাবিহীন পরচর্চ্চায় অধোগতি (পত্র)	৪।১২৪
৬৯। সদাচার	২।৭৪
৭০। সমাজ ও ধর্ম্ম	৫।১৮৬
৭১। সন্দর্ভ-সার— [প্রীতিসন্দর্ভ ২।৫৭, ৪।১৩৬, ৫।১৭৭, ৮।২৮৮, ৯।৩২৭, ১০।৩১৮, ১২।৪২৯]।	
৭২। সাধুর মতলব	৪।১৫২
৭৩। সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের সুবর্ণসুযোগ (আমন্ত্রণ-পত্র)	৩।১১৯, ৭।২৭১
৭৪। সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ (পত্র)	২।৪৫
৭৫। হিতবাণী (কবিতা)	৪।১৬০
৭৬। Statement about ownership and particulars about Newspaper "Shri Goudiya-Patrika" (Form IV)	১।৪০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৫শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ২৫ গোবিন্দ, ৪৮৬ গৌরাব্দ / বুধবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৭৯; ইং ১৪।৩।১৯৭৩ } ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীচতুঃশ্লোকী-ভাগবতম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়-স্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে—৩০-৩৬)

শ্রীভগবানুবাচ—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ভগবৎস্বরূপোপলব্ধি ও রহস্য-প্রেম-ভক্তির সহিত অত্যন্ত গোপনীয় শব্দশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য আমার জ্ঞান ও সেই প্রেম-ভক্তির অঙ্গ সাধনভক্তি আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর॥১॥

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥২॥

আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ, যে সত্তাবিশিষ্ট এবং যে যে-রূপ, গুণ ও লীলা-বিশিষ্ট, তুমি সেইসকল বিষয়ের ঠিক তদ্রূপ অনুভব আমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও ॥২॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥৩॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও এতদুভয়ের কারণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব ॥৩॥

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥৪॥

বাস্তব প্রয়োজন-তত্ত্ব ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, সত্তাবিশিষ্ট হইলেও আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকে আমার মায়া বলিয়া জানিবে। দৃষ্টান্ত—যে-প্রকার দুইটী চন্দ্রের অধিষ্ঠান না থাকিলেও কাচাদিতে দ্বিচন্দ্রাদির প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয়, অথবা যে-প্রকার রাহু গ্রহমণ্ডলে থাকিলেও তাহা দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ। ভাবার্থ এই যে—আভাস ও অন্ধকার-দর্শন কিছু জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনকালে ঘটে না এবং জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনও আভাস এবং অন্ধকারের দর্শনকালে ঘটে না ; অথচ, আভাস ও অন্ধকারের কর্ত্তৃসত্তায় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু ব্যতীত স্বতন্ত্রতা নাই। তদ্রূপ ভগবান্ ও তাঁহার মায়া। ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। তাঁহার মায়া দ্বিবিধা—আভাস-স্থানীয়া জীব-মায়া ও তমঃস্থানীয়া গুণ-মায়া। উভয়ই ভগবদাশ্রিত হইলেও ভগবদন্তরঙ্গ-প্রতীতিতে জীব ও মায়া-প্রতীতির অভাব এবং জীব ও মায়িক প্রতীতিতেও ভগবৎপ্রতীতি নাই ॥৪॥

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥৫॥

যে-প্রকার ক্ষিত্যপ্‌তেজ প্রভৃতি মহাভূতসকল দেব-তির্য্যগাদি উচ্চ-নীচ ভূতসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপ আমিও ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে (সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্‌ভগবৎ-স্বরূপে সকলের অন্তরে ও বাহিরে স্ফূরিত হই ॥৫॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥৬॥

আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ আমার স্বরূপতত্ত্ব অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তিক্রমে অথবা বিধি-নিষেধদ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তদ্‌বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিবেন ॥৬॥

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্প-বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥৭॥

(হে ব্রহ্মন্ !) তুমি পরম-চিত্তৈকাগ্রতার সহিত আমার এই মতের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও 'আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা' ইত্যাদি অহঙ্কারে কখনও অভিনিবিষ্ট হইবে না ॥৭॥

প্রশ্নোত্তর

(আশীর্ব্বচন)

১। শ্রীভক্তিবিনোদ নববর্ষে কি কৃপাশীর্ব্বাদ করিয়াছেন ?

"নববর্ষ তুমি জয়যুক্ত হও, শ্রীশ্রীমায়াপুরের বিশেষ উন্নতি কর, ভগবদ্ভক্তি-গ্রন্থসকল প্রকাশ কর, জগৎকে শ্রীহরিনামে পরিতৃপ্ত কর, জীবসকলকে এরূপ প্রবৃত্তি দাও যে, তাঁহারা যেন শুদ্ধভক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধনাম-পরায়ণ হন।"

—'নববর্ষ', সঃ তোঃ ৬।১

২। শ্রীভক্তিবিনোদ জ্ঞানিগণকে কিরূপ অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন ?

"ভাই ! অগ্রসর হও, চিন্মাত্র-প্রতিভা ভেদ করিয়া চিদ্ধামে প্রবেশ কর, তথায় পরব্রহ্ম ও তদীয় চিদ্বিলাস দেখিতে পাইবে। তখন অখণ্ড-ব্রহ্মরস কি বস্তু, তাহার আস্বাদন পাইবে, শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় আত্মার অপগতি আর করিবে না।"　　—চৈঃ শিঃ ৬।৩

৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদের সর্ব্বজীবের প্রতি আদেশ কি ?

"হে ভ্রাতৃবর্গ ! নিরপেক্ষতা বিষয়-সম্বন্ধেই থাকুক, ভগবৎসম্বন্ধে উহাকে চিত্ত হইতে দূর কর। ভগবানের নিত্যলীলা অবলম্বন করিয়া তাঁহার

নিত্য স্বরূপ লাভ কর। সাধনভক্তিদ্বারা ভাবভক্তি ও তদ্দ্বারা নিগুর্ণ প্রেমভক্তি লাভ কর; ঈশ্বর বা পরমাত্মাদি সাম্বন্ধিক স্বরূপ অতিক্রম করত নিত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রীতিসূত্রে লাভ কর।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

জীবের প্রতি উক্তি

১। মানবের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রাথমিক উপদেশ কি?

"মনুষ্যদেহ—দুর্ল্লভ, ইহার একদিনও যেন অপব্যয়িত না হয়।"

—'সহজিয়া মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

২। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন?

"এই জগতে ধর্ম্ম-ধনাপেক্ষা ধন নাই। শরীর ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছে, কাল নাই। আমাদের পরম দয়ালু প্রভু কৃপা করিয়া এই জগৎকে যে নাম ও প্রেমধন দিয়াছেন, তাহা সাধু-গুরুর নিকট সংগ্রহ করিবে। জগতের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই দুইখানি গ্রন্থ অমূল্য রত্ন। যত্ন করিয়া তাহা আলোচনা করিবে। লোককে বিদ্যা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। লোককে ভক্তিধন দান করিবে। নিষ্পাপ জীবনে ধর্ম্মের সহিত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে ও আপনার নিজজনকে প্রতিপালন করিবে; **কিন্তু কোন সময়েই কৃষ্ণনাম ভুলিবে না।"**

—ঠাকুরের আত্মচরিত

৩। কৃষ্ণভক্ত কি প্লেগকে ভয় করেন?

"এই যে প্লেগকে এত ভয় করিতেছে, সে কেবল অবৈষ্ণবতা মাত্র। দেখ ভাই! প্লেগে কি করিতে পারে? অতি অপদার্থ জীবনের সমাপ্তি করিয়া প্লেগ তোমার কি ক্ষতি করিতে পারে? যদি ভাল চাও, প্লেগ হইতেও একটি শিক্ষা কর। কল্য যদি প্লেগে ধরে, তাহা হইলে আর জীবন নাই, তোমার এত সুখ-সম্পদ্ কোথায় যাইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। অতএব বৃথাকাল নষ্ট না করিয়া নিরন্তর নিষ্কপট ভক্তির সহিত হরিনাম কর। কোটি কোটি প্লেগ আসিয়াও তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

—'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ,' সঃ তোঃ ১০।২

৪। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পরদুঃখকাতর ব্যক্তিগণকে কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন ?

"জগতে সকল-জীবের সম্মান করুন, সকল জীবের দুঃখ-নিবারণের জন্য যত্ন করুন, সকল জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করুন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অনুসরণীয় চরিত্র ও মহা সারগর্ভ উপদেশ কখনও ভুলিবেন না।"　　—'শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১১।৩

৫। জীবের এ জগতে আসা সার্থক হয় কখন ?

"কৃষ্ণ নিত্য-সুত যার,　　শোক কভু নাহি তার,
অনিত্য আসক্তি সর্ব্বনাশ।
আসিয়াছ এ সংসারে,　　কৃষ্ণ ভজিবার তরে,
নিত্যতত্ত্বে করহ বিলাস॥"

—'শোকশাতন'—২, গীঃ মাঃ

৬। সুমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমার্থ-পথিকের কি কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ?

"সংসার নির্ব্বাহ করি যা'ব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন,
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন।
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ॥"

—'প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি'—৩, কঃ কঃ

৭। শ্রীল ঠাকুর অচিরস্থায়ি-মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ?

"তোমার পরমায়ুর দিবস অধিক নাই ; যে কয়েকদিন আছে তাহাও নানা বিঘ্নে পরিপূর্ণ। অতএব, ভাই, **বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত এই ভাগবতীয় রস পান করিতে থাক।**"

—'সিদ্ধপ্রেমরস-মধুরিমা', ২০।৩

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও শ্রীগুরু-পূজা *

আজকে আমাদের বার্ষিক শ্রীগুরুপূজার বাসর। সাধারণ লোকে বলেন,—অপ্রকটের দিন; কিন্তু **তাঁর অপ্রকটের দিনই প্রকটের দিন ব'লে আমরা জানি**। আমরা তাঁরই পূজা কর্‌বার জন্য আজকে অবসর পাচ্ছি।

শ্রীভগবৎস্বরূপের পঞ্চবিধ অবতার বা প্রকাশ

আপনারা জানেন, অর্চ্চা আট প্রকারের হয়—শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, লেখ্যা বা চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, সেবোন্মুখ-মনোময়ী, মণিময়ী। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের লেখ্যা-অর্চ্চা এখানে সমুপস্থিত হ'য়েছেন। ভগবৎস্বরূপ-বিচারে শাস্ত্রে পাঁচটী অবতারের কথা বর্ণিত আছে.—পরতত্ত্ব, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী এবং অর্চ্চা। পরস্বরূপ, ব্যূহস্বরূপ, বৈভবস্বরূপ, অন্তর্যামিস্বরূপ ও অর্চ্চাস্বরূপ—এই প্রকাশসমূহে স্বরূপতঃ ভেদ নাই, অভেদ। সেই পরতত্ত্ব জগতে জীবের নিকট অনুভূত, অবতীর্ণ বা প্রকাশিত হন এই প্রকারে। সুতরাং কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহকে অন্যরূপ বিচার কর্‌বার জন্য আমাদের উপদেশ নাই অর্থাৎ পৃথক্-বুদ্ধি কর্‌বার জন্য আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হ'তে উপদেশ পাই নাই। অর্চ্চা সর্ব্বকালেই সকলের উপাস্য বস্তু।

শ্রীভগবান্ ও 'তদীয়' ভগবদ্ভক্তের অর্চ্চার বৈশিষ্ট্য

অনেকে প্রশ্ন ক'রতে পারেন যে, ভগবদর্চ্চা ও মহাভগুরুর অর্চ্চার মধ্যে কিছু কি বৈশিষ্ট্য নাই? হাঁ, বৈশিষ্ট্য আছে,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

[শিব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন,—সকল দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। হে দেবি! তদপেক্ষা তদীয়গণের অর্থাৎ বৈষ্ণববৃন্দের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ।]

জগতে যত প্রকার পূজ্য বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম; আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্যের পূজকের পূজা আরও অধিক বড়। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা ক'রে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষ

---

* জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক তদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথিতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

পূজ্য—শ্রীভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন, তাঁ'র পূজা নিশ্চয়ই সব চেয়ে বড়; তা'র প্রমাণ শ্লোকটী আমরা পূর্ব্বে ব'লেছি।

'তদীয়' ব'ল্‌তে গেলে তিনি এবং তাঁ'র দাসবর্গ। এই যে আলেখ্য-অর্চ্চা আপনারা দর্শন ক'র্‌ছেন, এই বস্তুকে যাঁরা 'গুরু' ব'লে বিচার করেন, তাঁ'রা সকলেই আমার গুরুবর্গ, তাঁ'দের চরণে আমার দণ্ডবৎ-প্রণতি।

গুরুবাদ এক অখণ্ডতত্ত্ব—"মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ"

একগুরু বা জগদ্‌গুরুবাদ ও মহান্তগুরুবাদের বিচার আপনারা শুনেছেন। আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরু-তত্ত্ব; আমার গুরু-বিদ্বেষী,—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী। —জগদীশের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে এই বিচারটা না আস্‌লে আমি শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের ভৃত্য হ'তে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি তৃণাদপি সুনীচ', 'অমানী'-'মানদ' হ'য়ে হরিকীর্ত্তন কর্‌তে পারি না। সমগ্র জগদ্‌বাসী আমার মানদ বা নমস্য—এই বিচার না আস্‌লে আমি গুরুপাদপদ্মে নমস্কার ক'রতে পারি না। গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা থাক্‌লেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া যেতে পারে—নিজে অমানী হওয়া যেতে পারে—সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করা যেতে পারে।

শ্রীগুরুর জগতের নিখিলবস্তুই ভগবৎসেবোপকরণরূপে দর্শন

সেতার শিখা'বার গুরু, পাঠশালার গুরু, আধ্যক্ষিক জ্ঞানদাতা গুরু, আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা'বার গুরু বা ইহজগতে যাঁ'দের নিকট হ'তে এই শরীর লাভ ক'রেছি, সেই জনক-জননী গুরু—এঁ'রা সকলেই আংশিক গুরু। কিন্তু যিনি জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু—যে গুরুর প্রতিবিম্ব জগতের প্রত্যেক লঘু বস্তু—প্রত্যেক বস্তু যাঁ'র সেব্যের সেবার উপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু-পরমাণুতে—গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁ'দের অসম্মান বা অনাদর করা গুরুসেবকের কর্ত্তব্য নহে।

জগদ্‌গুরু ও মহান্ত-গুরুর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদ-পদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অন্য প্রকার আকর হ'তে আমাদের মনোঽভীষ্ট পূরণ হ'বে, তখন আমরা মহান্ত-পুরুষবিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না। কতকগুলি ব্যক্তি বলেন,—জগদ্‌গুরু একজন, তিনি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকট হ'য়েছিলেন; কিন্তু আমার যোগ্যতা-অনুসারে, আমার লঘুত্বের পরিমাণানুসারে যদি জগদ্‌গুরু-তত্ত্ব মহান্ত-গুরুরূপে সাক্ষাদ্ভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হ'য়ে আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা' হ'লে আমি বহু দিন পূর্ব্বের ব্যক্তির আদর্শ, আচার-প্রচার ধর্‌তে পারি না—'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ'—এই শ্রৌতবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হ'তে উদ্ধার পে'তে পারি না—আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে আমি নির্ম্মোহ, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হই, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্ত্যত্ব—তিনি নিত্যজীবনদাতা

শ্রীগুরুদেব—মর্ত্ত্য নহেন, তিনি—অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। গুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁ'র সেবক নিত্য—তাঁ'র সেবা নিত্য; সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নেই।

সাধারণ গুরুগণ আমাদিগকে মরণ থেকে বাঁচাতে পারেন না—নিত্য জীবন দিতে পারেন না; এজন্য তাঁ'দের আংশিক গুরুত্ব। কিন্তু যিনি আমাদিগকে মরণ-ধর্ম্ম হ'তে রক্ষা ক'রেছেন—আমাদিগকে নিত্যত্বের উপলব্ধি দিয়েছেন, তিনিই পূর্ণ ও নিত্য গুরু। তিনি আমাদের সংশয়-নিবৃত্তির জন্য কৃপা ক'রে জগতে উপনীত হ'য়ে আমাদের যাবতীয় সংশয়ের নিবৃত্তি করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বীয় আচরণদ্বারা জগৎকে শিক্ষাদান

আমরা—বশ্যতত্ত্ব, তিনি—ঈশ্বরতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হ'য়েও ভগবানের সেবক-সূত্রে আমাদের অহংগ্রহোপাসনা-প্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা

দুরাকাঙ্ক্ষারূপ সম্ভোগবাদ নিরাস করেন। স্বয়ং আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবান্ বিষয় হ'য়েও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হ'য়েও আমাদিগকে শিক্ষা দেন ;—"আমার একমাত্র পরমেশ্বর ভগবদ্‌বস্তু, আমি তাঁ'র সেবক। হে জীব! তুমিও তাঁ'রই সেবক, তুমিও আমারই মত, আমার ভাষা তুমি বুঝতে পারবে, তোমার যে-সকল সন্দেহ আছে, আমি সকলই নিরাকরণ কর্‌ব।" এই ব'লে তিনি জীবের ভগবদ্‌ভজনের যাবতীয় অনর্থ-গ্রন্থি বাক্যের দ্বারা ছেদন ক'রে জীবকুলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। তখন,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

মহান্ত-গুরুর সাক্ষাদুপদেশে ভোগবাদ ও কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্তি

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আত্মতত্ত্ব, তিনি অনাত্মতত্ত্ব নহেন। অনাত্মতত্ত্বে নানাবিধ ভোগবাদ—ভোগ্য-বিচার আশ্রিত। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে আমাদের অনুভবনীয় বিষয়-মাত্রই আমাদের প্রভুত্বের পরিচায়ক। দর্শক-সূত্রে, শ্রোতৃ-সূত্রে, আস্বাদক-সূত্রে, ঘ্রাণগ্রহণকারি-সূত্রে, স্পর্শকারি-সূত্রে, রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শরূপ বিষয়কে আমরা আমাদের অধীন জ্ঞান করি। সুতরাং আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়। এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে মুক্ত কর্‌বার জন্য ইহজগতে আমার কে সহায়-সম্বল হ'বেন? অনেকে বল্‌তে পারেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থিত বিবেকই ত' সহায়ক হ'তে পারে, কিন্তু আমি যে নিতান্ত দুর্ব্বল প্রাণী, আমি যে-মনোধর্ম্মে প্রপীড়িত, হৃদ্‌রোগে জর্জ্জরিত জীব, আমার প্রেয়ঃকে, আমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাল-মন্দের বিচারকে 'বিবেকের বাণী' ব'লে গ্রহণ ক'রে আমার প্রতি মুহূর্ত্তে যে বঞ্চিত হ'বার সম্ভাবনা র'য়েছে, তা' হ'তে আমায় কে উদ্ধার ক'রতে পারে—যদি মহান্তগুরু আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে সাক্ষাদ্ভাবে আমাকে উপদেশ না দেন। যখনই আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান হয়—আমি যখন মনে করি,—আমি শ্রোতা, দ্রষ্টা, ভোক্তা,—আমি যখন মনে করি, বাগানের মালী যেমন আমাকে ফুল দিয়ে যায়, আমার উপাস্য বস্তুও তেমনি আমাকে ফুল দিয়ে যাবেন, তখন আমার সেই কর্ত্তৃত্ব-অভিমান হ'তে মহান্তগুরুদেব আমাকে রক্ষা করেন।

অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরুর আশ্রয়লাভ

উপাস্য বস্তুকে বাগানের মালী বা আমার ইচ্ছার ইন্ধন-সরবরাহকারি-বিচারে গুরুর বিচার হয় না, তা'তে লঘুর বিচার হয়। এহেন পাষণ্ড আমি —পামর, অধম, নারকী আমি, আমাকে বুঝা'বার জন্য যিনি মনুষ্যাকৃতিতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তাঁ'কে না চিনে—সেই গুরুপাদপদ্ম দর্শন না ক'রে যদি আমি মনে করি—'আমি গুরু দে'খে ফেলেছি', তা' হ'লে তা'র মত ধৃষ্টতা আর কি আছে? যদি আমার নিষ্কপটতা থাকে, তা' হ'লে আমার পক্ষে যে ধৃষ্টতা হ'চ্ছে, একথা আমার অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে আমাকে বুঝিয়ে দেন; বিবেক দেন—'শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করো না। তিনি তোমার অনন্ত জীবনদাতা, তোমার ভবরোগের সদ্‌বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমার একমাত্র উপকারক।' চৈত্ত্যগুরুর এই উপদেশ শ্রবণ ক'র্‌লে আমরা মহান্ত-গুরু শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট উপনীত হই। আমি তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট নিজ প্রাক্তন দুষ্কৃতিজাত নানাপ্রকার সন্দেহের কথা নিবেদন ক'রে বলি,—"আপনি কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি, আপনাতে আকর্ষণ-ধর্ম্ম আছে, আমাকে আপনি আকর্ষণ করুন, আপনার নিকট সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌বার জন্য আমার যাবতীয় অনর্থের প্রতিবন্ধক দূরীভূত হউক।"

আমরা যদি এই প্রকার বিচার অবলম্বন না ক'রে লোক-দেখান' বিচার গ্রহণ ক'রে মনে করি,—আমরা গুরুর নিকট হ'তে মন্ত্র নিয়েছি—মনোধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ পেয়েছি, কিন্তু যদি প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণভাবে আমরা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত না হই, তা' হ'লে যে পরিমাণ কপটতা ক'রলাম, সেই পরিমাণে ঠকে গেলাম।

জাগতিক জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী-লঘুবস্তুতে আসক্ত ব্যক্তি গুরু নহেন; সদ্‌গুরু—দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা

আমার যে সময়ে অবিবেচনা প্রবল ছিল, শ্রীগুরুপাদপদ্ম তখন দেখিয়েছেন, —তুমি যে পণ্ডিতম্মন্যতা, পবিত্রতা, সংযম, জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতিকে বড় মনে কর, সেইগুলিকে যে-পর্য্যন্ত ত্যাগ না কর্‌তে পার্‌বে, সেই পর্য্যন্ত তুমি আত্ম-সমর্পণ কর্‌তে পার্‌বেনা—আমাকে আশ্রয় ক'রতে পারবে না। যদি তুমি ঐগুলি ত্যাগ কর'তে পার, তা' হ'লেই আমাকে আশ্রয় ক'র্‌তে পার্‌বে—আমার গুরু হ'তে পারবে। এই বিচার যখন গুরুপাদপদ্ম হ'তে জান্‌তে পেরেছিলাম, তখন তাঁ'কে জীববিশেষ ব'লে জান্‌তে পারি নাই।

তখন জেনেছিলাম,—সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু আমাকে কৃপা কর্‌বার জন্য যখন জগতে এসে উপস্থিত হন, তখন আমার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। সাধারণ লঘু বস্তু যেরূপ গুরু হ'বার জন্য ব্যস্ত, আমার গুরুপাদপদ্মকে সেরূপ ভাবের চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট মনে ক'র্‌তে পারি নাই। আমার চেষ্টাক্রমে—আমার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের চাঞ্চল্যক্রমে গুরু-নির্দ্দেশের যে-পদ্ধতি আছে, তা আমার কর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত—আমার ভোগবাসনায় পূর্ণ। এই জগতের ভোগবাসনা-চালিত কর্ত্তৃত্ব হ'তে পরিত্রাণ ক'র্‌তে যিনি সমর্থ, সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে-শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই অতিমর্ত্ত্য শিক্ষার নিকট, মনুষ্যজাতির নিকট যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, যুগ-যুগান্তরের সভ্য-সমাজ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হ'তে যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, সে-সকল একীভূত ক'রলেও অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নগণ্য, নিতান্ত ব্যর্থ। আমার নিজের আত্মম্ভরিতা ও অবিবেচনাকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত ক'র্‌তে পারে যে শক্তি, সেই (গুরুপাদপদ্ম) শক্তি যদি আমাতে সঞ্চারিত না হয়,—দুর্ব্বল আমি, সেই বলে যদি বলীয়ান না হই, তা'হ'লে সেই বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ হয় না—তাঁ'কে গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না। দিব্যজ্ঞানের প্রদাতাকে 'গুরু' বলা যায়,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

দিব্যজ্ঞানের প্রদাতা কোন মর্ত্ত্যবস্তু ন'ন। যিনি দিব্যজ্ঞানের কথা শুনেন, তিনিও কখনও ম'রে যান না। যিনি সমুপেত মৃত্যু হ'তে রক্ষা ক'রতে পারেন না, তিনি গুরু নন। যিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা ক'রে থাকেন, তিনিই গুরুদেব (ভাঃ ৫।৫।১৮)—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥

আমরা জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-রাজ্যে অবস্থিত। আমরা ম'রে যা'ব সকলেই —এ অবস্থায় কেহ থাকতে পার্‌ব না। কিন্তু 'মরে যাব' এই ভীতি—এই আশঙ্কা হ'তে যিনি উদ্ধার ক'রতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমরা যে নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চয় ক'রেছি, সেই দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য আমার প্রতি যিনি অনন্ত শক্তি সঞ্চার করেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত হই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে
বিরহ-স্মৃতি *

-- :(::*::): —

শ্রীব্যাসপূজায় কৃপা-প্রার্থনা

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (মঃ ২২।২৫) এই বাক্যের প্রতিধ্বনিস্বরূপ দেখিতে পাই—"শ্রীব্যাসপূজাই যুগপৎ গুরু ও কৃষ্ণসেবা" (গৌঃ ৪র্থ বর্ষ, ৫৯০ পৃঃ)। সুতরাং পরমপূজ্য জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতেই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধি গৌড়ীয় আচার্য্যগণের উপদেশ অনুসারে জানিতে পারা যায়। এই ব্যাসপূজা উপলক্ষে গুরুদেবের অঙ্গস্বরূপ পারমার্থিক পত্রিকার সেবার জন্য আদিষ্ট হওয়ায় নিজের নিতান্ত অযোগ্যতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া বিপদ গণিতেছি। মাননীয় গুরুদাসগণই এরূপ-স্থলে বিপদুদ্ধারণ বান্ধব। গুরুদাসগণের আনুগত্য করাই গুরুসেবার পরাকাষ্ঠা। গুরুদাসগণের সকলের পাদপদ্মে আমার নিষ্কপট সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের প্রতি সতীর্থ-ভ্রাতৃবোধে **'সখ্য'** আচরণ করিয়া যে ভ্রাতৃবিরোধের আবাহন করিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতেই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া নিজ জীবনকে ধিক্কার দিতেছি। হে ব্যাসপূজার পূজারী গুরুদাসগণ! আপনারা আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া—আমার অযোগ্যতা দেখিয়া উপেক্ষা না করিয়া গুরুগৌরাঙ্গ-গুণগানরূপ **'দাস্যে'** নিযুক্ত করুন, ইহাই আপনাদের পাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা।

গুরুদেবের স্বরূপ

শ্রীব্যাস ও বৈয়াসকির আনুগত্যে গুরুদাসগণ শাস্ত্রের "গৌরজন-সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া", "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ" জানাইলেও "কিন্তু প্রভোর্যঃ

---

* পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের তিরোধানের পর তাঁহার আবির্ভাব-তিথিতে লিখিত এই প্রবন্ধ "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ"-নামক শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হয়—**সম্পাদক**।

প্রিয় এব তস্য” ইত্যাদি জ্ঞান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীও “গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে” বলিয়া জানাইয়া “গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥”—উপদেশ করিয়াছেন। মহাজনগণের ও শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসারে গুরুদেব ভগবৎ-স্বরূপেই প্রমাণিত হইতেছেন। এবম্প্রকার শ্রীগুদেবের দাসগণকে তদভিন্নজ্ঞানে শিক্ষাগুরু বলিয়াই মনে হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী—“শিক্ষাগুরুকে ত’ জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।”—কীর্ত্তন করিয়াছেন। গুরুর নিত্য সেবকগণ! আপনাদের ভৌম-জগতে অবতরণ কেবল মাদৃশ পাপ-পঙ্কিলে পতিত নরাধমকে উদ্ধার করিবার জন্য। আপনাদের অতিমর্ত্ত্যবাণী হইতে শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্ততার কথা শ্রবণ করিয়াও তাহাতে আমার মর্ত্ত বুদ্ধির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; বিবর্ত্ত বা অসূয়াই তাহার মূল-কারণ।

বাণী-কীর্ত্তনই প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট

‘বাণী’ কেবলমাত্র ‘কর্ণ’-নামক একটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া অন্য ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় এ-ক্ষেত্রে হীনবীর্য্য। অতীন্দ্রিয় বস্তুতে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ যতদূর হ্রাস হইবে, ততদূরই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। সেই জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা। আপনাদের শ্রীমুখ-বিগলিত অপ্রাকৃত বাণী-কীর্ত্তন শ্রবণ (?) করিয়াও যখন গুরুদেবের প্রতি মর্ত্ত-বুদ্ধি নষ্ট হয় নাই, তখন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রিয়াশীলা ভক্তির অন্য অনুষ্ঠানসমূহ আমার নিকট নিষ্ক্রিয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বর্ত্তমানযুগে যে-কোন ভক্ত্যঙ্গই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি সহযোগেই করা প্রয়োজন। এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য ভক্ত্যঙ্গ থাকিলেও তাহা কীর্ত্তন ব্যতীত সুফলপ্রদ নহে। তাই আপনাদের অপার করুণায় একমাত্র কীর্ত্তনকেই নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। **শ্রবণ কীর্ত্তনাদি প্রচারাখ্যা ভক্তিই শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট ‘ভাগবৎ-মত’ এবং মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-সেবাদি-পরিচালন প্রভৃতি অর্চ্চনাখ্যা ভক্তিই ‘পাঞ্চরাত্রিক-মত’**। ভাগবত-প্রচারই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের অন্তরুদ্দেশ্য (Ontological aspect) বলিয়া আপনারা আমাকে জানাইয়াছেন। **কীর্ত্তনই কীর্ত্তনের ফল। কীর্ত্তনই সেবা-কীর্ত্তনই প্রেম।** শ্রীল জীবপাদ ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—“যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব ইত্যুত্তম্।” শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"পাঞ্চরাত্রিক Process (প্রণালী) অনুসারে Representative (প্রতিনিধি) থাকেন থাকুন, মন্দির করা হউক্, ঠাকুর থাকুন ; (কিন্তু) better class—higher class যাঁহারা, তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য। বৈকুণ্ঠনামের সর্ব্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট। * * * * * আমাদের প্রচার-প্রণালী এইরূপ হউক—প্রচুর পরিমাণে Pamphlet করা হউক, মঠ-মন্দির না হয় না-ই হইল।" তিনি তাঁহার শেষ বক্তৃতাতেও আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া জানাইয়াছেন—"আমরা কিছু জগতে কাঠ পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।" যে-কোনও একাঙ্গ সাধন কিম্বা বহু অঙ্গ সাধন লোকে স্বতন্ত্রভাবে করে করুক্ ; কিন্তু আমরা একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই প্রভুপাদের অনুজ্ঞা অনুসারে পালন করিব।

বাণী-শ্রবণের কর্ণ প্রস্তুত প্রয়োজন

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি মনুষ্য-বুদ্ধি থাকার দরুণ তাঁহার কোন কথাই আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন,—আগে কাণ তৈয়ারী হউক, পরে ভাগবত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণের যোগ্যতা হইবে। কথাটা এখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তাঁহার নিকট (১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত) প্রায় অষ্টাদশ-বর্ষকাল থাকিয়াও তাঁহার "শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ" ; "অনুসরণ ও অনুকরণ" "আসল ও নকল", Ontology ও Morphology", "পারমার্থিক ও ব্যবহারিক" প্রভৃতি এবং গৌড়ীয়ের "বপু ও বাণী" আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই বা তাহার পার্থক্য উপলব্ধি হয় নাই। তাই গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা—তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে আমার কাণ প্রস্তুত করিয়া দিন। কাণ প্রস্তুত না হইলে "উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।"—এই বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িব।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত দেহ

আমার দুর্দ্দৈববশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের দেহকে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্য-বিগ্রহরূপে দর্শন করিবার যোগ্যতা আমার কখনও হয় নাই ; যদিও আপনারা উহা আমাকে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতি আমার এ প্রকার প্রাকৃত-বুদ্ধি দেখিয়া সহাস্যে মাঝে মাঝে অসুস্থতার অভিনয় করিতেন। আমি দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া আমার প্রাকৃত হস্ত-পদাদি লইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সেবার জন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে গেলেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে

থাকিয়া তাঁহার মায়া-দেহটি অগ্রসর করিয়া দিয়া আমার আসুরিক প্রবৃত্তিকে মুগ্ধ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার চিন্ময় দেহে কোনপ্রকার ব্যাধি-বিকার ছিল না। আমি তখন তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। আমার ন্যায় যথাসর্ব্বস্ব-কামী, যোগী রাবণের পক্ষে মায়াসীতা স্পর্শ ব্যতীত চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী রামাঙ্কলক্ষ্মী সীতাদেবীকে স্পর্শ করিবার যোগ্যতা কোথায়? আমি শঙ্করের জীবন সম্বন্ধেও এই প্রকার লীলার কথা শ্রবণ করিয়াছি। শঙ্কর যখন মণ্ডন-মিশ্রের স্ত্রী 'উভয়ভারতী'র নিকট বিচারে পরাস্ত হন, তখন তিনি তাঁহার শরীর পদ্মপাদের নিকট এক পর্ব্বতগুহায় রক্ষা করিয়া জনৈক রাজার মৃত্যু শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্যত্ব সম্বন্ধে কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারায়, তাঁহার নিকট হইতে কপট-কৃপা লাভ করিয়া চিরদিনই বঞ্চিত হইয়াছি। ইহা তাঁহার চেতনময়ী বাণীতে কর্ণপাত না করার ফল। ইহাই আমার চরম দুর্ভাগ্য।

আচার্য্যের নির্য্যাণ-লীলা

শ্রীল প্রভুপাদ যখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেবকাভিমানী এহেন দুর্জ্জন দম্ভে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, প্রতি পদে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার চিত্ত ক্রমশঃ তাঁহার সমজ্ঞান করিতে করিতে তাঁহারই আসন গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখই মাদৃশ নিত্যবদ্ধ প্রস্তরতুল্য কঠিন, অভ্রের ন্যায় অদাহ্য, অগ্নিতুল্য শুষ্ক চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট পাপিষ্ঠকে শিক্ষা দিবার জন্য বজ্রাপেক্ষা কঠিন, অগ্নি অপেক্ষাও দহনশক্তি-বিশিষ্ট আকস্মিক এক মহা নিদারুণ লীলা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার লীলা-সংগোপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীপুরীধামে চটকপর্ব্বতে পুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি আমার বিমুখতা দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,—"আমার কথা আর কেহ বুঝিতেছে না, কেহ গ্রহণ করিতেছে না। সুতরাং **এ-জগতে থাকা আর প্রয়োজন নাই—চলিয়া যাওয়াই ভাল।**" তখন তাঁহার করুণার কথা বুঝিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, তাই তিনি ১৩৪৩ সালের ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার নিশান্তে হঠাৎ বজ্রাঘাত করিলেন। তিনি আমাকে অহং-গ্রহোপাসক ও ভোগী দেখিয়া "বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরস" শিক্ষা দিবার জন্য "সন্ন্যাস-বেশ" গ্রহণ করিতে বহুবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাই তিনি

আমার দৈহিক ও দেহে আত্মবুদ্ধি-বিনাশপর বৈরাগ্য শিক্ষার জন্যই নির্য্যাণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন। **শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বকৃত "সিদ্ধান্তরত্নাখ্য ভাষ্যপীঠকের" প্রথমপাদের শেষে ভাগবতের ঋষভদেবের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ বিচারকালে "সাম্পরায়বিধিরপি প্রাতীতিক্যেব তাবতৈব তদাবেশপরিক্ষয়াৎ" বাক্যের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন,**—"সাম্পরায়বিধির্দেহত্যাগপ্রকারঃ। তাবতৈবেতি। প্রাতীতিকেন তাদৃশানাং দেহত্যাগেন শুশ্রূষুণাং (শিষ্যাণাং) নৃণাং দেহাবেশত্যাগাদিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ঋষভদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও তিনি পারমহংস্য-ধর্ম্মানুকরণ করেন। তাহাতে **তাঁহার দেহত্যাগাদি লীলা—তাঁহার শিষ্য বা সেবকগণের দেহাসক্তি ত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে।**

নির্য্যাণে প্রবোধ-বাক্য

গুরুপ্রেষ্ঠগণ আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একত্রিংশৎ অধ্যায়ে শ্রীহরির নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে ব্যাসসূনু শ্রীশুকদেবের উক্তি-সমূহ জানাইয়াছেন— "রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা,
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।" (ভাঃ ১১।১৩।১১)

আচার্য্যদেবের চিদানন্দময় নিত্যদেহ নট-পুরুষের ন্যায় স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই জাগতিক রঙ্গমঞ্চে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জন্ম-মরণাদির অভিনয় করিয়াছেন। সাধারণ জীবের জন্ম-মরণাদি দুঃখময়, কিন্তু অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের চিন্ময় বিগ্রহের আবির্ভাব তিরোভাবাদি সুখময়। ঐন্দ্রজালিক দর্শকবৃন্দের (বিস্ময় উৎপাদনের জন্য তাহাদের) সমক্ষেই একটী লোককে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিতে দেখা গেলেও তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা মনে করিয়া বিজ্ঞগণ তাহার জন্য অনুতাপ ভোগ করেন না। কিন্তু অজ্ঞ বালকগণ তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে। আচার্য্যের এই নিদারুণ অপ্রকট-লীলা সে-প্রকার হইলেও আমার ন্যায় অজ্ঞ তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার এই লীলা সুখময়ী হইলেও আমার নিকট অতীব দুঃখময়ী হৃদয়-বিদারক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। গুরুদাসগণ ইহাতে বিরহানুতপ্ত হইলেও আমার তাহাতে শূদ্রের ন্যায় শোক হইতেছে। আপনাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, বিচ্ছেদ বা বিরহ সেবা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করে এবং উদ্দীপনের বস্তুসকল নয়নপথে

আসিলেই উত্তরোত্তর সেব্যের প্রতি আসক্তি দৃঢ়তর হয়। তাহাতে সেব্যের আনন্দের প্রচুর পরাকাষ্ঠাই লক্ষ্য করা যায়। আর শোকে বদ্ধ-জীব অভিভূত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে—শক্তি-সামর্থ্য লোপ পায়—কাতর হইয়া পড়ে এবং সেবার (?) অভাব-হেতু তাহার আনন্দবর্দ্ধনরূপ কোন ক্রিয়াই দৃষ্ট হয় না। তাই আমি অজ্ঞ মূঢ়ের ন্যায়—শূদ্রের মত শোকে অবিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমার কোনরূপ উৎসাহ হইতেছে না। "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং" আমার পক্ষে দুরূহ হইয়া পড়িল।

আচার্য্যের ভক্ত-বাৎসল্য

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার তিরোভাবের কথাই সর্ব্বদা মনে উঠিতেছে। তাই হরিষে বিষাদ গণিতেছি। মঙ্গলময় শ্রীল প্রভুপাদ আমার এইপ্রকার দুরাবস্থা দর্শন করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই প্রতিবৎসর বিরহ-তিথি অতিক্রম করিয়াই পুনঃ প্রকট-তিথি প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার প্রেষ্ঠগণের ভিতর দিয়াই তাঁহার পুনর্দ্দর্শন লাভ করিবার আশায় আপনাদের পাদপদ্মে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। মিলন না হইলে হৃদয়ের তীব্র যাতনার অবসান হয় না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে কৃপা করিয়া তাঁহাদের বিরহ-কাতরতায় সান্ত্বনা দিবার জন্যই অপ্রকটকালের অনতিকাল পরেই প্রকট-লীলা প্রদর্শন করিলেন। ইহা তাঁহার যে কতবড় দয়া ও ভক্ত বাৎসল্যের পরিচয় তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম।

আচার্য্যের শ্রীধামে আগমন

আমাদের মধ্যে বাণীর অনাদর আশঙ্কা করিয়া অভিমানভরে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যপ্রিয় রাধাকুণ্ড-তীরে চলিয়া আসিবার মানসে গভীর তূষ্ণীম্-ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুদূত বৈষ্ণবগণ তাঁহারা অন্তরুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া বহুপ্রকোষ্ঠ-সমন্বিত একটী বিশিষ্ট সুসজ্জিত রথে* আরোহণ করাইয়াছিলেন। প্রভুপাদ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুন্দর প্রকোষ্ঠে তাঁহার প্রিয় সেবকগণসহ প্রবেশ করিলে অন্যান্য সেবকগণও তাঁহার অনুগমনে যথাযোগ্য কক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন।

ভূলোকাগত গোলোক-রথ শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়া অতি-দ্রুতবেগে অনিমেষে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে শ্রীকৃষ্ণধামে† আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথে কেবলমাত্র 'বিদ্যা-বেদনের' রণক্ষেত্রে‡ সারথি রথের গতি

* Special Trainএ। †কৃষ্ণনগরে। ‡রাণাঘাটে

সঙ্গোপন করিলে লব্ধবেদনজ্ঞান আচার্য্যপাদের বাল্যলীলার আদি জ্ঞানোন্মোষলীলাক্ষেত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া বাধ্ব-ঋষির ন্যায় নিঃশব্দে আমাকে অনেক কথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার অজ্ঞানতাবশতঃ তখন আমি তাঁহার কিছুই বুঝিতে না পারিলেও 'অপ্রাকৃত বাণী-বিগ্রহের বাণী প্রাকৃত কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিবার চেষ্টা বৃথা'—তাহা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। শ্রীবাণী-বিগ্রহ শ্রীল সরস্বতীপ্রভু কৃষ্ণধাম হইতে তদভিন্ন গৌরধামে শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীধামমায়াপুরে চন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠে আচার্য্য-প্রকটিত শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে আসিয়া শ্রীল বাবাজী মাহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারই নিকটে কুণ্ডতীরে সেবাকুণ্ডে এ অধমের সংগৃহীত বিবিধ পুষ্পমাল্য-চন্দনাদি উপায়ন-সমভিব্যাহারে হতভাগ্যের দ্বারা লাবণ্যযুক্ত হইয়া শ্রীরাধামদনমোহনের প্রেষ্ঠরূপে সমাধিস্থ হইলেন। এবং আমাকে তাঁহার আনুগত্যে যুগল-সেবা করার অধিকার দিবার জন্য নিত্যকাল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা কৃপা করিয়া যেন গুরুপাদপদ্ম-মনোঽভীষ্ঠ-সেবার কিঞ্চিন্মাত্রও যোগ্যতা আমায় প্রদান করেন।

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্বরস্বতীতিনামিনে॥
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-সরোজে

পতিতের-নিবেদন

জয়, জয়, জয় পতিতপাবন, শ্রীগুরু-চরণ করুণাময় !
অশোক, অভয়, অমিয়-নিলয়, জয় জয়, নিতি তোমারি জয়।
আবির্ভাবে জয়, তিরোভাবে জয়, জয়-মণ্ডিত লীলা যে তব।
তব স্মরণে, মননে, বরণে, পূজনে, চিত্তে জাগায় মহোৎসব॥

কোটি ইন্দুর শীতলতা মথি', স্বপ্রকাশ পদ-কমল দু'টি।
শরণাগতের বিমল হিয়ায়, ব্রজ-সুষমায় র'য়েছে ফুটি'॥
নিখিল উগ্র তাপের প্রবাহ, কে করিবে নাশ? শকতি কা'র?
শ্রীগুরু-চরণ মহা-মহীয়ান্, বলদেব তিনি, শকতি তাঁ'র॥

ঐ পদ-পরিমল করিলে বরণ, ভব-বন্ধন নিমেষে টুটে,
মায়ার ভৃত্য, দাস্য তেয়াগি', সেবার আশায় ত্বরিতে ছুটে।
ওহে গৌর-বানি ! মুরতি ধরিয়া, নরোত্তম-রূপে, নরের মাঝে,
এসেছিলে প্রভো, কত করুণায়, গোরার নিগূঢ় অভীষ্ট কাজে॥

নীলাচল-ধামে সমুদিত হ'য়ে, সারাটি জগতে ক'রেছ দান,—
নিরস্ত-কুহক বাস্তব-গাথা, অমল-সত্য শ্রীহরি-নাম॥
অসদ্-বারতা-মুখর জগতে, কৃষ্ণ-নামের বিজয়-ডঙ্কা—
বাজায়ে সঘনে, ঘোষিয়াছ দেব, "এস এস সবে ত্যজিয়া শঙ্কা;

অমৃত-তনয়,—শুদ্ধ চেতন; ওহে জীব ! তুমি প্রবাসী হেথা,
তোমার স্বদেশ—নিত্য নিকেতন, শ্রীহরি-সেবন কৃত্য যেথা।
হরি-সেবাহীন ব্যর্থ-জীবন 'মরণ' কেবল তাহারি নাম।
প্রাণীর ধর্ম্ম প্রাণপতি-সেবা, বিপাক তাহার জড়ীয় কাম॥"

তব চেতন জাগানো—'জাগরণী' গীতি, অতি সকরুণ আহ্বান
পশিয়াছে যা'র, মরমের দেশে, পাতিয়া শ্রবণ-আকুল-কাণ।

বিমোহিনী মায়া-ছলনার জাল, সুদৃঢ় চরণে সবেগে দলি'
পরম যতনে, হরি সেবাধন, নিয়েছে সেজন ভূষণ বলি' ॥
কর্ম্ম-জ্ঞানের বিপুল নেশায় ভুলিবে না কভু তোমার জন।
সব বাহাদুরী, জানিয়া চাতুরী, কৃষ্ণ-ভজনে তাঁদের মন ॥
জানায়েছ তুমি, ভোগ আর ত্যাগ—দু'টিই পিশাচী, কঠিন রোগ।
কৃষ্ণ-তুষ্টি-হীন অসার সকলি,—যজ্ঞ, দান, ব্রত, যোগীর যোগ।
পুণ্য ব'লে যাহা আদৃত ভবে, মূল্য তাহার নহে কপর্দ্দক—
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বিমুখ প্রয়াস; ছলধর্ম্মিগণ কেবল বক'।
কলি-তাণ্ডব চূর্ণ করিতে ভাগবত-সার শিক্ষা যত,—
আদর্শ আকারে, সহজবোধ্য সৎপ্রদর্শনী প্রকাশি' কত,—
মরণ-আহত বিশ্বজনেরে মৃত-সঞ্জীবন করিলে দান।
কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজিছে আজি, গৌরচাঁদের আরতি গান ॥
দেশে দেশে রচি' শ্রীহরি-মন্দির, কৃপা-আকর্ষণে টানিলে সবে,—
জগন্নাথের তোষণ-যজ্ঞে, জগজন কেন পিছিয়ে র'বে?
হে মহাবদান্য, করুণার খনি, আজিকে তোমার চরণ-তলে।
হৃদয়-বেদনা জানা'তে আসিনু, নীরব তপ্ত নয়ন-জলে ॥
শুভ-মতি মোর জাগিল না দেব! বিরূপের মোহে রহিনু ভুলি'
মায়া-যাদুকরী শতেক প্রকারে শুনায় কেবল অসত বুলি ॥
আশা মোর নাই, পতিত পামর,—চরণ-পদ্মে ভকতি-হীন,—
এ ভব-সাগরে, ওহে কাণ্ডারি! শ্রীচরণ-তরী পা'বে কি দীন?
অভিন্ন-নিতাই, প্রভু দয়াময়, পতিত অধম করুণা মাগে ॥
জীবনে-মরণে – যেখানে সেখানে, তব স্মৃতি যেন মরমে জাগে ॥
(তব) পাদপদ্মের মধুকর-কুল, জানিয়া নিগূঢ় মরম বাণী।
শ্রীহরি-সেবায় দিয়েছে সঁপিয়া, ভকতি-সরস মানসখানি,
আচার্য্য-ধারার বীণা-ঝঙ্কারে, ঢালিলা ক্ষুদ্র আকুল তান,
কোন দিন যেন অকপট চিতে, গাহিবারে পারি তোমার দান ॥

—জনৈক শিষ্যাভিমানী

বেদান্তের বাণী *

পূজনীয় ত্রিদণ্ডিপাদপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ, শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলি! আমি "বেদান্তের বাণী" সম্বন্ধে কিছু বলিতে আদিষ্ট হইয়াছি, কিন্তু বেদের অন্ত পাওয়া আমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে অসম্ভব, তবে আপ্তবাক্যই আমার অবলম্বন। আমি পূজ্যপাদ গুরুবর্গের নিকট হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই যথাশ্রুত কীর্ত্তন করিব। 'বেদান্ত' বলিতে বেদের অন্ত—চরম উপদেশ বা শিরোভাগ উপনিষৎসমূহকে বুঝায়। বেদান্ত-সমূহ উপনিষৎ-আকারে নিত্য বর্ত্তমান; কিন্তু উপনিষৎসমূহ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য। এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ, তাহা সহজে বুঝা যায় না। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যার্থীর পক্ষে উপনিষৎ-পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন, সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এজন্যই শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিয়াছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

ভগবান্ বাদরায়ণ এইবিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষৎ-বাক্যের বিষয় বিভাগপূর্ব্বক যে-সকল সূত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই **ব্রহ্মসূত্র**। ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্মবস্তু সূচীত বা প্রকাশিত হন, তাহাই ব্রহ্মসূত্র।

অনেকের ধারণা—ব্রহ্মসূত্রের আদি ভাষ্যকার আচার্য্য শ্রীশঙ্কর; কিন্তু শঙ্করেরও বহুপূর্ব্বে প্রাচীন ভাষ্যকার বৌধায়ন, উপবর্ষ, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দী, ভারুচি, কাশকৃৎস্ন, কাষ্ণাজিনি, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরি প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। শঙ্করের সমসাময়িক ও তৎপরবর্ত্তিকালে ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজ, দ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বাচার্য্য, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীনিম্বার্ক, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবল্লভাচার্য্য, শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ, সমন্বয়বাদী, বিজ্ঞানভিক্ষু ও **অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তী শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ** প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

---

* বিগত ১৯শে ভাদ্র ১৩৪৪ (ইং ৪।৯।১৯৩৭) তারিখে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "আশুতোষ হলে" পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ-প্রদত্ত ভাষণ। **—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত**

শ্রীল রামানুজ আচার্য্য বৌধায়ন বৃত্তি অবলম্বনে শ্রীভাষ্য রচনা করেন। শঙ্কর ঐবৃত্তি সারদাপীঠে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ বহু কষ্টে উহা সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু শঙ্করের অনুগত ব্যক্তিগণ তাহা জানিতে পারিয়া কাড়িয়া লইয়া যায়। রামানুজের জনৈক শিষ্য পূর্ব্বেই উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া তাহা পাইতে কষ্ট হইল না। শ্রীভাষ্যে যে অপূর্ব্ব মধুর রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুগণকে প্রদান করিবার জন্য শ্রীমদ্ গোবিন্দদেবের কৃপাশক্তিতে **গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গোবিন্দভাষ্য রচনা করেন**। ইহা সকল ভাষ্য অপেক্ষা পরম উপাদেয়।

ব্রহ্মসূত্র চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে। প্রথম অধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার, তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন এবং চতুর্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থরূপে উক্ত হইয়াছে। নিষ্কামধর্ম্ম নির্ম্মল চিত্ত সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ শ্রদ্ধালু শমদমাদিসম্পন্ন জীব ইহার অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য। সুতরাং পরস্পর বাচ্যবাচক সম্বন্ধ। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়—নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্দ-শক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অশেষদোষ বিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন।

এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটী ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশ বিশেষের নামই ন্যায়। বিচার-যোগ্য বাক্যের নাম বিষয়। এক ধর্ম্মিত্বে পরস্পর বিরোধী নানা প্রকার অর্থ বিচারের নাম সংশয়, প্রতিকূল অর্থের নাম পূর্ব্বপক্ষ, প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম সিদ্ধান্ত এবং পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের নাম সঙ্গতি। বেদান্তের বহু ভাষ্য, সুতরাং কাহার বাণী গ্রহণ করিব? এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥

মনুষ্য মাত্রেরই এই চারিটী ভ্রম আছে। ভ্রমের কারণ—দূরতা, পিত্ত-ব্যাধি ও ভয়। দূরত্বহেতু পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণে অধিক বৃহৎ সূর্য্যকে

থালার ন্যায় দেখায়, কামলা রোগীর চক্ষে শ্বেতবর্ণ দ্রব্যও হরিদ্রাবর্ণ দেখা যায়, আর সর্পভয়ে ভীত ব্যক্তি রজ্জুতে সর্প ভ্রম করিয়া থাকে। প্রমাদের অর্থ অনবধানতা বা অন্যমনস্কতা। বিপ্রলিপ্সা অর্থে বঞ্চনেচ্ছা, আর করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, জড় দেহের শৈশব, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থার নিমিত্ত শরীরের শক্তিহীনতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু নিত্যতনু যাঁহাদের, তাঁহারা জড় শরীরের গুণবিশিষ্ট নহেন। আমরা তুচ্ছ স্বার্থবশে প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া অপরকে বঞ্চনা করিতে পারি, তাহাতে আমাদের কিছু স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু পরম মঙ্গল-বিধাতা জগৎপিতা পরমেশ্বরের সেই দোষ থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেব ঐ সকল দোষদুষ্ট নহেন। বিশেষতঃ যিনি সূত্রকার তিনি যদি নিজেই তাহার ভাষ্য করেন, তাহাই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য বেদ-বিভাগ, বেদান্ত ও মহাভারতাদি শাস্ত্র প্রকাশ করার পরও চিত্তে কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিয়া নিজ আশ্রমে শয্যাপ্রাসে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমতকালে দেবর্ষি নারদ তথায় গমন করেন। তিনি বেদব্যাসের নিকট বলেন, আপনি ভগবানের চিদ্ বিলাসের কথা প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া হৃদয়ে অপূর্ণতা অনুভব করিতেছেন; আর তাঁহার নিকট **চতুঃশ্লোকী ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া গুরুপরম্পরার ধারা প্রবাহিত করেন**। ব্যাসদেবের গুরু-করণের আবশ্যকতা না থাকিলেও গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা বদ্ধজীবের আছে—জানাইবার জন্য স্বয়ং তাহার আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তিযোগে সমাধিস্থ হইয়া জীবগণের প্রকৃত মঙ্গলের বিষয় অবগত হন এবং বেদান্তের ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। তাহারই শ্রবণ ফলে অজ্ঞ জীবগণের অধোক্ষজে ভক্তিযোগ উদিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা শোক, মোহ ও ভয় বিদূরিত হয়। এ জন্য ভাগবত সম্বন্ধে "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্" বলিয়া গরুড় পুরাণে উক্ত আছে।

বেদান্তে অনেক কথা আছে, অদ্যকার এই সামান্য সময়ের মধ্যে সে সম্বন্ধে কতটুকু বলিতে পারিব, তাহা জানি না; ঝিনুকের মধ্যে সমুদ্রকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টার ন্যায় তাহা অসম্ভব, তবে সংক্ষেপে তাহার সম্বন্ধে একটুকু আভাস মাত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মতে ইহাতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—তিনটি তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্বন্ধজ্ঞান, তৃতীয়ে সাধন ও চতুর্থে ফল বা প্রয়োজন বর্ণিত হইয়াছে।

বেদান্ত সম্বন্ধে পৌরাণিক উক্তি,—

তাবদ্‌গর্জ্জন্তি শাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা।
ন গর্জ্জতি মহাশক্তির্যাবদ্ বেদান্তকেশরী ॥

বেদান্ত-সূত্রের অপর নাম—উত্তর মীমাংসা। জৈমিনীসূত্রগুলি পূর্ব্ব-মীমাংসা। তাহা "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে আরম্ভ হইয়া ভোগপর বাক্যেই পূর্ণ; কিন্তু তাহাতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বেদব্যাস প্রথম সূত্রেই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র কথা জানাইলেন। এখানে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে—"অপাম সোমমমৃতা অভূম, অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" প্রভৃতি মন্ত্রসমূহে ভোগের যথেষ্ট ইন্ধন প্রদান করিয়াছে, তদুত্তরে ইহাই মীমাংসিত হইয়াছে যে—

"তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে", "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নান্যৎ সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বে বিজিজ্ঞাসিতব্য।" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ী" ইতি। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন; তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" অর্থাৎ "এই জগতে যেরূপ কর্ম্মার্জ্জিত ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুণ্যার্জ্জিত ফলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" 'হরিই সুখ স্বরূপ, তদতিরিক্ত সুখ নাই, তিনিই সুখ, তিনিই জিজ্ঞাস্য"; "মৈত্রেয়ী পরেশই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও জিজ্ঞাসিতব্য।" "কর্ম্মনিষ্পাদিত লোকসকল পরীক্ষা করত অনিত্য জানিয়া তাহাতে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমনপূর্ব্বক উপার্জ্জিত জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করিবে। কারণ অনিত্য কর্ম্ম দ্বারা নিত্যলোক লাভ করা যায় না।"

এই সকল উপনিষদ্বাক্যানুসারেই বেদান্তের প্রথম সূত্র—

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"

এখানে 'জিজ্ঞাসা' শব্দটীতে গুরূপসত্তির কথা আছে। কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? তদুত্তরে মুণ্ডক শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।" এতদ্দ্বারা গুরুর নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে যদি পূর্ব্বপক্ষ করা হয় যে, বর্ত্তমানে প্রকৃত গুরুর অভাব; অতএব এখন ঐ সকল কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইবে। তাহা হইলে বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতের "লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ", "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্" প্রভৃতি বাক্যগুলির প্রতি অনাদর বা অনাস্থা প্রদর্শিত হয়। ভগবান্ অপার করুণাবশে নিত্যকাল গুরুরূপে জগতে প্রকটিত আছেন, কিন্তু অন্যাভিলাষীর দল তাহা দেখিতে পায় না। তাহাদের ঔলুক্য ধর্ম্মবশতঃ আচার্য্যস্বরূপ তাহাদের চক্ষে দৃষ্ট হয় না। এই সূত্রে আম্নায়-ধারার কথা বেদব্যাস জানাইয়াছেন। গুরুর লক্ষণ কি? "শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" শ্রোত্রিয়ং—বেদজ্ঞং, অন্যথা সংশয়ং ছেত্তুং ন শক্নুয়াৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠম্—ভগবদনুভাবিনম্ অন্যথা তদুপদিষ্টো হরিঃ শিষ্যহৃদি ন স্ফুরেৎ, (শ্রোত্রিয় অর্থে বেদজ্ঞ, অন্যথা সংশয়ছেদনে সমর্থ হইবেন না। আর ব্রহ্মনিষ্ঠ-শব্দে ভগবদনুভাবী, অন্যথা তাঁহার উপদেশে শিষ্যহৃদয়ে হরি উদিত হইবেন না।) গীতাতেও শ্রীভগবদুক্তি—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

এখন এই ব্রহ্মত্ব কাহার? জীবের কি তদতিরিক্ত কোন বস্তুর? তদুত্তরে দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"

ইহার অনুকূল শ্রুতিবাক্য—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি।

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে, যাঁহা কর্ত্তৃক পালিত হয় এবং প্রলয়ে যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা কর। সুতরাং তিনি জীব নহেন, সর্ব্বেশ্বর। বেদান্তের কতিপয় সূত্রে জীব হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে—

"ভেদব্যপদেশাৎ", "অংশো নানাব্যপদেশাৎ অন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বম-ধীয়ত একে", "ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মৈমে কিতবাঃ" ইতি, "মন্ত্রবর্ণাৎ", "কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাৎ", জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং", "প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ", "স্মৃতেশ্চ', "মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাৎ" "আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ", "ভোগমাত্র-সাম্যলিঙ্গাৎ" "দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে" প্রভৃতি। ইহার মধ্যে কতিপয় সূত্রে মোক্ষেও উভয়ের ভেদ দৃষ্ট হওয়ার উক্তি আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমা, গৌড়দেশ ও গৌড়ীয়

বাঙ্গালাদেশে একটা কথা আছে, "শারদীয়াপূজার দিন বৎসরের দিন" —এই কথাটী যাঁহারা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগের। আর যাঁহারা সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বৎসরের দিন শ্রীগৌরজন্ম-তিথি ফাল্গুনী-পূর্ণিমা। সকাম শিশু শারদীয়া পূজার দিন গণনা করে, নিষ্কাম বর্ষীয়ান্ বৃদ্ধ শ্রীগৌরহরির জন্মদিনের প্রতীক্ষা করেন। শারদীয়া পূজার দিনে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ, শ্রীগৌরহরির জন্মদিনে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। শারদীয়া পূজায় দেবীর নিকট বর-প্রার্থনা, ধন-প্রার্থনা, যশঃ-প্রার্থনা, শত্রুবিজয়প্রার্থনা; শ্রীগৌরহরির নিকট তদ্রূপ কামনার লোলজিহ্বার তাণ্ডব নৃত্য কিছুই নাই।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা আমরা পড়ি—"শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।" সকাম গৃহস্থগণ খোলাবেচা শ্রীধরকে বলেন—"তুমি নারায়ণকে এত করিয়া দিনরাত্র ডাক, নারায়ণ তোমার ঘরের খড় পর্য্যন্ত দেন না। উদরের জ্বালায় রাত্রে ঘুম না হওয়ায় তুমি চীৎকার করিয়া হরিনাম কর। আমাদের উপাসনা সেরূপ নহে। দেবীর কৃপায় আমরা ভদ্রলোক হইয়া শাঁসে-জলে দিন কাটাই। আমাদের সকলদিকেই লাভ। আমরা ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীবান্। তোমরা গৌরভজন করিতে গিয়া পৃথিবীতে থাকার সময় অভাবে এত কষ্ট পাইলে! আর মরণের পরে তোমাদের স্বর্গসুখাদির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র কষ্ট পাওয়া। তোমাদের নদীয়া-চাঁদ ঘরে থাকার কালে অন্নবস্ত্রের দারিদ্র্যের কতই না দুঃখ ভোগ করিলেন আবার তা'র উপর সন্ন্যাস! তোমাদের ঠাকুরের ধনে-পুত্রে, লক্ষ্মীলাভ, নিজেরই নাই, সেই কাঙ্গাল ঠাকুর আবার কি করিয়া তোমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ-পিপাসা পূরণ করিবেন?'—শ্রীধর বলিলেন—'জন্মে জন্মে আমার এইরূপ দরিদ্রতা থাকুক্, আর জন্মে জন্মে শচীর দুলাল আমার প্রভু থাকুক; জন্মে জন্মে আমার ঘরের চালে খড় না থাকুক্, জন্মে জন্মে যেন আমার ক্ষুৎপিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকুক্; কিন্তু জন্মে জন্মে যেন আমি দ্রৌপদীর ন্যায় বলিতে পারি যে, বিপদ্‌পতি আমার নিত্য সহচর হউক্, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ আমার স্মৃতিপথে থাকিবেন।' শ্রীধর বলিলেন—'আমার ব্রাহ্মণকুলে জন্মে ধিক্', সার্ব্বভৌম বলিলেন—'আমার পাণ্ডিত্যকে ধিক্' প্রতাপরুদ্র বলিলেন

—'আমার ঐশ্বর্য্যকে ধিক্', শ্রীল দাস গোস্বামী বলিলেন—'আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণকে ধিক্' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, রূপ, আভিজাত্যকে ধিক্, প্রতিষ্ঠাকে ধিক্ সৌন্দর্য্যলোভকে ধিক্,—আমি যেন কাঙ্গাল হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ছাড়িয়া দিয়া পথের ভিখারী গোরার চরণ-সম্বল করিতে পারি। বৈকুণ্ঠের কমলাদেবী গৌরহরির ঐশ্বর্য্য দেখিতে না পাইয়া নিজের গৃহে চলিয়া গেলেন। সেখানে শেষশায়ীর অহি তাঁহার রত্নাকরগৃহ হইল। ভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌর-নারায়ণের হরিসেবার ঈশ্বরী সহচরী হইলেন। আবার তাঁহার অনুগত জনকে ভক্তির স্বরূপ প্রদর্শন করাইবার জন্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন গৌর-নারায়ণ সংসারে সুখসৌভাগ্যরূপ ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্ হইয়া পথের ভিক্ষুক হইলেন। লীলাদেবী যাঁহাকে কামনার জগৎ 'দুর্গা' বলেন, তিনিও শ্রীগৌর-হরির নদীয়া হইতে চলিয়া যাইবার দিনে অনাথিনী হইলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীধাম দুর্গাদেবী বিপ্রলম্ভরসময়মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে হৃদয়ের প্রভু-রূপে পাইয়া সেবা করিলেন, আবার প্রভু মাথুরবিরহিণী গোপিগণের শীলতা, ভজনের নিত্যাঙ্গ জানাইবার জন্য দেবীত্রয়কে শ্রীধামে রাখিয়া কৃষ্ণান্বেষণরূপ বিপ্রলম্ভরসসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

এস ভাই, সেই শচীদুলালের আবির্ভাব-দিনে আমরা ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃষ-ভানুসুতাকে দোলায় আরোহণ করাইয়া যোগপীঠে সেই অপ্রাকৃত মিলিততনু-দ্বয়ের সেবায় নিযুক্ত হই।

দুলিতে দুলিতে, ব্রজেন্দ্রনন্দন,
আইলা শচীর ঘরে।
ভানুসুতা-সাথ, সর্ব্বগোপীনাথ,
দুলাল নামটী ধরে॥
শচীর দুলাল, ব্রজের রাখাল,
গৌড়ীয়-জীবন হ'য়ে।
নিজ-পূজাবিধি, সকলি শিখান,
নিজের কাঙ্গাল ল'য়ে॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা, সন্নিকট অতি,
গোরার জনম দিন।
গোরা-কানু, দুই ব্রজগৌড়বন
কোন দিন নহে ভিন্॥

ভাই গৌড়ীয় ! তোমার ভাই গৌড়ীয় তোমাকে আজ দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া তোমার দু'টী পায় পড়িয়া শত শত কাকুর সহিত নিবেদন করিতেছে যে, তুমি তোমার অগৌড়ীয়স্বভাব সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিয়া গৌড়ীয়-গণের উপাস্য শচীদুলালের পদানুসরণ কর—তুমি প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌড়ীয় হইতে পারিবে। শ্রীগৌড়ীয়ের উপাস্য শ্রীগৌরহরি গৌড়ীয়রাজেন্দ্রসভা-বিভূষণ-মণি প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

ভাই গৌড়ীয়, তুমি যে নিত্যবস্তু ! তোমার কেন অনিত্য ধারণা এত প্রবল ? পরমপবিত্র গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া জগদ্‌গুরু গৌড়ীয়ের প্রভু শ্রীশচীদুলালের উপাসক হইয়া তুমি আবার স্থানবিশেষকে গৌড়দেশ বল কেন ? তুমি যে গৌড়ের অধিবাসী, সে গৌড়ের সহিত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ-নগরাদির ভেদ নাই ; তবে হরিভজন ছাড়িয়া পরমপবিত্র গৌড়দেশকে দেশ-বিশেষ মনে করিয়া অন্য দেশের নাম গৌড়দেশ না বলিয়া ইতর দেশ বলিতেছ,—ইহাই তোমার হরিবিমুখতা। ভাই গৌড়ীয়, তুমি ত শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের মুখে শুনিয়াছ :—

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি ত' অপ্রাকৃত চিন্তামণিধাম ! তুমি ত সেই গৌড়মণ্ডলের অধিবাসী—তুমি ত ব্রজবাসী, তোমার আবার কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া অন্য নশ্বর কার্য্য পড়িয়া গেল কেন ? পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিবর্গ ! ভাই, তোমরা সকলেই বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয়, তোমাদের সহিত গৌড়ীয় আমরা, আমাদের দেশগত পার্থক্য নাই। আমাদের ব্রজমণ্ডলে নিত্যবাসস্থান বুঝিয়া লইতে পারিলে আমাদের দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। **নিজেকে 'গৌড়ীয়' বলিয়া দিব্য জ্ঞানের উদয়ই আমাদের দীক্ষা, আমরা গৌড়ীয় হইতে পারিলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ-বাসীর সহিত ভোগময় কলহে প্রবৃত্ত হইব না।** আমরা অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবক বলিয়া আপনাদিগকে বুঝিতে পারিলে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে গ্রাস করিবে না। আমরা গৌড়ীয় হইতে পারিলে মায়াবাদের কর্ম্ম ও জ্ঞানের

বিষময় দন্তদ্বয় আমাদিগকে বিষদংশনে জর্জ্জরিত করিতে পারিবে না, ভোগ-পিপাসা আমাদিগকে মত্ত করিতে পারিবে না, আমরা জড়ভোগে মত্ত হইব না, আমরা বহ্বীশ্বরবাদী হইব না, আমরা কাল্পনিক একেশ্বর-বাদী হইব না, আমরা নিত্যসত্য নিরস্তকুহকের সেবায় নিত্যকাল অবস্থিত থাকিব। **আমরা গৌড়ীয়,**—আমরা ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, ম্লেচ্ছ-অন্ত্যজ নহি; আমরা সন্ন্যাসী নহি, বানপ্রস্থ নহি, গৃহস্থ নহি, ব্রহ্মচারী নহি; যথেচ্ছাচারী নহি; আমরা ধনী নহি, নির্ধন নহি, মধ্যবিত্ত নহি; **আমরা বঙ্গ-গৌড়বাসী নহি, উৎকল-গৌড়বাসী নহি, মৈথিল-গৌড়বাসী নহি, মধ্য গৌড়দেশবাসী নহি, কান্যকুব্জ-গৌড়বাসী নহি, সারস্বত-গৌড়বাসী নহি,**—আমরা আন্ধ্র-দ্রাবিড়ীয় নহি, আমরা মহারাষ্ট্রীয় দ্রাবিড়ীয় নহি, আমরা কেরল-দ্রাবিড়ীয় নহি; আমরা ইংলণ্ডের অধিবাসী নহি, ফ্রান্সের অধিবাসী নহি, জার্মাণীর অধিবাসী নহি, মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী, জাপানের অধিবাসী নহি, পোলাণ্ডের অধিবাসী নহি, আমরা কামস্কাট্‌কার অধিবাসী নহি, প্রিটোরিয়ার অধিবাসী নহি,—**আমাদের জাতীয় জীবন এরূপ কোন জড়ীয় দেশে আবদ্ধ নহে, ভোগময়ক্ষেত্রে আবদ্ধ নহে—আমরা গৌড়ীয়—নিত্য কৃষ্ণদাস। আমাদিগের সহিত কাহাদেরও বিরোধ নাই, ঘনিষ্ঠতাও নাই।** গৌড়ীয় কৃষ্ণদাসগণ কোন নশ্বর দেশবাসী, অগৌড়ীয়-পরিচিত দেশবাসীর সহিত মিত্রতা বা শত্রুতা করেন না, কোন প্রাকৃত পণ্ডিত বা মূর্খের সহিত বিরোধ করেন না। কোন আভিজাত্য-প্রতিষ্ঠাদির বশবর্ত্তী ব্যক্তির কৃপাপ্রার্থী হন না;—তাঁহারা সর্ব্ব-জনাদৃত প্রেমধর্ম্মের যাজক, **তাঁহারা গৌরাঙ্গের দাস।** তাঁহাদের স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় অপর স্থূল বা সূক্ষ্মের সহিত বিবাদপ্রিয় নহে—গৌড়ীয়গণ নিত্য-সত্যের উপাসক। সেই গৌড়ীয়গণ গৌরনাগরী-বাদের প্রশ্রয়দাতা নহেন, আউল-ধর্ম্মের, বাউল-ধর্ম্মের, নেড়া-ধর্ম্মের, কর্ত্তাভজা ধর্ম্মের, দরবেশ-ধর্ম্মের, সাঁই-ধর্ম্মের, অতিবাড়ী-ধর্ম্মের, স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের জাতি-গোসাঞি-ধর্ম্মের দালাল নহেন—ঐগুলিকে গৌড়ীয় ধর্ম্ম বলিয়া চালাইবার পক্ষপাতী নহেন। **গৌড়ীয়গণের উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর প্রাগুক্ত ধর্ম্মসকলের ধার্ম্মিকগণের উপাস্য নহেন**—তিনি কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ নিরুপাধিক গৌড়ীয়ের নিত্য উপাস্য বস্তু। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ব্যতীত গৌড়ীয়ের আর অন্য কার্য্য নাই। কিন্তু যাঁহারা অগৌড়ীয়ের চিত্তবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আপনা-

দিগকে গৌড়ীয়-অভিমানে গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীর হিংসা করেন' তাহাদিগের ব্যবহারকে আমরা গৌড়ীয়-জনোচিত বলিতে পারি না। তাঁহারা যে-দিন শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-দিবসের সেবা করিতে পারিবেন সেই দিনই তাঁহাদিগকে প্রকৃত কৃষ্ণদাস শ্রীরূপানুগ পরমোদার শ্রীগুরুদেব বলিয়া জানিতে পারিব। **কাম-ক্রোধ-হিংসা-মৎসরতা যেখানে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয়, সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমের কোন চিহ্নই আমরা দেখিতে পাই না।** প্রেমের অভাব কিছু প্রেম নহে, ইন্দ্রিয়তর্পণ কখনই প্রেম' শব্দবাচ্য হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা না করিলে কৃষ্ণপ্রীতির স্বরূপ আমাদের ন্যায় অগৌড়ীয়ের ধারণার বিষয় হয় না। **দলাদলী জড়ভোগপরতা আমাদিগকে কখনই শ্রীগৌরাঙ্গের নির্ম্মল পদনখশোভা দেখিতে দিবে না।** ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী গৌড়ীয়ের যে পরিচয় দিয়াছেন শ্রীগৌর-জন্মদিনে আমার উহাই পুনঃ পুনঃ গান করিতেছি :—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

পাষণ্ডরাজ

সে বহু প্রাচীনকালের কথা। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে গিয়া দেখিতে পাইলেন, একটী রাজবেশধারী শূদ্র ব্যক্তি অযথা একটী গাভী ও একটী বৃষকে দণ্ডদ্বারা প্রহার করিতেছে এবং তাহাতে উক্ত নিরীহ জীবদ্বয় অনাথের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে। কম্পিতকলেবর ঐ বৃষটী একপদে দাঁড়াইয়া মূত্র ত্যাগ এবং গাভীটী বৎসহারার ন্যায় অশ্রু-বির্জ্জন করিতেছিল। রাজা পরীক্ষিৎ ইহা দর্শন করিয়া ঐ পাষণ্ড ব্যক্তিকে যথোচিত তিরস্কারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"ওরে মূঢ়, অচিরেই তোর দণ্ডবিধান হইবে।" এই বলিয়া রাজা পরীক্ষিৎ বৃষ ও গাভীর দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন।

ঐ দুইটী প্রাণী আর কেহ নয়;—ধর্ম্মই বৃষের রূপ এবং পৃথিবীই গাভীর রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছিলেন।

অতঃপর বৃষরূপধারী ধর্ম্ম মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—"হে রাজন্! সুখ-দুঃখের কর্ত্তা কে এ বিষয়ে নানাজনের নানামত, কেহ বলে—নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের কর্ত্তা, কেহ বলে—গ্রহদেবতারাই সুখ-দুঃখের বিধাতা, কেহ বলে—যে যেমন কর্ম্ম করে সে তেমন ফল ভোগ করে, আবার যাহাদের ভগবানে বিশ্বাস নাই তাহারা বলেন—স্বভাব বা প্রকৃতিই সুখ-দুঃখের কারণ। আবার কেহ বলে—পরমেশ্বরই সুখ-দুঃখের বিধানকর্ত্তা। কিন্তু ইহাদের সকলের মতই মনগড়া বলিয়া বোধ হয়। কেহই ঠিক তত্ত্ব জানে না। আপনি রাজা ও ঋষি, সুতরাং সাত্বতগণ সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আপনার অবিদিত নাই।"

তখন রাজা বলিতে লাগিলেন,—"হে ধর্ম্ম! শ্রীভগবানের সেবাতে নিযুক্ত থাকিলে জীব নিত্য আনন্দে মগ্ন থাকেন—ভগবানের সেবাবিমুখ হইলে ভোগ-বুদ্ধিবশতঃ জীব মনে কখনও সুখ, কখনও বা দুঃখ কল্পনা করে। সত্যযুগে ভগবদারাধনা, সদাচার, দয়া ও সত্য—এই চারিটী বস্তু থাকাতে তোমার চারিটী পদই বর্ত্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়, এখন কলিতে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও সৌন্দর্য্যের অভিমানে স্ত্রীলোকে আসক্তি, নেশার বশবর্ত্তিতা—এই তিনটী অধর্ম্মকার্য্য দ্বারা তোমার তিনটী পদ ভগ্ন হইয়াছে। এই কলিতে "সত্য" মাত্র এই একটী পদ ছিল। তাহার উপরে তুমি কোনওরূপে দাঁড়াইয়াছিলে—তাহাও কলি "মিথ্যা" দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই পৃথিবীকে পুনরায় শূদ্ররাজগণ ভোগ করিবে বোধ হয় ইহা মনে করিয়া পৃথিবীমাতা কাঁদিতেছেন।"—এই বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ঐ রাজবেশধারী শূদ্র পাষণ্ড ব্যক্তিকে খড়্গদ্বারা মারিতে উদ্যত হইলেন।

ঐ পাষণ্ড ব্যক্তিটিই কলি। কলি তখন আসন্নমৃত্যু বুঝিতে পারিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আপনারা সকলেই নিশ্চয় জানেন, কলি নানাবিধ দোষের আকর। কলিতে অশেষ গুণ-সম্পন্ন ভগবদ্ভজন-পরায়ণ ব্রাহ্মণ দুর্ল্লভ। তজ্জন্যই শাস্ত্রে বলেন—

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।"

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন ছাড়িয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের অধস্তনসূত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের অভাব লক্ষিত হইবে। তাঁহারা শূদ্রত্বলাভ করিয়াও কলিকালে এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিবেন—

"শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহিষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥" (ভাঃ ১২।৩।৩৮)

ইহারা কেবল উদর-পোষণের জন্য তিলকমালা ছাপ প্রভৃতি লোক-দেখান তপস্যার চিহ্নগুলি ধারণ করিবেন এবং যে আসন ঊর্দ্ধরেতা ষড়্‌বেগ-বিজয়ী শ্রীশুকদেব গোস্বামীর মত পরমহংস পুরুষগণ গ্রহণ করিতে সমর্থ, এই কলিতে বহিরর্থমানী অদান্তগো অধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ সেই আসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম বলিয়া ব্যবসার অবতারণা করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ কলি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মযোনিতে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবগণের মৎসরতা করিবে। তাহারা জানিবে না যে—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

জগতের পরমগুরু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীঅচ্যুতকে পূজা না করিয়া বিভিন্ন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া নানা পাষণ্ডমত ও নানা পাষণ্ডপথ কলিতে উদ্ভাবিত হইবে। অপরাধশূন্য হইয়া নিষ্কপটে একবারমাত্রও হরিনাম যে-কোনও অবস্থায় গ্রহণ করিলে উত্তমাগতি লাভ হয়, কলিতে জনগণ তাহা গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক হইবে। কেহ বা নামাপরাধকেই নাম বলিয়া চালাইয়া নিজের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার যোগাড় করিবে। এইরূপ বহু বহু দোষ থাকিলেও কলিতে একটী মহৎগুণ আছে—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

একমাত্র মহৎগুণ এই যে, যদি সত্য সত্য কৃষ্ণের কীর্ত্তন হয় তাহা হইলে ভোগময় মায়ার কীর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু, কৃষ্ণের কীর্ত্তনও অপ্রাকৃতবস্তু; সেই অপ্রাকৃত বস্তু "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"— শ্রীকৃষ্ণে সেবা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে অপ্রাকৃত কীর্ত্তন স্বতঃই জীবের জিহ্বায় স্ফূরিত হয়। সেই কীর্ত্তনে অন্য

অভিলাষ যথা— কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপরজ্ঞান, পাপ-পুণ্যময়-কর্ম্মাদিরূপ মায়িক আবরণ থাকে না, সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিযুগে জীব সর্ব্ববন্ধ মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। বৈষ্ণবরাজর্ষি পরীক্ষিৎ পূর্ব্বেই এইসকল তত্ত্ব জানিয়া শরণাগত কলিকে প্রাণে একেবারে বিনাশ না করিয়া কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহাকে নির্য্যাতিত করিয়া রাখিলেন। মহারাজ বলিলেন,—এটী আর্য্যাবর্ত্ত দেশ। এখানে গৌড়ীয়গণ নিত্যকাল যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেন। সুতরাং যথায় তথায় তুমি থাকিতে পারিবে না। তোমাদের এই চারিটী স্থান দিতেছি, তুমি সেই খানেই সর্ব্বদা থাকিবে—(১) দ্যূত তাস-পাশা প্রভৃতি জুয়া খেলা, (২) নেশা করা, (৩) স্ত্রীসঙ্গ এবং (৪) প্রাণীবধ। তাস-পাশা খেলাতে মিথ্যাকপটতা প্রভৃতি, নেশা করাতে তপস্যা নষ্ট, স্ত্রীলোকে শৌচ নষ্ট, প্রাণী হিংসাতে দয়া নাশ। এই চারিটী স্থান পাইয়াও কলির মন উঠিল না। কলি এমন একটী স্থান চাহিল যেখানে একই সময়ে এই সবগুলি অধর্ম্ম সমভাবে বিরাজিত আছে। তখন পরীক্ষিৎ কলিকে এক তাল সোণা দিয়া বলিলেন, এই স্বর্ণমধ্যে তুমি সবই পাইবে। সোণাতে জুয়াখেলার মত্ততা, নেশা করার ইচ্ছা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের স্পৃহা ও প্রাণীহিংসা সবই আছে। এই সোণা হইতে আবার পাঁচটি বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, (১) মিথ্যা-কথা, (২) অহঙ্কার (৩) কাম, (৪) হিংসা ও (৫) শত্রুতা। তখন হইতে কলি এইসকল স্থানে বাস করিতে লাগিল। সুতরাং যাঁহারা মঙ্গল চান তাঁহারা কখনও এই সকল গ্রহণ করিবেন না। বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল রাজা ও যিনি আচার্য্য বা গুরু তিনি কখনও (১) জুয়া খেলা, (২) মদ, গাজা-তামাক পান, প্রভৃতি নেশা করা, (৩) স্ত্রীসঙ্গ (৪) প্রাণীহিংসা অর্থাৎ মৎস্য-মাংস গ্রহণ ও (৫) নিজের ভোগের জন্য কনকাদি গ্রহণ করিবেন না।

অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥ (ভাঃ ১।১৮।৪১)

যাঁহার কনক আছে তিনি কনকের দ্বারা ভগবানের সেবা করিবেন। কামিনীকে নিজভোগ্য জ্ঞানের পরিবর্ত্তে তাহাদের দ্বারা ভগবানের সেবা করাইবেন—

"তোমার কনক,　　ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম,　　নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

গৌড়ীয়ের পঞ্চবিংশ-বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা চতুর্ব্বিংশ-বর্ষ অতিক্রমপূর্ব্বক নূতন বর্ষে শুভপ্রবেশ করিলেন। জড়প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের প্রভাবমুক্ত হইয়া শ্রীপত্রিকার নববর্ষে শুভপদার্পণ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য্যপূর্ণ।

ভৌম জগতে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার মুখপত্র 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্র 'সাপ্তাহিক গৌড়ীয়' প্রাকৃত কাল-গণনায় চতুর্ব্বিংশতি বর্ষশেষে অন্তর্হিত হন। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুরু-গৌড়ীয় উভয় সভারই একনিষ্ঠা প্রেষ্ঠা সেবিকা বিধায় শ্রীল রূপ-রঘুনাথের বাণীর অভিন্না প্রতিমূর্ত্তিরূপে অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজিউর নিত্য স্বারসিকী সেবায় নিমগ্ন থাকায় শ্রীবেদান্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীপত্রিকাও জড় কালাতীত আনন্ত্য-ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন। সুতরাং সেব্য-সেবক-ভাব নিত্যতত্ত্ব হওয়ায় এ ক্ষেত্রে শ্রীপত্রিকার অন্তর্ধানেরও কোন প্রশ্ন আসে না। সেবাপর ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহেই ইঁহার প্রাণধারণ ও তুষ্টি-পুষ্টি হইয়া থাকে।

সেব্য-সেবক সম্বন্ধে শ্রীপত্রিকার নিত্যত্ব ও শ্রীপত্রিকার নিরপেক্ষ নীতি

ধর্ম্মজগতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদির প্রকাশ ও প্রচার আছে সত্য, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নির্ভীক নিরপেক্ষ নীতি অন্যান্য অপসিদ্ধান্তপর মতবাদসমূহকে নিরাস করিবে, সন্দেহ নাই। রূপানুগ শুদ্ধভক্তির বিরোধী চিন্তাধারা রূপানুগত্য নহে, তাহাতে বিশুদ্ধ ভাগবতগণের হৃদয়োল্লাস বর্দ্ধিত হয় না। জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাই যাঁহাদের একমাত্র কাম্য, তাঁহারা অপরের সেবা-সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুখ ও অসমর্থ। তাঁহারা যতই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করুন না কেন, ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যই তাঁহাদিগকে নিকৃষ্টপর্য্যায়ে উপনীত করে।

ধর্ম্মনীতিই যাবতীয় নীতির মূল ও নিখিল সমস্যা সমাধানে সমর্থ

শ্রীহরিসেবাবিহীন শিক্ষা, সমাজ, অর্থ ও রাজনীতি যখন ধর্ম্মীয় চিন্তা ও আচার-ব্যবহারের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে চাহে, তখনই উহার ঘোরতর প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম্ম-

নীতিই বিশ্বের সৃষ্ট যাবতীয় নীতির প্রাণস্বরূপ এবং তাহার অবমাননাই সমগ্র মানবজাতির অধঃপতনের মূলীভূত কারণ। ধর্ম্মই ভারতের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য; এইজন্য ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমিই জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। সনাতন ধর্ম্মে কোনরূপ হেয়তা বা সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। অধার্ম্মিকগণের অসদাচার, স্বার্থপরতাদি লক্ষ্য করিয়া বাস্তব ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা উচিত নহে। কেবল খাওয়া-পরা-থাকার ব্যবস্থাতেই মানুষ প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত পৃথিবীর ভোগক্লান্ত দেশসমূহ 'ঠাণ্ডা লড়াই'এ ব্যস্ত হইয়া চরম অশান্তি ভোগ করিতেছে। দুনিয়া শান্তি লাভ করিতে চাহে, কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব, সে-বিষয়ে সকলেই গভীর অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত। একমাত্র সনাতন ধর্ম্মই সেই নিত্যশান্তি—পরা শান্তির সন্ধান দিয়াছেন, যাহা লাভ করিলে সকল সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়।

শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই সনাতন ধর্ম্মের মূলসূত্র

এই কলিযুগে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিরই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যান্য সাধনাঙ্গও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেই পূর্ণত্ব লাভ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রই কীর্ত্তনকারীর অধিকার বা যোগ্যতা নির্ণয় করিয়াছেন। অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে না পারিলে কীর্ত্তন সম্ভব নহে এবং প্রাকৃত-সহজিয়ার 'আকু পাকু' ভাব দৈন্য ও অমানী-মানদত্বের ধারক বা বাহক হইতে পারে না। চিত্ত-দৌর্ব্বল্যকে সহিষ্ণুতা গুণ বলিয়া ধারণা করা ভ্রম ও অন্যায়। শ্রবণ হইলেই কীর্ত্তনে অধিকার লাভ হয়, আবার কীর্ত্তন-প্রভাবেই লীলা-স্মরণাদির যোগ্যতা আসে—"কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব" বাক্যে নাম-কীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীপত্রিকার বিরোধী মতবাদসমূহ ও তন্নিরসন

বর্ত্তমান সময়ে দেশবাসীর ধর্ম্মীয় চিন্তাস্রোত প্রতিকূল খাতে প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা অন্যায়, কুসিদ্ধান্ত ও দুর্নীতিকেই আদর্শ বলিয়া চালাইবার অবৈধ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছেন। "যত মত তত পথ" বাক্য প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ও মনোধর্ম্মিগণের লোক-বঞ্চনাবিশেষ। "নির্ব্বিশেষ মুক্তি" জীবের আত্মহত্যা-স্বরূপ; ভোগ-মোক্ষ-কামনা—পিশাচী-স্বরূপ, তন্মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা—অধিকতর কপটতা। "গণমত ও বাস্তব সত্য" এক নহে;

একটী পার্থিব বস্তু নিরূপণকারী, অপরটী তত্ত্ব-প্রকাশক। "জীবসেবা ও জীব-প্রেম" শব্দ নাস্তিকতাপ্রসূত। বদ্ধ জীবের প্রতি দয়া এবং মুক্তপুরুষের প্রতি সেবা-শব্দ প্রযুক্ত হয়। শ্রীভগবান্ প্রেমাস্পদ, এই শব্দ বিষয়-বিগ্রহের প্রতিই প্রযোজ্য। "সকল দেব-দেবীই সমান" নহেন; শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম তত্ত্ব, আর সকলেই তাঁহার দাস বা অণু অংশ। কৃষ্ণ—অংশী—অবতারী এবং রাম-নৃসিংহাদি অবতার বা অংশ। "শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা" এক নহে; বদ্ধজীবের কল্পিত বস্তুই পুতুল, আর শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত স্বরূপে প্রপঞ্চে সেবাগ্রহণের নিমিত্তই অবতরণ। "পঞ্চোপাসনা"র দ্বারা নামাপরাধ হইয়া থাকে, আর বৈষ্ণব অপ্রাকৃত বিষ্ণুর সেবা করেন। "বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখাবিশেষ" নহে, 'হিন্দু' শব্দটী অবৈদিক ও বৈদেশিক; বৈষ্ণবধর্ম্মের অপর নাম—আত্মধর্ম্ম, ভাগবত-ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম।" বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম" নয়, অথচ শাস্ত্রানুমোদিত বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই আর্য্যধর্ম্মের গৌরব। "গুরু ও ইষ্টমন্ত্র রুচি অনুযায়ী গ্রহণ করা উচিত" নহে; কারণ গুরু ও শিষ্যের গুরুত্ব ও শাসন-স্বীকার এক নয়। 'মন্ত্র' মনন ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করেন এবং 'দীক্ষা' দ্বারা দিব্য-জ্ঞানের উদয় হয়। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"—বিচার পৌত্তলিকতা-বিশেষ, মানুষ কখনও ভগবানের শ্রীরূপ কল্পনা করিতে পারে না। "চিনি হ'তে চাই না, চিনি খেতে চাই"—দুই বিচারই অভক্তি বা সম্ভোগবাদে পূর্ণ। "ঢেঁকি ভজিলে ভবনদী পার হওয়া যায়" না। কৃষ্ণভজন ব্যতীত অপ্রাকৃত প্রেম লাভ হয় না। "অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী" বাক্যে কালীকে কৃষ্ণ সাজাইবার অবৈধ অপচেষ্টা; কিন্তু কৃষ্ণ কালী হইতে পারেন, কালী কখনও কৃষ্ণ হন নাই। "জীব—শিব, শিবজ্ঞানে জীবসেবা"—জগদ্গুরু বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর অবমাননাবিশেষ ও একপ্রকার নাস্তিকতা। "খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই"—বাক্য অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক; আহার-বিহার, চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব প্রয়োজন; ইহাতে স্বাস্থ্য, মন ও আত্মা পবিত্র থাকে। "ফল্গুত্যাগই —আচরণ, কর্ম্মবীরত্বই—বাস্তবতা, ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলন—বোধশক্তির ব্যায়াম-বিশেষ বা আদর্শ-ভাববাদ" নহে। কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগী ও সহজিয়া-গণের আচরণ ভক্তের আচরণের সহিত এক নহে। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনই —উত্তমা ভক্তির লক্ষণ।

বহুমুখী নাস্তিকতার মধ্যে সুবিধাবাদও অন্যতম ; জগদ্‌গুরুত্বের ব্যাখ্যা

বহু বাক্যবাগীশ সমালোচক বলেন,—"জগদ্‌গুরু একজন, বহু নন্।" কিন্তু ভগবৎপ্রেরিত নিজজন বা তাঁহার প্রকাশবিগ্রহই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তিনিই 'জগদ্‌গুরু'। এককালে ষড়্‌গোস্বামী ও তদনুগত আচার্য্যগণ গুরুর কার্য্য করিলেও বহুগুরুবাদ স্বীকৃত হয় নাই। কল্পনার দ্বারা কোন লঘুবস্তুকে বড় করিয়া দেখিলে তাহা গুরুর গুরুত্ব বলিয়া প্রমাণিত হয় না। ঐহিক-পারমার্থিক উভয়ক্ষেত্রেই সদ্‌গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে। পার্থিব ব্যক্তি-বিশেষকে গুরু বলিয়া স্বীকার না করিয়া গুরুতত্ত্বেরই আদর শাস্ত্রাদিতে স্বীকৃত। অসদ্ গুরুকরণ অপেক্ষা অনাশ্রিত-জীবনযাপনও শ্রেয়ঃ। গুরুত্বে প্রাকৃত সাধনা, জন্ম, জাতি, পুং-স্ত্রীত্ব, বর্ণাশ্রমান্তর্গত ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি ও গৃহী অথবা সন্ন্যাসীত্ব আরোপ করা উচিত নহে। অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকারী, দিব্য-জ্ঞানপ্রদাতা, সর্ব্বত্র গুরুদর্শনকারীই প্রকৃত গুরু। বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎপ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত নিত্যজনই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। গুরুদেব আশ্রয়-ভগবান, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে কৃষ্ণসেবাধিকার লাভ হয়। শ্রীরাধা-গোবিন্দের সর্ব্বোত্তম সেবা তিনিই অবগত আছেন। মানুষ ভগবান নহে, আবার ভগবান্ বা গুরু সাধক বা শিষ্যের মনোধর্ম্মে সৃষ্ট বস্তু নহেন। শিষ্য কখনও গুরুর শাসনের পাত্র হইতে পারেন না। গুরুবস্তু প্রাকৃত দোষমুক্ত, সুতরাং তাঁহার দোষ বা ছিদ্রান্বেষণ-প্রবৃত্তি ভজন-সাধনের হানিকারক। তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-বিচার পরিত্যাগ করিলে গুরুর গুরুত্ব অপ্রমাণিত। জগতের লোকের নির্ব্বাচিত ব্যক্তি সদ্‌গুরু, আচার্য্য বা মহাপুরুষ নহেন। নিত্যমুক্ত মহাপুরুষ-গণের 'জগদ্‌গুরুত্ব' স্বতঃসিদ্ধ।

"অপরাধ-ভঞ্জন-পাট" কুলিয়া ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

শ্রীপত্রিকা উপরি-উক্ত সকলপ্রকার নাস্তিকতা, কুযুক্তি-কুসিদ্ধান্তের সৎ-সমালোচনা দ্বারা বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সঙ্কল্প। যাঁহারা শ্রীস্বরূপ-রূপানুগত্যের ভাণ করেন, তাঁহারাই অপরাধভঞ্জন-পাট কুলিয়া ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সন্দিহান্। কুলিয়ায় কাঁহার কাঁহার অপরাধভঞ্জন হইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি-গ্রন্থকারগণের আপ্তবাক্যই প্রমাণ। শ্রীভগবান তদীয় ভক্তের দ্বারাই অন্বয়-ব্যতিরেক-

ভাবে জগতে বিবিধ শিক্ষাবিস্তার করিয়া থাকেন, তাহাতে ভগবদ্ভক্তের ভক্তত্বের কোন হানি অথবা তাঁহাদিগকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করা হয় কি? যদি তাহাই স্বীকার করিতে হয়, তবে শ্রীব্রহ্মা, শম্ভু নারদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত সকলের যে বিরূপ ইতিহাস খোলাখুলিভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণাদি-শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন শ্রীল বেদব্যাসের ভুল ও অপরাধজনক কার্য্য বলিতে হইবে! শ্রীল অনুগবর জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদও পারমার্থিক প্রদর্শনীতে "শ্রীদেবানন্দের অপরাধ-মোচন" এর মূর্ত্তি ও ষ্টল করাইয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে! আসলকথা, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ, শৌক্র-ব্রাহ্মণতার বহুমাননকারী ও প্রশ্রয়দাতাগণের 'কাণাকড়ি' রক্ষা করাই এক বিরাট্ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহারা "মণিময়-মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্"—নীতি অনুসারে অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন, ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

সংক্ষিপ্তভাবে বিগত বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ পরিক্রমা ও তাহার গুরুত্ব

বিগত ২৪শ বর্ষ শ্রীপত্রিকায় মঙ্গলাচরণস্বরূপ স্তব-স্তোত্রাদি এবং শ্রীগুরু-বর্গের গভীর দার্শনিক বিচারপূর্ণ প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিবিধ কবিতা, সন্দর্ভসার (প্রীতি-সন্দর্ভ), শ্রীশিক্ষাষ্টকের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত সংমোদন ভাষ্যে'র বঙ্গানুবাদ (২৩শ-২৪শ বর্ষে প্রকাশিত), সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রভাব, শ্রীপুরুষোত্তম-মাস মাহাত্ম্যাদি স্মৃতি-প্রবন্ধ-নিবন্ধ, জীবনী, অবতারবাদ, শ্রীনামতত্ত্ব, পারমার্থিক ভূগোল-ইতিহাস, প্রশ্নোত্তরাদি বিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গের প্রতি পাঠকবর্গের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত সাধুসঙ্গে শ্রীনবদ্বীপধাম, দক্ষিণভারততীর্থ, কেদার-বদ্রী পরিক্রমাদি এবং শ্রীরথযাত্রা, শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত, অক্ষয়-তৃতীয়া, শ্রীজন্মাষ্টমী-রাধাষ্টমী-ব্রত, শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিরহতিথি, ব্যাস-পূজা-মহোৎসবাদিও সমিতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। শেষোক্ত পরিক্রমা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠানসমূহ ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত এবং ভজন-পিপাসু সাধক-সাধিকাগণের পক্ষে অতীব মঙ্গলজনক।

সতীর্থগণের নিকট কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমরা বর্ষারম্ভে বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বর্ত্তমান বর্ষেই শুভারম্ভ হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকৃত "সিদ্ধান্তরত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্", "শ্রীগৌড়ীয় গীতিগুচ্ছ" পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত (তৃতীয় সংস্করণ) এবং "শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা" (৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ) প্রভৃতি উপাদেয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে "সিদ্ধান্তরত্নম্ (শ্রীগোবিন্দভাষ্য-পীঠকম্) ও "শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ" প্রকাশনে মদীয় সতীর্থ-প্রবর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ** ও ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ** এবং শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা সম্পাদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ**এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের সকলের নিকট চিরঋণী। তাঁহারা প্রাচীন মহাজনবর্গের রচিত ও সম্পাদিত অপরাপর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীগুরুবর্গের মনোঽভীষ্ট সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া এ অকিঞ্চন বরাকাধম নিজকে বিশেষ সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছে।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান পঞ্চবিংশতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে মদভীষ্টদেব গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীপাদের লিখিত প্রবন্ধ, কবিতা, বক্তৃতা ও পত্রাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। পরম কৃপালু পতিতপাবন বৈষ্ণববৃন্দ ও সতীর্থগণের নিকট বিশেষ নিবেদন,—তাঁহারা যেন এসকল বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। অন্তে পুনরায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ-বিহারীজীউর জয়গানপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

FORM IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in a month.

3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari. Bhakti-Bandhab.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnab.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnab.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and Address of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of the total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti,

I, *Nabajogendra Brahmachari*, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/ Nabajogendra Brahmachari

Dated 24. 2.73 *Signature of Publisher*

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

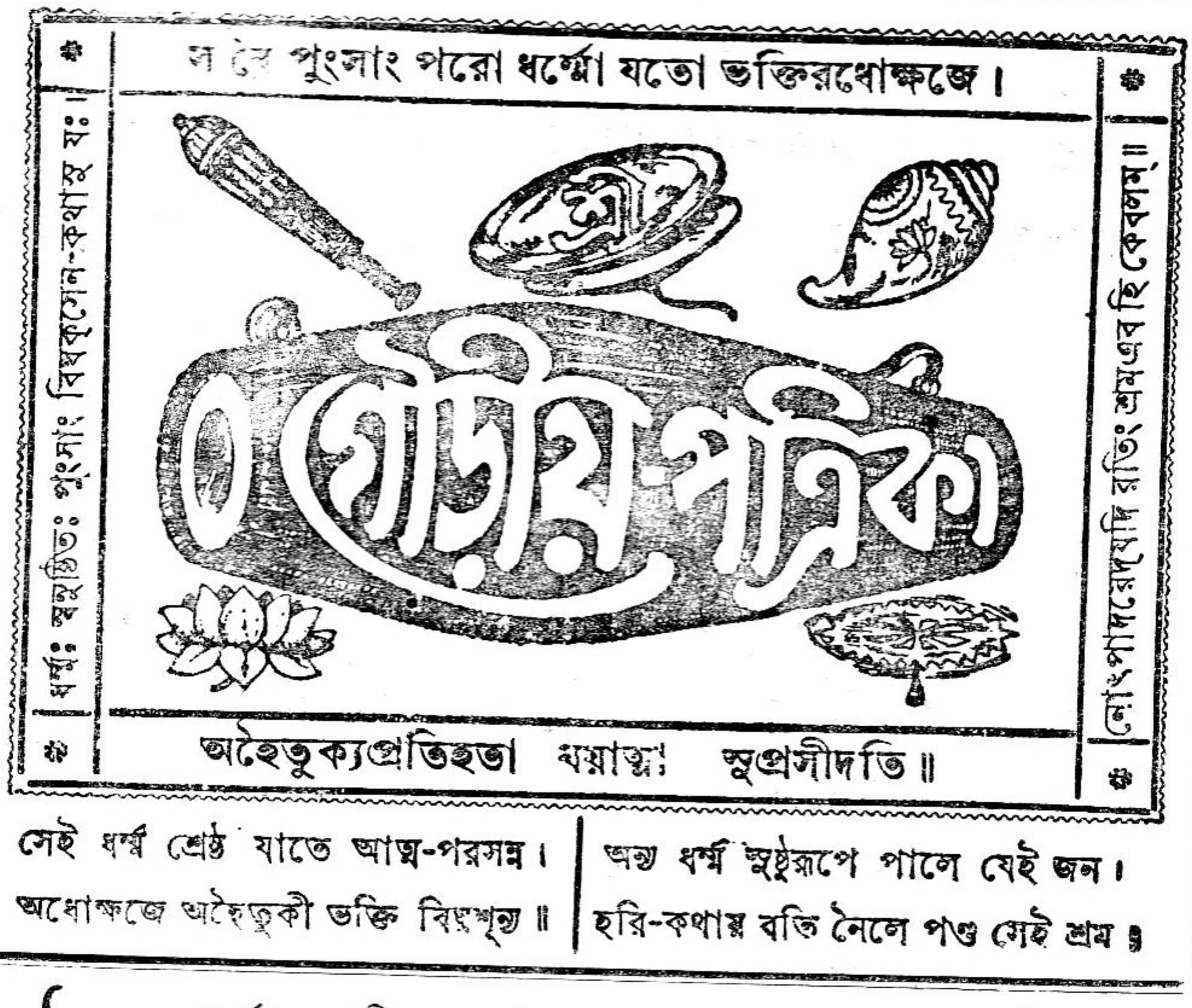

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৫শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ২৬ বিষ্ণু, ৪৮৭ গৌরাব্দ
শুক্রবার. ৩০ চৈত্র, ১৩৭৯ ; ইং ১৩।৪।১৯৭৩ } ২য় সংখ্যা

সানুবাদং
শ্রীউৎকণ্ঠাদশকম্
[শ্রীল রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ছিন্ন-স্বর্ণ-বিনিন্দি-চিক্কণ-রুচিং স্মেরাং বয়ঃসন্ধিতো
রম্যাং-রক্ত-সুচীন-পট্টবসনাং বেশেন বিভ্রাজিতাম্।
উদ্ঘূর্ণচ্ছিতিকণ্ঠ-পিঞ্ছ-বিলসদ্বেণীং মুকুন্দং মনাক্
পশ্যন্তীং নয়নাঞ্চলেন মুদিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥১॥

যাঁহার কান্তি ছিন্ন স্বর্ণের নিন্দাকারিণী ও চিক্কণ, যিনি বয়ঃসন্ধিতে অতিশয় রমণীয়া, যাঁহার বসন সুচিক্কণ ও রক্তবর্ণ, তথা অতিশয় শোভমান-মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যশীল ময়ূরের পিচ্ছে যাঁহার বেণী বিলাসযুক্ত হইয়াছে এবং যিনি নয়নাঞ্চলদ্বারা মুকুন্দের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, মধুর হাস্য-মুখী, প্রমুদিতা ও বেশভূষিতা সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে সেবা করিব? ॥১॥

যস্যাঃ কান্তঃ-তনূল্লসৎ পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চৈ-স্ফুরদ্-
গোপীবৃন্দ-মুখারবিন্দ-মধু তৎ প্রীত্যা ধয়ন্নপ্যদঃ ।
মুঞ্চন্ বর্ত্মনি বংভ্রমীতি মদতো গোবিন্দ-ভৃঙ্গঃ সতাং
বৃন্দারণ্য-বরেণ্য-কল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে ॥২॥

গোবিন্দরূপ ভ্রমর শোভমানগোপীবৃন্দের মুখপদ্মের প্রসিদ্ধ মধু অতিশয় প্রীতিসহকারে পান করিয়াও তাহা সদ্যঃ পরিত্যাগ করতঃ যাঁহার মনোজ্ঞ অঙ্গোল্লসিত পরিমলে সমধিক আকৃষ্ট হইয়া মত্ততাবশতঃ পথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, সেই বৃন্দারণ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ট রাধারূপিণী কল্পলতাকে কবে আমি ভজনা করিব ? ॥২॥

শ্রীমৎকুণ্ড-তটী-কুড়ঙ্গ-ভবনে ক্রীড়াকলানাং গুরুং
তল্পে মঞ্জুল-মল্লি-কোমলদলৈঃ কল্পে মুহুর্মাধবম্ ।
জিত্বা মানিনমক্ষ-সঙ্গরবিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ-
র্যুঞ্জানাং হসিতুং সখীঃ পরমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥৩॥

পরমশোভাসম্পন্ন শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরস্থিত নিকুঞ্জভবনে মনোহর মল্লিকা পুষ্পের সুকোমল দল নির্ম্মিত শয্যায় কেলি-কৌশলসম্পন্ন ব্যক্তির গুরু, অহঙ্কারী মাধবকে পাশ ক্রীড়াযুদ্ধে বারম্বার জয় করিয়া তাহাকে উপহাস করিবার নিমিত্ত যিনি হাস্যবদনে নেত্রাঞ্চল সঙ্কোচদ্বারা সখীগণকে নিযুক্ত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥৩॥

রাসে প্রেমরসেন কৃষ্ণবিধুনা সার্দ্ধং সখীভির্বৃতাং
ভাবৈরষ্টভিরেব সাত্ত্বিকতরৈর্লাস্যং রসৈস্তন্বতীম্ ।
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-কিঙ্কিণি-চলন্মঞ্জীর চূড়োচ্ছলদ্-
দ্ধ্বানৈঃ স্ফীত-সুগীত-মঞ্জুনিতরাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৪॥

রাসলীলাতে সখীগণ পরিবৃতা হইয়া প্রেমরসিক কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত যিনি অষ্টপ্রকার মহাসাত্ত্বিকভাবে, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, কিঙ্কিণী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘন্ঠিকা, চঞ্চলনূপুর এবং চূড়িকা (করভূষণ) প্রভৃতির উচ্ছলিত শব্দের সহিত সুস্পষ্ট ও সুশ্রাব্য গানসমন্বিত সরস, নৃত্য বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥৪॥

উদ্দাম-স্মরকেলি-সঙ্গরভরে কামং বনান্তঃস্থলে
কৃষ্ণেনাঙ্কিত-পীন-পর্ব্বত-কুচদ্বন্দ্বাং নখৈরস্ত্রকৈঃ ।
তদ্দর্পেণ তথা মদোদ্ধুরমহো তং বিদ্ধমাকুর্ব্বতীং
দূরে স্বালিকুলৈঃ কৃতাশিষমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥৫॥

কাননের মধ্যস্থলে অনিবারিতা ও অতিশয় কামযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ নখাস্ত্র-দ্বারা সুবিশাল শৈলতুল্য কুচযুগলকে অঙ্কিত করিলে, যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অহঙ্কার করিয়া তৎপ্রকারে তাদৃশ মদোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণকে আবদ্ধ করিতেছেন এবং তদ্দর্শনে দূর হইতে সখীগণ যাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥৫॥

মিত্রাণাং নিকরৈর্বৃতেন হরিণা স্বৈরং গিরিন্দ্রান্তিকে
শুল্কাদাননিমেষণ বর্ত্মনি হঠাদ্দণ্ডেন রুদ্ধাঞ্চলাম্।
সার্দ্ধং স্মের-সখীভিরুদ্ধুর-গিরাং ভঙ্গ্যা ক্ষিপন্তীং রুষা
ভ্রূদর্পৈর্বিলসচ্চকোর-নয়নাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৬॥

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তি পথে শুল্ক অর্থাৎ করগ্রহণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি সখাগণসহ পরিবৃত হইয়া দর্পসহকারে স্বচ্ছন্দে হঠাৎ বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করায় যিনি হাস্যমুখী সখীগণের সহিত প্রগল্‌ভ বাক্যের ভঙ্গী সহকারে ও ক্রোধভরে তিরস্কার করিতেছেন এবং তৎকালে ভ্রূক্ষেপদ্বারা যাঁহার চকোর সদৃশ চঞ্চল লোচন বিলাসযুক্ত হইয়াছে, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥৬॥

পারাবার-বিহার-কৌতুক-মনঃপূরেণ কংসারিণা
স্ফারে মানসজাহ্নবী জলভরে তর্য্যাং সমুত্থাপিতাম্।
জীর্ণা নৌর্মম চেৎ স্খলেদিতি মিষাচ্ছায়াদ্বিতীয়াং মুদা
পারে খণ্ডিত-কঞ্চুলিং ধৃতকুচাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণ, পরিসর মানসগঙ্গার গভীরজলে পারাবার অর্থাৎ পারাপার বিহারাভিলাসে যাঁহাকে পার করিবার নিমিত্ত একাকিনী নৌকায় উত্তোলন করিয়া "আমার নৌকা জীর্ণা, যদি জল মগ্না হয়" এই ছলে কঞ্চুলিকা ত্যাগ করাইয়া আনন্দসহকারে যাঁহার স্তনযুগল ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥৭॥

উল্লাসৈর্জ্জলকেলি লোলুপ মনঃপূরে নিদাঘোদ্গমে
ক্ষ্মেলী-লম্পটমানসাভিরভিতঃ সায়ং সখীভির্বৃতাম্।
গোবিন্দং সরসি প্রিয়েঽত্র সলিল-ক্রীড়া-বিদগ্ধং কণৈঃ
সিঞ্চন্তী জলযন্ত্রকেণ পয়সাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৮॥

জলকেলিলোলুপ স্বীয় মনের তুষ্টি সাধনার্থ গ্রীষ্মকালীন সায়ং সময়ে ক্রীড়াকৌতুকমনা সখীগণপরিবৃত হইয়া যিনি রাধাকুণ্ডের জলে জলযন্ত্র-দ্বারা জলকেলিকুশল শ্রীকৃষ্ণকে জলকণাসমূহে সেচন করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব? ॥৮॥

বাসন্তী-কুসুমোৎকরেণ পরিতঃ সৌরভ্য-বিস্তারিণা।
স্বেনালঙ্কৃতি-সঞ্চয়েন বহুধাবির্ভাবিতেন স্ফুটম্ ।
সোৎকম্পং পুলকোদ্গমৈর্মুরভিদা দ্রাগ্ভূষিতাঙ্গীং ক্রমৈ-
র্মোদেনাশ্রুভরৈঃ প্লুতাং পুলকিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৯॥

পুলকাকুল ও কম্পমান শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক, সর্ব্বত্র সৌগন্ধ্য-বিস্তারকারী বসন্তকালীয় কুসুমসকলদ্বারা তথা স্বনির্ম্মিত নানা অলঙ্কারসমূহে যিনি শীঘ্র ভূষিতাঙ্গী হইয়া হর্ষজন্য অশ্রুসমূহে পরিব্যাপ্তা ও পুলকিতা হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥৯॥

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিক-প্রিয়া মুররিপোর্যা হন্ত যস্যা অপি
স্বীয়-প্রাণ-পরার্দ্ধতোঽপি দয়িতাস্তৎপাদরেণোঃ কণাঃ ।
ধন্যাং তাং জগতীত্রয়ে পরিলসজ্জঘাল-কীর্ত্তিং হরেঃ
প্রেষ্ঠাবর্গ-শিরোঽগ্রভূষণ-মণিং রাধাং কদাহং ভজে ॥১০॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসমূহ হইতেও অধিক প্রিয়তমা, কি আশ্চর্য্য ! সেই শ্রীকৃষ্ণের পদরেণুর কণা যাঁহার স্বীয় প্রাণসমূহ হইতেও অধিক প্রিয়, যাঁহার কীর্ত্তি শোভমানা অথচ ত্রিজগতে সর্ব্বত্র বেগবতী এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গের শিরস্থিত উৎকৃষ্ট ভূষণমণিস্বরূপ, সেই ধন্যতমা শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥১০॥

উৎকণ্ঠাদশক-স্তবেন নিতরাং নবোন দিব্যৈঃ স্বরৈ-
র্বৃন্দারণ্য-মহেন্দ্র-পট্টমহিষীং যঃ স্তৌতি সম্যক্ সুধীঃ ।
তস্মৈ প্রাণসম-গুণানুরসনাৎ সঞ্জাত হর্ষোৎসবৈঃ
কৃষ্ণোঽনর্ঘমভীষ্টরত্নমচিরাদেতৎ স্ফুটং যচ্ছতি ? ॥১১॥

যে ব্যক্তি সম্যক্রূপে সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উৎকৃষ্ট স্বরসংযোগপূর্ব্বক অভিনব এই উৎকণ্ঠাদশক স্তবদ্বারা বৃন্দারণ্যমহেন্দ্র পট্টমহিষী অর্থাৎ বৃন্দাবনের মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রধান মহিষী শ্রীরাধারাণীকে নিরতিশয় স্তব করেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রাণসমা শ্রীরাধার গুণাস্বাদন করতঃ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধার সেবানুরূপ অমূল্য অভীষ্টরত্ন শীঘ্র স্পষ্টরূপে প্রদান করেন ॥১১॥

॥ ইতি উৎকণ্ঠাদশক সম্পূর্ণ ॥

পত্রাবলী *

[সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাষ-দোস]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ৩।১।১৯৬০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

* * তোমার ২৫।১২।৫৯ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও তোমার ওখানে ব্যাসপূজায় যাইবার ইচ্ছা ছিল। তবে এবার উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব কিনা সন্দেহ আছে। অন্যত্র কোথাও ব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশন নাই। পরে কি হইবে বলিতে পারিনা।

তোমার প্রশ্ন সম্বন্ধে লিখিতেছি,—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব অর্থাৎ গুপ্তভাবে বলদেব-বিগ্রহই নিত্যানন্দ। সুতরাং **লীলাগত বৈশিষ্ট্য থাকায় নিত্যানন্দ প্রভুকে রাধারাণীর সহিত এক সিংহাসনে রাখা হয় না।** কিন্তু রাম-নৃসিংহ-বরাহাদি সকলেই সাক্ষাৎকৃষ্ণের অংশ বা কলা। তাঁহারা বলদেব-তত্ত্বের অংশ বা কলা নহেন। অবশ্য এস্থলে লীলাগত তত্ত্বের কথাই স্মরণ রাখিতে হইবে। **শালগ্রাম শিলাদ্বারা শক্তি ও শক্তিমৎতত্ত্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।** তিনি অর্চ্চারূপে সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকারী। বিশেষতঃ তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ—লক্ষ্মী-পতি। শ্রীমতী রাধারাণীকে লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী প্রভৃতি বলা হয়। সুতরাং **শালগ্রাম শিলার সহিত এক সিংহাসনে রাধারাণীর থাকিতে রসাভাস দোষ হয় না।** শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, বলদেব, লক্ষ্মণ প্রভৃতি বিগ্রহগণ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও লীলা ও রসগত-বিচারে সবসময়ে একস্থানে অবস্থান করিতে পারেন না। **যেখানে রসাভাস-দোষের সম্ভাবনা, সেখানে পৃথক্ থাকেন।** লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা-বিধায় দেবররূপে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর নিকটে স্নেহের পাত্রস্বরূপে অবস্থান করিলে রসাভাস দোষ হয় না।

অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে বা তোমার আরও কিছু জানার থাকিলে পত্র দিবে। ইতি—

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

---

*পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-কর্ত্তৃক** তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—শ্রীগৌঃ পঃ সঃ

[শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রেমধর্ম্ম—প্রাদেশিকতা ও ভাষা-সমস্যার উর্দ্ধে অবস্থিত এবং বিশ্বশান্তি-মৈত্রী স্থাপনে সমর্থ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নদীয়া (নদীয়া)
ইং ৫।৯।১৯৬০

স্নেহাস্পদেষু—

ভক্তিতে কোন প্রাদেশিকতা নাই। স্বয়ংভগবান্ দেশ-কালের অতীত বলিয়া দেশ-কালাতীত-চিত্তই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—কোন দেশ-কালের অন্তর্গত নহে**। তবে কোন কোন মহাজন বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে কৃপা করিয়া বাংলা-ভাষায় কিছু গ্রন্থ লিখিলেও তাঁহাদিগকে বাঙালী মনে করা উচিত নহে।

যে-কোন ভাষাতেই মহাপ্রভুর প্রদর্শিত চিন্তাধারা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রফেসর সান্যাল প্রভৃতি ইংরেজী ভাষায় প্রচার করিয়াছেন, শ্রীনিমানন্দ প্রভু অসমীয়া ভাষায়, নারায়ণ মহারাজ হিন্দী ভাষায় ও মধুসূদন মহারাজ প্রভৃতি ওড়িয়া ভাষায় মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আপনি শিক্ষিত ব্যক্তি। মহাপ্রভুর কথা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দৃঢ়তার সহিত * দেশে * ভাষায় প্রচার করিতে থাকুন। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মই সমগ্র বিশ্বে শান্তি, মৈত্রী ও প্রীতি আনয়ন করিবে**। কোন দেশই আজ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক কারণে শান্তি লাভ করিতে পারে নাই।

রাজনৈতিক-চিন্তা অত্যন্ত প্রাকৃত ও জড়ীয় ভাবে পুষ্ট, সুতরাং অনিত্য। অনিত্য চিন্তাধারা কখনই মনুষ্যকে নিত্য সুখ-শান্তি দিতে পারে নাই। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আত্ম-ধর্ম্ম ; দেহ মনের উচ্ছ্বাস-পোষক জড়ীয় অনাত্ম-ধর্ম্ম নহে**। দেহ ও মন জড় বস্তু ; ইহাতে আবদ্ধ থাকাই বদ্ধতা। আপনি নিষ্ঠাবান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ; সুতরাং সর্ব্বদাই নিত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। অনাত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার আবশ্যকতা নাই। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীগুরু-তত্ত্ব শ্রীগুরুপূজা

[পূর্ব্বকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠার পর]

তর্কপন্থী গুর্ব্ববজ্ঞাকারী—সদ্‌গুরু দর্শনে অনধিকারী

মানব যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শন লাভ ঘটে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী বা সত্য হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রে অন্য কোন সত্য হ'তে পারে না—এরূপ বাস্তব সত্যের প্রতি নিষ্ঠা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য যে বিপরীত মত, সন্দেহ উপস্থিত হয়, তা'ই তর্কপথ। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কথা থাকতে পারে, গুরুপাদপদ্ম যে-কথা ব'লেছেন, তা'তে সম্পূর্ণ সত্য নেই, কিঞ্চিৎ অসত্যও মিশ্রিত থাকতে পারে, আমি সেগুলি বাজিয়ে নেবো **এরূপ বিচারের নাম তর্কপথ**। যাঁ'রা তর্কপন্থী, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন ক'র্‌তে সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। আম্নায় পথে—শ্রৌতপথে—বেদপথে-বিশুদ্ধপথে যে-সত্য আগত হয় তা' পরিবর্ত্তনীয় নয়। সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের—শব্দের প্রদাতাকে আমরা 'গুরুপাদপদ্ম' ব'লে থাকি। গুরুদ্রোহীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে যে বিচার-প্রণালী, তা'তে গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রাবজ্ঞা থাকে। সুতরাং ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য আমাদের বিশেষভাবে বিচার্য্য বিষয়,—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্ ॥
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলম্।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥
ধর্ম্মব্রততাগহুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥

---

* জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক তদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথিতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

—সম্পাদক

[১] সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; যে-সকল নামপরায়ণ সাধুগণ হইতেই জগতে কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ হন, শ্রীনাম সেই সকল সাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন? [২] এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিতে যে-ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-নামী শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন—এইরূপ মনে করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা সমানজ্ঞান করে, তাহার সেই হরিনাম (নামাপরাধ) নিশ্চয়ই অহিতকর; [৩] যে ব্যক্তি নামতত্ত্ববিদ্ গুরুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি; [৪] বেদ ও সাত্বত পুরাণাদির নিন্দা; [৫] হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি; [৬] ভগবন্নাম-সকলকে কল্পিত মনে করে, সে নামাপরাধী ও [৭] যাহার নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, বহু যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি কৃত্রিম যোগ-প্রক্রিয়াদ্বারাও তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না; [৮] ধর্ম্ম, ব্রত, হোমাদি—এই সকল প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমানজ্ঞান করাও অনবধানতা; [৯] শ্রদ্ধাহীন, নাম-শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ প্রদান—তাহাও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য এবং [১০] যে ব্যক্তি নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্ম-বোধযুক্ত হইয়া তাহাতে প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী।

শ্রীগুরুদেব—শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনকারী ও একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা

শ্রুতি-শাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ গুরু-কথিত বাক্য শ্রবণ করবার পর সেই শ্রৌতবাণীর নিন্দা। ঐরূপ নিন্দা-প্রবৃত্তি গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্ছিন্ন করিয়ে তর্কপন্থায় পাতিত করে। বাস্তবরাজ্যে ঐরূপ ধরণের বিপত্তি বা আশঙ্কা থাকতে পারে না। যেখানে নিত্যানিত্য বিবেকের পূর্ণ স্থান, সেখানে অজ্ঞান বা নিরানন্দের প্রবেশাধিকার নাই। সেই সচ্চিদানন্দরাজ্যে যে-সকল বাণী আছে, সেই বাণী ভূতাকাশ ভেদ করে, জীবের কর্ণবেধ ভেদ করে কর্ণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং আমাদের পূর্ব্ববোধ বা প্রমার দ্বারা সঞ্চিত শব্দ-রাশিকে বিপর্য্যস্ত করে, সেখানে শুদ্ধ চেতনের রাজ্য আবিষ্কার করে। এইরূপ শ্রৌতবাণী যিনি কর্ণে প্রদান করেন, সেই শ্রুতির কীর্ত্তনকারীই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিরন্তর আমাদের কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক করে, আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী,

১৯। সাধকের ভবিষ্যদাশা ও স্বরূপের বৃত্তি সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি কি ?

"For thee thy Sire on High has kept
A store of bliss above.
To end of time, thou art Oh ! His
Who wants but purest love."

—Saragrahi Vaishnava.

২০। মনুষ্য স্বীয় জীবন-রহস্যভেদে অসমর্থ হইলে অন্তর হইতে কে তাহার অমরত্বের সন্ধান দেয় ?

"Man's life to him a problem dark !
A screen both left and right !
No soul hath come to tell us what
Exists beyond our sight !!
But then a voice how deep and soft,
Within ourselves is left :—
Man ! Man ! thou art immortal soul !
Thee Death can never melt !!"

—Saragrahi Vaishnava.

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার
(প্রীতিসন্দর্ভ—২৮)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মমতার আধিক্যে প্রীতির উৎকর্ষও অধিক হয়। শান্ত ভক্তগণ শ্রীভগবান্‌কে কেবল পরমানন্দমূর্ত্তিরূপে অনুভব করেন, তাঁহাতে মমতাবুদ্ধি নাই। এজন্য ভগবদনুভব প্রীতি-উৎকর্ষের যথেষ্ট কারণ না থাকায় প্রীতি প্রথম স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। কেহ বলিতে পারেন, সনকাদি শান্তভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নঃ স্তাৎ
চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।

বাচশ্চ ন স্তুলসীবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ
পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥ (ভাঃ ৩।১৫।৪৯)

যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের ন্যায় তোমার চরণকমলে রমণ করে, যদি আমাদের বাক্য তুলসীর ন্যায় তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়, যদি আমাদের কর্ণ তোমার গুণসমূহে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে নিজের অশুভ কর্ম্মফলে যথেষ্ট নরকবাস হউক তাহাতে ক্ষতি নাই।

এই বাক্য ত তাঁহাদের রাগেরই পরিচায়ক, এ কথার উত্তরে বলা হইতেছে যে, তাঁহাদের তাদৃশ রাগের প্রার্থনা সাক্ষাৎ রাগ নহে।

পাল্য ভক্তগণে স্পষ্টভাবে মমতা বর্ত্তমান থাকে বলিয়া প্রেম পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রীতির সীমা। ইহার পরে স্নেহাদি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। তাঁহাদের সম্বন্ধ বিশেষ দূরবর্ত্তী; এই হেতু প্রীতির স্নেহাদিরূপে পরিণতি হয় না। আর—

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বা সুহৃদিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্
রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব ন স্তবাচ্যুত ॥

হে কমলনয়ন! যখন আপনি সুহৃদ্গণের দর্শনের নিমিত্ত কুরু অথবা মধুপুরীতে গমন করেন, তখন ক্ষণকালও আমাদের পক্ষে কোটি বৎসরের মত হয়; হে অচ্যুত! সূর্য্য বিনা চক্ষুর যে দশা হয়, আপনার অদর্শনে আপনার জন আমাদেরও সেই দশা হয়—এই দ্বারকাপ্রজাবাক্যে প্রেম হইতেও যে অধিক প্রীতি দেখা যাইতেছে, তাহা দ্বারকারই নাপিত, মালাকার প্রভৃতি সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবাসৌভাগ্যপ্রাপ্ত ভাববিশেষধারী কাহারও উক্তিরূপে সঙ্গত হয়।

যে নাপিত ও মালাকারের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা পাল্যগণের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া ভৃত্যরূপেই জানিতে হইবে, এজন্য তাঁহাদের রাগ পর্য্যন্ত প্রীতির আবির্ভাব অসম্ভব নহে। তাঁহাদের ক্ষণকালকে কোটি বৎসরের অদর্শনের মত মনে করা রাগেরই লক্ষণ। বিরহে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা, কিন্তু মহাভাবের লক্ষণ বিয়োগে ক্ষণকল্পত্ব উহাদের নাই।

লাল্যগণে (শ্রীপ্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধাদি পুত্র-পৌত্রে) সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহের সম্বন্ধহেতু ভৃত্যগণ হইতেও মমতার প্রবলতানিবন্ধন রাগের প্রাচুর্য্য জানিতে হইবে। সহবিহারশালী প্রণয়বিশিষ্ট সখাগণ হইতেও ইঁহাদের মমতা প্রচুর।

মুখ্য বৎসল মাতাপিতার পুত্রভাবাপন্ন শ্রীভগবানে সকল ভক্ত হইতে অধিক রাগ। কুন্তীবেদীর বাণী হইতেই জানা যায়—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥　　(ভাঃ ১।৮।২৪)

হে জগদ্‌গুরো! যাহাতে আপনার অপুনর্ভব দর্শন মিলে, সে সেস্থানে নিরন্তর সেসকল বিপদ হউক। পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সখাগণে প্রণয়োৎকর্ষাংশে রাগের আধিক্য বর্ত্তমান। সুহৃদগণের প্রচুর সন্নৈকটের অভাবহেতু প্রেমই অধিকরূপে বর্ত্তমান। প্রণয় ও মান সখা প্রেয়সী উভয়েই সম্ভব। পট্টমহিষিগণে মহাভাবতাউন্মুখ অনুরাগ পর্য্যন্ত প্রীতির সীমা। মহিষী ব্যতীত অন্যত্র অনুরাগাবির্ভাবের কথা শুনা যায় না। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণী শ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ
স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্ত্তা ॥　　(ভাঃ ১০।১৩।২)

অচ্যুতের বার্ত্তাই যাঁহাদের বাক্য, কর্ণ ও চিত্তের বিষয়, এমন সার-গ্রাহী সাধুগণের স্বভাব এই যে, স্ত্রৈণ পুরুষগণের কামিনী বার্ত্তার ন্যায় অচ্যুতের কথা তাঁহাদের নিকট নূতনের মত হইয়া থাকে। এ বাক্যে অনুরাগের লক্ষণ নাই। প্রতিক্ষণে নব্যত্বস্ফুরণ অনুরাগের লক্ষণ নহে।

শ্রীব্রজদেবীগণের প্রীতির সীমা মহাভাব পর্য্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥　　(ভাঃ ১১।১২।১১

আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন ব্রজদেবীগণ আমার সহিত যে সকল রজনী বিহার করিয়াছিলেন, সে সকল রজনী তাঁহাদের পক্ষে ক্ষণার্দ্ধের মত অতিবাহিত হইয়াছিল; আর আমার সহিত বিচ্ছেদ হইলে রজনীসকল কল্পতুল্য হইয়াছিল।

এই শ্লোকে মহাভাবত্বের লক্ষণ বলা হইয়াছে। যোগে কল্পক্ষণত্ব আর বিয়োগে ক্ষণকল্পত্বের প্রসিদ্ধিহেতু ব্রজদেবীগণের মহাভাবত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের মহাভাবত্বের অপর লক্ষণ বলা হইতেছে—

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্॥ (ভাঃ ১০।৩১।১৫)

কুটিলকুন্তল যাঁহার উপরিভাগে শোভা পাইতেছে এমন শ্রীমুখ-দর্শন সময়ে নিমেষমাত্র ব্যবধান হওয়ায় চক্ষুর পক্ষ্মসৃষ্টিকারী ব্রহ্মাকে অরসজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥ (ভাঃ ৯।২৪।৬৫)

যাঁহার বদনকমল মকরকুণ্ডলদ্বারা দীপ্তিমান কর্ণযুগলের সহিত উজ্জ্বল কপোলদ্বয়ে সুন্দর, হর্ষোৎসুক্য চাপল্যাদিযুক্ত হাস্যদ্বারা শোভিত, যাহা নিত্য উৎসবস্বরূপ, সেই বদন-সৌন্দর্য্য নয়নদ্বারা পান করিয়া নরনারী আনন্দিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৃপ্ত হয় নাই। (ব্রজবধূগণ) নিমেষকর্ত্তা নিমির প্রতিও কুপিত হইয়াছিলেন। এই শ্লোকে নরনারীর আনন্দ হইয়াছিল বটে, কিন্তু নিমেষ-অসহিষ্ণুত্ব কেবল ব্রজদেবীগণেরই হইয়াছিল অন্য নরনারীর তাহা অসম্ভব।

যদিও শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে নিমেষাসহত্ব উপস্থিত করায় তথাপি আধারের গুণের অপেক্ষা আছে। স্বাতী নক্ষত্রের বারি হইতে মুক্তার উদ্ভবের মত আধারের গুণের অপেক্ষা জানিতে হইবে।

স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টির জল শুক্তি, গজ ও সর্পের উপর পতিত হইলে যথাক্রমে মুক্তা, গজমুক্তা ও মণি উৎপন্ন হয়। অন্য নক্ষত্রের জলে তাহা হয় না। স্বাতী নক্ষত্রের জলেরই এই গুণ আছে। কিন্তু সে জল যাহাতে পড়ে, তাহাতে মুক্তা জন্মায় না। কেবল শুক্তিতেই জন্মে। তদ্রূপ

মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমাবির্ভাব করা শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব হইলেও কেবল ব্রজদেবীগণেই সেই ভাব আবির্ভূত হয়। অন্যে হয় না।

রূঢ় অধিরূঢ় ভেদে মহাভাব দ্বিবিধ। নিমেষাসহতা প্রভৃতি রূঢ় মহাভাবের অনুভাব। কুরুক্ষেত্রযাত্রায় নিমেষাসহতা রূঢ় মহাভাবের আবির্ভাবেই জানিতে হইবে।

পট্টমহিষিগণের প্রীতির সীমা অনুরাগ পর্য্যন্ত। গোপিগণের যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মহিষিগণের দুর্লভ।

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥ (ভাঃ ১০।৮২।৩৯)

যাঁহার দর্শনে চক্ষুর পক্ষ্ম নির্ম্মাতা বিধাতাকে শাপ দেন। গোপিগণ সেই প্রাণবল্লভ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দীর্ঘকাল পরে প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুদ্বারা হৃদয়স্থ করত আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিত্যযুক্তগণের দুর্লভ তদ্ভাব প্রাপ্ত হইলেন।

"নিত্যযুক্তগণের দুর্লভ" বলিতে এখানে পট্টমহিষিগণের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতিকেই বুঝিতে হইবে।

সেই নিত্যযুক্তাগণ কীদৃশী? যে সকল নিত্যযুক্তা পট্টমহিষী শ্রীব্রজ-দেবিগণকে দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন ইঁহারা বিরহিনী। আমরা প্রতিদিন প্রিয় (শ্রীকৃষ্ণ) সঙ্গ প্রাপ্ত হই। সুতরাং আমরা পরমপ্রেয়সী। এখন মহিষিগণের যাহা দুর্লভ তদ্রূপ ভাব ব্রজদেবিগণের উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গা—ইহাই শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায়ে বক্তব্য জানিতে হইবে।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

কুলগুরু

আজকাল পরমার্থপ্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রশ্ন হইয়াছে—"মহাশয়, কুলগুরু কি ত্যাগ করা যায়?" —তদুত্তরে বলা যায় যে, তিনটী বস্তু আমাদিগকে সৎসিদ্ধান্তে উপনীত করায়ঃ—(১) বেদ বা ভক্তি-শাস্ত্র-প্রমাণ, (২) পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তমহাজনদিগের আচরণ, (৩) নিত্যানিত্য-বিবেক বা আত্মানাত্ম-বিচার। কেবল মনঃকল্পিত বিচারে ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু সেই বিচার যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও মহাজনদিগের আচার-পুষ্ট হয় তবে তাহাই সৎসিদ্ধান্ত।

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য হৃদয়ে করি ঐক্য,
আর না করিও মনে আশ—

—(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)

(১) গুরুকরণ-বিচারে বেদ বলেন,—"তদ্ বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।" অর্থাৎ ভগবানকে বিশেষভাবে জানিতে হইলে প্রধানতঃ ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ এবং গৌণতঃ বেদবিৎ গুরুর সন্নিধানে সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক গমণ করিবে। তাহা হইলেই দেখা গেল, যিনি ভগবানের সেবা-তৎপর এবং শাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিৎ, তিনিই গুরু। আবার যিনি সেব্য ভগবৎ-সেবা-নিষ্ঠ, তাঁহার মায়ার বা ভোগ্য-বিষয়ের সেবা থাকিতে পারে না। তিনি সর্ব্বক্ষণই ভগবানের সেবাতে নিযুক্ত—এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভগবদ্ভিতর নশ্বর মায়িক বস্তুতে দৃষ্টিপাত করেন না; যিনি করেন তিনি গুরু (ভারি) নহেন, তিনি লঘু (হাল্‌কা) জিনিষ। শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বেদানুগ বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রে এবং বহু বহু সাত্বত পুরাণে অসদ্‌গুরু-ত্যাগের বিধি বিশেষভাবে লিখিত আছে—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগো এব বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ বাহ্যতঃ গুরু হইয়াও যদি তিনি বিষয়-ভোগে লিপ্ত থাকেন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে অজ্ঞ এবং উন্মার্গ-গামী বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাহা হইলে তাহার অক্ষজ-জ্ঞানবশতঃ লঘুত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাহাকে ত্যাগ করা বিধেয়। আবার—

অবৈষ্ণবের অর্থাৎ ষড়্‌বেগদাস ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধি-কামীর উপদিষ্টমন্ত্রের সাধনে নরকলাভ হয়। পুনশ্চ বৈষ্ণবগুরু অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবাজ্ঞানবিশিষ্ট

নিষ্কিঞ্চন মহাভগবতের নিকটেই আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে।

শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভু "ভক্তি-সন্দর্ভে" লিখিয়াছেন,—"পরমার্থ-গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।" ব্যবহারিক, কৌলিক, বা লৌকিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক সদ্‌গুরুর আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

(২) এই অযোগ্য-কুলগুরু-প্রথা বঙ্গদেশে ব্যবসায়িগণকর্ত্তৃক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বাচার্য্য বা মহাজনগণ কেহই বিষয়াসক্ত কুলগুরু স্বীকার করেন নাই। লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা-অভিনয়, লীলা দেখাইয়াছেন। শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু যতিরাজ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী বা মতান্তরে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থকে, শ্রীল অদ্বৈতপ্রভূ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকে দীক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু যতিরাজ বৈষ্ণবত্রিদণ্ডী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী পূর্ব্বে রামানুজীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া একান্তভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা গ্রহণ করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর নিকট এবং শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। আবার শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ঠাকুর শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে গুরুপদে বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এইরূপে দেখা যায়, আচার্য্যগণ প্রায় সকলেই তথাকথিত অজ্ঞ কুলগুরু ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক লোকশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং কাহারও কৌলিক, লৌকিক গুরুর অপেক্ষায় বা মিথ্যা অভিশাপের ভয়ে চরম-কল্যাণপ্রদ পরমার্থ-রাজ্যের প্রবেশাধিকার হইতে বিচ্যুত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। সাধারণ বিচারেও দেখা যায় যে, নিজের বা প্রিয়তম আত্মীয়ের মুমূর্ষু অবস্থায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই পারিবারিক চিকিৎসকের অসামর্থ্য দেখিলে কৃতকর্ম্মা ও চিকিৎসানিপুণ কবিরাজকেই ডাকিয়া থাকেন। বাস্তবিক এক অন্ধ কখনও আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। যিনি 'গুরু নহেন (ন গুরুঃ স্যাদ্ অবৈষ্ণবঃ), তাঁহাকে আবার ত্যাগ কি? তাহা বাস্তবিক গুরুত্যাগ নয়, লঘু বস্তুরই ত্যাগ। অসৎসঙ্গ-ত্যাগ কখনও ত্যাগ নহে,

পরন্তু তাহাই সদাচার; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বচন অগ্রাহ্য করিয়া—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী-বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

শিষ্য-ব্যবসায়ী অনেক অযোগ্য ব্যক্তি বোকা শিষ্যদিগকে ঠকাইতেছে। নিত্যানন্দস্বরূপ সদ্‌গুরু প্রাকৃত-ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাদি দোষযুক্ত মনুষ্য নহেন, সুতরাং তাঁহার কোনও অন্যায় আচরণ থাকিতে পারেনা! শিষ্যের প্রাকৃত দৃষ্টি যদি ঐপ্রকার সদ্‌গুরুর কোনও অন্যায় আচরণ দেখিতে পায়, তাহা বাস্তবিক গুরুর দোষনহে, শিষ্যেরই দৃষ্টির ভ্রম-মাত্র। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য, কহিল তোমারে॥"

বাস্তবিক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কখনও মদিরা যবনী গ্রহণ করেন নাই বা করিতে পারেন না অথবা শ্রীরায়রামানন্দ কি শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কখনও বিষয়ী বা ভোগী হন নাই বা হইতে পারেন না। তাঁহারা কখনও ভোক্তার সজ্জায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেহ-মনের তৃপ্তি সাধন করেন নাই। পরন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজ হৃষীকেশেরই সেবা করিয়াছেন—তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত পরমহংস। কিন্তু প্রাকৃত লোকের অক্ষজ-দর্শনে যদি তাঁহাদের আচরণ ইন্দ্রিয়-তর্পণের ছলে অনুকরণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহা অক্ষজ-স্রষ্টার দর্শনেরই দোষ, তাঁহাদের দোষ নাই বা হইতে পারে না। সুতরাং হরিবিমুখ বুদ্ধিতে তাঁহাদের ক্রিয়া-মুদ্রার বিচার করা ধৃষ্টতা বা দাম্ভিকতার চূড়ান্ত পরিচয়, কেননা, তাঁহারা চিরকালই নিখিল বর্ণাশ্রমী জীবগণের গুরু। কিন্তু তাই বলিয়া যিনি বাস্তবিক গুরু নহেন, ইন্দ্রিয়াধীন লঘুবস্তু বা প্রাকৃত বদ্ধজীব, সুতরাং অবধূত পুণ্ডরীক বা রামানন্দের মত পরমহংস নহেন, তাহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার করিতেই হইবে। মহাকুলজাত হইয়া সকলেই শুঁড়ী বাড়ী গিয়া বা ষড়্‌বেগলম্পট হইয়া নানাভোগ-বিলাসে মত্ত হইলেই যে তাহাদের এক এক মূর্ত্তি নিত্যানন্দ হইবেন—শাস্ত্রের এখন অর্থ বা অসদাচারের প্রকাশ্যে বা গোপনে পোষণ-চেষ্টা কোনপ্রকারেই কোন পরমার্থলিপ্সু নিষ্কপট ব্যক্তি করিবেন না বা করিতে পারেন না। নীলকণ্ঠের ন্যায় ঐশ্বর্য্য লাভ না করিয়া বিষপানের ন্যায় ঐ সকল অসৎ কনক-কামিনীপ্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যক্তিগণের অসদাচরণ তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের

শিষ্যবর্গকে নরকে লইয়া গিয়া মৃত্যুরই কারণ হয়। দেখিতে হইবে, তাঁহাদের বিষয়াসক্তি আদৌ ছিল কিংবা আছে কি না? আর তাঁহার কতদূর কৃষ্ণৈকশরণ বা গৃহৈকশরণ॥ অতএব এই প্রমাণিত হইলে যে ইন্দ্রিয়তর্পণশীল বদ্ধজীব কেবল জড় বিদ্যায় পণ্ডিত হইলেই বা উচ্চকুলে উদ্ভূত হইলেই গুরু হইতে পারে না! কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবই গুরু। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

আর নিখিল জীবের একমাত্র বন্ধু পরমদয়াল গৌরসুন্দর সমস্ত শাস্ত্রের সার একটী মাত্র পদ্যেই বলিয়াছেন—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

এই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাকেই ভাগবত "শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং" বলিয়াছেন। তবে কুলগুরুর মধ্যেও যদি তাদৃশ বৃত্ত, লক্ষণ বা স্বভাব বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তিনিও 'সদ্‌গুরু' শব্দবাচ্য হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সদ্‌গুরুর মুখ্য লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করিয়া সমাজে এই যে অযোগ্য-কুলগুরুকরণ-প্রথা প্রচলিত আছে, দেখা যায়, তাহা কামী প্রকৃতিজন-সমাজের দৌর্ব্বল্য-পোষণ-চেষ্টামাত্র, উহা কুযোগী ব্যবসায়ী স্মার্ত্তগণের স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধিমূলক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা কখনই ভগবদুন্মুখী চেষ্টা নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ**

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
শুভাবির্ভাব-তিথি-পূজা-বাসরে
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

[১]

জয়তু গুরুজী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান
জয় ভক্ত-প্রাণ-নাথ
দেব-ঋষিগণ মাগয়ে নিয়ত
তব পূত পদরজ।
মাঘের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে
উদিত হইয়া এ মর জগতে
বাল-পৌগণ্ড-যৌবন-বার্দ্ধক্যে
লীলা কৈলে নিতি নব,
জগজনে সবে হ'ল বিস্মিত
হেরি' তব বৈভব।
তব শৈশব-লীলা-কথা স্মরি'
মম হৃদি ওঠে দুলে,
শিশুরূপে কত বিচিত্র খেলা
খেলিলে জননী-কোলে।
গাহি' হরিণাম আধ আধ স্বরে
নাচিয়া বেড়া'তে শরচ্চন্দ্র-ঘরে,
ভাবাবেশে কভু প্রণমি' নামীরে
ভাসিতে নয়ন-জলে,
নেহারি' সে' লীলা মাতা ভগবতী
নি'ত তোমা' কোলে তুলে।

'প্রভুপাদ'-নাম শুনিয়া একদা
গৃহের বাঁধন ছিঁড়ি'
ত্বরায় মিলিলে প্রভুপাদ-পাশে
ভজিতে গৌরহরি।

নৃলোকে তোমারে হেরি' প্রভুপাদ
তব শিরোপরে বুলাইয়া হাত
কহে,—'বহু পরে পাইনু সাক্ষাৎ
ছিলে কত ছাড়াছাড়ি!'

তুমিও কহিলে, 'প্রভুজী তোমারে
কভু কি ভুলিতে পারি?'
প্রভুপাদ-সাথে মিলিয়া তোমার
ঘুচিল জীবন-ব্যথা,
তোমার হৃদয়-রাগিনী কি শুধু
প্রভুপাদ নামে সাধা?

গোলোকে তোমরা একসাথে মিলি'
রাধা-শ্যাম সনে কর কত কেলি,
এখানে এসেও যাওনি'ক ভুলি'
তোমাদের প্রীতি-কথা।

তব মন-প্রাণ ছিল যে নিয়ত
কৃষ্ণ-চরণে বাঁধা!
প্রভুপাদ-আজ্ঞা পালনে কভুও
কুণ্ঠা ছিল না তব,
নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া
ছিলে গুরু-সেবা-রত।

দেখেছি তোমার দিব্য জীবনে
সবই সঁপিয়াছ শ্রীগুরু-চরণে,

গুরুর লাগিয়া অকার্য্য-করণে
ছিলে সদা নিয়োজিত।
হে মহাজীবন, তোমাতেই শুধু
হেন নিষ্ঠা সম্ভব!
কত দিকে তুমি শ্রীনাম প্রচারি'
জীবেরে করিলে ত্রাণ,
মঠ-মন্দির স্থাপি' দেশে দেশে
করিলে ভকতি দান।
যা'র প্রতি তুমি করে থাকো দয়া,
অনায়াসে তারে ছেড়ে যায় মায়া,
চির-পবিত্র হয় তার হিয়া,
নামে ভরে ওঠে প্রাণ।
নাম নিতে ক্রমে দেখে সে নয়নে
নামী-রূপ-অভিরাম!
গৌর-করুণা-শকতি তুমি গো
প্রভুপাদ-নিজ-জন,
তোমার চরণ-ছায়ায় থাকিলে
মিলে-গৌর-প্রেম-ধন।
তনু-মন-প্রাণ-যৌবন-ধনে
সঁপিয়াছি আজি তোমার চরণে
আর কতকাল এ ভব-বাঁধনে
র'বে মম এ জীবন!
লহ দেব মম ভকতি-অর্ঘ্য
কর কৃপা বিতরণ।

নিত্যদাসাভিলাষী—
"চিত্তরঞ্জন"

[২]

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
জয় জয় শুভ কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথি তুমি।
পূণ্যময়ি তিথিবরা তোমারে প্রণমি॥
শ্রীকেশব গুরুদেব তব আশ্রয়েতে।
মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ ব্রজধাম হৈতে॥
সম্বৎসর অন্তে তব শুভ আগমন।
প্রেমভক্তি দাতা তিথি পূজে সর্ব্বজন॥
নিতান্ত অযোগ্যা আমি অপরাধ যত।
প্রীতি ভক্তিহীন সদা সুকঠিন চিত॥
শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রেষ্ঠজন।
জয় শ্রীল গুরুদেব পতিত পাবন॥
কেমনে পূজিব তব চরণ কমল।
শ্রদ্ধাভক্তি শূন্য মম নাহি কোন বল॥
অত্যন্ত বিহ্বল আমি না দেখি উপায়।
তবপদে ভূপতিত প্রণতি জানাই॥
নবদ্বীপ মাঝে তুমি শ্রীকোলদ্বীপ ধামে।
নিরমিলে মঠগৃহ অতি মনোরমে॥
অভীষ্ঠদেবের সেবা প্রকাশিলে।
তব প্রভুর আশীর্ব্বাদ লভিলে॥
শ্রীবিগ্রহসেবাবিধি আপনি আচরি।
শিখাইলে অনুগত জনে কৃপাকরি॥
নবদ্বীপ পরিক্রমা কৈলে প্রবর্ত্তন।
আচণ্ডাল-সবে প্রেম কৈলে বিতরণ॥

ধামের চিন্ময় ধূলি মাখিয়াছ গায়।
অপূর্ব লাবণ্য জ্যোতি শোভাময়॥
নৃত্যকালে তব সত্ত্বভাবাদি উদ্গম।
দরশনে হরষিত হইত ভক্তজন॥
শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে তব ভাব উদ্দিপনে।
সর্ব্বক্ষণ রত কৃষ্ণলীলা আস্বাদনে॥
বিপ্রলম্ভ ভাব তব দেখি' ভক্তজনে।
বিহ্বলিত হোয়ে সবে শঙ্কাযুত মনে।
এইরূপ অত্যদ্ভুত তব লীলাবলী।
করুণা করহ যেন নিত্যকাল স্মরি॥

—অধমা 'গিরিবালা'

[৩]

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

আজ আমাদের শ্রীশ্রীগুরুপূজার দিন। মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে মাঘী-কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে মাদৃশ হরি বিমুখ পতিত দুর্গত জীবগণকে কৃষ্ণসেবা লাভের পরম সুযোগ প্রদান করিবার জন্য, আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সংসারে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য, কৃষ্ণেচ্ছায় এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তিনি কৃপাপূর্ব্বক এজগতে আগমণ করিয়া হরি বিমুখ আমাদিগকে হরি-উন্মুখ করিবার জন্য বহুবিধ উপায় ও বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া আমরা মায়ার সংসারে আসিয়া পড়িয়াছি। "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুখঃ॥" কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম সেবাচ্যুত আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই শ্রীগুরুমহারাজ "আচার্য্য-সিংহরূপে" এই প্রপঞ্চে আসিয়াছিলেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য—জগদ্‌গুরু। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি পরমকরুণাময়।

শ্রীল গুরুমহারাজ পতিত জীবের মঙ্গলের জন্য যে বহুবিধ উপায় ও বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার দু'একটি বিষয় কীর্ত্তন করিয়া

নিজের আত্ম-মঙ্গল সাধন করিতে যত্নশীল হইব। শ্রীব্যাস পুজায় ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের গুণগান কীর্ত্তন করিলেই শিষ্যের মঙ্গল সাধিত হয়; এই শ্রুতি বাক্যই আমার জীবাতু হউক।

হে গুরুদেব, আপনার মহিমা অপার। এই নরাধম আপনার গুণগান কীর্ত্তন করিতে সম্পূর্ণ ভাবেই অযোগ্য তবুও আশাহত জীবনে অজিকার এই শুভ-তিথি ও লগ্নকে আশ্রয় করিয়া নিজের আত্মমঙ্গলের জন্য আপনার মহিমা কীর্ত্তনের অভিনয় করিতেছি।

হে গুরুদেব, আপনি আপনার গুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিবার জন্য স্বয়ং সহর নবদ্বীপে কৃপাপূর্ব্বক সমাগত হইয়া "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি" প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারই মূল মঠ শ্রীনবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত কোলদ্বীপে "শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ" প্রতিষ্ঠিত করিলেন; কোলদ্বীপে অপরাধ-ভঞ্জনের পাটে কলিহত জীবের সঞ্চিত অপরাধ দূরীকরণ-মানসে সুউচ্চ মঠ প্রকট করিয়া বিভিন্ন প্রকষ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-বরাহদেবের (কোলদেব) শ্রীমূর্ত্তিসকল প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগৎসভায় গুরুসেবা-নিষ্ঠার এক আশ্চর্য্য আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

হে গুরুদেব, আপনি ভারতের বিভিন্নস্থানে বহু মঠ-মন্দির স্থাপন করিলেও শ্রীকোলদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত মঠের বৈশিষ্ট্য সর্ব্বসাধারণের নিকট আলোচনার বিষয়-বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যা-কুল-ধনে-মদ-মত্ত হইয়া শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীল শ্রীবাসপণ্ডিতের পাদপদ্মে যে অপরাধ করিয়াছিলেন সেই অপরাধের সূক্ষ্মকণাগুলি নবদ্বীপ সহর তথা ভারতের বিভিন্নস্থানে প্রসার লাভ করিয়া, কোমল-শ্রদ্ধ জীবসমূহকে শুদ্ধাভক্তি পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া অভক্তস্থানে নিক্ষেপ করিতেছিল। হে গুরুদেব, তাহাদের এই প্রকার দুরাবস্থা দর্শন করিয়া, পরদুঃখেদুঃখী আপনার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; সেই হেতু, আপনি কৃপাপূর্ব্বক কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল-ভুবন মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার বিপুল আয়োজন করিয়া ভারতের নানাদিক হইতে ভক্তগণকে আকর্ষণ করতঃ তাহাদের অপরাধ অপনোদন করিবার জন্য, অপরাধ-ভঞ্জন-পাটে আপনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরি-কীর্ত্তন নাট-মন্দিরে আপনার

শ্রীমুখনিঃসৃত দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ শুদ্ধ সত্যকথা শ্রবণে সমাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলী বিমোহিত হইয়া সজ্জন-বর্জ্জিত, সদা অনর্থমনা দুর্জ্জন অপরাধী জীবনকে ধিক্কার দিয়া বিগলিতদেহে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। হে গুরুদেব, এবম্বিধ দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য এ দাসের কবে হবে?

হে গুরুদেব! আপনিই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রচারকরূপে শ্রীমঠের বিজয় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে অগ্রে রাখিয়া কীর্ত্তন মুখে শ্রীকেদার বদ্রীনাথ পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া হিমাদ্রির কোলে লালিত-পালিত জীবকুলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া আপনার গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন। দুর্গম গিরিশৃঙ্গে, পাহাড়-পর্ব্বতের ভয় শঙ্কুল পথে খোল-করতাল সহযোগে শতশত ভক্তবৃন্দেরদ্বারা শোভাযাত্রা করিয়া, ধ্বজা পতাকায় সুশোভিত সিংহাসনে শ্রীমঠের চিত্তাকর্ষক বিজয়-বিগ্রহ রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরকে অনুগমণ করিয়া যে হরিনাম-প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া অলকানন্দা-মন্দাকিনীর জলরাশিকে প্লাবিত করিয়াছিলেন; তাহার একটি ধারা শ্রীবদ্রিনারায়ণের পাদদেশ ধৌত করিয়া শ্রীবাস-গদীর উৎসস্থল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই প্রেম-বন্যায় প্লাবিত অন্য একটি ধারা মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়া কুলকুল রবে শ্রীকেদার নাথে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশঙ্করের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া শ্রীহরি-কীর্ত্তনের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। হে গুরুদেব, এরূপ অলৌকিক প্রচার ধারা যাঁহার লীলাতে প্রকটিত হইয়াছেন? তাঁহার ভজন না করিয়া মাদৃশ অধম অন্য কাহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিব?

হে গুরুদেব! আপনি স্বয়ং ভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নাত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত রূপ ফুলটিকে মস্তকে ধারণ করিয়া "সারস্বত ধারা" প্রচার মানসে ভারতের দিকে দিকে প্রচারক প্রেরণ করিয়া এবং কখনও স্বয়ং প্রচারক হইয়া বিভিন্ন অপসম্প্রদায়ের ভক্তিবিরোধী মতবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন। বেদের শুদ্ধ ভক্তিশাখা, পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণ, সকল দর্শণের মধ্যে বেদান্ত-দর্শন ও তন্ত্রের মধ্যে সাত্বত-পঞ্চরাত্র সমূহের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করতঃ শ্রীগুরু-সেবার এক অপূর্ব্ব আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়াছিলেন। হে গুরুদেব, আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সুদৃঢ়ভাবে প্রকটিত হওয়ায়, শুদ্ধ-ভক্তিমার্গে বিশ্বাসীজনের যে কতবড় উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সুবুদ্ধি এ দাসের কবে হবে?

হে গুরুদেব! আজ এই শুভ-প্রকট-বাসরে আপনার অনন্ত মহিমার কথা পুনঃ পুনঃ মানসপটে উদিত হইতেছে। হে গুরুদেব, আপনি আপনার প্রকটলীলায় যে "নরহরি তোরণের" ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনার মনোহভীষ্ট পূরণকারী আপনার বিশ্রম্ভ সেবকবৃন্দ ঐকান্তিক সেবা ও যত্নসহকারে তাঁহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দর্শক সমাকুলের প্রচুর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। আপনার দার্শনিক বিচারগুলি আপনার অনুগত সেবকবৃন্দ উক্ত নরসিংহ তোরণের গাত্রে রূপদান করিয়া, নিশ্চয়ই আপনার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গুরুদেবের অনন্ত মহিমা অনন্ত মুখে কীর্ত্তন করিলেও শেষ হইবে না। দু'একটি বিষয়ের দিগ্‌দর্শন করিয়া আমি আমার ভক্তিকুসুমাঞ্জলি শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি।

গুরুদেব আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ। তিনি বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ সেবার মহিমা প্রচার করিবার জন্য এ জগতে আসিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকে ভোগ করিবার জন্য আসেন নাই। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তু এবং কৃষ্ণের নিজজন সেই হেতু কৃষ্ণকে দান করিবার ক্ষমতা গুরুদেবের আছে। "কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।" হরিভক্তির মূলেই শ্রীগুরু পাদপদ্ম। গুরুপাদপদ্মকে বাদ দিয়া হরিভজন হয় না। গুরুকে বাদ দিলে হরির হরিত্ব বা কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব থাকে না। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। তিনিই আকর্ষণ করিয়া সকলকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী। কৃষ্ণ তাঁহার প্রেমবশ্য।

বড়ই দুর্ভাগ্য, আমি নিজেকে পতিত জানিয়া পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণস্বরূপ ও নিত্য প্রভু বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিতে পারিলাম না। বড় আদরের বস্তু আজ আমার নিকট আদর পাইলেন না। তাই তাঁহার আবির্ভাব তিথিবরা বৎসরান্তে একবার করিয়া হতভাগ্য বঞ্চিত আমাদিগকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। এই মাধব-তিথিবরার কৃপালাভ হইলেই ভক্তিলাভ হইবে। নতুবা অন্য কোন উপায় নাই।

"মাধব তিথি ভক্তিজননী যতনে পালন করি।
কৃষ্ণ বসতি, বসতি বলি পরম আদরে বরি॥"　　[ক্রমশঃ]

সেবকাধম—"জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী"

সদসদাচার

আহার বিহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব আছে কিনা এই জিজ্ঞাসা অনেকের মনেই উঠে। তাই চারিদিকে নানালোকে কেউবা সন্ন্যাসী সেজে, কেউবা নামের আগে পরমহংস জুড়ে দিয়ে হিমালয়ের খুব স্বাস্থ্যকর জায়গায় বসে, বাঘের সঙ্গে লড়াই করা শক্তি সঞ্চয় কর্‌তে কর্‌তে হাম খোদাই মত (আমিই স্বয়ং ভগবান্) প্রচার কর্‌তে কর্‌তে সকলের দণ্ডমুণ্ডের মালিকের মত হুকুম চালালেন, যা খুসী খাও দাও, আর হামখোদাই সাধ। বাস্ তবেই সিদ্ধি। নইলে রোগা পটকা হয়ে কি হ'বে?" এসব চার্ব্বাক ঋষির সাকৃরেত। তাদের মতলব 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" ধার কর চুরি কর, যা খুসী করে খুব পোষ্টাই খাওয়া সংগ্রহ কর, সম্ভোগাদিতে মত্ত হও, ভগবান আবার কি? সব নিজে নিজে ভগবান বনে' যাও, ছোট কেন হ'তে যা'বে? খাও দাও মজা লোট। আবার কি? মলে' বুঝি আবার কেউ ফেরে? ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমণং কুতঃ। "পাপ ফাপ ওসব দুর্ব্বলের কথা। যাদের গায়ে জোর নেই, তা'রাই পাপ পুণ্যির দোহাই দেয়। এইমত তা'রা নানা ভাষাতে প্রচার করে' কত লোক জড় করে বাহবা নিচ্ছে। আর তা নেবে না কেন? বদ্ধ জীবের ত সাধারণ প্রবৃত্তিই যে ভোগ করবে। পশু ধর্ম্মে ত তা ছাড়া আর কিছু কথা নাই। আহার নিদ্রা ভয় ইন্দ্রিয় চেষ্টা নিয়েই ত বদ্ধভাব, সংসার। এ জগতে ঐ কথাইত প্রবল। মনুষ্যই বা কি? দেহে আত্মবুদ্ধি যার আছে তারই ঐ কথা। তবে তারই ভেতরে যারা একটু চালাক তারা একটু রয়ে সম্‌জে চলে। ভোগের মাত্রাটা একটু কম করে, কেননা তাতে বেশী দিন চল্‌বে। তা মানুষের স্বভাবের চেষ্টায় যখন ভোগ, তখন যদি একজন দলপতি পায়, আর সে দলপতি বলে "যা খুসি খাও। যত পার মজা লোট, কুছ পরোয়া নেই" তখন তাদের আর পায় কে? সব তার চারধারে এসে জড়। আর সেও মাঝখানে থেকে নাম কিনে নিলে। আর বেদ থেকে একটা একানে কথা কার মুখে শুনে (সোঽহং) সেইটের উল্‌টো মানে জাহির করে নিজে এক স্বামী হয়ে বসে লোকগুলোর দফা রফা করছে। তাদের বোঝাচ্ছে শাস্ত্রে ওসব ব্যবস্থা আছে। বল্‌ছে ইন্দ্রিয় তর্পণ ছাড়া আর কি, জ্যোতিষ্টোমাদি

যজ্ঞ মাংস ভক্ষণের আয়োজন ছাড়া আর কি? সোম পান মদ খাওয়ার হুকুম ছাড়া আর কি? এই সব শাস্ত্রের কথা নিজের চশমায় দেখে লোকগুলো সব উৎসন্ন যেতে বসেছে। বেদে যখন যজ্ঞের পশু বধের কথা আছে তখন আর কি? কসে পশু মাংস ভোজন কর। বিবাহের আদেশ আছে, তার মানে হল যত পার বিচার শূন্য হয়ে যখন তখন সুবিধে হলেই ইন্দ্রিয় তর্পণে রত হও। সোমপানের ব্যবস্থা মানে আর কি সুরাপানে মত্ত হও। কিন্তু বেদেই যে বলেছে—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতাণি' বেদের এই আদেশ ভেসে গেল। আর বেদই যে ঐ সব ব্যবস্থার বেশ ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে, তখন অন্ধ সেজে গেল। হায় হায়! মায়াদেবী জীবকে এমনি মোহবদ্ধ করে কষ্ট দিচ্ছে গো। "লোকে ব্যবসামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন্নহি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসুনিবৃত্তি রিষ্টা।" এ জগতে জীবের এ সব দুষ্প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, ওর জন্য আর আলাদা করে বেদে হুকুম দিতনা। এমন কথা নয় যে লোকের কাম ছিলনা, বেদে জোর করে ইন্দ্রিয় তর্পণ করাচ্ছে। মাছ মাংস খাবার লোভ ছিলনা, তাই বেদে যজ্ঞ করতে বলছে, মাতাল হবার মতলব ছিলনা, তবু বেদ সোমপানে রত করছে। ও সকল দুষ্প্রবৃত্তি বদ্ধজীবমাত্রেরই আছে। ঐ দুষ্প্রবৃত্তি কম করবার জন্যেই যে ঐ সব ব্যবস্থা সে হুস আর বোকা লোকের হচ্ছেনা। বেদে যে নিবৃত্তিকে লক্ষ্য করেই বিবাহ যজ্ঞ সুরাগ্রহের ব্যবস্থা করেছে এই সোজা কথা মাথায় কোন মতে ঢুকছে না। হায়, হায়! দুর্ভাগার এইত লক্ষণ। বেদের উদ্দেশ্যই লোককে এই সব প্রবৃত্তি থেকে ছুটি করে দেওয়া, এই ছুটী হলে তবে তাদের মঙ্গলের রাস্তা আরম্ভ হবে এ বিচার না হয়ে হল কিনা উলটা বুঝলি রাম। ঘোড়া চাওয়া গেল চড়তে, রাম ঘোড়া দিল বইতে। বেদের উদ্দেশ্য হল নিবৃত্তি, আর বোকা লোকগুলো বলছে যে তাদের সুবিধেই বেদ করে দিয়েছে। বেদে শিক্ষা দিচ্ছে যে বেদের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য ভাবে ইন্দ্রিয় সেবায় মাংসাদি খাওয়া বা মদ খাওয়াতে পাপ হবে। সে কথা গেল চুলোর দরজায়। বলেছে, আমরা বেদ মানি, আমরা হিন্দু, তাই মাছ মাংস খাচ্ছি। ইন্দ্রিয় তর্পণ করছি মদও খাচ্ছি। তাতে কি? এতে কেন দোষ হবে।" বেশ বিচার, তোমাদের বুদ্ধি তোমাদেরই থাক্, তোমাদের হাওয়া যেন আমাদের না লাগে। মনুসংহিতাতেও

আছে "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" আমরা জানি যে তামসিক রাজসিক নিবৃত্তি শেখাবার জন্যে, প্রবৃত্তি সংকোচ করবার জন্যে লোকদের শাস্ত্রে বিবাহ ব্যবস্থা। বেদের নিবৃত্তিরিষ্টা আর মনুর "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" হ'তে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকেরই'ত বোঝা উচিত যে মাছ মাংস মদ খাবার হুকুম দিচ্ছে না। আর বেদের প্রপক্কফল শ্রীমদ্ভাবতে কি বলেছেন দেখুন "পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্‌যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্। অনন্তসুখ-মাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ॥ সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ। তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত॥ (১১।৯।১-২) মানুষের যেটা খুব প্রিয়বস্তু তাতে আসক্তি সকলের দুঃখের মূল, যে অকিঞ্চন লোক এটা বেশ বোঝেন তিনিই সুখে আছেন। কুরর পাখী আমিষ ত্যাগ করিয়া সুখ লাভ করিয়াছিল। খাদ্য বিচার করতে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন, 'পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতং। রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তি-দাশুচিঃ॥ (১১।২৫।২৮) পবিত্র, হিতকর, সহজে পাওয়া যায় এমন আহারই সাত্ত্বিক আহার, যাতে ইন্দ্রিয়ের বেশ তৃপ্তি সে রাজসিক, আর অশুচি কষ্টদায়ক আহার তামস। এখানে শ্রীধর স্বামিপাদ টীকাতে বলেছেন, "চশব্দান্মন্নিবেদিতন্তু নির্গুণমিত্যভিপ্রেতম্।" অর্থাৎ ভগবানে নিবেদিত প্রসাদী বস্তুই নির্গুণ। ভগবানকে ত আর মাছ মাংস নিবেদন করা যায় না। যখন কোন ঠাকুরকে ওসব নিবেদন করা হয় ঠাকুর নেয়না। ওসব গুলো অমেধ্য বা ঠাকুর সেবার অযোগ্য। লোকে যখন কোন কামনা সিদ্ধির জন্যে ঠাকুরের পূজো করে, তখন রজ আর তমগুণের আশ্রয়ে করে, সে পূজো সাত্ত্বিক নয়, নির্গুণ ত নয়ই। কাজেই ও নিবেদন করলেও ভগবানের প্রসাদ হয় না। ওসব খেলে রজোগুণ ও তমোগুণ বাড়্‌তে থাকে, তার মানে আমরা সংসারে আরও বাঁধা পড়ি। যাঁরা সে বাধা এড়াতে চায় তাঁরা নির্গুণ প্রসাদী জিনিষ পাবে, সে কখনো নিরামিষ ছাড়া হতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে আর এক স্থলে (১১।৫।১৩-১৪) আছে—যদ্‌দ্রাণভক্ষো বিহিত: সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা। এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যা ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মং॥ যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ। পশূনদ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।" শাস্ত্রে যে সুরাগ্রহণের কথা সে কেবল ঘ্রাণ লইয়া, পশু বলি কেবল কিঞ্চিৎ অঙ্গচ্ছেদন—বধ নহে, আর বিবাহ কেবল সন্তানের জন্য ইন্দ্রিয় সেবায় নহে। বোকা

লোকেরা এই ধর্ম্ম না জানিয়া কেবল নিজের সুখের জন্যে ঐ সব জিনিষ ব্যবহার করে। যে সব অসৎ লোক নিজেদের সৎ বলে অভিমান করে তারা প্রাণিবধকে অধর্ম্ম না জেনে বেশ মজা করে প্রাণী মারছে, সেই সব প্রাণী পরলোকে সেই সব ঘাতককে খায়। দেখুন, পাঠকগণ শাস্ত্রের কি ব্যবস্থা দেখুন। আবার ভবিষ্যপুরাণেও এই কথা—মাংস ভক্ষয়িতাহমুত্র যস্য মাংসম্ ইহাদ্ম্যহং। ইতি মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ এই জন্মে যার মাংস খাওয়া যায় পর জন্মে সে আমার মাংস খাইবে, "মাং (আমাকে) সঃ (সে)।" আর প্রাচীন বর্হি রাজাকে হতযজ্ঞপশুদের প্রত্যক্ষ দেখিয়ে নারদ বলেছিলেন, "ভো ভো প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য তয়াধ্বরে সংজ্ঞাপিতান্ জীব সঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ। এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসংতব॥" রাজা তুমি নিষ্ঠুর হইয়া সহস্র সহস্র যে সকল জীবকে যজ্ঞে বলি দিয়াছিলে, এই দেখ তাহারা তোমার বধ চিন্তা করে' তোমারই অপেক্ষা করছে। যজ্ঞে পশুবধের এই ফল। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে "পশোরালভনং ন হিংসা" বলেছে, সুরার 'ঘ্রাণভক্ষ্য' বলেছে অর্থাৎ পান-বিহিত নয়, সন্তাননিমিত্ত নিশিচর্য্যার বিধি-মাত্র, তদধিক আসক্তিতে ধর্ম্মলোপ উদ্দেশ করিয়াছে।

বাংলা দেশের লোক আবার ধুয়ো ধরে আছে "এটা মাছের দেশ, মাংস না খেলেও এখানে মাছ খেলে কোন দোষ নাই। কিন্তু মনু কি বলেছেন শুনুন—"মৎস্যাদাঃ সর্ব্বমাংসাদাস্তস্মান্মৎ স্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ,"—"বিবর্জ্জয়েৎ" এখানে বিধি দিচ্ছেন, অপালনে পাপ, কেননা যাহারা মাছ খায় তা'দের সব মাংসই খাওয়া হ'য়ে যায়, নিসিদ্ধ মাংসগুলি'ও বাদ পড়ে না। সুখের বিষয় বাঙ্গালী আজ একথা বুঝতে শিখেছেন, আজকাল মনে হয় অনেক ঘরে মাছ চলে না, মাংস ডিম্বত' নয়ই। আশা করা যায় শীঘ্রই এমন দিন আস্‌বে যে দিন পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে মছলি খোর বলিয়া সেখানকার লোকেরা বাঙ্গালীকে আর ঘৃণা করবে না।

আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা নিজেরা মাছ মাংস খান না, অথচ পশুহত্যার পাপ থেকেও তাঁহাদের নিস্তার হয় না। নিজে খাবার লোভ ছাড়লেন, তবু পাপ ছাড়ে না, এও ত এক মুস্কিল। সাধ করে এ রকম মুস্কিলে পড়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? মনুর ঐ জায়গাতেই (৫ম অঃ) লেখা আছে, পড়ুন—"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী। সংস্কর্ত্তা

চোপহর্ত্তা চ খাদকাশ্চেতি ঘাতকাঃ॥ ঘাতক আট রকম, (১) যে অনুমোদন করে, যেমন স্বামী মাছ খায় না, স্ত্রীপুত্রকে খেতে নিষেধও করে না, তার পয়সা জোগায়; অথবা যেমন গুরু নিজে খায় না, তবে শিষ্যের খাওয়াতে বাধা দেয় না ও তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে, কিংবা যেমন আমিষ খাওয়া গুরুর নিরামিষ খাওয়া শিষ্য (২) যে বধার্থে সংগ্রহ করে—যেমন মাছ ধরা (৩) যে বধ করে মাছ কোটে বাছে। (৪) ও (৫) যে কেনে বা বেচে। (৬) যে সংস্কার করে বা রাঁধে। (৭) যে পরিবেশন করে। (৮) আর যে খায় সেত' বটেই। অনেক বিধবা মা ঠাকরুণ এই (৩), (৬) ও (৭) এর দায়ে দায়ী হয়ে পাপে পড়ছেন। তাঁদের কাছে নিবেদন পেটও ভরল না, জাতিও গেল এটা আর তাঁরা যেন না করেন। এই থেকে সোজা বোঝা যাচ্ছে যে যেখানে আমাদের কথা চলে সে জায়গায় যদি উঠে পড়ে আমরা জীবহিংসা নিবারণ না করি আমরা ঘাতক।

এই হ'ল সাধারণ ধর্ম্মের কথা। রাজসিক বা তামসিক আহার বিহারে সত্ত্বাশ্রিত ধর্ম্ম হয় না। আর যাঁহারা ঐকান্তিক ভগবদ্ভজনের যত্ন করছেন তাঁদের ত' কথাই নাই। ভগবদ্ভক্তের কোন অসদাচার সম্ভব নয়। পাঠকপাঠিকাগণ, আপনারা যেখানে এই অসদাচার দেখবেন, যেখানে সংসার-সুখভোগে খুব টান দেখবেন, সেখানেই তাদের ভগবদ্ভক্তদের তালিকা থেকে নাম কেটে দেবেন। অভক্তকে ভক্ত বলে ধরলে ভক্তকে ছোট করা, সাধুর নিন্দা হ'য়ে যায়। যেখানে এইরূপ অভক্তরা ভক্ত সেজে বেড়াচ্ছে, লোকের সামনে দুরাচারের দোষ দেখিয়ে সাবধান না করে দিলে আমাদের সাধুনিন্দা অপরাধে পড়তে হ'বে। তা'তে আমাদের সমূহ অমঙ্গল। সদাচার প্রচার ও অসদাচার নিবারণ প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। সেজন্য নিজের অসদাচার দূর ও সদাচার পালন সকলের আগে দরকার। আশাকরি সহৃদয় জনগণ আমাদের আশা পূর্ণ করিয়া অনুগ্রহ দেখাইতে সঙ্কোচ করিবেন না।

সংগৃহীত

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পুনঃ প্রবর্ত্তিত শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা অন্যান্য বৎসের ন্যায় এ বৎসরও সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্য পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় যথারীতি উৎযাপিত হইয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভূবন মঙ্গলময়ী শুভাবির্ভাব তিথিকে আহ্বান জানাইবার জন্য তথা জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ধারাকে অনুসরণ করিয়া সমিতির সদস্যবর্গ সপ্তাহ-ব্যাপি নবধাভক্তির পীঠস্থান শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার দ্বারা নবধাভক্তির যাজনোদ্দেশ্যে এই বৃহৎ মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন।

উক্ত মহামহোৎসব বিগত ২৪ গোবিন্দ ২৯শে ফাল্গুন ইং ১৩ই মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ১লা বিষ্ণু ৫ই চৈত্র ইং ১৯শে মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই বৎসর প্রায় চার সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে শ্রীধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর জন্মোৎসবে যোগদানের নিমিত্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমাগত ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানাইবার ও শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার সংকল্প গ্রহণ উদ্দেশ্যে মঠস্থ শ্রীহরি কীর্ত্তন নাট্য মন্দিরে সন্ধ্যায় এক মহতী সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি ও সমিতির সহঃ সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ বক্তৃতা মাধ্যমে শ্রীনবদ্বীপ ধামই যে অভিন্ন ব্রজধাম তাহা সুষ্ঠুরূপে পরিবেশন করেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে শ্রীধামের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যবৃন্দ ও তদনুগতভক্তবৃন্দ পরিক্রমা-সূচী অনুযায়ী ২৯শে ফাল্গুন হইতে ৩রা চৈত্র পর্য্যন্ত যথাক্রমে শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ (কীর্ত্তনাখ্য), শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য), শ্রীকোলদ্বীপ (পাদ-সেবনাখ্য) শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চ্চনাখ্য), শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য), শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (দাস্যাখ্য),

শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য), শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য) ও শ্রীঅন্তদ্বীপ (আত্ম-নিবেদনাখ্য) পরিক্রমা সমাপ্ত করেন। উক্ত পরিক্রমাগুলি সহঃ সভাপতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় ও তথা অন্যান্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দের সহযোগিতায় সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীধামের বিভিন্নস্থানে পরিক্রমান্তে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীহরি কীর্ত্তন নাট্য মন্দিরে ধর্ম্ম সভার অয়োজন হইয়াছিল। এই সভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত বামন মহারাজ প্রতিদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

২৯শে গোবিন্দ, ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে সমস্ত দিন পাঠ-কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃতময়ী লীলা ও তদীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। পরদিবস শ্রীশ্রীল-শচীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ-মহোৎসব বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিন সকাল ৮ ঘটিকা হইতে রাত্র ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অগনিত জনগণকে মহা-প্রসাদাদির দ্বারা আপ্যায়িত কর হয়।

উক্ত পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল-সরস্বতী ঠাকুরের অনুগৃহীত পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, সমিতির সভাপতি আচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহঃ সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদক পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাদ্ধান্তী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিপাদগণের মুখঃ নিসৃত হরিকথা ভক্তবৃন্দের প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছে। এই পরিক্রমায় ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য সকলেই তাঁহারা সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

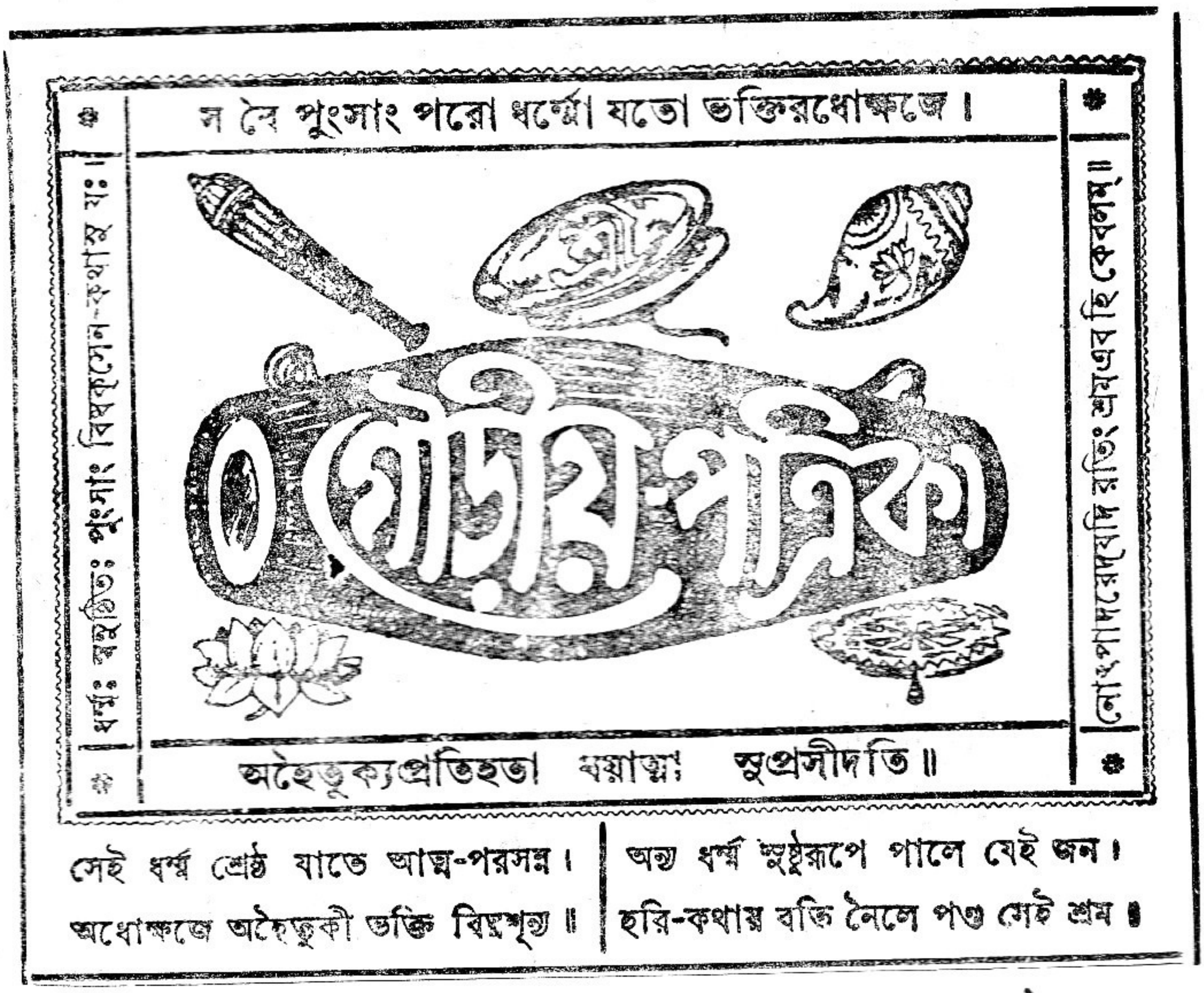

২৫শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ২৭ মধুসূদন, ৪৮৭ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ বৈশাখ, ১৩৮০ ; ইং ১৪।৫।১৯৭৩ } ৩য় সংখ্যা।

সানুবাদং

বৃত্রাসুরবাক্যম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে ২২-২৭ দ্বাদশাধ্যায়ে ৭-১৫)

পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং স্বকানাং
যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্।
ন রাতি যদ্দ্বেষ উদ্বেগ আধি-
র্মদঃ কলির্ব্যসনং সম্প্রয়াসঃ॥ ১॥

যাঁহারা ভগবানের প্রতি একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করেন, এবং ভগবান্‌ও যাঁহাদিগকে নিজ জন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে যে সম্পদ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দান করেন না। যেহেতু তাহা হইতে শত্রুতা, উদ্বেগ, (অলাভে) মনস্তাপ, গর্ব্ব, কলহ, নাশে দুঃখ এবং রক্ষণে ও বৃদ্ধিকরণে অতিপ্রয়াস পাইতে হয়॥ ১॥

ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎ-
পতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র ।
ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো
যো দুর্লভোঽকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ! আমাদের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি তদীয় ভক্তগণের ত্রিবর্গপ্রয়াস অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামচেষ্টা নিবারণ করিয়া দেন । তদ্দ্বারাই তাঁহার কৃপা অনুমান করা যায় । এতাদৃশ ভগবৎপ্রসাদ একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তেরই লভ্য ; অন্য বিষয়াবিষ্টচিত্তব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্লভ ॥ ২ ॥

অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ ।
মনঃ স্মরেতাসুপতেগুর্ণানাং
গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥ ৩ ॥

হে হরে ! যাঁহারা তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, আমি কি আবার তোমার সেই দাসগণেরও দাস হইতে পারিব ? আমার মন যেন, প্রাণপতি, তোমার গুণাবলী স্মরণ করুক, বাক্য যেন তোমারই গুণ-কীর্ত্তন এবং শরীরও তোমারই সেবাকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকুক ॥ ৩ ॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম ।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥ ৪ ॥

হে সর্ব্বসৌভাগ্যনিধে ! আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একছত্র আধিপত্য এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষপ্রাপ্তিও ইচ্ছা করি না ॥ ৪ ॥

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥ ৫ ॥

হে কমললোচন ! অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে ; রজ্জুবদ্ধ বৎস যেরূপ পীড়িত হইয়া কোন্ সময় স্তন্য পান করিবে, তজ্জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে ; বিষণ্ণা প্রেয়সী পত্নী যেরূপ প্রবাসিপতির দর্শনের অভিলাষ করে, আমার মনও সেইরূপ একমাত্র তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৫ ॥

মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ ।
ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহে-
ষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥ ৬ ॥

হে নাথ ! নিজকর্ম্মবশে সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছি। অতঃপর আমার যেন ত্বদীয় পুণ্যকীর্ত্তি ভক্তগণের সঙ্গে সখ্যলাভ হয় এবং তোমারই মায়ায় আমার চিত্ত যে, দেহ, পুত্র, কলত্র, গৃহ প্রভৃতিতে বর্ত্তমানে আসক্ত হইয়াছে, তাহাতে যেন আর আসক্তি না থাকে ॥ ৬ ॥

যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং
জয়ঃ সদৈকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্ ।
বিনৈকমুৎপত্তিলয়স্থিতীশ্বরং
সর্ব্বজ্ঞমাদ্যং পুরুষং সনাতনম্ ॥ ৭ ॥

(হে ইন্দ্র), উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ ও অনাদি, সনাতন পুরুষ এক ভগবান্ ভিন্ন দেহধারী বা পরতন্ত্র জীবাত্মা যুদ্ধেচ্ছু শত্রুগণের সর্ব্বদা জয় হইবে,—এরূপ নিয়ম নাই, কোন স্থলে জয় ও কোন স্থলে বা পরাজয় হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্বসন্তি বিবশা বশে ।
দ্বিজা ইব শিচা বদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণম্ ॥ ৮ ॥

লোকপালের সহিত এই লোকসমূহ যাঁহার বশে থাকিয়া জালবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় অবশভাবে চেষ্টা করিতেছে, সেই কাল অর্থাৎ ভগবান্ই জয়-পরাজয়ের একমাত্র কারণ ॥ ৮ ॥

ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেব চ ।
তমজ্ঞায় জনো হেতুমাত্মানং মন্যতে জড়ম্ ॥ ৯ ॥

ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তি), সহঃ (মনঃশক্তি), বল (শরীরের শক্তি) এবং প্রাণ, অমৃত ও মৃত্যু-স্বরূপ সেই ভগবান্‌কে না জানিয়া মূঢ়জন এই জড়-দেহকেই জয়-পরাজয়ের হেতু বলিয়া মনে করে ॥ ৯ ॥

যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ।
এবম্ভূতানি মঘবন্নীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ ॥ ১০ ॥

হে মঘবন্, (ইন্দ্র), দারুময়ী নারী কিংবা পত্রময় মৃগ যেমন স্বেচ্ছায় নৃত্য করিতে পারে না, কিন্তু নর্ত্তকের ইচ্ছায়ই নৃত্য করে, সেইরূপ সর্ব্ববস্তুই ভগবানের অধীন, কেহই স্বতন্ত্র নহে ॥১০॥

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
শক্নুবন্ত্যস্য সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ ॥ ১১ ॥

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও আকাশাদি পঞ্চভূত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত এই সকল বস্তু ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেঽনীশমীশ্বরম্।
ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি গ্রসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্ ॥১২॥

অতএব সর্ব্বনিয়ন্তা স্বতন্ত্র ঈশ্বরকে জীব জানিতে না পারিয়া অনীশ্বর (পরাধীন) স্বকীয় আত্মাকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। কর্ম্ম-সহযোগে পিত্রাদিই স্রষ্টা এবং ব্যাঘ্রাদি হন্তা,—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ প্রকৃতপক্ষে ভগবান্‌ই ভূতদ্বারা ভূতের সৃষ্টি ও ভূতদ্বারা ভূতের বিনাশ করেন, অতএব তাহাতে ভূতের কোন স্বতন্ত্রতা নাই ; ঈশ্বরই স্বতন্ত্র ॥ ১২ ॥

আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যমাশিষঃ পুরুষস্য যাঃ।
ভবন্ত্যেব হি তৎকালে যথানিচ্ছোর্বিপর্য্যয়াঃ ॥১৩॥

বিনাশকালে যেমন পুরুষের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আয়ুঃ, শ্রী ও যশঃ প্রভৃতির হানি হইয়া থাকে, সেইরূপ জয়কালেও পুরুষের প্রযত্ন ব্যতিরেকেই আয়ুঃ, শ্রী ও যশঃ প্রভৃতির লাভ হয় ॥ ১৩ ॥

তস্মাদকীর্ত্তিযশসোর্জয়াপজয়য়োরপি।
সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুর্জীবিতয়োস্তথা ॥১৪॥

অতএব সমস্তই ঈশ্বরাধীন বলিয়া অকীর্ত্তি ও যশঃ, জয় ও পরাজয়, মৃত্যু ও জীবন এবং ইহাদের কার্য্য, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি সকল অবস্থায়ই সমভাবে অবস্থান করিবে ॥ ১৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
তত্র সাক্ষিণমাত্মানং যো বেদ স ন বধ্যতে ॥১৫॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ, আত্মার গুণ নহে; এই সত্ত্বাদির পরিণামভূত দেহে অবস্থিত আত্মাকে যিনি একমাত্র সাক্ষী বলিয়া জানেন, তিনি হর্ষ-বিষাদাদিতে লিপ্ত হন না ॥ ১৫ ॥

পত্রাবলী *

অনুক্ষণ শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণদ্বারা যাবতীয় বিপদাপদের শান্তি ও অনিত্য জীবনের সার্থকতা (৩)

শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া)
১৩।৮।১৯৬০

স্নেহাস্পদেষু—

* * তোমাকে ১।৮।৬০ ও ৮।৮।৬০ তারিখে পত্র দিয়াছি। উহা পাইলে কিনা জানাইবে। তোমার সমস্ত পত্র ও টেলিগ্রাম পাইয়াছি। অদ্য ১৩।৮।৬০ তারিখ। এখানকার সংবাদপত্রে * এর সম্বন্ধে একটি বিভীষিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তজ্জন্য মন খুব উদ্বিগ্ন। এরূপ সঙ্কট সময়ে ধীর-স্থির হইয়া যে-কোন অবস্থায় প্রাণরক্ষা করা আবশ্যক। **সর্ব্বদাই ভগবানের নাম স্মরণ রাখিবে।**

"যায় সকল বিপদ ভক্তিবিনোদ, বলেন যখন ও নাম গাই।"— সুতরাং নাম-কীর্ত্তনই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করিবে। **শত আপদ-বিপদেও হরিসেবা পরিত্যাগ করা উচিৎ নহে।** তথাপি বুদ্ধিমত্তার সহিত

---

*পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-**কর্ত্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত। —

শ্রীগৌঃ পঃ সঃ

জীবনরক্ষা করিয়া যত অধিকদিন হরিসেবা করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

* * * * * *

আর একটি পরামর্শ আমার মনে আসিতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের উপাখ্যানে একটি পয়ার লিখিত আছে—**"ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা"** (চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪২)—এই নীতি অবলম্বন করিবে। আমি তোমাকে নিম্নে চরিতামৃতের আটটি লাইন উদ্ধার করিয়া লিখিতেছি—

" 'শ্রীগোপাল-নাম মোর—গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত, আমি ইহা অধিকারী ॥৪১॥
শৈল-উপরি হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাঞা।
ম্লেচ্ছভয়ে সেবক মোর গেলা পলাঞা ॥৪২॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ-স্থানে।
ভাল, আইলা তুমি, আমা কাঢ় সাবধানে" ॥৪৩॥
এত বলি' সেই বালক অন্তর্দ্ধান হইল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥৪৪॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪১-৪৪)

উক্ত বাক্যগুলি আলোচনা করিবে। যদি বিশেষ কিছু অসুবিধা মনে কর, তাহা হইলে * ভক্তগণের উপর শ্রীবিগ্রহগণের সেবাভার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসিবে। তোমার পত্র বা টেলিগ্রাম পাইলে এখান হইতে * এবং * কে ওখানকার মঠ চালাইবার জন্য পাঠাইতে পারা যায়। * প্রভুকে ডাকাইয়া এসব বিষয়ে আলোচনা করিবে। আমি তোমাকে সব রকম কথাই জানাইলাম। নিজে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। মঠের অন্যান্য সেবকগণকে নিরাপদে রাখিতে চেষ্টা করিবে। * * * তবে একথা খুবই সত্য—**মানুষের জীবন অনিত্য**। যে-কোন মুহূর্ত্তেই জীবন বহির্গত হইয়া যাইতে পারে। কর্ম্মফল অনুযায়ী মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তথাপি ভগবৎসেবাদ্বারাই **সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়**। বিষ্ণুশর্ম্মার 'মিত্রলাভ' গ্রন্থে একটি উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥

অর্থাৎ ধন এবং জীবন—ভগবানের সেবার্থে উৎসর্গ করিবে। জীবন বিনাশশীল হইলেও সৎকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

* এর অন্যত্র যেরূপ বিপদ-আপদের কথা শুনা যাইতেছে, * জেলায় বিশেষতঃ তোমাদের ঐ অঞ্চলে যদি সেরূপ কোন অসুবিধা না থাকে, তাহা হইলে ধীর-স্থিরভাবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রহিবে। আবশ্যক বিবেচনা করিলে * ও * কে পাঠাইতে পারি। তবে তাহারা এখন * এর সঙ্গে প্রচারে আছে। সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে আনাইতে হইবে। ওখানে বিশেষ ঠেকা না হইলে তাহাদিগকে পাঠাইব না।

এখানে মন্দিরের কার্য্য চলিতেছে। * প্রভু ক্রমশঃ ভাল হইতেছেন। * এখানকার অন্যান্য সংবাদ ভাল। * র সহিত আবশ্যকমত পরামর্শ করিবে। তোমাদের জন্য বিশেষ চিন্তিত। প্রত্যেক সপ্তাহে পত্র দিবে। * * সহিত পরামর্শ করিতে পার। ইতি—

নিতামঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীগুরুপূজা*

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৪ পৃষ্ঠার পর]

ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়-বর্জ্জিত সাধুগণের শ্রীমুখ-বিগলিত বাণীতেই বাস্তব কল্যাণ নিহিত

শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে বটে, কিন্তু কি শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে? স্কুল-কলেজে ত' আমরা অনেক শ্রবণ ক'রে থাকি; কিন্তু যাঁ'রা আমাদের কাছে ঐসকল শ্রবণীয় কীর্ত্তন করেন, তাঁ'রা কে? তাঁ'দের কি ব্যারামটা ভাল হ'য়েছে? ভ্রম প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—মানবের যেগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, সেই দোষ থাক্‌তে তাঁ'রা কিরূপে স্বতঃ বা পরতঃ আলোচনা ক'র্‌বেন?

---

* জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক তদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথিতে প্রদত্ত বক্তৃতা।
—সম্পাদক

যিনি এসকল দোষ হ'তে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তাঁ'র আশ্রয় ব্যতীত কি প্রকারে আমরা ভ্রমাদি-নির্ম্মুক্ত সত্যকথা শ্রবণ ক'র্‌তে পারি? যিনি ভগবৎপাদপদ্মের সর্ব্বদা অনুশীলন করেন, তাঁ'র আনুগত্যময়ী সেবা-দ্বারা তিনি যাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যেতে পারে, অন্যভাবে পাওয়া যেতে পারে না,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

আমার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা তর্কপথে জ্ঞানসংগ্রহের চেষ্টা বিপজ্জনক। সেইরূপ জ্ঞান-সংগ্রহের আশায় যতদিন আস্থা স্থাপন করি, ততদিন সমগ্র জ্ঞান পাই না, বিকৃতজ্ঞান—অসম্যগ্‌জ্ঞান বা কখনও কখনও আংশিক জ্ঞান লাভ ক'রে থাকি। আংশিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'র্‌তে গিয়ে খানিক জান্‌তে জান্‌তেই আয়ুঃ ফুরিয়ে যা'বে। নমস্কারের পন্থাই স্বীকার্য্য অর্থাৎ কাণটা পাতা। সাধুগিদের মুখকথিত বার্ত্তা যিনি কাণ পেতে শ্রবণ করেন, তাঁ'রই মঙ্গল হয়। **ভবদীয় বার্ত্তা—কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণভক্ত-সম্বন্ধীয় কথা যিনি আলোচনা করেন, তিনিই সাধু।** অন্য সব কথা বায়ুরাশিতে বিলীন হ'য়ে যায়। উহা শত শত বৎসর ধ'রে উচ্চারণ করিলে কি ফল হবে?

"ম্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন।"

কাল চ'লে যাচ্ছে, তা'তে আয়ুহরণ হ'য়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে কে সিদ্ধি-লাভ ক'র্‌বেন? শ্রৌতপন্থীই সিদ্ধিলাভ কর্‌বেন। বাদের প্রতিবাদ আছে, তর্কের কোনদিন প্রতিষ্ঠা নাই; কিন্তু শ্রৌতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্ব্বদা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ ক'র্‌তে পারেন।

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-কীর্ত্তনকারী অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত

কীর্ত্তনীয় বিষয়টী কি?—নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা। যদি বাস্তব-বস্তুর নাম কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর রূপ কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর গুণ কীর্ত্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর পরিকর বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত

হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর লীলা কীর্ত্তিত হয়, তা' হ'লেই আমাদের সমস্ত মঙ্গল হ'বে—আমাদের অহঙ্কার নষ্ট হ'য়ে যা'বে—আমাদের অসহিষ্ণুতা নষ্ট হ'বে। জড় প্রতিষ্ঠার আশাকে বর্জ্জন ক'রে সমগ্র বহির্ম্মুখ জগতের নিকট পরম অসাধু ব'লে খ্যাতি লাভ ক'রেও আমরা পরমানন্দ লাভ ক'র্‌তে পার্‌ব। ভাগবতের ত্রিদণ্ডীর প্রতি বহির্ম্মুখ জগৎ হ'তে অনেক অত্যাচার হ'য়েছিল। সত্যের কীর্ত্তনকারী—হরিকথা-কীর্ত্তনকারীর প্রতি অত্যাচার কর্‌বার জন্য সমগ্র বহির্ম্মুখ জগৎ, এমন কি দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। ত্রিদণ্ডী জগতের বহির্ম্মুখ সমাজের কথায় কর্ণপাত না ক'রে আপন মনে হরিকীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে ভূমণ্ডলে বিচরণ ক'রেছিলেন,—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥"

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে বহির্ম্মুখলোকের বিভিন্ন ধারণা

কৃষ্ণ যখন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ব'ল্লেন, তখন বহির্ম্মুখ লোক কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকৃতি-প্রসূত প্রাণিবিশেষ মনে ক'রে বল্লেন, কৃষ্ণচন্দ্র নিজের পূজার কথা নিজে বল্‌ছেন, কৃষ্ণ কিরূপ আত্মসুখপর! সেইজন্য সেই কৃষ্ণচন্দ্রই জীবের মঙ্গলের জন্য গুরুর পোষাকে উপস্থিত হ'লেন। তাঁ'র উপদেশ ও আচরণ হ'লো—কৃষ্ণকে ভজন কর—কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর। বোকা লোকেরা মনে ক'র্‌লে, একজন সাধক জীব এসে উপস্থিত হ'য়েছেন; বুদ্ধিমানেরা উপলব্ধি ক'রলেন, কৃষ্ণ বড় চতুর, শঠ, তাই ভোল বদ্‌লেছেন, আশ্রয়জাতীয় আবরণ প'র্‌েছেন; তাঁ'কে তাঁ'রা চিনে ফেল্লেন। আর আমার মত লোক মনে ক'র্‌লে, একজন আচার্য্য, একজন ধর্ম্মপ্রচারক উপস্থিত হ'য়েছেন, তিনি সমাজবিপ্লব সাধন কর্‌ছেন। "হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই। কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়। সেই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥"

শ্রীকৃষ্ণকৃপায় শরণাগতির তারতম্যানুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভ

যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই তা'হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁ'দের কপালের

জোর আছে, তাঁ'রা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হ'ন।

আমাদের কপাল বড় মন্দ ছিল, জাগতিক লেখাপড়া শিখে উঠ্‌তে পারি নাই, এমন ব্যক্তিকে ভগবান্ দয়া ক'রেছেন—গুরুপাদপদ্মের সম্মুখীন, ক'রে দিয়েছেন।

ভগবান্-শব্দের সংজ্ঞা ; শ্রীগুরুদেব সাক্ষাদ্ মহাভাবময়ী বৈরাগ্যমূর্ত্তি

'ভগবান্' শব্দের অর্থ আলোচনা ক'র্‌তে গিয়ে গল্পের মত স্কুলে প'ড়েছিলাম,—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

'বৈরাগ্য' ব'লে কথাটা গল্পের মত শুনেছিলাম, 'বৈরাগ্যশতক', 'শান্তি-শতক', 'মোহমুদ্গর' প্রভৃতিতে বৈরাগ্যের উপদেশ পাঠ ক'রেছিলাম ; কিন্তু যখন দয়াময় কৃষ্ণ ও দয়াময় কার্ষ্ণ—উভয়েরই দয়া হ'লো, তখন ভগবানের বৈরাগ্য ব্যাপার শ্রীরূপ ধারণ ক'রে উপস্থিত হ'লেন। মানুষের আকারে এরূপ বৈরাগ্য হয় না। কিন্তু আমরা তা' সাক্ষাদ্ভাবে দেখ্‌তে পেয়েছি, তথাপি আমি 'যে তিমিরে, সে তিমিরে'। শরীরটা বাধা দিচ্ছে, ২৪ ঘণ্টা গুরুপাদপদ্মের সেবা ক'র্‌তে পার্‌ছি না। যে বৈরাগ্যের আদর্শ-মূর্ত্তি দেখেছি, তা' মোহমুদ্গরের বৈরাগ্যমাত্র নয়—ফল্গুবৈরাগ্য নয়, সে বৈরাগ্য—মহাভাবময়—কৃষ্ণ-সেবার পরাকাষ্ঠাময়।

শ্রীগুরুর প্রতিজ্ঞা এবং শিষ্যের পূর্ণ শরণাগতি

কেবল কনক-কামিনীতে বৈরাগ্য নয়, প্রতিষ্ঠাশায় পর্য্যন্ত যাঁ'র বৈরাগ্য, এরূপ পুরুষ আমার আরাধ্য হউন—একটি শিষ্যও যিনি করেন না, এমন শ্রীপাদপদ্ম আকাঙ্ক্ষা ক'রে তাঁ'র নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'লাম এবং তাঁর কাছে কৃপা ভিক্ষা ক'র্‌লাম। তিনি ব'ল্লেন, আমি একটি শিষ্য ক'রেছিলাম, সে প্রতারণা ক'রে চলে গেছে, আর আমি শিষ্য ক'র্‌ব না। আমি ব্যথিত হ'লাম বটে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লাম, দেখি, আমি কতবার প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারি। আমি তাঁ'র কৃপা না নিয়ে জগতে বিচরণ কর্‌ব না।

জাগতিক বিদ্যার গৌরব পারমার্থিকক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর

সেই গুরুপাদপদ্মের নিকট যখন উপস্থিত হ'লাম তখন তাঁ'র কৃপায় জান্‌তে পার্‌লাম, আমি যাঁ'কে সর্ব্বোত্তম আদর্শ বলে মনে করি, সেই

আদর্শ তাঁ'র নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধম। জগতের সকলের সহিত আমার আদর্শের মিল ছিল না; কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম একটি অলৌকিক বিচার দেখিয়ে দিলেন। পূর্ব্বে 'নেতি নেতি' বিচারপর নির্ব্বিশেষবাদীর অনেক গ্রন্থ আলোচনা ক'রেছিলাম। তাঁর বাস্তব উদাহরণ পেয়ে গেলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে জানালেন, তুমি যে আদর্শের অনুসন্ধান ক'র্‌ছ, সেই আদর্শ তোমার নহে। আমি মনে ক'রেছিলাম, আমার গুরুপাদপদ্মে অদ্বিতীয় বৈরাগ্য আছে বটে, কিন্তু তাঁ'র পাণ্ডিত্য কিছু কম আছে। তিনি পুঁথি-পত্রের বিদ্যার অহঙ্কারকে চুর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন—তাঁ'র কৃপা-মুদ্গরের দ্বারা। তিনি জানিয়েছিলেন, তোমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ—প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যখন তাঁ'র এই বাণী কর্ণে প্রবেশ ক'রেছিল—যখন তাঁ'র কৃপা পেয়েছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই দিব্যজ্ঞান ধারণ ক'র্‌বার ক্ষমতা ছিল না। এতবড় কথাটা তিনিই আমার মত বোকা সব-জান্তাকে শুন্‌বার সুযোগ দিয়েছিলেন।

জড় ভোগৈশ্বর্য্যে সজ্জনগণের নিরপেক্ষনীতি

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশের একজন প্রধান ভূম্যধিকারী, আমি কা'র আশ্রিত, অনুসন্ধান ক'রে আমার গুরুপাদপদ্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জেনে আমার প্রভুকে ভূম্যধিকারী মহাশয়ের প্রাসাদে তাঁ'র ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হ'য়েছিলেন। বৈষ্ণব-ভূপতির সদৈন্য কাতর প্রার্থনা শুনে আমার গুরুপাদপদ্ম উক্ত ভূপতিকে বল্লেন যে, আমি যদি আপনার প্রাসাদে গমন করি, তা' হ'লে হয়ত' সেখানে আমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছা হ'বে এবং আপনার লোকজন আমাকে আপনার সম্পত্তির ভাগীদার মনে ক'রে আমার প্রতি মামলা মোকর্দ্দমা জুড়ে দিবেন। আমার মামলা-মোকর্দ্দমা কর্‌বার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আপনি এই শ্রীধামের গঙ্গাপুলিনে আমার নিকট বাস ক'রে নিশ্চিন্তে হরিভজন করুন। আমি আপনার জন্য একটি গাড়ীর ছই নির্ম্মাণ ক'রে দিব এবং ভিক্ষা ক'রে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ কর্‌ব'। আর আপনি আপনার সমস্ত বিষয়, সম্পত্তি গোমস্তাগণের হাতে অর্পণ ক'রে বিষয় হ'তে নিবৃত্ত হ'লে বৈষ্ণব হ'তে পারবেন, তখন আমি বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আবদ্ধ থাক্‌ব। যদি আমি আজ আপনার নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'রে এই অপ্রাকৃত গৌরধাম হ'তে আপনার প্রাসাদে গিয়ে বাস করি, তা'হ'লে কিছুদিনের মধ্যেই

রাজার স্বভাব লাভ ক'রে বিপুল ভূমি ও বিষয়-সংগ্রহের জন্য আমাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে। তা'তে ফল হ'বে যে, কিছুদিনের মধ্যে আমার কৃষ্ণ-ভজনের অভিলাষ বিষয়-সংগ্রহের পিপাসায় পর্য্যবসিত হ'য়ে আমি রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিগণিত হ'ব। পক্ষান্তরে, যদি আপনি আমার কুটীরের পাশে অপর কুটীর স্থাপন ক'রে ভজন করেন, মাধুকরী গ্রহণ ক'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তা'হ'লে কোনদিন আমরা প্রণয়চ্যুত হ'য়ে হিংসায় প্রবৃত্ত হ'ব না। যদি আপনার ন্যায় বৈষ্ণব-বন্ধু মহারাজ আমার প্রতি কোন কৃপা-প্রদর্শন কর্‌তে ইচ্ছা করেন, তা'হ'লে আমার ন্যায় জীবন অবলম্বন ক'রে হরিভজন করুন, তা'হলেই আমাকে কৃপা করা হ'বে—আমার সঙ্গে আপনার আন্তরিক বন্ধুত্ব হ'বে।

আমার গুরুপাদপদ্মের এইরূপ পরামর্শ শ্রবণ ক'রে বৈষ্ণব-রাজেন্দ্র স্তম্ভিত হ'লেন। যাহাদিগকে তিনি বৈষ্ণব ব'লে পোষণ করেন, তাহাদিগের চরিত্র ও এই মহাত্মার চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি কর্‌লেন। রাজার আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁ'র রুচির অনুকূল বাক্য ব'লে কিছু জাগতিক লাভ অর্জ্জনে ব্যস্ত। আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহারও নিকট কোন প্রার্থী ন'ন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন—এই তাঁ'র শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করাকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞে বাতাস দেওয়াকে তিনি 'কৃপা' জান্‌বার পরিবর্ত্তে ভীষণ 'হিংসা' জ্ঞান করেন।

আহার-বিহারাদি জীবনধারণে ভগবদ্ভক্তের কঠোরতা ও বৈষ্ণবসেবার আদর্শ

আমার শ্রীগুরুদেব নদীয়া সহরের গঙ্গার তটের বিভিন্ন স্থানে পাগলের ন্যায় প'ড়ে থাক্‌তেন। তিনি পাক ক'রে খাওয়া, কোন বিষয়ীর ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা, বিষয়ীর ঠাকুর বাড়ীতে খাওয়া প্রভৃতিকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার ক'রেছিলেন। কখনও কাঁচা চা'ল জলে ভিজিয়ে খে'য়ে থাক্‌তেন কখনও পাঁক খেয়ে থাক্‌তেন; অধিকাংশ সময়েই নগ্ন থাক্‌তেন, কখনও কখনও শ্মশানে সৎকারার্থ আনীত মৃতের পরিত্যক্ত বসন সংগ্রহ ক'রে তা'দ্বারা অঙ্গ আবৃত কর্‌তেন। তাঁ'র কাছে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আস্‌ত; অনেক গৃহস্থ-বৈষ্ণব ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার প্রভুকে অনেক টাকা, মূল্যবান্ শাল প্রভৃতি বস্ত্র দিতেন। টাকা পেয়ে কাপড়ের দুই পাঁচটি গ্রন্থি দিয়ে

নানা স্থানে রেখেও অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখা'তেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে কর্‌তেন যে, তাঁ'র অর্থে প্রচুর লোভ আছে। কেহ তাঁ'কে মূল্যবান বস্ত্র দিলে তিনি দাতাকে বিশেষ প্রশংসা কর্‌তেন এবং সেরূপ বস্ত্রের অকিঞ্চিৎকরতা জানিয়ে দিতেন। তিনি বল্‌তেন, আমি ত' বৈষ্ণব হ'তে পার্‌লাম না। যে-সকল লোক এ-সকল জিনিষ দিয়ে গেছেন, তাঁ'রা বৈষ্ণবের ব্যবহারের জন্যই দিয়েছেন; সুতরাং বৈষ্ণবেরই উহা গ্রহণ কর্‌বার যোগ্যতা--এ ব'লে তিনি অনেক সময় বনমালি রায় ম'শায়ের নিকট ঐ সকল টাকা-পয়সা পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁ'র নিকট চিঠি লিখে জান্‌তেন, তিনি ঐ সকল জিনিষকে বৈষ্ণবের সেবায় লাগিয়েছেন কিনা? বনমালি রায় ম'শায় তখন শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সেবায় তৎপর ছিলেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

আমার গুরুপাদদ্ম জগতের কোন কথায় প্রবিষ্ট হ'তেন না; কেন-না আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি কৃপা কর্‌বার অভিনয় ক'রেছিলেন। তাঁ'র শতাংশের একাংশের বৈরাগ্যের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবানগণের বৈরাগ্যের তুলনা হ'তে পারে না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য আমার প্রভুতেই পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। তাঁ'র চরিত্র যদি জগতে প্রকাশিত হয়, আমার গুরুবর্গ যদি তাঁ'র অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা জগতে অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করেন—প্রচার করেন, তা'হলে সমগ্র জগৎ লাভবান্ হতে পার্‌বেন। আমার গুরুপাদপদ্ম শুধু কনক-কামিনী ছেড়ে দিতে বলছেন, এমন নহে, সাধুগিরি দেখান' পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে বলছেন, তিনি ভাগবত পরমহংস ছিলেন। পরমহংসী সংহিতা ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত কখনও থাক্‌তে পারে না।

অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে প্রাকৃতবুদ্ধি ধামাপরাধ বিশেষ

একবার একটি কৌপীনধারী আমার গুরুপাদপদ্মের নিকট এসে বল্লেন যে, আমি কুলিয়া-নবদ্বীপে পাঁচকাঠা জমি কোন এষ্টেটের কর্ম্মচারীর নিকট হ'তে সংগ্রহ ক'রেছি। তা' শুনে আমার প্রভু বল্লেন, শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত, প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণ কি প্রকারে এখানে ভূমি প্রাপ্ত হ'লেন যে' তা' হ'তে সেই কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হ'তে হ'য়েছেন! এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ধনরত্ন বিনিময়ে প্রদান কর্‌লেও অপ্রাকৃত

নবদ্বীপের একটি বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। সুতরাং উক্ত জমিদার অত মূল্য কোথায় পা'বেন যে, তাঁ'র নবদ্বীপের ভূমি বিক্রয় কর্‌বার অধিকার আছে? আর কৌপীনধারীরই বা কত ভজন-বল—যা'তে তিনি ভজনমুদ্রার বিনিময়ে অত জমি সংগ্রহ কর্‌তে পেরেছেন। শ্রীনবদ্বীপধামের ভূমিতে প্রাকৃত-বুদ্ধি কর্‌লে ধামবাস হওয়া দূরে থাক্, ধামাপরাধ হ'য়ে থাকে। অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে 'অপ্রাকৃত' জ্ঞান কর্‌লে ভাক্তিত লোক তা'কে 'অপ্রাকৃত সহজিয়া' বলেন।

ভাগবত-পাঠক শাস্ত্র-ব্যবসায়িগণ কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ

আর এক সময় একজন ভাগবতের কথকতায় বিশেষ নিপুণ, 'গোস্বামী' নামে পরিচিত ব্যক্তির লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা সাধারণের মুখে শ্রবণ ক'রে তিনি সেই ভাগবত-কথক বহুশিষ্য-সংগ্রাহক গোস্বামী ম'শায়ের ভক্তি-প্রচারের সবিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করেন। সেই গোস্বামী ম'শায় 'গৌর গৌর' বলান ও অসংখ্য শিষ্য-সংগ্রহের চাতুরী জানেন শুনে আমার প্রভু বল্লেন, ঐ প্রতিষ্ঠাশালী পাঠক ভাগবত-ব্যাখ্যা বা 'গৌর, গৌর' বলান নাই, 'টাকা, টাকা', 'আমার টাকা' ব'লে চীৎকার ক'রেছেন, উহা কখনই ভজন নহে, সত্যধর্ম্মের আবরণ-মাত্র; তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট ব্যতীত কোন উপকার সাধিত হ'বে না।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপটতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ-স্বরূপ অপার্থিব চরিত্রের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা আমরা শুনেছি ও প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

সাধু শাস্ত্র-গুরুবাক্য—এক তাৎপর্য্যতার

সকল শব্দই বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য কর্‌ছে। যে শব্দ বিষ্ণু হ'তে পৃথক হ'য়ে অন্য কিছুর উদ্দেশ্য করে তাহা শব্দের অঙ্গরুচি; তা'তে কৃষ্ণের অদ্বিতীয় ভোক্তৃত্ব-বিচারের পরিবর্ত্তে জীবের মায়া-ভোক্তৃত্বের বিচার আনয়ন করে। আমরা দর্শনের বড় বড় কথাগুলি—ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে অতি সরলভাবে আকারিত দেখ্‌তে পেয়েছি। যদি ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তা' হ'লে তিনি অতি সোজা কথায় মানবজাতিকে এ সকল কথা জানিয়ে দেন। তখনই তা'রা বুঝতে পারে, বাস্তব সত্য কি জিনিষ আর কাল্পনিক ও আপাততঃ জগতের কাজ চালান সত্য বা আপেক্ষিক সত্য কি জিনিষ।

প্রকট ও অপ্রকট-লীলা উভয়ই লীলা

লোকে বলে,—আজ আমার গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের দিন, কিন্তু আমি মনে করি, আজ তাঁ'র প্রাকট্যের দিবস। তাঁ'র কথা সহস্রমুখে, কোটিমুখে—সহস্র ইন্দ্রিয়ে, কোটি ইন্দ্রিয়ে কীর্ত্তন ক'রে নিত্যকাল যেন তাঁ'র পূজা ক'রতে পারি। শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-স্থাপনকারী শ্রীরূপ প্রভুর মনোভীষ্ট-স্থাপনে যেন আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত হয়।

আমার নিত্য প্রভুর কথা বল্‌বার চেষ্টা দেখা'তে গিয়ে আমি আপনাদের অনেক সময় গ্রহণ কর্‌লাম। আপনারা কৃপা ক'রে আমার নিত্যপ্রভুর কথা শ্রবণ ক'রেছেন ; সুতরাং আপনাদের চরণেও গুরু-বুদ্ধিতে প্রণাম কর্‌ছি।

প্রশ্নোত্তর

(জীবের প্রতি উক্তি)

২১। শ্রীল ঠাকুর শ্রেয়ঃপথের পথিককে কিরূপ দৃঢ় হইতে বলিয়াছেন ?

"Maintain thy post in spirit world
As firmly as you can,
Let never matter push thee down,
O stand heroic man !"

— Saragrahi Vaishnava

২২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ কি ?

"বেদান্তশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র যেরূপ যত্ন-সহকারে সদ্‌গুরুর নিকট পাঠ করিতে হয়, সেইরূপ এই মহাগ্রন্থখানি (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) পাঠ করিবেন।"

—'প্রবোধন'—অঃ প্রঃ ভাঃ, সঃ ৩।১১

২৩। সদ্‌গ্রন্থ-পাঠকের প্রতি ঠাকুরের সতর্কীকরণ কিরূপ ?

"যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই পাঠ করিবেন, নতুবা কেবল নিরর্থক বাদপরায়ণ হইয়া অবশেষে তার্কিকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

২৪। আধ্যক্ষিক গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি ঠাকুরের সদুপদেশটি কি ?

"কেবল পুঁথির আলোচনায় আবদ্ধ থাকিবেন না ; সাধুবৈষ্ণবের চরণাশ্রয়ে সাধন, ভাবভক্তি ও প্রেম—এই সকল তত্ত্বের যথাযথ পার্থক্য অনুভব

করিবেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম পুঁথিগত তত্ত্ব নয়। 'নিগ্রন্থ' শব্দের দ্বারা শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবদিগকে গ্রন্থাতীত বলিয়াছেন; অতএব বৈষ্ণবতত্ত্ব—একটি রহস্য।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

২৫। ঠাকুর কর্ত্তৃক কলিভীত ভজনকারিগণের প্রতি কোন্ পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে?

"সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটি কলিকাল। যিনি শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাঁহার সৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুপন্থা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশানুসারে যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।" —'বৈষ্ণব-সেবা' সঃ তোঃ ৬।১

২৬। ঠাকুর সাধকগণকে কিরূপ দৃঢ় ও সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন?

"তোমাকে কেহ ঠেলিয়া ফেলুক, অপমানই করুক, অসদ্ব্যক্তি বঞ্চিতই করুক, কেহ বা হিংসা করুক, কেহ বা তাড়না করুক, কেহ বা আবদ্ধ করুক, কেহ বা তোমার সম্পত্তি হরণ করুক, কেহ বা তোমাকে থুৎকার করুক, কেহ বা তোমার শরীরে মূত্রত্যাগ করুক এবং অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধরূপে প্রকম্পিত করুক, তথাপি তুমি দৃঢ়রূপে শ্রেয়স্কাম হও এবং মনকে ভক্ত্যাশ্রিতা বুদ্ধির দ্বারা কুবিষয় হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিবে।"

—'সাধনভক্তিঃ' শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১২।৫

২৭। শ্রীল ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অকপট সেবককে কিরূপ আশ্বাস দিয়াছেন?

"করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।"

—'মনুষ্য সম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

২৮। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচৈতন্যলীলা-দর্শনলালসা ও কৃষ্ণপ্রেমলাভার্থ বিশ্ববাসীকে আহ্বান কিরূপ?

"যবে প্রভু গৌরচন্দ্র আনন্দ-তরঙ্গে
রসাইল ভূমণ্ডল, সমুদ্র যেমতি
পুরাকালে ভাসাইল পৃথিবীর উচ্চ
গিরিচূড়া জলবেগে, কেন সে সময়ে
না জন্মিনু ভাগ্যহীন নরাধম আমি?
নারিলাম আস্বাদিতে সে প্রেমলহরী!!

কেন আমি না রহিনু সে অপূর্ব্বকালে
সেবিতে চৈতন্য-পদ ? কেন না হইনু
রূপ-সনাতন-দাস ? কেন না রহিনু
রঘুনাথের করঙ্গ ? রামানন্দ সনে
কেন না ফিরিনু আমি চক্রতীর্থ-মাঝে ?
কেন না দেখিনু সার্ব্বভৌমের উদ্ধার ?
কাশীবাসী দণ্ডিপতি প্রকাশ আনন্দ
সরস্বতী সঙ্গী সহ কুতর্ক ছাড়িয়া
ভক্তিরূপী পরানন্দ লভিল যেকালে
প্রভুস্থানে, কেনে আমি না চাকিনু হায়
সে তর্কতরঙ্গসুধা হরিভক্তিপূর্ণ ?
এহেন বাঞ্ছিত পদ যদিও দুর্লভ,
তবুও হ'তাম ধন্য যদি সে সময়ে
জন্মিতাম বিপ্রকুলে তর্ককাণ্ডী হয়ে,
তা হলে জীবের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আমা লক্ষি' ছাড়িতেন তীক্ষ্ণ তর্কবাণ,
লইতেন দণ্ড দিয়া এহেন পাষণ্ডে
পদতলে, সঁপিতেন হরিদাসে মোরে,
হরিনামে শুধিবারে এ দুষ্ট হৃদয় !!
আহা ! চিৎচক্ষে তবু দেখি নিরন্তর,
প্রভু যবে, বৈষ্ণব-বেষ্টিত, সিঞ্চিতেন প্রাণ
হরিনামামৃত দানে এদগ্ধ সংসারে,
কত যে বাড়িত প্রেম সঙ্গিগণ-মনে
সুনির্ম্মল ! দীর্ঘবাহু উত্তোলন করি ;
জাগাইয়া জীবগণে মোহনিদ্রা হতে
বলিতেন—লহ সবে ভবৌষধি, প্রেম
পিয়া নিরবধি হও অমৃতস্বরূপ !!
যূথে যূথে শ্রেণীবদ্ধ, অসংখ্য মনুজ
বিষয়-দনুজ-ভয়ে মাগিত আশ্রয়

প্রভুপদে, প্রভু সবে প্রেম-আলিঙ্গনে
তুষিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম করিতেন দান !!
প্রেমানন্দ বিলিম্পনে হৃদ্রোগ ঘুচিত !!!
চৈতন্যের দাস আমি ! জীব প্রভু মম
কর্ণধার ভবার্ণবে। তাঁহার বিধানে
আহ্বানি' তোমারে আমি হরিনাম ল'তে।
কর্ম্মকাণ্ড, তর্ককাণ্ড, ব্রহ্মকাণ্ড ত্যজি'
এস, জীব ! প্রিয় সখে। চৈতন্যের প্রেম
অন্তর ভরিয়া লহ ! ঘুচিবে হুতাশ !
কলিমল-বদ্ধভাব ! পাইবে স্বপদ
শান্তিরস ! আচরিবে জীবের স্বভাব
কৃষ্ণপ্রেম ! মহাভাব অনন্ত হইবে !
বৈষ্ণবদাস কেদারনাথ সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার।
মতিহারী ; ফাল্গুন, ১২৭৬ ; ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০

—'বৈষ্ণব-নিমন্ত্রণ' সঃ তোঃ ১৯।২

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বেদান্তের বাণী *

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৫ পৃষ্ঠার পর]

ব্রহ্মবস্তু কি নির্ব্বিশেষ ?—না ; তাঁহার নির্ব্বিশেষত্বও এই দ্বিতীয় সূত্রে নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয় ॥
অপাদান, করণ, অধিকরণ-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥

---

* বিগত ১৯শে ভাদ্র, ১৩৪৪ (ইং ৪।৯।১৯৩৭) তারিখে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "আশুতোষ হলে" পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ-প্রদত্ত ভাষণ।—প্রকাশক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন॥
সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন॥

ব্রহ্মে স্বাভাবিক তিন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। তাঁহাকে নিঃশক্তিক বলিলে তাঁহার পূর্ণতা অস্বীকার করা হয়। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সৎ, চিৎ ও আনন্দ অংশে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার "মায়াধীশ ঈশ্বরে ও মায়াবশ জীবে ভেদ।" কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর স্বকপোলকল্পিত ভাষ্যমেঘ দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব আচ্ছাদন করিয়া নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম এক অদ্বয় সত্যবস্তু, প্রতিবিম্বিত, পরিচ্ছিন্ন বা ভ্রান্ত ব্রহ্মের জীবত্ব, জগৎ মিথ্যা এবং চিন্মাত্র ব্রহ্মাত্মজ্ঞানমাত্রই জীবের সংসাররূপ ভ্রান্তির বিনিবৃত্তি।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামানুজ, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীমন্মাধ্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই মতবাদ খণ্ডন করিয়া বিশেষ যুক্তির সহিত ব্রহ্ম ও জীবের পৃথক্ নিত্য সত্তার পরিচয় জানাইয়াছেন।

ব্রহ্মবস্তুর নির্ব্বিশেষবাদ-খণ্ডন-মূলে-ব্রহ্মসূত্রে :—

"অরূপদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ", "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যম্," "আহ চ তন্মাত্রম্," "দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে," "দর্শনাচ্চ," "উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ" প্রভৃতি সূত্রসকল বিরচিত। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের নিত্য জ্ঞানানন্দ-বিগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত সূত্রের অর্থ—কুণ্ডলবিশিষ্ট সর্পের কুণ্ডল যেরূপ বিশেষণ, তদ্রূপ ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দাত্মক হইলেও জ্ঞান ও আনন্দকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা হয়। "জ্ঞোঽতএব" সূত্রে তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদিত। জীবের অণুস্বরূপ আমাদের ধারণাতীত।

"কেশাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥"

তাহা অণু হইলেও এবং পঞ্চকোষের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিত থাকিলেও আলোকবৎ ও চন্দনগন্ধবৎ সর্ব্বদেহব্যাপী হয়, তাহা "গুণাদ্বা-লোকবৎ", "অবিরোধশ্চন্দনবৎ" "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি," "অবস্থিতি-বৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি" প্রভৃতি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে উপাস্য হরি অনুমানগম্য বা বেদবাচ্য—এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম-সূত্রের তৃতীয় সূত্রের অবতারণা—**"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"**

তিনি অনুমানাধীন চিন্তাদ্বারা অনুমেয় নহেন। কিন্তু শাস্ত্র তাঁহার বোধহেতুরূপে উক্ত হইয়াছে। "তন্তু সমন্বয়াৎ", "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" প্রভৃতি সূত্রও ইহার সমর্থন করিয়াছে। অনুমান বা তর্কাদি দ্বারা তিনি গম্য নহেন ইহা অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। যথা "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যাদি। অর্থাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। সেই উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষের কথা জানিতে ইচ্ছা করি।

ব্রহ্মবস্তুই নিখিল বেদবেদ্য। অন্য কোন দেবতা বা মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষঃ, কিন্নরাদির কথা বেদাদি শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয় নাই। গীতাতেও ভগবদুক্তি,—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ।" স্থানে স্থানে বিভিন্ন নামের উল্লেখ থাকিলেও তাহা ব্রহ্মকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—**"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"**

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্তি—"অস্য লোকস্য কা গতিরিতি আকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যান্ত্যাকাশঃ পরায়ণম্" ইতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদ্যেব আকাশ ন আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদি।

শালাবত নামক ঋষি রাজা জৈবলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বিশ্বের গতি কি? রাজা উত্তর করিলেন—'আকাশ'। কেন না, এই সমস্ত দৃশ্যমান ভূত-প্রপঞ্চ আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং আকাশেই অবস্থিতি করে; এখানে আকাশ-শব্দে ভূতাকাশকে বুঝিতে হইবে না। কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন ভূতাকাশ হইতে কখনও সর্ব্বভূতের উৎপত্তি সম্ভব নহে। বস্তু কখনই নিজে নিজের হেতু হইতে পারে না। আবার অন্যত্র দৃষ্ট হয়,—যদি এই আকাশরূপী পরমাত্মা আনন্দস্বভাব না হইতেন, তাহা হইলে কেইবা বাঁচিত, কেইবা অপান-চেষ্টা করিত। এই প্রকার—

"অতএব প্রাণঃ", "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ", "কম্পনাৎ", "প্রাণস্তথানুগমাৎ", 'পত্যাদিশব্দেভ্য", "বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ।" শাস্ত্রদৃষ্টোপদেশো বামদেববৎ, স্মর্য্যমানমনুমানং স্যাৎ," "শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে," "অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ" প্রভৃতি সূত্রগুলির বায়ু, ইন্দ্র, বজ্র, আদিত্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে উদ্দেশ করে নাই, কিন্তু উহারা ব্রহ্মবাচক।

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী—

মুখ্য গৌণ বৃত্তি কিংবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥

পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

রুজং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ।
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ততঃ॥

পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
গদাধরো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥

শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ।
কৃত্বাত্মকমিদং বিশ্বং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্॥

কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসৌ ঐশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥

এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু সুপুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

স্কান্দেও দৃষ্ট হয়—

ইতি নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজবত্র্যম্বকং হরম্॥

ব্রাহ্মে—

চতুর্ম্মুখং শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি।
উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ।

বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ॥

রুজ্ অর্থাৎ সংসারপীড়ার দ্রবণ অর্থাৎ অপনয়ন করেন বলিয়া তিনি 'রুদ্র', সকলের ঈশ বলিয়া তিনি 'ঈশান', গদাধর বলিয়া তাঁহার নাম 'পিনাকী', সর্ব্বসুখময় বলিয়া তিনি 'শিব' সকলের সংরোধন করেন, এজন্য 'হর', বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করেন বলিয়া 'কৃত্তিবাস', বিরেচন বশতঃ 'বিরিঞ্চি', বৃংহণ বশতঃ 'ব্রহ্ম' এবং ঐশ্বর্য্যহেতু 'ইন্দ্র' বলিয়া কথিত হন। এইরূপ নানাবিধ শব্দে সেই একমাত্র ত্রিবিক্রমসকল বেদে ও পুরাণে গীত হইয়া থাকেন। (—ব্রহ্মাণ্ডে)। স্কন্দ পুরাণেও লিখিত আছে,—পুরুষোত্তম কেশব রুদ্রকে শ্রীনারায়ণাদি নাম ভিন্ন ত্র্যম্বক, হর প্রভৃতি অন্যান্য নাম প্রদান করিলেন। ব্রহ্ম পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—কেশব ব্রহ্মাকে চতুর্ম্মুখ, শতানন্দ ও পদ্মভু এবং শিবকে উগ্র, ভস্মধর, নগ্ন ও কপালী ইত্যাদি নিজ বিশেষ নামসকল প্রদান করেন।

আমরা কেন-উপনিষৎ পাঠ করিলে ইহা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারি যে, ব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত দেবগণের পৃথক্ শক্তি নাই। ব্রহ্মের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাঁহারা যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন।

বেদান্তের আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু অল্প সময় এবং অপর বক্তার নিকট হইতে শ্রবণের জন্য আপনারা উৎকণ্ঠিত; সুতরাং সংক্ষেপে সাধন ও ফল সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বেদান্তের ২য় অধ্যায়ে অন্যান্য দর্শনের কথা নিরাস করিয়াছেন। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্ব মীমাংসা, শাঙ্কেয় বাদ, সমন্বয়বাদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি সমস্ত মতবাদকেই বেদব্যাস অসম্পূর্ণ বা বিকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ," "প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ," "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম," "ধ্যানাচ্চ," "আসীনঃ সম্ভবাৎ," "যত্রৈকাগ্রতা তত্রা-বিশেষাৎ," "স্মরন্তি চ," "পরাভিধানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌঃ" প্রভৃতি সূত্রে ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে অভিধেয়ের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি," "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনৈবাস্মিন্ মনকল্পনমেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইত্যাদি বাক্যে, তথা স্মৃতিতে বহু বাক্যে ভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

এক্ষণে ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল-নির্ণয়ে জীবের চরম ফল নির্ণয়ার্থ কএকটী সূত্র উক্ত হইল,—

"সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ," "অভিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ," "ব্রাহ্মেণ জৈমিনি-রুপন্যাসাদিভ্যঃ", "চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ," সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ," "অত এব চানন্যাধিপতিঃ" প্রভৃতি সূত্রে জীবের মুক্তির পরে স্ব-স্বরূপে অবস্থান, অপহতপাপ্মাত্বাদি গুণাষ্টকাবির্ভাব, সঙ্কল্পানুযায়ী সিদ্ধি এবং ভগবদ্ ভিন্ন অন্য-নিয়ামক-রাহিত্যাদি অবস্থাসকল উদিত হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ অব্দাৎ" অর্থাৎ ভগবদুপাসনা দ্বারা অনাবৃত্তি হইয়া থাকে—ইহা শব্দ-প্রমাণগম্য। যথা—"এতেন প্রতিপাদ্যমানা ইমং মানবং নাবর্ত্তন্তে। স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাদবায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরা-বর্ত্ততে।", "মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ", "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনঃ।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে, ॥", "যে দারাগার পুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।" "ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। মুক্তঃ সর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা ॥" ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতিবাক্যে জীবের আর পুনরাবর্ত্তনের আশঙ্কা নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের ও বেদান্তের বাণীর সার আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য—আমাদের পরাৎপর গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপে গ্রথিত করিয়াছেন—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥

উপসংহারে প্রকাশানন্দের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তির কতিপয় ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা শেষ করিতেছি—

প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে এই করি শ্লোক করিহ বিচারে ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

*　　*　　*

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ ॥
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-তিথি-পূজা-বাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ প্রভু জয় জয়।
তোমার আবির্ভাব-লীলা শুদ্ধসত্ত্বময়॥
কৃষ্ণের বাসনাপূর্ণ অন্য হইতে নয়।
এই হেতু ধরাধামে তোমার বিজয়॥
নাম-প্রেমপ্রদান অধমতারণ-লীলা।
প্রিয়জনে দিয়া করেন এসব খেলা॥
তুমি কৃষ্ণশক্তি হও জগতের গুরু।
প্রেম-ভক্তিদাতা তুমি বাঞ্ছকল্পতরু॥
তোমার প্রকট-তিথি যে করে পালন।
অনায়াসে পায় সেই কৃষ্ণের চরণ॥
শ্রীকৃষ্ণে পাইতে যাঁর একান্ত অভিলাষ।
সব ছাড়ি তুয়া পদ সদা করুঁ আশ॥
সর্ব্ববন্ধ-বিমোচন যাহা হইতে হয়।
হেন প্রভু জয় জয় ভক্তি-রসময়॥
অক্রোধ দয়ালু তুমি জীবহিতে রত।
মায়াতে মোহিত জনে উদ্ধারিছ কত॥
জীবের পরমবন্ধু সাধু জনে গায়।
এহেন করুণাময়ে উলুকে না ভায়॥
নিত্যানন্দময় তুমি চিন্ময়স্বরূপ।
কাঞ্চন জিনিয়া কান্তি শ্রীঅঙ্গের রূপ॥
শুধাংশু সদৃশ তোমার শ্রীমুখমণ্ডল।
মলয়জজিনি স্নিগ্ধ শ্রীচরণকমল॥
সুধাময় তনুখানি সর্ব্বগুণাশ্রয়।
দর্শনে পবিত্র হয় সর্ব্বানর্থ যায়॥

পতিত অধম আমি নাই মোর জ্ঞান ।
কিরূপে করিব আমি তিথির সম্মান ॥

কাঙ্গালের নাই কিছু পূজিবার ধন ।
ব্যাকুল হইয়া পদে লইনু শরণ ॥

নিত্যস্বপ্রকাশ বস্তু কোমল চরণ ।
ভক্তিহীন হৃদয়ে না হয় ধারণ ॥

কামনায় পূর্ণ মোর হৃদয়-গগন ।
কেমনে করাব উদয়, তোমার চরণ ॥

তব আবির্ভাব প্রভো যেই স্থানে হয় ।
পরম পবিত্র তথা সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥

কৃপা করি ঘুচাও মোর চিত্তের বাসনা ।
তোমার আবির্ভাব হৃদে করিব ভাবনা ॥

সর্ব্ব কুদর্শন প্রবেশ তোমা হ'তে যায় ।
সুদর্শনের প্রকাশ সেইকালে হয় ॥

তুমি সে করিতে পার কৃষ্ণের বিলাস ।
এই হেতু তব নামে কৃষ্ণের প্রকাশ ॥

তোমার উদয় হ'লে কৃষ্ণ প্রকটয় ।
এই লাগি চৈত্ত্যগুরুরূপে বাস হয় ॥

তব আবির্ভাব সদা যাঁর হৃদে হয় ।
অনায়াসে হয় তাঁর দৈবীমায়া জয় ॥

নিজগুণে কর দয়া অধমের প্রতি ।
জন্মে জন্মে যেন তব পদে হয় রতি ॥

অধম পতিত আমি কেবা কৃপা করে ।
তোমা বিনা নাই প্রভু জগত ভিতরে ॥

অগতির গতি তুমি পরশ-রতন ।
পুনঃ পুনঃ বন্দি তাই ও' চরণ ধন ॥

আজি শুভদিনে করি (এই) আয়োজন ।
আত্মনিবেদন জানায় দাস **হরিজন** ॥

নিত্যদাসাভিলাষী—

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **ভক্তিবেদান্ত হরিজন**

[৩]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৩ পৃষ্ঠার পর)

এ জগদ্‌বাসী জীব জানে না কিভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে হয়। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম কৃষ্ণের আকর্ষণীশক্তি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে না পড়িলে বস্তু যেরূপভাবে আকর্ষিত হয় না, তদ্রূপ কৃষ্ণাকর্ষণী শক্তি শ্রীগুরুদেবের আকর্ষণের মধ্যে না পড়িলে বা Close Connection-এ না আসিলে তাহার সহিত একচিত্ত-বিশিষ্ট না হইতে পারিলে কোন কালেই হরিভজন হইবার আশা নাই। অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে হরিভজনের অপূর্ব্ব সুযোগ দিয়াছেন। সেই সুযোগের সদব্যবহারই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আনুগত্য আমাদিগকে করিতে হইবে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৭)
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

এই গুরুপাদপদ্মের পূজাই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কৃত্য। ইহারই নাম ব্যাস-পূজা। এই ব্যাসপূজা যে একদিনেই সম্পন্ন হয়, তাহা নহে, ইহা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে কৃত্য। ব্যাস-পূজা নিত্য। শ্রীগুরুপূজা নিত্য ও সর্ব্ব-প্রথম বলিয়া অন্যান্য দেবদেবীর পূজার পূর্ব্বে শ্রীগুরুপূজার বিধান শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এই বিধানকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া তাঁহাদের ভজনের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন।

"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিম বাপ্নোতি অন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্টপূরণই এই ব্যাস-পূজা। শ্রীব্যাস গুরুর কৃপা হইলেই শ্রীভাগবতের বাণী বুঝা যায় বা নামের অনুশীলন সম্ভব হয়। "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।" এ জগতে ভগবান নামরূপে বা বাণীরূপে অবতীর্ণ। সুতরাং এই বাণীরূপী কৃষ্ণের সেবা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, যদি শ্রীব্যাস গুরুদেবের কৃপা বা নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের কৃপা না হয়? শ্রীগুরুদেবই নাম প্রদান করিবেন, নাম-সেবার যোগ্যতা বা অধিকার প্রদান করিবেন।

মহাজন গীতিতে পাই—

গুরুদেব !
বড় কৃপা করি,　　গৌড়-বন-মাঝে,
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিলা মোরে,　　এই ব্রজে বসি,
হরিনাম কর গান॥
কিন্তু কবে প্রভো,　　যোগ্যতা অর্পিবে,
এ' দাসেরে দয়া করি।
চিত্ত স্থির হবে,　　সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি॥

আমরা আত্মনিবেদন করিতে পারি নাই বলিয়াই মনে হইতেছে শ্রীগুরু-দেবের আবির্ভাব-দিবসে তাঁর পূজার দিন। বৎসরান্তে একদিন করিয়া এই গুরুপাদপদ্মের পূজার অবসর পাওয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি, ইহা বৎসরে মাত্র একদিন, কিন্তু তাহা নহে। এই পূজা নিত্য এবং অবিরাম চলিবে। গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যেমন নিত্য, গুরুপূজাও তদ্রূপ নিত্য এবং গুরুর মনোঽভীষ্ট-পূরণও শিষ্যের নিত্য ও সর্ব্বক্ষণ কৃত্য।

শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ আমি জানি না বলিয়াই, আমার কোন সৎপিপাসা জাগে না। অতএব আমি বঞ্চিত, হতভাগ্য ছাড়া আর কি? আজ আমার শ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা একটা লোক দেখান আড়ম্বর ব্যতীত আর কি?

তাই আজ এই শুভ-বাসরে কৃপাবঞ্চিত, পতিত, পামর, নরাধম, ঘৃণ্য, কাঙ্গাল আমি, করুণাময় পতিতপাবন শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ—আমার নিত্য প্রভুর অমায়া কৃপাভিক্ষা করিতেছি। তিনি ছাড়া এই হতভাগার বিশ্বে আর কে আছে? হে শ্রীল আচার্য্যদেব, যদি আপনি আমাকে এই হরিবিমুখ-বিশ্ব হইতে উদ্ধার না করেন তবে আমার গতি কি হ'বে? মায়ার নানাবিধ প্রলোভন হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে, যদি করুণাময় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবার সুযোগ দিয়া আকর্ষণ করিয়া না রাখেন? নিত্য প্রভুকে পাইয়াও তাঁহাকে আপন জন, নিজজন আমার একমাত্র রক্ষক প্রভু বলিয়া বরণ করিতে না পারায় বহুদিন বঞ্চিত হইয়াছি।

সেই হেতু, বঞ্চিত আমি আজ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজার দিনে শ্রীগুরুপূজার পূজারী কৃপাময় বৈষ্ণবগণের অমায়া কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আজ এ হতভাগ্য বঞ্চিতকে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় বল প্রদান করুন। তাঁহাদের আরাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপটী আমাকে শোধিত করিয়া আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত করুন। অযোগ্যকে যোগ্যতা দানে কৃতার্থ করুন।

"আমি ভাগ্যহীন অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতিলেশ।
নিজ গুণে নাথ, কর আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভবক্লেশ॥"

—সেবকাধম জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী
আরক্ষা বেতারকেন্দ্র, কৃষ্ণনগর।

পত্র ও উত্তর

সমিতির দীক্ষিতের প্রতি আসুরিক সমাজ

[শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী ওরফে শ্রীগোপীনাথ বসাকের পত্র]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রাম—রুণিবাড়ী
পোঃ - নিশগঞ্জ (কোচবিহার)
তাং ২০।১।১৩৮০

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মে ভক্তিপূর্ণ অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

হে দেব ! সর্ব্বাগ্রে এ' দাসাধমের ভক্তিপূর্ণ অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম কৃপাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতে সকাতর প্রার্থনা। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ (দীক্ষা ও সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া) বাড়ীতে আসিয়া বহু সমস্যায় পড়েছি। কারণ আমাদের সমাজ এমনকি অনেক আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিও সবদিক দিয়া আদান-প্রদান বা যোগাযোগ প্রায়ই বন্ধ করিয়া দিতেছে। আমাদের পূর্ব্বের স্বজাতীয়দের নিকট আমি এখন ঘৃণিত। এমতাবস্থায় আমার নিজের ও আত্মীয়ের মধ্যে যদি কেহ মারা যায় বা জন্ম-গ্রহণ করে তাহা হইলে আমাকে কিভাবে অশৌচ পালন করিতে হইবে এবং যদি নিজের মধ্যে এইরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে

কাহার দ্বারা সে কার্য্য সমাধা করা যাইবে ইহা সঠিক জানা না থাকায় সন্দেহ হইতেছে।

মাছ, মাংস, খাইলে হরিভজন হয় না—এই কথা শুনে এখানকার সাধু-গুরুরা অত্যন্ত খেপেছে তাহারা আমার সঙ্গে গালাগালি করে আর বলে, নিতাই, হরিদাস ঠাকুর নাকি বলেছেন—"মাছ-মাংস-কামিনীর কোল, তাই নিয়ে জীব হরি হরি বল।" আমি বর্ত্তমানে বড়ই বিপদে পড়ে আপনার কাছে পত্র লিখিলাম। পত্রের কোন ভুল-ত্রুটী থাকিলে ক্ষমা করিতে প্রার্থনা। কখন আসিবেন, জানিবার আশায় রহিলাম। ইতি—প্রণত

আপনার অহৈতুকী কৃপালেশপ্রার্থী

সেবকাধম—

গোপীনাথ দাসাধিকারী

To

His Divine Grace Om
Vishnupad 108 Sri
Srimad Bhakti Vedanta
Baman Maharaj
Sri Devananda Goudiya
Math, Tegharipara
P. O.—Nabadwip (Nadia)

উত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
তাং ১২। ৫। ৭৩

স্নেহভাজনেষু,

গোপীনাথ! পূজ্যপাদ বামন মহারাজের নামীয় তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। বর্ত্তমানে পূজ্যপাদ বামন মহারাজ কোচবিহার শহরে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের (কোহিনুর বিড়ি ফ্যাক্টরীর মালিক) বাড়ীতে আছেন। সেখানে না থাকিলেও তিনি ঐ অঞ্চলে যেখানেই থাকুন না কেন সুরেন বাবুর ওখানে গেলে খোঁজ পাইবে। তুমি তাঁহার নিকট গিয়া সাক্ষাতে তোমার সন্দেহের যাবতীয় বিষয় নিবেদন করিয়া সমাধান করিয়া লইবে। আমি নিম্নে তোমার প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করিতেছি।

হরিভজন করিতে গেলে নানা প্রকারের বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়। পরম ভাগবত শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ, শ্রীপাণ্ডবগণ, শ্রীল অম্বরীষ মহারাজ, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্দে শ্রীল ত্রিদণ্ডিভিক্ষু এবং দ্বিজপত্নিগণের আদর্শ সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিৎ। যাঁহারা সদ্‌গুরু আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভাবে হরি-ভজনে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহাদের বিরুদ্ধে তথাকথিত সমাজ ও স্বজনাক্ষ্য দস্যুগণ তথা আধিকারীক দেবতাগণ এমনকি মায়াদেবী প্রভৃতিও সাক্ষাৎরূপে সাধকের প্রথমাবস্থায় নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করেন। সেই সময় যদি সাধক শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্ম নিষ্কপট-ভাবে আশ্রয় করিয়া ধৈর্য্যসহকারে শুদ্ধভাবে পরমার্থপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে যাবতীয় বিশ্বের আসুরিকশক্তি, যাবতীয় বাধাবিঘ্ন এমনকি তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পর্য্যন্তও নতমস্তক হইয়া যান। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি এবং বহির্ম্মুখ-সমাজের কথাই বা কি?

পরম করুণাময় ভগবান্ সাধকগণের পরীক্ষা-নিমিত্ত এবং শরণাগতি আনিবার জন্য সাধকের পিছনে পিছনে থাকিয়া এই সমস্ত ব্যাপারসমূহ দর্শন করেন এবং যথাসময়ে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। বহির্ম্মুখলোক ও বহির্ম্মুখ সমাজের কথা কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া অটল-অচল থাকিয়া তুমি বৈষ্ণব-সদাচার পালন করিবে। তাহাতে যদি সম্পূর্ণ সমাজ, দেশ, জাতি, ভাই, বন্ধু, কুটুম্ব এমনকি স্ত্রী-পুত্রাদি বিরুদ্ধ হইয়া যায় তথাপিও ভ্রূক্ষেপ করিবে না। কোন না কোনদিন তাহারা তাহাদের ত্রুটী-বিচ্যুতি উপলব্ধি করতঃ তোমাকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে।

দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবগণের কোন জাত্যাশৌচ বা মরণাশৌচ নাই। শুদ্ধ ভাবে হরিনামগ্রহণকরী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই পবিত্র, তাঁহাদের কোন প্রকার অশৌচ পালনের বিধি শাস্ত্রে উল্লেখিত হয় নাই। শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে এইরূপ নির্দ্দেশ দেখা যায়। যথা—

সঙ্কল্পং চ তথা দানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশেন্নকুর্য্যাৎ কুশধারণম্॥ (স্কন্দপুরাণ-রেবাখণ্ড)

অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে উপদিষ্ট (দীক্ষিত) হন, তবে তিনি সঙ্কল্প দান, পিতৃ-দেবার্চ্চন প্রভৃতি এবং কুশধারণ করিবেন না।

কিং দত্তৈর্ব্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্ভয়া-শ্রাদ্ধাদিমূলৈ।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্র্যর্থঞ্চ দিনে দিনে॥ (স্কন্দ-পুরাণ)

অর্থাৎ, হে ঋষে ! যে-সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ভক্তি-সহকারে শ্রীহরির অর্চ্চন করেন, গয়া শ্রাদ্ধাদি বা বহু বহু পিণ্ডদানে তাঁহাদের কি প্রয়োজন ? গয়াশ্রাদ্ধাদি কোনও আবশ্যক নাই।

যদি বৈষ্ণব-পরিবারের কোনও ব্যক্তি স্বধামে গমন করেন (মারা যান) তাহা হইলে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে কোন অশৌচ পালন করিতে হয় না। তবে বৈষ্ণব-সাত্বতস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসানুসারে পরলোকগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রীভগবৎপ্রসাদ অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের দ্বারা নিবেদন করাইতে পারেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কখনও মদ্য, মাংস ও মৎস্যাদি অমেধ্য বস্তুগুলি সেবন করেন নাই। তাঁহারা ঐগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোথাও উল্লেখ নাই। বহির্ম্মুখ ধর্ম্মবিরোধী পাষণ্ডীগণ বা শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খগণ ঈর্ষামূলে ঐরূপ অশাস্ত্রীয় কথা প্রচার করিয়া নিজের নরকের পথ পরিষ্কার করিলেও তুমি মোটেই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবে না।

শ্রুতি, স্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বতগ্রন্থে ও ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণের গ্রন্থেও মদ্য-মাংসাদি সেবনের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ দৃষ্টি-গোচর হয়। আমি তন্মধ্যে ২।১টি প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি, যথা—

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাহি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ সুরাগ্রহৈরাপু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ (ভাঃ ১১।৫।১১)

বেদের অর্থবাদে রত হইয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করে যে, স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ-ভোজন ও মদ্যপান বেদের প্রেরণারূপে তত্তৎযজ্ঞে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহারা জানে না যে, ঐ সকল প্রবৃত্তি জন্তুমাত্রেরই ত্রিসর্গগত, সুতরাং প্রেরণাকে অপেক্ষা করে না। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্যই বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞবিশেষে আমিষ ভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য।

যদ্‌ঘ্রাণ ভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্ ॥ (১১।৫।১৩)

ক্রিয়াবিশেষে মদের ঘ্রাণকেই ভক্ষণরূপে বিহিত হইয়াছে এবং পশুদিগের অবলম্বনই বিধান,—পশুবধের বিধান নাই। সেইরূপ স্ত্রীসঙ্গ কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্য বিহিত,—রতির জন্য নয়। এই বিশুদ্ধ বেদ-মতই স্বধর্ম্ম, কি বেদার্থবাদকারীগণ তাহা জানে না।

যে ত্বনেবং বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদাভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।১৪)

অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত, সদভিমানী যে-সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃসঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে। মনুসংহিতায়—

যো সস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥ (৫।১৫)

যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি তন্মাংসখাদক বলিয়াই কথিত হয়; কিন্তু মৎস্যভোজী, সর্ব্বমাংসভোজী (যেহেতু মৎস্য-গরু-শূকরাদি যাবতীয় প্রাণীমাংসই ভোজন করে, সুতরাং এক মৎস্যভোজনে সর্ব্বমাংসই ভুক্ত হয়)। অতএব, মৎস্যভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

অগস্ত্যসংহিতায়—জলজৈরভিশপ্তানাং নারীনাং বৈধব্যং সদা।
মাংসং খাদতি নিত্যঞ্চ সুরথঃ সদৃশো যথা॥

মৎস্যাদি জলজন্তুগুলিকে যাহারা ভক্ষণ করে সেই মৎস্যাদির অভিসম্পাতের ফলে নারীগণের বৈধব্য প্রাপ্ত হয়। যাহারা মাংস খায় তাহাদের গতি সুরথ রাজার ন্যায় অধঃগতি হয়।

শ্রুতিতেও অহিংসা 'পরমধর্ম্ম' বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও মদ্য-মাংসাদি সেবনকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। "প্রবৃত্তি-মার্গের মুখ্য তাৎপর্য্য নিবৃত্তি-মার্গের দিকে লইয়া যাওয়া, যথা—"প্রবৃত্তিরেশা ভূতানাং নিবৃত্তি মহাফলা।"

যাহারা এই সমস্ত শাস্ত্রীয় কথাগুলি অবগত নহেন এবং মদ্য-মাংসাদিতে আসক্ত তাহারা জনসাধারণের নিকটে কতগুলি অশাস্ত্রীয় এবং খামখেয়ালী কথা বলিয়া তাহাদিগকেও অসৎপথে লইয়া যান।

অধিক কি, শ্রীমন্ননিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের নামে মদ্য-মাংস এবং যুবতী নারী ইত্যাদি সম্বন্ধে ভোগপর যে-সমস্ত ছড়াগুলি অসৎ ব্যক্তিরা বলে তাহা সম্পূর্ণ কল্পিত এবং অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচারিত। তুমি ঐ প্রকার অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ সাবধানপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। আরও কিছু অবগত হইবার থাকিলে জানাইবে। আমি বিস্তৃতরূপে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় আলোচনা করিব।

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্খী—
শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ

শ্রীগৌড়ীয়ের ধর্ম্ম

শ্রীগৌড়ীয়গণের উপাস্য বস্তু অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর গৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন, তাদৃশ শিক্ষাই গৌড়ীয়গণ অনুগমন করেন মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর কি আচরণ করিয়াছেন ও কি শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা তাহা বিভিন্ন অক্ষজ-জ্ঞানের চশমাদ্বারা দেখিতে গিয়া নানাপ্রকার দর্শন করি এবং দৃষ্ট বস্তুর অভিজ্ঞতাক্রমে নিজ নিজ মত প্রকাশ করি। আমরা বহুদ্রষ্টা বহুপ্রকার মত প্রকাশ করায় আমাদের মধ্যেও মতভেদ উপস্থিত হয়। এই মত প্রকাশ করিতে যাওয়াই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাবলম্বনে প্রভুত্ব অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবারাহিত্য। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আমাদের ন্যায় অক্ষজ-জ্ঞানিগণকে সেবক বলিয়া গ্রহণ করেন না, পরন্তু ভোগ প্রদান করিয়া বিড়ম্বিত করেন মাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের শক্তি মায়া আমাদিগকে অক্ষজজ্ঞানের প্রভু সাজাইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণে মজবুত করাইয়া শ্রীগৌরভক্তি হইতে অনন্তকালের জন্য অপসারিত করে। আমরা 'শ্রীকৃষ্ণ' 'ভক্তি' 'বৈষ্ণবসঙ্গিনী' 'বিষ্ণুপ্রিয়া' 'গৌরাঙ্গ-সেবক' 'মাধুকরী' পত্রিকার লেখক হই না কেন, নানাপ্রকার কামীগুরু ও আচার্য্য হই না কেন, নানাপ্রকারে লোকরঞ্জক হইতে গিয়া পাঠক ও শ্রবণকারী-দিগের তোষামোদ করি না কেন, অনিত্য ইন্দ্রিয়দ্বারা সুখ-দুঃখের ভোগী হইলে তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজনগণ আমাদের প্রতি কখনই প্রসন্ন হইবেন না। ঐ সকল কৃত্য আমাদের ভোগপর প্রত্যক্ষ বিচারে গৌরভক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও বিশুদ্ধ অধোক্ষজসেব্য গৌরাঙ্গের বিদ্বেষ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শ্রীগৌরভক্তের চরণে অপরাধ করিতে গিয়া আমরা গৌড়ীয় নামে অভিহিত হইতে গিয়া গৌড়ীয়ের উপদেশাবলী ও প্রবন্ধাদিতে দোষ দেখিতে পাই। এই দোষ দেখার চক্ষু, আস্বাদনের জিহ্বা, দুষ্ট কার্য্যের হস্ত আমাদিগকে প্রকৃত গৌড়ীয়ের নিত্য দাস্য করিতে দেয় না। 'গৌড়ীয় গৌড়ভক্ত আচার্য্যগণ ভ্রমে পতিত, তাঁহাদিগের আচরণ শ্রীগৌরাঙ্গের অভিপ্রেত নহে এবং আমার অক্ষজজ্ঞানলব্ধ সাংসারিক চিন্তাময় ভ্রান্তিই তাঁহাদিগের শিক্ষক হউক'—এইরূপ বিচার আমার যতদিন প্রবল থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি আত্মার অবিমিশ্র বৃত্তি ভক্তি এবং তাহার স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইব না। যখন আমি বুঝিব যে, আমার ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি দোষচতুষ্টয় আমাকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তখনই আমি শ্রীগৌড়ীয় আচার্য্যের চরণে নিত্যকালের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়া

হরিবিমুখতা বা অজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিব। দিব্যজ্ঞানদাতা শাস্ত্র ও গুরুগণকে কোনও প্রকারে অবজ্ঞা করিব না। সেই শুভদিন উদিত হইলে আমার অহঙ্কারপূর্ণ ভোগপিপাসা ও অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া আমাকে ঐ ভোগময় বিচার হইতে মুক্ত করিবে। তখনই আমি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবৈষ্ণবের নিকট পাঠ করিতে যাইব।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

'অধোক্ষজের সেবা' বলিলে আমি ইহাই বুঝি যে, আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপলব্ধ ভোগের দ্রব্য কৃষ্ণ নহে এবং আমার ভোগের বৃত্তি কৃষ্ণভক্তি নহে। আমি যাহা কিছু দেখিব, শুনিব, ঘ্রাণ লইব, আহার করিব, স্পর্শ করিব বা চিন্তা করিব, সকলগুলিই আমাকে ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া কৃষ্ণসেবা হইতে চ্যুত করাইয়া মায়ার ভোক্তা করাইবে। সেজন্য আমি বারংবার আমার নিজেন্দ্রিয়দ্বারা প্রতারিত হইয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানলব্ধ বিষয়কে কৃষ্ণ বলিয়া ভুল করিব না। আমার ভোগের তৃপ্তির জন্য কৃষ্ণভক্ত, মহাজন, গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবের দোষ দেখিতে অগ্রসর হইয়া আমার কোন লাভ নাই—এই সত্য বুঝিতে পারিব। এই দিব্যজ্ঞানে শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস হইলেই আমি শুদ্ধভক্তের শ্রীচরণাশ্রয় করিব। তখন আর আমি গৌড়ীয়ের ধর্ম্ম বলিয়া যে-সকল ভোগের আবাহন করিয়াছিলাম, তৎসমুদায় বুঝিতে পারিয়া সেগুলিকে ভয়ঙ্কর বিপত্তিজনক বলিয়া জ্ঞান করিব। তখনই শ্রীগৌড়ীয়ের উপদেশকে আমার মঙ্গলের একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিব। যাহারা আমাকে গৌড়ীয়ের সজ্জায় বিপথগামী করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি আর আমার সেরূপ শ্রদ্ধা থাকিবে না। তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা, গ্রন্থপাঠ, দেবসেবা প্রভৃতি সকল ক্রিয়াগুলিকেই নিজ নিজ ভোগের আবাহন জানিয়া আমি ভোগ হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবার পরিবর্ত্তে—আমি গৌর-নাগরী—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ শ্রীগৌরসেবা নহে, জানিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর বলিয়া প্রতিপন্ন করিব না। প্রাকৃত পারকীয় গৌরনাগরী-অভিমানকারিগণ নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, জানিতে পারিয়া "প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়নন্দ" বুঝিতে পারিব এবং ঐ ইন্দ্রিয়ভোগ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্মের প্রতিকূল ভাব বলিয়া দৃঢ়ভাবে জানিতে পারিব।

আমার ভোগের জন্য—ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য, সেবাগ্রহণ-ছলনায় শ্রীগৌরাঙ্গ লম্পট হইবেন, আমার নাগাল পাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ আমার মত কামাতুর, মুর্খ, দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট না হইলে আমার ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা হয় না, সেজন্য শ্রীগৌরাঙ্গ যখন পরমেশ্বর, তখন তিনি আমার কামতৃপ্তির মন্ত্র কেন না হইবেন—এরূপ বিচার গৌড়ীয়ের নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীগৌড়ীয় আচার্য্যের সহিত আমার নিজের সমবুদ্ধি করিতে যাওয়া বিষম ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিতে পারিলেই, আমি অধোক্ষজ-সেবা বুঝিতে পারিব। গৌড়ীয় আচার্য্য আমার মত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-ফলাকাঙ্ক্ষী জীব নহেন, বুঝিতে পারিলেই আমি গৌড়ীয় হইতে পারিব। অগৌড়ীয় আমি অক্ষজবাদী গৌড়ীয় ভক্ত অধোক্ষজ-সেবক শ্রীমদ্ভাগবত। তখন এই বেদমন্ত্র গান করিতে করিতে আমার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি উদিত হইবে—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।
তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমি অধোক্ষজ-সেবা-বিদ্যায় দীক্ষিত হইব।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজ অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়িয়া দিয়া হৃষীকেশের কৃপাভিক্ষু হইব।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশং তস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥
তদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারামীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
যদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥:"

এই মন্ত্রদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে—

"এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোঁকান্ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ"

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভক্তিধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া গৌড়ীয় বেদবক্তা ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায়—

"(আমি) এইরূপে ব্রজের পথে চলিব গো,"

এই বলিয়া পুনরায় "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" মন্ত্র গান করিতে থাকিব।

—প্রাপ্ত

সংগ্রহ করুন ! সংগ্রহ করুন !!

শ্রীবৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়নকারী

সিদ্ধান্তরত্নম্

বা

গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-ভাস্কর

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

কর্ত্তৃক

বিরচিত স্বটীকাসমন্বিত ভাষ্যপীঠক

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিজেরই উক্তি এইস্থানে উদ্ধৃত হইল,—

"শ্রীব্রহ্মসূত্রের স্বরচিত গোবিন্দভাষ্য ও ষট্‌সন্দর্ভাদি গৌড়ীয় দার্শনিক গ্রন্থরাজির সারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সর্ব্বদর্শন-সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি লাভ হয়।"

এই ভাষ্যপীঠক-প্রকাশনে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল সূত্রগুলি স্থূলাক্ষরে এবং বঙ্গানুবাদ সুন্দর হরফে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সমৃদ্ধ রহিয়াছে। এরূপ মনোজ্ঞ অনুবাদ ও টীকা সমন্বিত প্রকাশন দুর্ল্লভ। বর্ত্তমানে উক্ত গ্রন্থ টীকা ও মূলানুবাদসহ একান্ত দুষ্প্রাপ্য। অতএব প্রত্যেক ভক্ত্যনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা অবশ্যই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সেবাসচিব,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৩১শে বৈশাখ, ১৩৮০ ; ইং ১৪।৫।৭৩

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ই আষাঢ়, ১৩৮০ (ইং ৩০শে জুন, ১৯৭৩) শনিবার হইতে ২৫শে আষাঢ়, ১৩৮০ (ইং ১০ই জুলাই, ১৯৭৩) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগরসঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **১৫ই আষাঢ়**, ৩০শে জুন, শনিবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-উপলক্ষ্যে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।**

২। **১৬ই আষাঢ়,** ১লা জুলাই, রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন** পরে গঙ্গাস্নানান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **১৭ই আষাঢ়**, ২রা জুলাই, সোমবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা**। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনমুখে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **১৮ই আষাঢ়,** ৩রা জুলাই, মঙ্গলবার হইতে **২০শে আষাঢ়,** ৫ই জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **২১শে আষাঢ়,** ৬ই জুলাই, শুক্রবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **২২শে আষাঢ়,** ৭ই জুলাই, শনিবার হইতে **২৪শে আষাঢ়,** ৯ই জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **২৫শে আষাঢ়,** ১০ই জুলাই, মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা** পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের

সুবর্ণ-সুযোগ

"গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে॥"

শুদ্ধভক্তির অঙ্গরূপে তীর্থদর্শন বিশেষ আবশ্যক, তদুপরি সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তীর্থভ্রমণছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান প্রকৃত তীর্থযাত্রার ফল নহে। সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে দৃষ্ট হয়—"যে তীর্থেতে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি কাজ হাঁটিয়া দূরদেশ।"

আজকাল বহু তীর্থভ্রমণ-কোম্পানী নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া তীর্থভ্রমণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তসঙ্গব্যতীত তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল লাভ হয় না।

আমাদের এই তীর্থভ্রমণের সুদুর্লভ বৈশিষ্ট্য ঃ—

১। মঠবাসীভক্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের মুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন।

২। সাধুগণ দর্শনীয় তীর্থের মাহাত্ম্য যাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দেন।

৩। চলন্ত ট্রেণে থাকাকালেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-পূজন, আরতি ও ভোগরাগাদি দর্শন।

৪। প্রত্যহ দুই বেলাতেই শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা।

৫। সঙ্কীর্ত্তনমুখে যাবতীয় তীর্থ পরিদর্শন ও পরিক্রমা।

৬। রিজার্ভ টুরিষ্টকারযোগে আরামপ্রদ রেলযাত্রা।

সর্ব্বোপরি এই পরিক্রমায় সমিতির **সভাপতি-আচার্য্য মহারাজ** কৃপাপূর্ব্বক সঙ্গে থাকিয়া ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিবেন এবং পূজ্যপাদ **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ** ও সন্ন্যাসিগণ যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করিবেন।

অতি অল্পসংখ্যক আসন সংরক্ষিত হইতে অবশিষ্ট আছে, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বরেই আসন সংরক্ষণ না করিলে বিলম্বে হতাশ হইবেন।

দর্শনীয়স্থান ঃ—

১। পুরী, ২। সিংহাচলম্ (জিওড় নৃসিংহ) ৩। মঙ্গলগিরি (পানা নৃসিংহ), ৪। তিরুপতি বালাজী, ৫। বিষ্ণুকাঞ্চী, ৬। শিবকাঞ্চী, ৭। পক্ষীতীর্থ ৮। চিদাম্বরম্ (নটরাজ শিব), ৯। কুম্ভকোণম্, ১০। তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর শিব), ১১। ত্রিচিনাপল্লী (রঙ্গনাথ), ১২। রামেশ্বর, ১৩। মাদুরা, ১৪। কন্যাকুমারী, ১৫। ত্রিভেন্দ্রাম্ (অনন্ত পদ্মনাভ), ১৬। মাদ্রাজ।

যাত্রাদিবস—৫ই কার্ত্তিক সন ১৩৮০, ইং ২২।১০।৭৩ সোমবার
প্রত্যাবর্ত্তন দিবস (আনুমানিক)— ২৭শে কার্ত্তিক ১৩৮০, ইং ১৩।১১।৭৩, মঙ্গলবার।

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

আগামী ৫ই কার্ত্তিক ইং ২২।১০।৭৩, সোমবার, রাত্র ৮ ঘটিকার সময়ে হাওড়া ৮ নং প্লাটফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমায় আনুমানিক ২৩ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাসকুলীভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ৫০১·০০ পাঁচশত এক টাকা ভিক্ষাস্বরূপে প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের কম) জন্য ৩৭৫·০০ তিনশত পঁচাত্তর টাকা দিতে হইবে। ১৫ই আশ্বিন, ইং ২।১০।৭৩ মধ্যে অগ্রিম ১৫০·০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার ১০ দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৫ আশ্বিন, ১২।১০।৭৩ মধ্যে সম্পূর্ণ জমা দিতে হইবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় অর্থাদি জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ করিতে হইবে। যাত্রিগণ একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানাপত্র ১৫ কিলোর অধিক হইলে ভাড়া লাগিবে, শীতোপযোগী বিছানার প্রয়োজন নাই। গরম চাদর সঙ্গে লইলেই চলিবে।

পত্রালাপ করিতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় পত্র প্রেরিতব্য। ইতি—৩১শে বৈশাখ, ইং ১৪।৫।৭৩

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অনিবার্য্য কারণ ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্ত্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবে না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয় স্থানে পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৫শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ২৯ ত্রিবিক্রম, ৪৮৭ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০; ইং ১৫।৬।১৯৭৩ } ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীললিতাষ্টকম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

॥ শ্রীললিতায়ৈ নমঃ ॥

রাধামুকুন্দপদসম্ভবঘর্ম্মবিন্দু-
নির্ম্মঞ্ছনোপকরণীকৃতদেহলক্ষ্যাং।
উত্তুঙ্গসৌহৃদবিশেষবশাৎ প্রগল্‌ভাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি॥ ১॥

শ্রীরাধামাধবের চরণসম্ভূত ঘর্ম্মবিন্দুর অপনয়নরূপ উপকারে যাঁহার শরীর নিযুক্ত এবং অত্যুন্নত সৌহৃদ্যরসে যিনি অবশ, সেই সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যাদি মিশ্রগুণে মনোহারিণী অপ্রগল্‌ভা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি॥ ১॥

রাকাসুধাকিরণমণ্ডলকান্তিদণ্ডি-
বক্ত্রশ্রিয়ং চকিতচারুচমূরুনেত্রাং।

রাধাপ্রসাধনবিধানকলাপ্রসিদ্ধাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ২ ॥

যাঁহার মুখশোভা পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছে, চকিত মৃগের নেত্রতুল্য যাঁহার নয়নদ্বয় অতি চঞ্চল এবং শ্রীরাধিকার প্রসাধনকার্য্যে অর্থাৎ বেশ-রচনাব্যাপরে যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠা, সেই অশেষ-স্ত্রীজনোচিত গুণ-রাশি ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

লাস্যোল্লসদ্ভুজগশত্রুপতত্রচিত্র-
পট্টাং শুকাভরণকঞ্চুলিকাঞ্চিতাঙ্গীং ।
গোরোচনারুচিবিগ্রহ´ণগৌরিমাণং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৩ ॥

উদ্ধত নৃত্যে সাতিশয় উল্লষিত ময়ূরের বিচিত্রবর্ণ পিচ্ছের ন্যায় পট্টবস্ত্রের ও আবরণ এবং কুচট্টের (কঁপাচুলীর) দ্বারা যাঁহার শরীর অতি ভূষিত এবং স্বকীয় গৌরবর্ণদ্বারা যিনি গোরোচনার রুচিকেও বিগর্হিত করিতেছেন, সেই অসীম গুণবতী ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

ধূর্ত্তে ব্রজেন্দ্রতনয়ে তনু সুষ্ঠু বাম্যং
মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি লাঘবায় ।
রাধে গিরং শৃণু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৪ ॥

হে কলঙ্কিনি ! রাধিকে ! তুমি অতিধূর্ত্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করিও না, সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূলতাই প্রকাশ কর এবং আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, এমন প্রকারে যিনি শ্রীরাধিকাকে শিক্ষাদান করিতেছেন, সেই সমূহ-গুণললিতা ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

রাধামভি ব্রজপতেঃ কৃতমাত্মজেন
কূটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীং ।
বাগ্‌ভঙ্গিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অল্প মাত্রও চাতুরীপর বাক্যবিন্যাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যিনি "তুমি অতি সত্যবাদী, সরল ও বিশুদ্ধ প্রণয়ী"

ইত্যাদি বাগ্‌ভঙ্গিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লজ্জিত করিতেছেন, সেই সকল গুণনিলয়া ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

বাৎসল্যবৃন্দবসতিং পশুপালরাজ্ঞ্যাঃ
সখ্যানুশিক্ষণকলাসু গুরুং সখীনাং ।
রাধাবলাবরজজীবিতনির্বিশেষাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৬ ॥

যিনি পশুপাল রাজমহিষীর অর্থাৎ যশোদাদেবীর বাৎসল্যরসের বসতি-স্থান এবং সমূহ সখীদিগের সখ্যশিক্ষা বিষয়ের গুরু এবং রাধিকা ও বলদেবের অবরজ (কনিষ্ঠা) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার জীবনস্বরূপ, সেই নিখিল গুণসিন্ধু ললিতা আমার নমস্যা হউন ॥ ৬ ॥

যাং কামপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়াঃ
প্রেক্ষ্য স্বপক্ষপদবীমনুরুদ্ধ্যমানাং ।
সদ্যস্তদিষ্টঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবন-ভবনে যে-কোন যুবতিকে দেখিয়া, বৃষভানুনন্দিনী রাধার স্বপক্ষজ্ঞানে তৎক্ষণাৎ ঔ যুবতীর অভিলষিত কার্য্যের ঘটনাদ্বারা যিনি কৃতার্থ করিতেছেন, সেই গুণগ্রামসম্পন্না ললিতাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

রাধাব্রজেন্দ্রসুতসঙ্গমরঙ্গচর্য্যাং
বর্য্যাং বিনিশ্চতবতীমখিলোৎসবেভ্যঃ ।
তাং গোকুলপ্রিয়সখীনিকুরম্বমুখ্যাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৮ ॥

রাধামাধবের সম্মেলনে যে-বিনোদনক্রিয়া তাহাই যাঁহার শ্রেষ্ঠকার্য্য এবং অন্যান্য নিখিল উৎসব হইতে তদ্বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা, সেই গোকুলের প্রিয়সখীদিগের প্রধানতমা ও সকল গুণাশ্রয়া ললিতাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

নন্দন্নমূনি ললিতাগুণলালিতানি
পদ্যানি যঃ পঠতি নির্ম্মলদৃষ্টিরষ্টৌ ।

প্রীত্যা বিকর্ষতিজনং নিজবৃন্দমধ্যে
তং কীর্ত্তিদাপতিকুলোজ্জ্বলকল্পবল্লী ॥ ৯ ॥
॥ ইতি শ্রীললিতাষ্টকং সমাপ্তং ॥

যে ব্যক্তি আনন্দিত এবং নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইয়া লালিত্যগুণে সুললিত এই ললিতাদেবীর অষ্টকপদ্য পাঠ করে, কীর্ত্তিদাপতি বৃষভানুরাজার কুলের উজ্জ্বল কল্পলতা সেই শ্রীরাধিকা তাহাকে প্রীতিপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া স্বকীয় সখীবৃন্দে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীললিতাষ্টক সম্পূর্ণ ॥

পত্রাবলী *

শ্রীহরিনাম ও হরিসেবাবিহীন অবস্থায় রিপুপরবশ হইয়া পরনিন্দা-পরচর্চ্চায় অধোগতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
ঘেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
১লা ভাদ্র, ১৩৬৭
ইং ১৭।৮।১৯৬০

স্নেহস্পদেষু—

* তোমার পত্র * কে দিয়াছি। * এর হাতে যে চিঠিগুলি পাঠাইয়াছ তাহার মধ্যে * এর লিখিত * দাসের নামীয় পত্র দেখিলাম। * কে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল আমি ঐ পত্র দেখি নই। তাহাকে ঐ পত্র দিলাম। সে পড়িয়া আমাকে ফেরত দিল। * অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া এই পত্রখানি দিয়াছে। পত্র পড়িয়া আমার মনে হইল—তুমি, * ও * * এর বিরুদ্ধে অন্যায়পূর্ব্বক Propaganda (প্রোপাগাণ্ডা) করিতেছ। আমি এই Propaganda ভাঙ্গিয়া দিব। * মঠের একজন ট্রাষ্ট্রী। আমি ট্রাষ্ট্রীগণের উপর মঠের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার ছাড়িয়া দিব। তোমরা কেহ মঠের কর্ত্তৃত্বভার লইবার যোগ্য নহ। ক্রোধী ব্যক্তির হস্তে মঠ সমর্পণ করা

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-কর্ত্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—শ্রীগৌঃ পঃ সঃ

একটা ধেয়াকুবী। আমি ইহার প্রশ্রয় দিব না। মঠ ভক্তের স্থান, অভক্ত ক্রোধীর স্থান নহে। * দাসের নিকট তোমরা ঐ তিন জন যে-সমস্ত কথা * ও মঠের সম্বন্ধে বলিয়াছ তাহা আমি তাহার নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়াছি। সে সমস্ত আমাকে বলিয়াছে।

* র টাকার দ্বারা * এর নামে সম্পত্তি খরিদ করা—আমরই নির্দ্দেশ। উহা অন্য কাহারও নামে বা কোন স্ত্রীলোকের নামে খরিদ করার অনুমোদন আমার নাই বা থাকিবেও না। তাহার টাকার দায়িত্ব তোমা অপেক্ষা বা অন্য কোন মঠবাসী অপেক্ষা অনেক বেশী।

মঠে বসিয়া থাকিয়া সেবাকার্য্যে উদাসীন হইলেই নানা-প্রকার পরনিন্দা পরচর্চ্চার সৃষ্টি হয়। তজ্জন্য প্রত্যহ প্রত্যেককে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিবার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। **সেবাকাজ না থাকিলেই মানুষের চিত্ত নিম্নগামী হইয়া যায়।** বৃথা সময় কাটান যাহাদের অভ্যাস, কি করিয়া তাহারা উন্নতি লাভ করিবে? ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"A Vacant mind is the devil's workshop" অর্থাৎ "শূন্যমন—কর্ম্মহীন মন শয়তানের কারখানা।" সুতরাং যাহার মনের মধ্যে কোন সেবাকাজ নাই সেইমন নিম্নগামী হইয়া শয়তানী চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়। এইজন্য মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। হরিসেবা করিলেই হরিচিন্তা হইয়া থাকে। হরিসেবা না করিলে হরিচিন্তা হয় না। অসচ্চিন্তা তাহাকে আক্রমণ করিবে। এইজন্য **সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবার বিধি। হরিনাম ও হরিসেবা—একই কথা।**

এইসব অবস্থা দর্শন করিয়া আমি সকলকেই প্রচারে বাহির করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। প্রচারে গেলে হরি-কীর্ত্তন ও ভিক্ষুকের ভিক্ষা সংগ্রহ হইবে। নচেৎ কোন মঙ্গলই হইবে না। ৪।৫ দিন পূর্ব্বে মঠে থাকিবার জন্য একটি যুবক আসিয়াছিল, আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। হরিসেবা না করিলে বৃথা আহার-নিদ্রায় দিন-কাটান লোকের মঠবাসের আবশ্যকতা নাই। শরীর হরিসেবায় নিযুক্ত হউক। আমার এই পত্র সকলকে পাঠ করিয়া শুনাইবে এবং সকলেই যাহাতে হরিসেবায় মগ্ন হয় সেইভাবে চলিতে নির্দ্দেশ দিবে। ইতি—　　নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীচৈতন্যের দান

শ্রীভগবৎপ্রেমই শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব দান

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া।
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

যে গৌরসুন্দরের প্রীতিসম্ভাষণ গৌড়দেশের অধিবাসিগণ সর্ব্বতোভাবে গৌরবান্বিত, যে শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যকথা আলোচনা ক'রে জগতের সকল লোক শান্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দর পরম দয়াময়। আমরা সকলেই দয়ার ভিক্ষুক। মানবজাতি—অভাব-ক্লিষ্ট; সেই অভাব যাঁ'রা মোচন করেন তাঁ'রা 'দাতা' ব'লে গৃহীত হন। জগতে যে-সকল দানের পরিচয় আছে, সেই সকল দান অল্পকালস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তা'রপর জগতের দাতৃ-গণের সমষ্টিও অতি অল্প। যদি দানপ্রার্থীর আশা ভরসা বেশী থাকে তা হ'লে সেই সকল দাতা প্রার্থিগণের আশানুরূপ দান দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। পণ্ডিত মূর্খগণকে, ধনবান্ দারদ্রগণকে, স্বাস্থ্যবান্ রোগিগণকে, বুদ্ধিমান্ নির্ব্বুদ্ধিগণকে তাঁ'দের আশানুরূপ দান দিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-দান প্রদান ক'রেছেন মানবজাতি তত বড় দানের আশা প্রার্থনাও ক'রতে পারেন নাই। এত বড় দান জগতে আস্‌তে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হ'তে পারে—একথা মানবজাতি পূর্ব্বে ভাব্‌তেও আশা ক'রতে পারে নাই। **শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন, তা' সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেমা। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব; সেই জন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যান্য কথা জীব-কুলকে এত ক্লেশ প্রদান ক'রছে।** ভগবানের সেবা কর্‌বার জন্য যাঁ'রা অভিলাষবিশিষ্ট, তা'দিকে বাধা দিবার জন্য এমন কি দেবপ্রতিম ব্যক্তিগণ—সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

আমরা প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত—অত্যন্ত খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন। আমরা ত্রিগুণে তাড়িত হ'য়ে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান ক'রতে পারি না। এজন্য অনেক অসত্য কথা প্রলোভনের টোপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যদি তা'তে প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ি, তাহলে মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার মূলমন্ত্র
"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ" শ্লোক

গৌরসুন্দরের দান কোন্ গোমুখীর মুখ দিয়ে বর্ষিত হ'য়েছিল ? শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী সেই গৌরসুন্দরের দান—সেই প্রেমপ্রয়োজন-মহীরুহের মধ্যমূল। যে-প্রেম একমাত্র মৃগ্য—অধিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে-ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীমাধবেন্দ্র-পাদ তার একটী মূলমন্ত্র গান ক'রেছিলেন। সেই গান ঈশ্বরপুরীপাদ শু'নেছিলেন, মহাপ্রভু আবার ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুন্‌বার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটী এই—

'অয়ি দীন'—এই বিপ্রলম্ভগীতিই প্রেমের মূলমন্ত্র

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

ভারতবর্ষে এই দান দিয়েছিলেন—মাধবেন্দ্র পুরীপাদ; ভারতের অতীত স্থানে দিয়েছিলেন কি না, আমরা তা' জানি না। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার এই মূলমন্ত্রটী যে ভারতবাসীর কাণে পৌঁচেছে, তাঁ'রই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিলাভ হ'য়েছে, আর যা'দের কাণে পৌঁছে নাই, তা'রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। এই মূলমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যিনি বুঝলেন না, তাঁর মানবজীবন-ধারণ বৃথা। এই বিপ্রলম্ভ-গীতি আমাদের অবিকৃত আত্মার ধর্ম্ম—আমাদের সহজ স্বভাব।

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল এককালে কুবিষয়ে অভিনিবিশের অভিনয় প্রদর্শন ক'রেছিলেন। শিখিপিচ্ছমৌলির সেবায় নিরত হ'য়ে লীলাশুক তাঁ'র কর্ণামৃতের মধ্যেও বিপ্রলম্ভভজনের কথা ন্যূনাধিক গান ক'রেছেন। গৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বল্‌বার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই কথার আলোচনা হউক। 'গৌড়দেশের অধিবাসী, অভিমান ক'রে আমরা এখনও বিষয়-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট র'য়েছি ! ইহা এতদূর দরিদ্রতা যে, মানবের ভাষাদ্বারা তা' ব্যক্ত হ'তে পারে না। এই দরিদ্রতা মোচনের জন্য মাধবেন্দ্র-পাদ এই বিপ্রলম্ভগীতি গেয়ে'ছিলেন—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

যে-ব্যক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা তা'কে অনেক সময় দুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা ক'রে ব'লে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগণের নিকট হ'তে ভগবান্ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দতনুজকে এই কথা ব'লেছিলেন; আর বল্লেন,—'মথুরানাথ'; 'বৃন্দাবনপতি' বল্লেন না। মাথুরগানের কথা অনেকেই শু'নে থাকবেন; এ সকল শব্দ বিপ্রলম্ভময়ী পরিভাষা। যা'কে 'বিরহ' বলা হয়, তা'কে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'বিপ্রলম্ভ' বলে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে বিরহে বল্‌ছেন,—তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরা-নাথ'; আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চ'লে গেছ; আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব, সেই সর্ব্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হ'য়েছে। সুতরাং দুঃখের কথা বল্‌তে গিয়ে হাস্যরস ছাড়া আর কি আসতে পারে? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছ—আমাদিগকে চিন্তাকুল ক'রে মথুরায় চ'লে গেছ।

হে নন্দতনুজ, তুমি কি চিরদিনই অধোক্ষজ থাকবে? তোমার এমন সৌন্দর্য্য, রূপ, রস আমরা দর্শন কর্‌তে পাব না? তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু; আমাদের জ্ঞান নাই ব'লে দেখতে পাই না। আমরা যে অজ্ঞান, বালক, অবুঝ। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যা নাই ব'লে তুমি জ্ঞান-ভূমিতে চ'লে গেছ—যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না। কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, আর দয়াতে তোমার চিত্ত আর্দ্র। তোমাকে কবে আমরা দেখ্‌তে পাব? তুমি দেখা দিয়েছিলে—আমাদিগের চিত্তবিত্ত সেই দেখাদ্বারা হরণ ক'রেছিলে—আমাদের সর্ব্বস্বহরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চ'লে গেলে! তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরা কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনেই জীবের সর্ব্বশুভোদয়

গৌরসুন্দর ব'ল্লেন,—হে বিষয়নিবিষ্ট-চিত্ত মানবকুল, এই দুনিয়াদারীর ছাই-পাঁশের মুটেগিরি ক'র্‌তে ক'র্‌তেও তা'র প্রতি বিরক্তি এসে কিপ্রকারে তোমাদের মঙ্গল হ'বে, তোমরা কিপ্রকারে উৎক্রান্তদশায় এসে উপস্থিত হ'বে, সে,জন্য তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর।

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥"

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনে আট প্রকার সুখোদয় হয়। হে কর্ম্মঠ জীব-সম্প্রদায় —মনুষ্যজাতি এই কথাটী একটুকু শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সম্যগ্‌রূপ কীর্ত্তন জয়লাভ করুক। যে-সকল লোকের বিষয় কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ একেবারে বধির হ'য়ে গেছে, তা'দিকে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন শুনা'তে হয়। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত তা'দিকে ঠেলে মায়াবাদের অকূলসাগরে ফেলে দিচ্ছে। সংসার-সাগরের বিষয়-ভোগের স্রোত তা'দিকে মায়াবাদ-সাগরের বিষয়-ত্যাগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণবিমুখতার চরম আবর্ত্ত-বিবর্ত্তে পাতিত ক'রছে। 'হাম খোদাই' বুদ্ধিতে চালিত হ'য়ে মানুষ স্বগত স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন—ত্রিপুটী বিনাশের বিচার অবলম্বন ক'রে আত্মবিনাশের পথে ধাবিত হন। তা' হ'তে রক্ষা পেতে হ'লে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন কর; তা'তে আট প্রকার সুখোদয় হ'বে।

চিত্তদর্পণে দৃশ্যজগতের আবহাওয়া নিরন্তর স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা এনে ফেল্‌ছে। সেই আবর্জ্জনারাশি চেতনের বৃত্তিকে চাপা দেয়। চিত্তদর্পণে যে ধূলো প'ড়ে গিয়েছে,—তা'র উপর যে-প্রকারে বিকৃতভাবে দৃশ্য জগৎ প্রতিফলিত হ'চ্ছে, যা'র ফলে আমরা কেহ কর্ম্মবীর, কেহ ধর্ম্মবীর, কেহ কামবীর, কেহ অর্থবীর, কেহ জ্ঞানবীর, যোগবীর, তপোবীর হওয়ার অবৈধ অভিলাষ সৃষ্টি ক'রে তা'তে ধ্বংস লাভ করবার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছি—মানব-সমাজ আমরা প্রেম হ'তে দিন দিন কতদূরে চ'লে যাচ্ছি, সেইসব অসুবিধা আনুষঙ্গিক ভাবে অতি সহজে বিদূরিত হ'তে পারে--কৃষ্ণের সম্যগ্‌রূপ কীর্ত্তনে। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের অভাবে মানব-জাতির শুভোদয়ের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'য়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মতবাদিগণের কটি কল্পনা

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের—'শ্রীকৃষ্ণটী, মানুষের মনোধর্ম্মের কারখানায় প্রস্তুত কৃষ্ণ ন'ন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, রূপক কৃষ্ণ, তথাকথিত আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, কল্পিত কৃষ্ণ, প্রাকৃত সহজিয়ার কৃষ্ণ, প্রাকৃত কামুকের কৃষ্ণ, প্রাকৃত চিত্রকরের কৃষ্ণ, যথেচ্ছাচারিতার কবলে কবলিত কৃষ্ণ, মেটেবুদ্ধির কৃষ্ণ, কা'রও ব্যক্তিগত রুচির ইন্ধন সরবরাহকারী কৃষ্ণ, মায়ামিশ্রিত কৃষ্ণ—"শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনের কৃষ্ণ ন'ন।"

বিখ্যাতকীর্ত্তি ঔপন্যাসিক যখন কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন ক'রলেন, তখন নবীন বঙ্গীয় যুবকগণ কত উচ্ছ্বাসভরেই না সেই বর্ণনার কীর্ত্তিগাথা বাঙ্গালার হাটে-ঘাটে-মাঠে গে'য়ে বেড়া'তে লাগলেন। যখন প্রথম কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো, তখন নবীন-প্রবীণ সকলের মুখেই শুন্‌লাম যে, এবার কৃষ্ণচরিত্রের উপর এক নূতন আলোক এসে গেছে! 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'ভাগবতের কৃষ্ণ' প্রভৃতি কত কি বিচার হ'লো। আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ সেইরূপ কোন লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ ন'ন। মানুষের মেটেবুদ্ধি সেই শ্রীকৃষ্ণকে মেপে নিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণনামের চমৎকারিতা ও সর্ব্বকর্ষিত্ব

'শ্রীকৃষ্ণ'—এখানে যে "শ্রী" কথাটী, সেই "শ্রী" আকৃষ্টা হ'য়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা; এজন্য "শ্রীকৃষ্ণ"। কৃষ্ণ—আকর্ষক, শ্রী—আকৃষ্টা। শ্রী—পরম সৌন্দর্য্যবতী। পরম সৌন্দর্য্যবতীকে যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চম-স্বরে যে-বংশীধ্বনি গীত হয়, তা' ত্রিগুণতাড়িত ব্যক্তি শু'নতে পায় না, এমন কি, চতুর্থমানেও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম তান অনেকে শুন্‌তে পান না। তুরীয় রাজ্য বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসকগণ কৃষ্ণ-মুরলীর পঞ্চম তানের মাধুরী বুঝ্‌তে পারেন না।

যেরূপভাবে রুদ্রের পরিচয়, ব্রহ্মার পরিচয় বা বিষ্ণুর পরিচয় হয়, সেইরূপ গুণাবতারজাতীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ন'ন। তিনি গুণাবতারগণের অবতারী। জড়বোধ-ব্যাপার-বিশেষমাত্রও তিনি ন'ন। তিনি চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—তিনি সৌন্দর্য্যবান্‌কে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্য্যবতীগণকে আকর্ষণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অবতারীত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা

আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীতি, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত পূজা ক'র্‌তে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতারসমূহকে পাই। আমরা অভাবক্লিষ্ট, এই হেতুমূলক বোধ তখন আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যবানের উপাসক ক'রে তুলে। গৌরসুন্দর যখন দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন, তখন সে' দেশ থেকে একখানা গ্রন্থের একটি অধ্যায় তিনি এনেছিলেন, তা'র নাম—'ব্রহ্মসংহিতা'। ত'াতে ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন ক'রে ব'লছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান কর্‌তে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। কার্য্যকারণ-বাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভূত হন। সৌন্দর্য্য না থাকিলে তিনি আকর্ষণ করেন না। দয়া নিতে হ'লে দয়ার দানীর চিত্ত আকর্ষণ ক'র্‌তে হয়—সকল জগতের সহিত বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন ক'রে দানীর অব্যভিচারী বান্ধব —প্রেয়সী হ'তে হয়।

তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দঘনমূর্ত্তি। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত; কাল তাঁ হ'তেই প্রসূত হ'য়েছে, কালের কাল মহাকাল তাঁ'র অধীন,—তিনি পূর্ণজ্ঞানবস্তু, তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু।

শ্রীনামের সম্যক্ কীর্ত্তনেই সর্ব্বসুখোদয়

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনে জীবনে সর্ব্বসুখোদয় হয়। কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন ক'রে যদি জীবের সর্ব্বসুখোদয় না হয়, তা'হলে অনেকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তি-বিষয়ে সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়্‌তে পারেন। কৃষ্ণের বিকৃত কীর্ত্তনে জীবের তুচ্ছফল লাভ হ'তে পারে। এজন্য বুদ্ধিমানগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের বিজয় বাঞ্ছা করেন। *

প্রশ্নোত্তর

(নানাকথা)

১। জীবের ক্রমোন্নতির ভিত্তি কি?

"স্বীয়-স্বীয়-অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয় এবং অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয়।"

—'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য', সঃ তোঃ ১০।৬

২। "নিজে শ্রীনাম গ্রহণ ও প্রচার ব্যতীত ভক্তিধর্ম্মে অপর জীবের শ্রদ্ধা উদিত করা যায় কি?

"যতদিন ভক্তিবিপরীত বাসনা বিদূরীত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যত সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা সমস্তই তাহাদিগের কর্ণ-পথ হইতেই

* জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-প্রদত্ত ভাষণ
—সম্পাদক

প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যত ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কর না কেন, যত ভক্তিকথা আলোচনা কর না কেন, তাহাদের নিজ-কর্ম্মদোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা বা আলোচনায় কিছু ফল হইবে না। তোমাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, * * * দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই নাম-মহিমার শ্রবণে তাহাদিগের যে-সুকৃতি সমুদিত হইবে—নামের মাহাত্ম্যে যে-বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে নামের কৃপাক্রমে জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইবে।”

—‘নববর্ষ আর্ত্তি-নিবেদন’, সঃ তোঃ ১৫।১

৩। শ্রী, সুখ-দুঃখ, পণ্ডিত, মূর্খ, পন্থা-উৎপথ, স্বর্গ-নরক, গৃহ, আঢ্য-দরিদ্র, কৃপণ, ঈশ ও অনীশ কাহাকে বলে?

“নৈরপেক্ষ্যাদি গুণসকলের নামই—‘শ্রী’; সুখ-দুঃখ বিনাশের নামই—‘সুখ’; কামসুখাপেক্ষার নামই—‘দুঃখ’; বন্ধমোক্ষবিদ্ ব্যক্তিই—‘পণ্ডিত’; যাঁহার দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি, তিনিই—‘মূর্খ’; কৃষ্ণের নিগম বা আজ্ঞাই—‘পন্থা’; চিত্তবিক্ষেপই—‘উৎপথ’, সত্ত্বগুণোদয়ই—‘স্বর্গ’; তমো-গুণ-বৃদ্ধির নামই—‘নরক’; কৃষ্ণই একমাত্র বন্ধু ও গুরু; মনুষ্য-শরীরই—‘গৃহ’; গুণাঢ্য ব্যক্তিই—‘আঢ্য’; অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই—‘দরিদ্র’; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই—‘কৃপণ’; যিনি গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণসমূহে অনাসক্ত, তিনিই—‘ঈশ’; যিনি প্রাকৃত গুণসঙ্গী, তিনিই—অনীশ।”

—‘প্রমাণনির্দ্দেশঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১।৪৪-৪৭

৪। শুভাশুভ ফলের জন্য অদৃষ্ট দায়ী কি?

“সময় যতক্ষণ মন্দ থাকে, ততক্ষণ কোন সুবিধা দেখা যায় না; সময় ভাল হইলে সকল দিক্ প্রসন্ন হয়।”

—ঠাকুরের আত্মচরিত

৫। ‘এঁচড়ে পাকা’ কাহাকে বলে?

“আজকাল এই একটি রোগ হইয়াছে যে, একটু ‘ক’ ‘খ’ লিখিতে পারিলেই অনায়াসে অজ্ঞাতশ্মশ্রু বালকগণ গুরুর ন্যায় উপদেশ করিতে থাকে,—ইহাদিগকেই ‘এঁচড়ে-পাকা’ বলে।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ৬।৪

৬। নব্যপাণ্ডিত্যের লক্ষণ কিরূপ?

"প্রাচীন-মতের প্রতি আক্রমণ করাই আজকাল পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে।"　　—'নূতন পত্রিকা', সঃ তোঃ ৪।২

৭। বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যে প্রভেদ কি? যুবকগণ সাধারণতঃ কোন্‌টির পক্ষপাতী?

"বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য—ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। পাশ্চাত্ত্যপণ্ডিত-দিগের যত বাগাড়ম্বর, তত পাণ্ডিত্য নাই; ভারত-ক্ষেত্রের গ্রন্থকারদিগের বাগাড়ম্বর অল্প, কিন্তু সারবত্তা অধিক। অল্পবয়স্ক যুবকগণ স্বভাবতঃই পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বরের পক্ষপাতী।"—'সম্প্রদায়-প্রণালী', সঃ তোঃ ৪।৪

৮। কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় কি?

"কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় না। অনেক বৃদ্ধ পুরুষ মনে মনে হামাগুড়ি দিয়া থাকেন। বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, দন্ত নাই, চুল সকলই পাকিয়াছে, কিন্তু চুলে কলপ দিয়া এবং রূপার দাঁত বাঁধাইয়া বালকের ন্যায় বিলাসে ব্যস্ত থাকেন। সে-সকল বৃদ্ধের যখন বৈরাগ্য হয় না, তখন বয়সকে বৈরাগ্যের মূল-কারণ বলা যায় না।"
—'মর্কট বৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

৯। ধারণা, অনুভূতি ও যুক্তি কাহাকে বলে?

"বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার হইলে ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার হইয়া বিষয়ের প্রতিবিম্ব অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তথায় কোন একটি অন্তরেন্দ্রিয় ঐ প্রতিবিম্বকে স্থান দান করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখে; এই বৃত্তিকে 'ধারণা' বলা যায়। পরে ঐ অন্তরেন্দ্রিয়ের কোন দুইটি বৃত্তির দ্বারা ধৃত ভাব-নিচয়ের অনুকল্প ও বিকল্প-সাধনার দ্বারা কল্পিত পদার্থ-সকলের অনুভূতি হয়। সেই অন্তরেন্দ্রিয় ঐ সমস্ত পদার্থের উপর স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করত ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার করিতে থাকে; ঐ বিচারকে 'যুক্তি' কহা যায়। এই সমুদয় প্রক্রিয়ার বিশেষ বিচার করিলে ইহাকে ইন্দ্রিয়-মূলক বলা যায়।"　　—তঃ সূঃ, ১৬সূঃ

১০। শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি কাহাকে বলে?

"যুক্তি দুইপ্রকার অর্থাৎ শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি। শুদ্ধ আত্মার চিদালোচনা-বৃত্তিকে 'শুদ্ধযুক্তি' বলা যায়, তাহা—নির্দ্দোষ ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। জড়বদ্ধ আত্মার উক্ত স্বাভাবিক-বৃত্তির জড়ভাবমিশ্র

বিকারকে 'মিশ্রযুক্তি' বলে; তাহা দুইপ্রকার—অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞান-মিশ্র; তাহার অন্যতম নামই 'তর্ক' ইহাই নিন্দনীয়।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১৮

১১। জড়-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের পক্ষে চিত্তত্ত্বের মীমাংসক হওয়ার দাম্ভিকতা পোষণ করা উচিৎ কি?

"অপক্ক চিকিৎসক যেরূপ অযথা ঔষধ-প্রয়োগের দ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানিগণ জৈব-জীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধিসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রমাদ-জনিত ক্লেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।" —'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান', সঃ তোঃ ৭।৭

১২। কোন্ কারণে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ মর্ম্মোদ্ধারে অসমর্থ হইয়াছেন?

"Men of brilliant thoughts have passed by the work (the Bhagabat) in quest of truth and philosophy, but the prejudice which they imbibed from its useless readers and their conduct prevented them from making a candid investigation."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology.

১৩। কিরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত?

"In fact, most readers are mere repositories of facts and statements made by other people. But this is not study. The student is to read the facts with a view to create and not with the object of fruitless retention. Students like satellites should reflect whatever light they receive from authors and not imprison the facts and thoughts just as the Magistrates imprison the convicts in the jail!"

—The Bhagabat : Its Philosophy. Its Ethics and Its Theology.

১৪। মহাজনগণের বাণী রহস্যাবৃত থাকে কেন এবং উহা কখন সহজবোধ্য হয় ?

"The expressions of all great men are nice but somewhat mysterious—when understood, they bring the truth nearest to the heart, otherwise they remain mere letters that 'kill." The reason of the mystery is that men, advanced in their inward approach to Deity, are in the habit of receiving revelations which are but mysteries to those that are behind them."

—'To Love God' (Journal of Tajpur, 25th Aug. 1871)

১৫। জড়জগৎ চিজ্জগতের কোন ইঙ্গিত দেয় কি ?

"The outward appearance of Nature is nothing more than a sure index of its spiritual face. * * * Matter is the dictionary of spirit and material pictures are but the shadows of the spiritual affairs which our material eye carries back to our spiritual perception."

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology.

১৬। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্ম্মে পণ্ডিত ও মূর্খের সমান অধিকার হইলেও তাহাদের ভজন-প্রণালীতে বৈশিষ্ট্য আছে কি ?

"The religion preached by Mahaprabhu is universal and not exclusive. The most learned and the most ignorant are both entitled to embrace it. The learned people will aceept it with a knowledge of Sambandha-tatwa as explained in the categories. The ignorant have the same privilege by simply uttering the name of the Deity and mixing in the company of pure Vaishnavas."

—Chaitanya Mahaprabhu ; His Life and Precepts.

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—২৯)

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রকট-বিহারকালে একবার কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানের অধিবাসী, দ্বারকাপরিকরগণ-সহ শ্রীকৃষ্ণ, সপরিকর ব্রজরাজ এবং পাণ্ডবগণও তথায় উপস্থিত হন। তথায় স্ত্রীগণ সমবেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকথা আলোচনা করিতেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণনা কর। তখন প্রধানা অষ্টমহিষী এবং অন্যান্য ষোড়শ সহস্রমহিষী সকলেই নিজ নিজ বিবাহ-বিষয়ে বর্ণন করেন। মহিষীগণের শেষ উক্তি,—আমরা পৃথিবীর সাম্রাজ্য, ইন্দ্রপদ, অণিমাদি-ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মপদ বা সালোক্যাদি মুক্তি—কিছুই কামনা করি না। কেবল লক্ষ্মীর কুচকুঙ্কুমের গন্ধযুক্ত গদাধরের শ্রীপদরজ মস্তকে বহন করিবার কামনা করি। ব্রজস্ত্রীগণ, পুলিন্দগণ, ব্রজের তৃণলতা এবং গোচারণ-সময়ে গোপগণ যাহা বাঞ্ছা করেন, আমরা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই পাদস্পর্শ বাঞ্ছা করি।

মহিষীগণের এইপ্রকার প্রেমানুবন্ধ শ্রবণ করিয়া কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, রাজপত্নীগণ ও গোপীগণ অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের প্রণয়ানুবন্ধ শ্রবণ করিয়া অশ্রুকলায় ব্যাকুলিতা এবং বিস্মিতা হইয়াছিলেন।

ব্রজদেবীগণ বিস্মিতা হইলেও তাঁহাদের প্রীত্যুৎকর্ষের কথা পুরস্ত্রী-বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে—

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুল-
মহো অলং পুণ্যতমং মধোর্ব্বনম্।
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ
স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥
অহোবত স্বর্যশসস্তিরস্করী
কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।
পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং
স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎপ্রজাঃ ॥
নূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ
সমর্চ্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহুঃ
ব্রজস্ত্রিয়ঃ সংমুমুহুর্যদাশয়াঃ ॥ (ভাঃ ১।১০।২৬-২৮)

অহো যদুকুল অতি প্রশংসনীয়। যেহেতু এই পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, আর অধ্যবশত্ব পুণ্যতম। কারণ ইতস্ততঃ গমনোপলক্ষে তথায় পদনিক্ষেপ করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যে দ্বারকায় প্রজাগণ হাসাবলোকন-বিশিষ্ট দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দেখিতে পান সেই দ্বারকাপুরী স্বর্গের যশঃ মলিন করিয়া পৃথিবীর যশঃ বিস্তার করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা জন্মান্তরে কতই না ব্রত স্নান-হোমাদিদ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্রজস্ত্রীগণ যে-অধরাকৃত স্মরণ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইতেন, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেই অধরামৃত বারংবার পান করিতেছেন।

এই শ্লোকত্রয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকাবাসী সমস্ত লোকের ভাগ্যমহিমা বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে পট্টমহিষীগণের ভাগ্য প্রশংসায়ও ব্রজদেবীগণেরই পরমোৎকর্ষ এবং অধিক আস্বাদাভিজ্ঞতা প্রতীত হইতেছে। যে-অমৃতের মাধুর্য্যস্মরণে দেবগণও মোহপ্রাপ্ত হন, মনুষ্যগণ তাহা পান করিতেছে—এই বাক্যে দেবগণের উৎকর্ষাদি যে-রীতিতে প্রতীত হয়, উক্ত শ্লোকে গোপীগণের উৎকর্ষাদিও সেই রীতিতে প্রতিপন্ন হইতেছে। এস্থলে নিগূঢ় মর্ম্ম এই—শ্রীভগবানের স্বভাব দুই প্রকার—ব্রহ্মত্ব-লক্ষণ ও ভগবত্ত্ব-লক্ষণ। ভক্তগণও দ্বিবিধ—তটস্থ ও পরিকর। তন্মধ্যে কতিপয় তটস্থ-ভক্ত ব্রহ্মত্বসূচক স্বভাবে প্রীতিমান্। তাঁহারা শান্ত ভক্ত। অন্য তটস্থগণ পরিকরগণের মত ভগবত্তা-বিশেষেও প্রীত হন। ব্রহ্মতাসূচক স্বভাবেও প্রীতিমান আছেনই, ভগবত্তাসূচক স্বভাবেও প্রীতি-লাভ করেন। তাঁহারা পরিকরাভিমান প্রাপ্ত হন নাই, তজ্জন্য তাঁহারা পরিকরগণাপেক্ষা প্রীতিবিহীন। শ্রীভগবানে তাঁহাদের মমতা নাই। তাহা অসঙ্গত নহে। যেহেতু শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ হয় না। সম্বন্ধ থাকিলেই স্ফূর্ত্তি জন্মে। তাঁহাদের ভগবত্তাজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের অনুগত থাকে। যেহেতু ভগবত্তাই তাঁহাদিগকে তাদৃশরূপে আকর্ষণ করে। যাহা "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকে বলা হইয়াছে। বাস্তবিক প্রীতির সহায়তাপক্ষে ভগবত্তারই প্রাধান্য সনকাদিমুনিগণ অনুভব করিয়াছিলেন। 'তস্যারবিন্দ-নয়নস্য' শ্লোকে ব্রহ্মানন্দসেবিগণের চিত্ততনুর ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল।

তথাপি তাঁহারা ব্রহ্মানন্দস্বভাব ত্যাগ করেন নাই বলিয়া প্রীতিচরণের উপাঙ্গও নিকৃষ্ট অর্থাৎ প্রীতিমান পরিকর নহেন।

অঙ্গের অপকর্ষের হেতু সম্বন্ধ জ্ঞানাভাব। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার প্রতি মমতা জন্মে না। উপাঙ্গের অপকর্ষ হেতু অনুভবের অপকর্ষ। শাক্তভক্তগণে ব্রহ্মত্বানুভব প্রধান। আর ভগবত্তানুভব অল্প থাকে। ব্রহ্মত্বানুভব হইতে যে ভগবত্তানুভব প্রধান, তাহা শাক্ত-ভক্ত-গণের আদর্শ চতুঃসন শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের দর্শনকালে অনুভব করিয়াছিলেন।

চতুঃসন শ্রীহরিকে দর্শন করিতে বৈকুণ্ঠে গমন করেন; তাঁহারা প্রবীণ হইলেও পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালকের মত এবং উলঙ্গ ছিলেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় তদ্রূপ দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলে তাঁহারা কুপিত হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন। যে-স্থানে তাঁহারা বাধা-প্রাপ্ত হন, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীলক্ষ্মীর সহিত তথায় উপস্থিত হন। সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মসমাধিসাধনের ফলস্বরূপ সুস্পষ্ট অনুভূয়মান শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন শ্রীভগবান্ গরুড়ের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়াছেন। ইহা গরুড়ের পরম সৌভাগ্যের সূচনা করিতেছে।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মুনিগণকে বলিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ আমার পরম দেবতা। ভৃত্যগণ যাহা করিয়াছে তাহা আমার কৃতকর্ম্ম মনে করি। ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের ভৃত্যগণকে আত্মীয়জ্ঞান আর মুনিগণকে প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় মুনিগণের প্রতি গৌরববুদ্ধি প্রকাশ করা হইয়াছে। আত্মীয়-বুদ্ধি যতটা কৃপার পরিচায়িকা, গৌরববুদ্ধি ততটা কৃপার পরিচায়িকা নহে। মুনিগণ স্বচক্ষে জয়-বিজয়ের সৌভাগ্য দর্শন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা শাপপ্রদান জন্য লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন—হে অধীশ্বর! জয়-বিজয়ের প্রতি যদি অবশ্য দণ্ডবিধান করিতে ইচ্ছা করেন কিম্বা তাহাদের জীবিকা বৃদ্ধি করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাই করুন, আর আমরা যে নিরপরাধি ইহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছি, তজ্জন্য আমাদিগের প্রতি সমুচিত দণ্ড প্রদান করুন।

শ্রীভগবান্ জয়-বিজয়ের প্রতি বলিয়াছিলেন—তোমরা এখান হইতে যাও, ভয় নাই মঙ্গল হইবে। ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা ইচ্ছা করিও না। আমার আজ্ঞানুসারেই এই শাপ উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশরবাক্যে জানা যায়—শ্রীভগবানের যুযুৎসাপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। রাজা যেরূপ ক্রীড়ার্থ উপযুক্ত ব্যক্তি না পাইলে নিজপারিষদ-গণের সঙ্গে ক্রীড়া করেন। শ্রীভগবানও তদ্রূপ। অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করার মত উপযুক্ত ব্যক্তি কেহ থাকিতে পারে না। তজন্য নিজ-পারিষদগণকে মুনিগণের দ্বারা অভিশাপ প্রদান করাইয়া শত্রুভাবে তিন জন্মে উদ্ধারের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এস্থলে শাক্তভক্তগণে প্রীতিকার্য্যের নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। মুনিগণের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করিয়া পরিকরগণের প্রতি প্রীতির উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

আত্মপ্রতি

জীবনের অবশেষ হইল দেখরে মন ॥

এখনো আশার পাশে　　বদ্ধ আছ অনায়াসে
ভাবিলে না কি হইবে বিগত হইলে জীবন।

জীবন সামান্য কাল　　সম্মুখেতে মহাকাল
সমুদ্রে সুবিন্দু যেন হইতেছে মগন ॥

তবুও সে বিন্দুধনে　　অসার না জান মনে
অপচয় নাহি কর পরমাত্মা-দত্ত ধন।

এখন যে আছে দিন　　তাহে শোধ বিভুঋণ
অনুতাপ-জলে হও অভিষিক্ত অনুক্ষণ ॥

অমরতা ফল পাবে　　তাপের আশঙ্কা যাবে
নিত্যানন্দে নিত্যকাল সেবিবে তখন।

চৈতন্য আশ্রয় করি　　ফলবাঞ্ছা পরিহরি
জগতের উপকার করহে সদা সাধন ॥

মায়াবলি এ'সংসারে　　নাহি দূষ-বারে বারে
নিত্য বিভু অনিত্যেরে করিবে কেন সৃজন।

প্রেমার্ণবে মগ্ন হয়ে　　শ্রেয় যজ্ঞ ব্রত লগ্নে
কর এবে বিভুপদে আত্মবস্তু সমর্পণ ॥

নদীয়া-সুন্দরের বাল্যলীলা-কথা

উদ্ধতের শিরোমণি ব্রজের ঠাকুরটী এবার অষ্টাবিংশ কলিযুগে শচীনন্দন-রূপে আবির্ভূত হইলেন। তিনি পূর্ব্বে নন্দ-যশোদার গৃহে বাল্যাবস্থায় যেরূপ জগজন-মাতানো অদ্ভুদ্ লীলা করিয়া নন্দ-যশোদার প্রাণ-মন উচ্ছ্বসিত আনন্দের তরঙ্গে ভরিয়া রাখিতেন, এবারও তিনি শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মনে বাৎসল্যরসের চরম অনুভূতি দান করিয়া নিত্য নূতন দুষ্টামির মাধ্যমে স্বয়ং ভগবতার চমৎকারিতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার মায়ায় তাঁহার মনোহারিণী বাল্যলীলাবলীর বিচিত্রতা কেহ উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। ছোট শিশু নিমাইয়ের বাৎসল্যরসে মাতা শচীদেবী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর সর্ব্বদাই অভিভূত হইয়া থাকিতেন। অত্র প্রবন্ধে তাঁহার অগণিত বাল্যলীলাবলীর কণামাত্র উল্লেখ করিয়া তাঁহার লীলার চমৎকারিতা ও অলৌকিক বিস্ময়কর লীলাভঙ্গির অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত উত্থাপিত করিতে প্রয়াস পাচ্ছি।

শিশু নিমাইয়ের চাপল্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রতিবেশিনীরা শচীদেবীর কাছে নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করেন।

"কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়।
হাণ্ডী ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছু নাহি পায়॥
যার ঘরে শিশু থাকে তাহাকে কান্দায়।
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়॥" (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শচীমাতা তাঁহার নয়নের মণি নিমাইয়ের ঐ সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিলেও পুত্রের প্রতি একান্ত প্রগাঢ় স্নেহবশতঃ পুত্রকে কিছু বলিতে পারেন না এবং প্রতিবেশিনীগণ যাহাতে নিমাইয়ের প্রতি কোনরূপ রুষ্ট না হন সেজন্য তাহাদিগকে নানারূপ মিষ্টবাক্য বলিয়া প্রবোধ দেন। শচীদেবীর সান্ত্বনাপূর্ণ ভাষণে অভিযোগকারী প্রতিবেশিনীগণ খুশী মনে ফিরিয়া যান। শচীদেবী বলেন,—"আজ নিমাই আসিলে আর যাহাতে সে উপদ্রব না করে সেজন্য তাহাকে বাঁধিয়া রাখিব।" ইহাতে প্রতিবেশিনীরা দুঃখ পাইয়া বলেন,—'আহা, দিদি; শিশু নিমাইয়ের কোমল হাত বাঁধিবে না। আমাদের ঘরে খুঁটিনাটি অত্যাচার না হইলে ভাল লাগে না। তবু সে মাঝে মাঝে বড় অন্যায় করে বলিয়া তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। আমাদের দিব্যি রহিল তুমি তাহাকে মারিবে না।' ইহাতে শচীদেবী পুত্রের এইরূপ

প্রীতি-অত্যারের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। প্রতিবেশিনীগণ শচীমাতার পদধূলি লইয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। শিশু নিমাইয়ের চাপল্য সকলেই অন্তরে সন্তুষ্ট।

"নিজপুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।
দরশন মাত্রে সর্ব্ব চিত্ত-বৃত্তি হরে॥" (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

ঈশ্বরীয় লীলায় কি কাহারও বৈরীভাব থাকে বা থাকিতে পারে? প্রেমের ঠাকুরটীর চপলতায় ক্লান্তি নাই; আর ভক্তগণের সেই আনন্দের উন্মাদনায় তাঁর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতে আলস্য নাই। প্রতিবেশিনীগণ নিমাইয়ের চাপল্যে অতিশয় মুগ্ধা; নিমাইয়ের নিষ্কলঙ্ক চাঁদ-মুখখানি তাঁহাদের মানসনেত্রে সর্ব্বদাই ভাসমান। নিমাইকে ছাড়িয়া তাঁহারা অল্পক্ষণও থাকিতে পারেন না। একদিন নিমাই কাহার বাড়ী না গেলে সেই প্রতিবেশিনী শচীমাতার নিকট গিয়া নিমাই না যাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নিমাই নদীয়ার সকলের প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের নিধি,..... তাঁহার চঞ্চলতা সকলের কাছেই আনন্দদায়ক। চুরি করিয়া খাওয়ার স্বভাব তো ঠাকুরটীর বরাবরই আছে! এ যুগেও শচীনন্দনরূপে সেইরূপ চঞ্চলতা দুরন্তপনার ব্যতিক্রম হয় নাই।

"শিশুগণ লঞা পাড়া-পড়শীর ঘরে।
চুরি করি' দ্রব্যখায় মারে বালকেরে॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ)

প্রতিবেশিনীদের ঘরে ঢুকিয়া চুরি করিয়া দ্রব্য খাওয়া ও তার ঘরের যত ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলা প্রভৃতি দৌরাত্ম্য কার্য্যদ্বারা তিনি জাগতিক দৃষ্টিতে অন্যায় করিতেছেন মনে হইলেও প্রতিবেশিগণ কিন্তু তাঁহার এবম্বিধ অন্যায় কার্য্যের জন্য কোনরূপ দোষ দর্শন না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে নিমাইয়ের এই বাল-চপলতায় আভিভূত হইয়া যান। তাই তাঁহার এই জগমোহনলীলা ভগবত্তারই পরিচায়ক।

"এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে সবে সুখ পায়॥"(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভগবানের কার্য্যে ভক্ত কি দুঃখ পায় বা পাইতে পারে? ভগবানের চুরি করা আর সাধারণ চোরের চুরি করা—উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। চোর তাহার নিজের লাভের জন্য চুরি করিয়া থাকে, আর ভগবান্ জীবের সর্ব্ব অনর্থকারী মনকে চুরি করিয়া তাহার কল্যাণ বিধান

করেন। জীবের মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ভগবান্ তাঁহার দিকে টানিয়া লন। চোরের চুরি করায় তাহার সংসারে আসক্তি বৃদ্ধি পায় ও তাহাকে মহা-পাতকগ্রস্থ হইয়া নীচগতি লাভ করিতে হয়। পরহিংসাপরায়ণ, মন্দবুদ্ধি চোর ধর্ম্মভাব বিবর্জ্জিত হওয়ায় ও চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জ্জনে রত থাকায় তাহার কোনক্রমেই কল্যাণ হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীভগবান্ যদি কোন ভক্তের দ্রব্য একবার চুরি করেন, তাহা হইলে সেই ভক্তের সংসারের ভোগাসক্তি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় হইয়া যায় এবং সে সমুপস্থিত মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভগবল্লোকে নিত্যকালের জন্য ঠাঁই পায়,—তাঁহার আর এ' সংসারে পুনর্জন্ম হয় না। তাই চৌরাগ্রগণ্য পরম পুরুষ ভক্তগণের বড় আদরের ধন। তিনি আমাদের হৃদয় ভরিয়া থাকুন। চোর যাহার চুরি করে তাহার ক্ষতি হয়, আর চৌরাগ্রগণ্য ভগবান্ যাহার চুরি করেন তাহার পরম কল্যাণ হয়।

চৌরাগ্রগণ্য ব্রজের ঠাকুরটীর স্মরণে কবি গাহিয়াছেন,—

"ব্রজে বসন্তং নবনীত চৌরং গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূল চৌরম্।
অনেক জন্মার্জ্জিত পাপ চৌরং চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি॥"

চৌরচূড়ামণি সেই ব্রজের ঠাকুরটিই এবার নদীয়া-নাথরূপে আসিয়া সেইরূপ বাল্যচপলতাবশে চুরি করার স্বভাব ধরিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের এই চৌরকার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে চুরির পর্য্যায়ভুক্ত কিনা তাহাই বিবেচ্য। একটু চিন্তা করিলে স্বতঃই অনুভূত হয় যে, প্রকৃতই কি ভগবান্ কাহারও জিনিষ চুরি করেন? ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু তো তাঁহারই! তিনিই তো অন্তর্য্যামীসূত্রে প্রতিজীব-হৃদয়ে বিদ্যমানে। সুতরাং প্রতিজীবের সামগ্রী তাঁহারই সামগ্রী হইলে তিনি কাহার জিনিষ বা সামগ্রী চুরি করেন? যাঁহার জিনিষ তিনি লইলে তাহা কি চুরি করা হয়? তবে লক্ষিতব্য যে, ভগবান্ কখনও অভক্তের ঘরে ঢোকেন না। "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং" —শ্রীভগবান্ নররূপে অবতীর্ণ এবং তাঁহার মানুষীতনুর সচ্চিদানন্দময়ত্ব কেবলমাত্র ভক্তগণই অবগত থাকেন। তাই ভক্তের দ্রব্যই তিনি জোর করিয়া গ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহার ভক্ত-বৎসলতা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি বলিয়াছেন,—"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি যে তেষু চাপ্যহম্।" ভক্ত তাহার সমস্ত কিছু ভগবান্‌কে সমর্পণ করায় এবং ভগবান্ তাহা গ্রহণ করায় সেই নিবেদিত বস্তুই ভগবানের বড় প্রিয়। তাই ভক্ত-প্রবেশিনীদের

ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাদের নিবেদিত বস্তু তাঁহাদের অসাক্ষাতেই নিমাই গ্রহণ করেন। ইহাতে নিমাই ঐ দ্রব্য গ্রহণছলে তাঁহাদের মন চুরি করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিমাইয়ের এ হেন উপদ্রবে বাৎসল্যপ্রীতিতে উথলিয়া উঠে।

বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসে শচী-জগন্নাথের অন্তর ভরপুর। শিশুনিমাই কত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন। তাঁর পিতা-মাতার কাছে তাঁহারা নিমাইয়ের শূন্যপদে শুনিলেন নূপুরের ধ্বনি ;—

"আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথা বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর ॥" (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

আবার নিমাই যখন অঙ্গনে খেলা করিতেছেন তখন সেখানে গৃহের মেঝেও অদ্ভুদ্ চিহ্ন ;—

"সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন ॥" (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শচী-জগন্নাথ তাঁহাদের পুত্রের এইরূপ নৃত্য নূতন ঐশ্বর্য্য দর্শনে পুলকিত ও বিস্মিত। তবু তাঁহারা বাৎসল্য প্রেমের স্বভাববশতঃ মনে করিতেন ঐ চিহ্নগুলি শালগ্রাম শিলায় অধিষ্ঠিত বালগোপালরই পদচিহ্ন।

একদিন কুমারিগণ আসিয়া কৌতুক সহকারে মিশ্রকে নিমায়ের দুষ্টামি ও চপলতার জন্য নানাভাবে অভিযোগ করিল। তাহারা বলিল,—'নিমায়ের ব্যবহারের জন্য তাহারা কেহ ভালভাবে গঙ্গা-স্নান করিতে পারে না। পূর্ব্বে যেমন নন্দ-দুলাল নারীগণের প্রতি মন্দব্যবহার করিত, এই নিমাইও সেইরূপ ব্যবহার করে।' বিপ্রগণও আসিয়া নিমাইয়ের দৌরাত্ম্য-সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ করিলেন। পুত্রের এইরূপ অন্যায় আচরণে মিশ্রপ্রবর কুপিত হইয়া কুমারিগণ ও বিপ্রগণকে জিজ্ঞাসাবাদে জানিলেন যে, নিমাই গঙ্গা-ঘাটে স্নানে গিয়াছে। তখনই তাহাকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গঙ্গা-ঘাট-পথে রওনা হইলেন। এদিকে সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী নিমাই পিতার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অন্য শিশুগণসহ গঙ্গার জলে শান্তশিষ্ট শিশুর মত স্নান করিতে লাগিলেন। কুমারিগণ নিমাইয়ের বিরুদ্ধে মিশ্রের নিকট নালিশ করায় মিশ্র নিমাইকে মারিবার জন্য ধাবিত হইতেছেন দেখিয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নিমাইকে পলাইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নিমাইকে শাসন করিলে নিমাইয়ের সচ্চিদানন্দতনু দুঃখে মলিন হইবে—ইহা তাঁহারা দেখিতে পারিবেন না ; কেননা তাঁহারা যে নিমাইয়ের আনন্দঘন-চাপল্য-রস-সাগরে সর্ব্বদাই

হাবুডবু খাইতেছেন। প্রিয়জনের লাঞ্ছনা কেহ কি স্বচক্ষে দেখিয়া সহ্য করিতে পারে? তখন ভক্ত কুমারিগণের বাঞ্ছা পূরণার্থে নিমাই পলাইয়া যাইবার মনস্থ করিয়া পিতার নিকট স্নানের ঘটনা গোপন রাখিবার নিমিত্ত সঙ্গীগণকে কহিলেন,—পিতা আসিলে তোমরা বলিবে যে, নিমাই আজ স্নান করিতে আসে নাই। সে পড়াশুনা করিয়া এই পথেই বাড়ী গিয়াছে।' সঙ্গিগণকে এই কথা শিক্ষাইয়া নিমাই অন্য পথ ধরিয়া গৃহের দিকে রওনা হইলেন। এদিকে মিশ্র ইত্যবসরে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নিমাইকে দেখিতে না পাইয়া শিশুগণকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন নিমাই আজ পড়াশুনা করিয়া বাড়ী যাওয়ার পর তখনও গঙ্গা-স্নানে আসে নাই। মিশ্র ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতঃ নিমাইকে অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পাইলেন না। কুমারিগণ ক্রুদ্ধ মিশ্রকে দেখিবামাত্র সে' স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। তখন যে বিপ্রগণ কৌতুকছলে মিশ্রকে নিমাইয়ের দৌরাত্ম্যের কথা বলিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় মিশ্রের সমক্ষে আসিয়া কহিলেন,—

"কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈল গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুনঃ বলয়ে আসিয়া॥
ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে।
ঘরে চল তুমি কিছু বল পাছে তারে॥
আরবার আসি যদি চঞ্চলতা করে।
আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে॥
কৌতুকে সে কথা কহিলাম তোমা স্থানে।
তোমা বহি ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে॥
সে হেন নন্দন যার গৃহমাঝে বসে।
কি করিতে পারে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোকে॥
তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য যার এ হেন নন্দন॥
কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তবে তারে থুইবাঙ হৃদয় উপরে॥" (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

রসরাজ ও মহাভাব

শ্রীগৌরসুন্দর অন্তরঙ্গ নিজ-জন শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুকে রসরাজ ও মহাভাবস্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন,—

তবে হাসি তাঁ'রে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
'রসরাজ', মহাভাব'—দুই একরূপ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৮২)

এই পদের 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"রসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা দুই মিলিত হইয়া যে একতত্ত্ব, সেই স্বরূপ দেখাইলেন—অর্থাৎ 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ' দেখাইলেন। ইহাতে যে একতত্ত্ব দুই এবং দুই তত্ত্বই এক, এইরূপ একটি অপূর্ব্বস্বরূপ দেখাইলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারাই শ্রীস্বরূপগোস্বামীর কৃপায় সেই নিত্যস্বরূপ সেবা করিতে পান।"

শ্রুতি 'রসো বৈ সঃ' (তৈঃ আঃ ২।৭) মন্ত্রে পরতত্ত্বকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন। তাঁহাকেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মূল মহাজন শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রথম শ্লোকে "অখিলরসামৃতমূর্ত্তি" বলিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় সেই শ্রীকৃষ্ণ—

শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৪২)

আর—

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরাকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬৮-৬৯)

রসরাজকে মহাভাব সর্ব্বতোভাবে রস আস্বাদন করান। রসরাজের বাঞ্ছাপূরণরূপ আরাধনা-হেতুই মহাভাবস্বরূপিণী 'শ্রীরাধা' নামে খ্যাত। রসরাজ কৃষ্ণ সকলকে আকর্ষণ করেন, আর মহাভাবস্বরূপা শ্রীবার্ষভানবী সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণকে আকর্ষণ করেন। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন, আর মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা—সেই ভুবনমোহনের মনোমোহিনী। শ্রীগৌরসুন্দর রসরাজ-মহাভাবমিলিততনু।

রূপানুগগণের মূল মহাজন শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে এবং রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ 'জৈবধর্ম্মে' রসতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। সেই রসতত্ত্ব দুর্ব্বিগাহ, তাহাতে অনর্থযুক্তাবস্থায় প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।৩) 'মুহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ'—বাক্যে একমাত্র অপ্রাকৃতরস-রসিক অপ্রাকৃত ভাবুককেই নিগমকল্পতরুর শুক-মুখামৃতদ্রবসংযুত গলিত ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত মধুররস আস্বাদন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। যেমন হরিনামের নিকট অপরাধ করিলে জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম প্রকাশিত হয় না, সেরূপ রসের নিকটও অপরাধ করিলে কখনও রসস্বরূপের সেবোপলব্ধি হয় না। নাম ও নামী যেরূপ অভিন্ন, রস ও রসময়ও সেরূপ অভিন্ন। রসপ্রভুই সাক্ষাৎ রসিকশেখর কৃষ্ণ।

ভক্তিরসে মুখ্য ও গৌণভেদ দৃষ্ট হয়। মুখ্য ভক্তিরসে পাঁচপ্রকার ভেদ থাকিলেও রতির ঐক্যপ্রযুক্ত **মুখ্যরস** বস্তুতঃ **এক, আর গৌণ-রস সাত** প্রকার—এই উভয়ে মিলিয়া ভক্তিরস **আট** প্রকার।

মুখ্যভক্তিরস পাঁচ প্রকার যথা—(১) শান্ত, (২) প্রীত বা দাস্য, (৩) প্রেয়ঃ বা সখ্য, (৪) বৎসল ও (৫) মধুর।

গৌণভক্তিরস সাত প্রকার যথা—(১) হাস্য, (২) অদ্ভুত, (৩) বীর, (৪) করুণ, (৫) রৌদ্র, (৬) ভয়ানক ও (৭) বীভৎস।

উপরিউক্ত পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌণরসের প্রত্যেকটির রূপ অর্থাৎ বর্ণ এবং তাঁহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতা আছেন, যথা—

রসের নাম	রসের বর্ণ	রসের দেবতা
শান্ত	শ্বেত	কপিল
দাস্য	চিত্র	মাধব
সখ্য	অরুণ	উপেন্দ্র
বৎসল	শোণ	নৃসিংহ
মধুর	শ্যাম	নন্দনন্দন
হাস্য	পাণ্ডুর	বলরাম
অদ্ভুত	পিঙ্গল	কূর্ম্ম
বীর	গৌর	কল্কী
করুণ	ধূম্র (দুর্ব্বা-হরিৎ)	রাঘব

রৌদ্র	রক্ত	ভার্গব
ভয়ানক	কাল	কিরি (বরাহ)
বীভৎস	নীল	মীন

ভক্তিরসের আস্বাদ পঞ্চপ্রকারে হয়,—(১) পুষ্টি, (২) বিকাশ, (৩) বিস্তার, (৪) বিক্ষেপ ও (৫) ক্ষোভ।

রস	আস্বাদন-প্রকার
(১) শান্ত	পুষ্টি
(২) দাস্য হইতে হাস্য পর্য্যন্ত	বিকাশ
(৩) বীর ও অদ্ভুত	বিস্তার
(৪) করুণ ও রৌদ্র	বিক্ষেপ
(৫) ভয়ানক ও বীভৎস	ক্ষোভ

রস কাহাকে বলে ?

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫।৭৯)

ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারিতাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে-স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্বপরিমার্জ্জিত উজ্জ্বলহৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভক্তির তিনটি অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ অঙ্গ প্রথমে সাধন-ভক্তিতেই ক্রিয়মাণ হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণপূর্ব্বক নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি,—এই সকল নামে পরিচিত হয়। সাধনভক্তি হইতেই রতির উদয় হয়, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুশীলনে সেই রতি গাঢ় হইতে থাকে ততই 'প্রেমাদি' নাম ধারণ করে। ক্রমশঃ প্রেম-বৃদ্ধি, ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। উদাহরণস্থল এই যে, ইক্ষুরস—যেন রতিস্থানীয় বীজস্বরূপ, তাহা যত গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুরুত্ব, খণ্ডশারত্ব, শর্করাত্ব, সিতা-মিছরিত্ব ও উত্তমমিছরিত্ব,—এই সকল অবস্থা লাভ করে। রতি হইতে মহাভাবপর্য্যন্ত সমস্তই কৃষ্ণভক্তি-রসে স্থায়িভাব বলিয়া পরিচিত; রতিই সর্ব্বত্র 'স্থায়িভাব' বলিয়া কথিত হয়।

সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ;—এই চারিটি ভাব মিলিত হইলেই রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়িভাবে ঐসকল সামগ্রী সংযুক্ত হইলে 'কৃষ্ণভক্তিরস' হয়। স্থায়িভাবই রসোদ্দীপনকার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটি সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব **স্থায়িভাবই রসের 'মূল', বিভাবই রসের 'হেতু', অনুভাবই রসের 'কার্য্য', সাত্ত্বিকভাবও রসের** কার্য্যবিশেষ এবং **সঞ্চারী** বা ব্যভিচারিভাবসকলই রসের **'সহায়'**। বিভাব দুইপ্রকারে বিভক্ত—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত—'বিষয়' ও আশ্রয়'। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই 'আশ্রয়', কৃষ্ণই 'বিষয়' এবং কৃষ্ণের গুণগণই 'উদ্দীপন'।

অনুভাব—১৩ প্রকার,—১। নৃত্য, ২। বিলুণ্ঠন, ৩। গীত, ৪। ক্রোশন, ৫। তনুমোটন, ৬। হুঙ্কার, ৭। জৃম্ভণ, ৮। শ্বাসবৃদ্ধি, ৯। লোকাপেক্ষা-ত্যাগ, ১০। লালাস্রাব, ১১। অট্টহাস, ১২। উদ্‌ঘূর্ণা, ১৩। হিক্কা। এককালেই সমস্ত অনুভাব-লক্ষণ উদিত হয় না; রসের কার্য্য যেরূপ হইতে থাকে, সেইরূপ কোন কোন লক্ষণ সময় সময় উদিত হয়।

সাত্ত্বিকবিকার ৮ প্রকার—(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) বেপথু (৫) বৈবর্ণ, (৭) অশ্রু এবং (৮) প্রলয়।

ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব—তেত্রিশটি, যথা—(১) নির্ব্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মর্দ্দ, (৭) গর্ব্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মার, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃতি, (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি এবং (৩৩) প্রবোধ।

শান্তভক্তিরস

ঋষিগণের দ্বারা যে স্থায়ী শান্তিরতি আস্বাদনীয় হয়, তাহাকে শান্ত-ভক্তিরস বলে। যোগিগণের প্রায় ব্রহ্মানন্দরূপ যে সুখ-স্ফূর্ত্তি, তাহা অতি অল্প, আর সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্ফূর্ত্তিরূপ যে-ঈশময় সুখ, তাহাই প্রচুরতর। সেই ঈশময় সুখেও শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎকারেরই গুরুতরত্ব-হেতু দাস্যরসের ন্যায় মনোজ্ঞলীলাদির স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকারের গুরুতরত্ব-হেতু হয় না অর্থাৎ

আত্মারাম মুনিগণ কেবল ভগবৎসাক্ষাৎকারমাত্রেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন; দাসাদির ন্যায় লীলাদিতে তাঁহাদের রুচি উৎপন্ন হয় না।

প্রীতিভক্তিরস বা দাস্যবৃত্তিরস

শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি এই রসকে স্পষ্টরূপে উত্তম বলিয়াছেন ও নাট্যাদিতে এই রস "প্রেমভক্তি" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। নামকৌমুদীকার ইহাকে 'স্থায়ী রতি' ও সুদেবাদি ইহাকে 'শান্ত' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

অনুগ্রহপাত্রের দাসত্ব ও লালনীয়ত্ব-হেতু এই দাস্যরস দুইপ্রকার—(১) সম্ভ্রমদাস্য ও (২) গৌরবদাস্য। দেহসম্বন্ধাভিমান-প্রযুক্ত "কৃষ্ণ আমার গুরু"—এইরূপ যে বুদ্ধি, তাহাকে 'গৌরব' বলা যায়, লালকের প্রতি তন্ময়ী যে-প্রীতি তাহা গৌরবপ্রীতি।

সখ্য বা প্রেয়োভক্তিরস

সখ্য বা প্রেয়োরস দুই প্রকার, (১) গৌরবসখ্য, যাহাতে সম্ভ্রমবুদ্ধি বর্ত্তমান, আর (২) বিশ্রম্ভসখ্য। পরস্পর সর্ব্বপ্রকারে নিজের সহিত অভেদপ্রীতিরূপ গাঢ়বিশ্বাস-বিশেষের নাম বিশ্রম্ভ। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩ লঃ ৪৬) 'সখা' পুর অর্থাৎ দ্বারকাপুরী-সম্বন্ধী ও ব্রজসম্বন্ধী-ভেদে দুইপ্রকার।

বৎসল-রস

'আমি বড়'—এইরূপ জ্ঞান, শিক্ষাপ্রদানকারিত্ব ও লালকত্বাদি গুণ বৎসলরসের গুরুবর্গে প্রকাশিত। যশোদা, নন্দ, রোহিণী, ব্রহ্মা যাঁহাদের পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, সেইসকল গোপীগণ, দেবকী ও দেবকীর সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব ও সান্দীপনিমুনি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৎসলরসের গুরুবর্গ এবং ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সমুদয় গুরুবর্গের মধ্যে নন্দ ও যশোদাই প্রধান।

মধুর-ভক্তিরস

মধুরভক্তিরসকে মুখ্যভক্তিরস বলা হয়। জড়রসাশ্রিত ব্যক্তিগণ ঈশ্বরপরায়ণ হইলে নিবৃত্তিধর্ম্মে রুচিবিশিষ্ট হয়। যে-পর্য্যন্ত তাহাদের চিদ্‌রসে অধিকার না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহাদের মধুরস-প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। সেই সকল লোকের মধুর-রসের উপযোগীতা নাই, মধুর-রস স্বভাবতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বিগাহ; ইহার অধিকারী সুদুর্ল্লভ। দ্বারকায় যে-বৈধপতিপত্নী-ভাগবতরস অথবা সীতা ও রামের মধ্যে যে-রস বর্ত্তমান, তাহা ঠিক কেবল মধুর-রস নহে, তাহা ঐশ্বর্য্যমিশ্র, তাহাতে দাস্যরসই

প্রধান। একমাত্র কেবল মধুর-রস সর্ব্বোৎকর্ষে বর্ত্তমান। সেই মধুর-রস দুইপ্রকার—(১) বিপ্রলম্ভ ও (২) সম্ভোগ।

সম্ভোগবিগ্রহই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভোগ করাইবার জন্য সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গে ব্যাকুল মহাভাবস্বরূপা বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীচৈতন্যদেব এই বিপ্রলম্ভের বিগ্রহরূপে অর্থাৎ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাব-কান্তিসুবলিতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহাভাব-বিপ্রলম্ভই সম্ভোগকে পুষ্টি করে। বিপ্রলম্ভদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ অধিকতর চমৎকারিতাপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়। মহাভাবের-দ্বারাই রসরাজের লীলার পুষ্টি ও তাহা নবনবায়মান চমৎকারিতার বিভূষণে ভূষিত হইয়া থাকে। যখন রসরাজের চিত্তে মহাভাবের সুখা-স্বাদনের **তিনটি গূঢ় বাঞ্ছা** উদিত হয়, তখনই মহাভাব-রসরাজমিলিত-তনু বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে অবতারলীলা প্রকাশ করেন। রসরাজ বিষয়ালম্বন আর মহাভাবস্বরূপা রাধিকা আশ্রয়ালম্বন। (১) রসরাজ কৃষ্ণ প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয় সুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং আশ্রয়ালম্বন মহাভাবরূপা রাধিকার ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা আস্বাদন করিবেন, এইরূপ একটি বাঞ্ছা করেন। (২) রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্ছা এই যে, তাঁহার নিজমাধুরী মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা যাহা আস্বাদন করেন, তাহা জগদাকর্ষক হইলেও কৃষ্ণ আস্বাদন করিতে পারেন না। সুতরাং মহাভাবস্বরূপা রাধিকার ভাবকান্তি স্বীকার করিয়া রসরাজ নিজমাধুরী আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন। (৩) বিষয়বিগ্রহ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় ইচ্ছা এই যে, তিনি মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখ যাহা লাভ করেন, তাহা অপেক্ষা আশ্রয়বিগ্রহ রাধিকা বিষয়বিগ্রহের সঙ্গে অধিকসুখ লাভ করিয়া থাকেন। কাজেই রসরাজে এমন এক অপূর্ব্ব রস আছে, যাহার সেবা করিয়া রাধিকার অধিক সুখ হয়। বিষয়-বিগ্রহ-রসরাজের পক্ষে বিজাতীয়ভাবে সেই রস আস্বাদন করা সম্ভব হয় না। মহাভাবস্বরূপিণী রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সজাতীয়ভাবে সেই বিপ্রলম্ভ বা মহাভাব-রসানন্দ আস্বাদন করিতে পারিবেন, এই বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য রসরাজ মহাভাবস্বরূপিণীর ভাব-কান্তি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হন। তাহাই রসরাজ-মহাভাব-মিলিততনু, বা "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"।

এই অপ্রাকৃত রসরাজের রসচমৎকারিতার কথা—অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-অবতারের গূঢ়ত্ব উপলব্ধিবিষয়ে অধিকার সুদুর্লভ, এজন্য শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

ফল্গুবৈরাগ্যনির্দ্দগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদর্ব্বহির্মুখাঃ॥
ইত্যেষ ভক্তিরসিকৈশ্চৌরাদিব মহানিধিঃ।
জরন্মীমাংসকাদ্রক্ষ্য কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা॥
সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবাস্বুরস্যতে॥ (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫।৭৬-৭৮)

যাঁহারা ফল্গুবৈরাগ্যানলের দ্বারা দগ্ধ অর্থাৎ ভক্তি-বিষয়ে উদাসীন হইয়া কেবলমাত্র শুষ্ক-বৈরাগ্যকেই সাধন বলিয়া মনে করিয়াছেন, যাঁহারা শুষ্কজ্ঞানের আশ্রয়ে হৈতুক অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিকে অনাদর করিয়া কেবল তর্কমাত্রেই নিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন, যাঁহারা মীমাংসক অর্থাৎ কর্ম্মবাদী ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানকারী—তাঁহারা ভক্তিরস আস্বাদনে বহির্ম্মুখ। অতএব চোর হইতে যেমন মহানিধি রক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ পূর্ব্ব-মীমাংসককর্ম্মবাদী হইতে সর্ব্বদা কৃষ্ণভক্তিরসকে ভক্তিরসিকেরা গোপন রাখিবেন। **অভক্তগণ শুদ্ধভগবদ্ভক্তিরস আস্বাদন করিতে পারে না। তাহাদের নিকট ভক্তিরস সর্ব্বপ্রকারেই দুরূহ। ভগবানের চরণকমলই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, সেই ভক্তগণই ভক্তি-রস আস্বাদন করিতে পারেন।**

এইজন্যই রসরাজ-মহাভাব-মিলিততনু গৌরসুন্দরের অবতারের গূঢ় কারণ বর্ণন করিয়া রূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

এসব সিদ্ধান্ত গূঢ়,—কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে, কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ॥
এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৩১-২৩৬)

মহাভাব-রসরাজলীলার পরিকর শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুদেব ও আচার্য্য-দেবের পাদপদ্মের কৃপাবিন্দু যাচ্ঞা করিয়া এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের দিগ্‌দর্শন করিলাম, ইহাতে আমার ধৃষ্টতা ও অজ্ঞানকৃত অপরাধ শুদ্ধ-বৈষ্ণববৃন্দ ক্ষমা করিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

—প্রকাশকের সঙ্কলিত

সাধুর মতলব

আমরা পোষাক দেখিয়া সাধু ঠিক করি। সাধুর পোষাক অনেক রকম। গৃহস্থের মত কাপড়চোপড় পরিয়া সঙ্গে সঙ্গে কিছু ধার্ম্মিকের চিহ্ন ধারণ করা এবং ভাল ভাল কথা বলা, ইহাদিগকে গৃহসাধু বলে। আর এক রকম সাধু আছেন, তাঁহাদিগকে ত্যাগীসাধু বলে। ইহারা গৃহস্থের পোষাক ত্যাগ করিয়া গৈরিক কাপড় পরেন, জটা রাখেন, রুদ্রক্ষাদি ধারণ করেন, গায়ে ছাই মাখেন। আর এক রকম সাধু আছেন, তাঁহারা কাপড় পরেন, বা তাহা না পরিয়া পরমহংসের শুভ্র বসন পড়েন, মাথা মুড়ান, শিখা রাখেন বা অশিখ থাকেন, হরিমন্দির তিলকে ভূষিত হন, গলায় তুলসী ধারণ করেন। এইরূপ অনেক সাধু দেখিতে পাই।

একটি কথা আছে "ভেকে ভিখ মিলে"। মানুষ যখন পরিশ্রম করিয়া ভাল খাইতে পারিতে পায় না, তখন কেহ কেহ ভিখ পাইবার জন্য বেশ পরিয়া সাধু সাজেন। এই জাতীয় ভিখারী আমরা প্রতিদিন ঘরে বসিয়া হাজার হাজার দেখিতে পাই। কিন্তু দেখিতে ঠিক ইহাদিগেরই মত, সত্য সত্য সাধু মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান।

নকল সাধুগুলি গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া ভিক্ষা চায়, কাকুতি মিনতি করে, আশীর্ব্বাদ করে বা নিরাশ হইয়া অভিশাপ দেয়। তাহারা উদরের চিন্তায় অস্থির, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত। ইহাই সাধুর বেশধারী অসাধুর মতলব।

যাঁহারা যথার্থই সাধু, তাঁহাদিগের অপর নাম 'সৎ'। 'সৎ' বলিলে আমরা সাধারণতঃ ভাল লোক মনে করি—সত্য কথা বলে, ভিখারী দেখিলে পয়সা দেয়, ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য দেয়, মাথা উঁচু করিয়া কথা কয় না, কাহাকেও কর্কশ কথা বলে না—ইহাকেই সাধারণতঃ সৎ বা সাধু বলে। কিন্তু সাধারণ লোকের বিচার ও শাস্ত্রের বিচার পৃথক্। শাস্ত্রে—যিনি চিরকাল এক অবস্থায় আছেন, যিনি এখন কর্ম্ম করেন না, যাহা বদলাইয়া যায় এমন জিনিষ লইয়া যিনি ব্যস্ত হন না, যাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং যিনি ভগবান্ ছাড়া আর সকল জিনিষকে অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বা পরিবর্ত্তনশীল মনে করিয়া তাহা ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হন না তাঁহাকে সাধু বা সৎ বলিতেছেন।

এই দুই প্রকার সাধুর বিষয় আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে, যাহাকে নকল সাধু বলি, তাহা একটি পরিবর্ত্তনশীল মাংসপিণ্ড—আর মানুষের, উপরে কতকগুলি আশ্রমের পরিচায়ক-চিহ্ন। এই সাধুর মতলব ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা বিনাশ্রমে বিনাব্যয়ে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া। কিন্তু শাস্ত্র লোকের মনেতে ধূলি দেওয়ার জন্য কতকগুলি বেশপরান এই মাংসপিণ্ডকে 'সৎ' বা সাধু বলেন নাই। 'সৎ' বস্তু একমাত্র ভগবান্—তিনি সৎ অর্থাৎ নিত্যকাল একই ভাবে আছেন, কেহ তাঁহার থাকা লোপ করিতে বা বদলাইতে পারে না। 'জীব' তাঁহার অণু অংশ বলিয়া জীবও সৎ। এই জীব বিভিন্ন দেহে থাকিতে পারে—তবুও কিছুমাত্র বিকৃত বা রূপান্তরিত হন না। জীবের এই তত্ত্বটি যে-জীব ভুলিয়া যান, তিনি নিজেকে অ-সৎ বোধ করেন—অর্থাৎ জীবের আশ্রয় দেহটিকে জীব মনে করিয়া সেই দেহটিরই সুখের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু যে-জীব বোধ করেন, তিনি যে-দেহটিকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাহা তিনি নহেন—তিনি সৎ—ভগবানের সেবাকারী অণু অংশ, তাঁহাকেই শাস্ত্রে সৎ বা সাধু বলিয়াছেন। আমরা সৎ বা সাধু বলিলে এই বোধসম্পন্ন জীবকেই বুঝিব। এই জীবের মতলব ভিন্নপ্রকার।

এই সাধুর আগমনে গৃহস্থের চিত্তে আহ্লাদের সঞ্চার হয়, দূর দেশ হইতে দীর্ঘকাল পরে পিতার আগমনে পিতার আদর্শ-ক্লিষ্ট পুত্রের যে-প্রকার আনন্দ উছলিয়া উঠে, সাধুর দর্শনে, সাধুর সঙ্গ-লাভে, যাহারা ভগবানের সেবা বা ভজন ছাড়িয়া সংসারের তাপে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহারা

পরম আত্মীয়-লাভের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং নিজের দুঃখের কথা বলিয়া তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সাধুর মতলব যাহা গৃহস্থ তাহাই চাহিয়া বসে।

সাধুর উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে তিনি দেখিতে পান, জীব নিজেকে অসাধু বা অসৎ বোধ করিয়া কতই না ক্লেশ ভোগ করিতেছে—তিনি তাঁহার এই ক্লেশের মূল-উৎপাদনে যত্নশীল। জীবের এই দুঃখ শুধু এই এক জন্মের নহে লক্ষ লক্ষ জন্ম সে ভোগ করিতেছে। কি করিলে জীবের এই ক্লেশ দূর হইবে, তাহার ব্যবস্থাও ভগবান্ নিজে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "জীবে দয়া করিতে হইলে তুমি আমার নামে রুচিবিশিষ্ট হও।" যে জিনিষে আমাদের রুচি জন্মে তাহা আমরা ত্যাগ করিতে কষ্টবোধ করি। সুতরাং যাহারা সৎ, তাঁহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না, এবং এই-নাম কীর্ত্তনদ্বারা তিনি অপর অসৎ-বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবকে সৎ-বুদ্ধিবিশিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং সাধুর মতলব—"জীবে দয়া—নামে রুচি।"

বাজারে নকল নোট চলে বলিয়া কি আসল নোটের সমাদর নাই? কিংবা নকল নোট বাজারে আছে বলিয়া কি আমরা আসল নোট গ্রহণ করিব না? কিংবা আসল নোটকেও নকলের দলে ফেলিয়া নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইব? —আমরা এমন বোকা নহি। এই নকল বা চালাকীর দিনেও বাজারে আসলকে পরীক্ষা করিয়া যত্নের সহিত গ্রহণ করিব, নকলকে দূরে রাখিব এবং নকল-প্রদাতাকে বিচারলয়ে প্রেরণ করিব—যাহাতে নকলের প্রসার বৃদ্ধি না পায়।

সাধুর মতলবের মধ্যে এইটীও একটি বড় মতলব। তাঁহারা মেকীর লক্ষণ ঢেঁড্রা পিটাইয়া সকলকে বলিয়া বেড়ান এবং সকলকে সাবধান করেন। যাহারা নিজেরা মেকী বা নকল, তাহারা সাধুর এই মতলবকে 'নিন্দা' আখ্যা প্রদান করতঃ অন্ধকারের আড়ালে থাকিয়া গলাবাজি করিয়া বেড়ান। তাই সাধুর কথা—"সাধু সাবধান"!

—শ্রীনিত্যানন্দদাস অধিকারী

কলির আত্মকাহিনী

আমার নাম কলি। আমার নাম সকলেরই সুপরিচিত। আমি অধর্ম্মবন্ধু হইলেও ধার্ম্মিকেরাই আমার মহিমা বিশেষ জানেন। সে অনেকদিনের কথা—যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন তিনি একদিন আমার একটী আচরণ স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া আমাকে পৃথিবী হইতে তাড়াইয়া দিবার যোগাড় করিলেন। কিন্তু আমি অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করিলে তিনি দয়া-পরবশ হইয়া আমার থাকিবার জন্য চারিটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যথা—১) দ্যূতক্রীড়া, ২) পান, ৩) স্ত্রীসঙ্গ ও ৪) প্রাণি-বধ। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, সব সময় ঐ চারিটী স্থান পৃথক্ পৃথক্ থাকা অসুবিধা হইতে পারে, তখন পরীক্ষিৎ মহারাজের হাতে পায়ে ধরিয়া এমন একটী স্থান চাহিলাম, যেখানে ঐ চারিটী জিনিষই একসঙ্গে পাওয়া যায়। মহারাজ তখন একখণ্ড স্বর্ণ দিয়া বলিলেন,—এই স্থানে তোমার অভীষ্ট সবই পাইবে। ঐ স্বর্ণখণ্ড হইতে অসত্য, মদ, ক্রোধ ও শত্রুতা—এই পঞ্চবিধ উপসর্গও নির্গত হইল। তাস-পাশা, দশপঁচিশ প্রভৃতি ক্রীড়া সকলেই আমার বিশ্রাম-স্থান। বিলাতের আমদানী রেস ও লটারী হাউসেও আমারই অনুষ্ঠান। রাজরাজারা আমার স্থানকে বড় ভালবাসেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে স্বর্ণ সেখানেই আমি। নলরাজা, পুষ্কর, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, শকুনি, দিল্লীর বাদসারা সকলেই আমার এই স্থানকে বহুমানন করিয়া অবশেষে সর্ব্বনাশ লাভ করিয়াছেন। এখনও আমার এই স্থানটির আদর, পথে যাইতে যাইতে কত দোকানে, রাস্তায়-ঘাটে তিলক-মাল্যধারীদের হোটেলরূপ আখড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার দ্বিতীয় স্থানটির কথা বলি; আমার এই স্থানটি বিচিত্রতাপূর্ণ। কোনও স্থানে তরল আকারে, কোনও স্থানে পত্র আকারে, আবার কোনও স্থানে ধূম্র আকারে। তবে আমার এই স্থানটির আদর সাধু-যোগীবেশধারীদের মধ্যেই খুব বেশী। এই সকল লোকেরা এতদূর আমার অধীন হইয়া পড়িয়াছে যে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমার স্থানটিকে বৈরাগ্য ও ভজনের সহায়ক বলিয়া প্রচার করে। কিন্তু যথার্থ সাধুরা বড় চতুর, তাঁহারা ধরিয়া ফেলেন। তাঁহাদের কাছে আমি কোনও রকমে প্রবেশ করিতে পারি না। আমার এই স্থানটির মহিমা ধার্ম্মিকদের তন্ত্র-শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে,—

পূর্ণপুগৌ তাম্রকূটস্তরিতা মাদরা-সুরা।
ব্রতবিধ্বংসিনে হ্যাতে বলিনশ্চত্তোরোত্তরোঃ॥
নাগবল্ল্যাঃ প্রবর্দ্ধন্তে বিলাসেপ্সাঃ সুদুর্জ্জয়াঃ।
গুবাকেন সদা চিত্তচাঞ্চল্যং পরিলক্ষ্যতে॥
তাম্রকূটাৎ মতিভ্রংশো জাড্যং বৈমুখ্যমেব হি।
তরিতাসেবনান্ বুদ্ধনাশঃ কিল ভবিষ্যতি॥
অহিফেনং ধূম্রপানং মাদ্রিকা চাষ্টসংখ্যকা।
স্বল্পকালে প্রর্ব্বয়ন্তি দ্বিপদাংশ্চ চতুষ্পদান্॥
এতে চোপধয়ঃ শশ্বৎ বহির্ম্মুখেষু কল্পিতাঃ
দুর্ব্বৃত্তকলিনা সাক্ষাৎ শুদ্ধভক্তি-নিবৃত্তয়ে॥

তাম্বূল, গুবাকু, তামাক, গাঁজা, মাদরা, সুরা—এই সকল আসব ব্রতধ্বংসকারী। ইহারা উত্তরোত্তর বলবান্। পর্ণসেবনে সুদুর্জ্জয় বিলাসলিপ্সা বৃদ্ধি হয়। গুবাকুদ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্যের উদয় হয়। তাম্রকূটদ্বারা মতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হয়। গাঁজা সেবনে বুদ্ধিনাশ হয়। অহিফেন, ধূম্রপান ও অষ্ট প্রকার মাদ্রিকা অল্পকালের মধ্যে দ্বিপাদগণকে চতুষ্পদতুল্য করিয়া ফেলে। এই উপাধিসকল বহির্ম্মুখ জীবের ভক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য দুর্বৃত্ত কলি সৃষ্টি করিয়াছে। ধার্ম্মিকদের তন্ত্রশাস্ত্রে আরও লিখিত আছে;

সংবিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসং তারিকা তরিতা তথা॥
ইত্যেষ্টৌ সিদ্ধিদ্রব্যাণি ভক্তিহ্রাসকরানি বৈ।
স্বকার্য্য-সিদ্ধয়ে সাক্ষাৎ কলিনা কল্পতানি হি॥

ভাং, কালকূট, তামাক, ধুতুরা, আফিং, খর্জ্জুর-রস, তাড়ি ও গাঁজা—এই আটটী সিদ্ধি দ্রব্য। স্বকার্য্য-সিদ্ধির জন্য কলি সাক্ষাৎ কল্পনা করিয়াছে।

এখন আমার তৃতীয় স্থানটির কথা বলি। এই স্থানটির নাম "স্ত্রী"। এই স্থানটি বড়ই লোভনীয়; কারণ এই স্থানে আমার অধীনস্থ সকল বস্তুই পাওয়া যায়। এখানে মানুষের একাদশ ইন্দ্রিয়েরই সমভাবে সেবা হয়, তবে যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা ধর্ম্ম-পত্নীর সহিত যুক্ত বিহারাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আমার অধিকার নাই। যাহারা স্ত্রৈণ, তাহারা কিন্তু আমার কবলে কবলিত। ইন্দ্রিয়পরায়ণ গৃহব্রত স্ত্রীভক্তগণ নানা প্রকারে কপট যুক্তি দেখাইয়া আমার স্থানের মায়া ছাড়িতে চাহে না। বেশ্যালয়,

রঙ্গালয় প্রভৃতি স্থান ত আমারই রঙ্গভূমি। সেখানে আমার সমস্তগণসহ অবস্থান করি। আবার আজকাল কতগুলি লোক ডোর কৌপীন লইয়াও আমার এই স্থানটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা আমার এই স্থানের লোভ ছাড়িতে না পারিয়া তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া প্রচার করিতেছে। আমার আশ্রয়ে আসিয়া কতকগুলি লোক বেশ্যাগমনাদিকেও আবশ্যক পাপকার্য্য বলিয়া থাকে। কেহ যুক্তি দিয়া বলিয়া থাকে, বেশ্যাদিগকে উপেক্ষা করিলে তাহাদিগকে অনাহারে রাখার দরুণ সে-পাপে ভুগিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, জগতের কেহ উপেক্ষার পাত্র নহে—বেশ্যার মাটিও এত পবিত্র যে তাহা মহামায়ার (দুর্গার) মূর্ত্তি গঠনে আবশ্যক হয়; অতএব তথায় যাইতে কোনও আপত্তি নাই। কেহ কেহ রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির দোহাই দিয়া বেশ্যার সঙ্গও ধর্ম্ম-সাধনের সহায়ক বলিয়া প্রমাণ করে। আমারই আশ্রয়ে আবার কোন কোন ব্যক্তি রস-কীর্ত্তনের দল বাঁধিয়া কামিনী সংগ্রহ করিয়া থাকে। কেহ কেহ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতিকে দেখিয়া একাধিক বিবাহকেই ধর্ম্ম-সাধন বলিতে প্রস্তুত।

এইবার আমার চতুর্থ স্থানটীর কথা বলিব। নানাভাবে আমার এই স্থানটীর আদর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজারা রাজ্য লইয়া পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি আমারই আশ্রয়ে করিয়া থাকেন। এখন যে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ হয়, তার মধ্যে আমিই থাকি, জিহ্বার লোভে আমার চতুর্থ স্থানটিকে সকলেই আদর করে। যাঁহারা কিছু বিলেতী হাওয়া পেয়েছেন, আমার এই স্থানের আদর তাঁহাদের নিকট বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-সমাজেও খুব প্রচলিত, অনেক তিলক-মালাধারীরাও আমার এই স্থানটিকে তাহাদের সাধন-ভজনের সহায় মনে করে। আমাদের এই স্থানের সাহায্যে বল সঞ্চয় করা তাহাদেরও আবশ্যক হয়। মাতৃভক্তগণ জিহ্বার লোভ সাম্‌লাইতে না পারিয়া তাহাদের মা'র নাম দিয়া ধর্ম্ম বলিয়া আমার এই স্থানটির সদ্ব্যবহার করে। সাধুরা তাহাদের কপটতা ধরিয়া ফেলেন; আমার আশ্রিত ব্যক্তিরা কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে না; কারণ আমি তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া থাকি।

ধনীর দুয়ারে আমি খুব পাকা আসর জমাইয়া বসিয়াছি; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরীক্ষিৎ মহারাজ আমাকে এখানে আর সকল অবস্থানের একত্র

সমাবেশ করিয়া দিয়াছেন। তবে তাহাদের মধ্যে যাঁহারা সাধুদের আশ্রয়ে আছেন, সেখানে আমি থাকিতে পারি না। যেমন পরীক্ষিৎ মহারাজের ভয়ে আমি সর্ব্বদা ভীত; অম্বরীষ মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজের চৌদ্দ সীমানায়ও আমার স্থান নাই। বড় বড় রাজধানীতে আমার খুব আড্ডা আছে। গৌড় দেশের রাজধানী, যাহার আদ্য অক্ষরে আমার নাম আছে, সেখানেও আমি বহুদিন খুব আড্ডা বাঁধিয়াছিলাম; মনে করিয়াছিলাম, চিরকাল এরূপ সুখেই কাটাইব। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ সেখান হইতে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আমাকে তাড়াইবার যোগাড় করিতেছেন। তাঁহাদের কাছে আমি কোন ছলেই প্রবেশ করিতে পারি না। তাঁহারা আমার চতুর্ব্বিধ স্থানের কোনটিকেই কোনভাবে আশ্রয় দেয় না। অধিকন্তু, সকল লোককে আমার নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য সতর্ক করিয়া দিতেছেন। এখন আমি বড় শঙ্কিত আছি।

যাহা হউক, আমার নাম-ধামের ত কিছু পরিচয় দিলাম। এখন আমার বিক্রমের কথা কিছু বলি, আমার বিক্রমের অনেক প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে বাহুল্য-ভয়ে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিব। কোনও হিন্দুস্থানী কবি আমার বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া এরূপ লিখিয়াছেন,—

সাচ্চা কহে ত মারে লাঠ্‌ঠা ঝুঠা জগৎ ভুলাই।
গো-রস গলি গলি ফিরে, সুর বৈঠল বিকাই॥
চোরকো ছোড়ো, সাধুকো বাঁধে,
পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ, তেরি তামাসা
দুখ্ লাগে আউর হাসি॥

হে কলি তোমাকে ধন্যবাদ! তোমার তামাসা দেখিয়া আমার হাসিও পায়, আবার কান্নাও আসে। এটা তোমারই রাজত্ব বটে! তোমার শাসনে যে সত্য কথা বলে, তাহার লাঠি খেতে হয়, আর মিথ্যাবাদীর কথায় জগতের লোক মুগ্ধ হয়। দুধ গলি গলি ঘুরিয়া বিক্রয় কর্ত্তে হয়, আর মদওয়ালা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকে, তাহার দোকানে কত খদ্দের। তোমার রাজ্যে চোরকে ছেড়ে সাধুকেই কারাগারে নিক্ষেপ করে, রাস্তার নির্দ্দোষ পথিককে ধরিয়া ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

গৌয়া ছুকে কুত্তা পালে উসকো বাছুর ভুখা
শ্যালেকো উত্তম খিলাওয়ে বাপ না পাওয়ে রুখা
ঘরকা বহুরি পিরীত না পাওয়ে চিত চোরাওয়ে দাসী।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ্ লাগে আউর হাসি॥

ধন্য কলি, তোমার মহিমার বলিহারী যাই। তোমার তামাসা দেখিয়া দুঃখও হয়, হাসিও পায়। তোমার বশ হইয়া লোকে গো-বৎসকে অনাহারী রাখিয়া, তাহার মাতৃদুগ্ধদ্বারা ঘৃণ্য কুক্কুরকে পুষ্ট করে। পরমারাধ্য পিতৃদেবকে উপবাসী রাখিয়া শ্যালককে চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় যোগায়। পতিব্রতা স্ত্রীকে ফেলিয়া দাসীর ন্যায় পরিত্যক্তা বারবনিতার সঙ্গে প্রেম করে।

এক সময় জগতে আমার এতদূর বিক্রম প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, দলে দলে অসুরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিপথ ভ্রষ্ট করিয়া দিবার উপক্রম করিল। তখন ভগবানেরও চিন্তারকারণ হইয়া পড়িল। তিনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত শ্রীশঙ্করকে অসুরগণকে মোহন করিবার জন্য মায়াবাদ-নামক একটী কল্পিত মত প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। আমারই সাহায্য পাইয়া এই 'মত' এখন বহু আকারে জগতে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। আমারই আশ্রয়ে শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ জাত্যাভিমানে স্ফীত হইয়া অবর কুলজাত ব্যক্তিগণকে নানাভাবে পীড়ন করিতে লাগিল—হিংসা-পরবশ হইয়া উপযুক্ত অধিকারীকেও তাহার প্রাপ্য অধিকার দিতে বিমুখ হইল। এমনই আমার প্রভাব যে, লোকসকল স্বয়ং ভগবানের সেবা ছাড়িয়া দিয়া নানা দেবতার পূজায় রত হইল ও ভক্তিবিরুদ্ধ মতসমূহের দ্বারা চালিত হইতে লাগিল। আমার এমনই চক্রান্ত যে, প্রকৃত সাধুগণ তাহাদিগকে সত্য কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও তাহারা উপেক্ষা করিল। ধার্ম্মিকেরা, জীবগণ যাহাতে আমার কবল হইতে রক্ষা পায়, তজ্জন্য কতই না ঔষধের ব্যবস্থা তাঁহাদের শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাদ্বারা কি আমার করাল কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? আমার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া জীবের উত্তমাগতি-লাভের একটি অব্যর্থ ঔষধ আছে—তাহা শাস্ত্রে গোপ্য ছিল। সে প্রায় পাঁচশত বৎসর কালের কথা। স্বয়ং ভগবানের পর্য্যন্ত আসন টলিয়াছিল তিনি সন্ন্যাসীর বেশে অবতীর্ণ হইয়া সেই অমোঘ ঔষটি জীবের দুয়ারে দুয়ারে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। আমিও এদিকে জাল-ঔষধ তৈয়ার করিয়া আমার চরগণের সাহায্যে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যদিগের নিকট উহা বিতরণ

করিতে লাগিলাম। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ মহাপুরুষ-প্রদত্ত ঔষধটিকে অতি ক্ষুদ্র মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলেন ও নানাবিধ বাহ্য-চাকচিক্যপূর্ণ আমার ঔষধের আদর করিতে লাগিলেন। আমার এজেণ্টগণের পরামর্শে কেহ মহাপুরুষ-প্রদত্ত ঔষধটি পাইয়াও প্লেগ, ওলাউঠা, মহামারী ও পাপ-নিবারণের জন্য উহা ব্যবহার করিতে লাগিল—সুতরাং ক্ষুদ্র ফলেই মুগ্ধ হইয়া রহিল—সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল লাভে বঞ্চিত হইল। সেই যতীশ্বর জীবকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তুমি এই অব্যর্থ ঔষধটী সুপথ্যের সহিত দান করিবে। কিন্তু তাঁহার কথা অমান্য করিয়া কেহ কেহ সুপথ্য গ্রহণ না করায় ঐ ঔষধটীদ্বারা স্বয়ং ফল পাইল না, অথচ তদ্দ্বারা খুব একটা রোজগারের পন্থা বাহির করিয়া লইল। আবার বলিতে লাগিল, কুপথ্য করিয়া ঔষধ-সেবনেও ফল পাইবে। লোভিগণের অনেক সুযোগ হইল। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিল না যে, তাহারা আমারই চক্রান্তে পড়িয়াছে। লোকে যাহাতে সন্ন্যাসি-প্রদত্ত অব্যর্থ ঔষধটীর প্রকৃত সন্ধান না পায়, এরূপ নানাজাল আমি বিস্তার করিতে লাগিলাম। আমার বাহাদুরীর কথা আমি একমুখে আর কত বলিব?

হিতবাণী

অনলে পতিত পতঙ্গের মত
ভস্মীভূত জীব হ'য়ো না, হ'য়ো না।
জ্বালিয়ে প্রবল ভোগ-ত্যাগানল
শান্তিতরু দগ্ধ ক'রো না, ক'রো না॥

সেবার সাগরে দিবা-বিভাবরী,
খেলিছে প্রেমের আনন্দ-লহরী
ভাসাও তাহাতে এ' জীবন-তরী,
সুধা ফেলি' জড়ে ম'জো না, ম'জো না॥

ত্যজি' ভোগ-ত্যাগ কুসঙ্গের সঙ্গ,
সিদ্ধান্ত-তরঙ্গে সদা কর রঙ্গ
চাও যদি নিত্য শ্রীহরি-প্রসঙ্গ
গৌরভক্ত-সঙ্গ ত্য'জো না ত্য'জো না॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৫শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ১ শ্রীধর, ৪৮৭ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩১ আষাঢ়, ১৩৮০ ; ইং ১৬।৭।১৯৭৩ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ইয়ং মঙ্গলরূপা স্যাৎ গোবিন্দবিরুদাবলী।
যস্যাঃ পঠনমাত্রেণ শ্রীগোবিন্দঃ প্রসীদতি॥

যাহা পাঠমাত্র শ্রীগোবিন্দ প্রসন্ন হন, সেই মঙ্গলময়ী গোবিন্দবিরুদাবলী লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে সরসিজনয়ন স্রষ্টুমাক্রীড়নানি
স্থাণুর্ভংক্ত্বং চ খেলাখুরলিতমতিনা তানি যেন ন্যযোজি।
তাদৃক্ ক্রীড়াণ্ডকোটীবৃতজলকুড়বা যস্য বৈকুণ্ঠকুল্যা
কর্ত্তব্যা তস্য কা তে স্তুতিরিহকৃতিভিঃ প্রোজ্ঝ্য লীলায়িতানি॥

হে সরসিজ নয়ন শ্রীকৃষ্ণ! তুমি ক্রীড়াসক্তমতি হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ক্রীড়াস্থান-স্বরূপ ত্রিভুবন সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিয়াছ

এবং উহা সংহার করিবার নিমিত্ত মহাদেবকে নিযুক্ত করিয়াছ, কিন্তু ঐরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ত্বদীয় বৈকুণ্ঠধামস্থিত বিরজা নদীর অঞ্জলি পরিমিত জলে বিরাজ করিতেছে, সুতরাং পণ্ডিতগণ তোমার অপার ঐশ্বর্য্য বর্ণনে অক্ষম হইয়া তোমার মধুর গুণলীলা অর্থাৎ মানবলীলা-সম্ভূত কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

নিবিড়তর-তুরাষাহস্তরীণোষ্মসম্প্য-
দ্বিঘটনপটুখেলাড়ম্বরোর্মিচ্ছটস্য।
সগরিমগিরিরাজচ্ছত্রদণ্ডায়িতশ্রী-
র্জ্জগদিদমঘশত্রোঃ সব্যবাহুর্ধিনোতু ॥

যিনি শ্রীবৃন্দাবনে বাল্যলীলাচ্ছলে গোবর্দ্ধনধারণ করিয়া ইন্দ্রের হৃদয়গত প্রবল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন এবং ঐ সময়ে ছত্রস্বরূপ করিয়া গোবর্দ্ধন ধারণ করায় যাঁহার বামহস্ত উহার দণ্ডস্বরূপ হইয়াছিল, সেই পাপনাশন শ্রীকৃষ্ণের সেই বামবাহু জগতের সকলকে পরিতৃপ্ত করুন।

চণ্ডবৃত্তায়াঃ কলিকাখ্যায়াঃ নখে বর্ণিতম্।

অভ্রমুপতিমদমর্দ্দিপদক্রম বিভ্রমপরিমললুপ্তসুহৃচ্ছ্রম।
তুষ্টদনুজবলদর্পবিমর্দ্দন তুষ্টহৃদয়সুরপক্ষবিবর্দ্ধন।
দর্পকবিলসিতসর্গনিরর্গল সর্পতুলিতভুজ কর্ণগকুণ্ডল।
নির্ম্মলমলয়জচর্চ্চিতবিগ্রহ নর্ম্মললিতকৃতসর্পবিনিগ্রহ।
দুষ্করকৃতিভরলক্ষণবিস্মিত পুষ্করভবভয়মর্দ্দনসুস্মিত।
বৎসলহলধরতর্কিতলক্ষণ বৎসরবিরহিতবৎসসুহৃদ্গণ।
গর্জ্জিতবিজয়িবিশুদ্ধতরস্বর তর্জ্জিতখলগণদুর্জ্জনমৎসর ॥ বীর ॥
তব মুরলীধ্বনিরমরীকামাম্বুধিবৃদ্ধিশুভ্রাংশুঃ।
অচটুলগোকুলকুলজাধৈর্য্যাম্বুধিপানকুম্ভজো জয়তি ॥
ধৃতগোবর্দ্ধন সুরভীবর্দ্ধন পশুপালপ্রিয় রচিতোপক্রিয় ॥ ধীরঃ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার গমন দেখিয়া ঐরাবত হস্তির মদগর্ব্ব খর্ব্ব হয়, তোমার কান্তি ও শ্রীঅঙ্গের সৌরভে আত্মীয়বর্গের শ্রান্তি দূর হয়, তুমি দুর্দ্দান্ত দানবগণের বলদর্প দূর করিয়াছ, দেবগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া তোমাকে পরম সহায় বলিয়া বোধ করিতেছেন, তুমি স্বাধীনভাবে কন্দর্পজনিত

মুখ্যরস আস্বাদন করিতেছ, তোমার ভুজদ্বয় সর্পের ন্যায় সুবর্ত্তুল ও লম্বমান, দোদুল্যমান মকরকুণ্ডলে তোমার কর্ণযুগল সুশোভিত, নির্ম্মল চন্দনাদি অনুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, ব্রহ্মাদির অসাধ্য সর্পাকার অঘাসুরকে তুমি বাল্যলীলাচ্ছলে বিনাশ করতঃ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া তোমার 'অমোঘমোচন' নাম হইয়াছে, ব্রহ্মা তোমার ঐশ্বর্য্য পরীক্ষার নিমিত্ত গোবৎসাদি হরণ করিয়া ক্রমে বিস্মিত ও মনে মনে অপরাধী হইলে তুমি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছ, ব্রহ্মা গোবৎসাদি হরণ করিলে তুমি সেই সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৃন্দাবনবিপিনে বিহার করিতেছ, এ ঐশ্বর্য্য তোমার প্রিয় অগ্রজ বলদেবই কেবল বুঝিয়াছিলেন, ব্রহ্মা ত্বদীয় কৃপায় মায়াশূন্য হইয়া একবৎসর পর ত্বদীয় গোবৎস ও গোপবালকগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, নবীন মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় তোমার গম্ভীর স্বর, তুমি খল ও মাৎসর্য্যপরায়ণ দুর্জ্জনদিগকে পরাভব করিয়াছ। যিনি দেবপত্নীগণের কাম-সমুদ্র বৃদ্ধি করিতে শশাঙ্কস্বরূপ এবং ধীরস্বভাব ব্রজরমণীগণের ধৈর্য্যসমুদ্র-পানে যিনি অগস্ত্যমুনিস্বরূপ, সেই তোমার মুরলীধ্বনির জয় হউক। তুমি গোবর্দ্ধনধারী ও সুরভীগণের পালক এবং পশুপালপ্রিয় এবং ভক্তগণের অদ্বিতীয় সহায়।

ভুজঙ্গরিপুচন্দ্রকস্ফুরদখণ্ডচূড়াঙ্কুরে
　　নিরঙ্কুশদৃগঞ্চলভ্রমিনিবদ্ধভৃঙ্গভ্রমে।
পতঙ্গদুহিতুস্তটীবনকুটীরকেলিপ্রিয়ে
　　পরিস্ফুরতু মে মুহুস্ত্বয়ি মুকুন্দ শুদ্ধা রতিঃ॥ বীরভদ্রঃ॥

হে মুকুন্দ! তোমার চূড়া সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত তোমার অপ্রতিহত নয়ন সঞ্চালন দেখিয়া ভ্রমরগণ নিস্তব্ধ হইতেছে, তুমি কালিন্দীতীরস্থ নিকুঞ্জকুটীরে কেলি করিতে ভাল বাস, অতএব নিরন্তর তোমাতে আমার বিশুদ্ধ অনুরাগ হউক।

উত্তদ্বিদ্যুদ্দ্যুতিপরিচিতপট সর্পৎসর্পস্ফুরদুরুভুজতট।
খস্থস্বস্থত্রিদশযুবতিনুত রক্ষদ্দক্ষপ্রিয়সুহৃদনুসৃত।
মুগ্ধস্নিগ্ধব্রজজনকৃতসুখ নব্যশ্রব্যস্বরবিলসিতমুখ।
হস্তন্যস্তস্ফুটসরসিজবর সর্জ্জদ্গর্জ্জৎখলবৃষমদহর।

যুদ্ধক্রুদ্ধপ্রতিভটলয়কর বর্ণস্বর্ণপ্রতিমতিলকধর ।
রুষ্যত্তুষ্যৎযুবতিষু কৃতরস ভক্তব্যক্তপ্রণয়মনসি বস ॥ বীর ॥

তুমি বিদ্যুন্মালার ন্যায় পীতাম্বরে সুশোভিত, অকুটিল গতি সর্পের ন্যায় তোমার বিশাল ভুজদ্বয়, অমরবধূগণ আকাশস্থ হইয়া প্রসন্নচিত্তে তোমার স্তব করিতেছেন, স্নেহ বশতঃ রক্ষায় তৎপর শ্রীদামাদি প্রিয় সুহৃদগণের তুমি সর্ব্বদা অনুগত, তোমার স্নেহভাজন পরমসুন্দর ভক্তগণ ব্রজে বাস করিয়া তোমার লীলারস প্রকাশ করিয়াছেন, নব্য ও সুশ্রাব্য স্বরদ্বারা তোমার মুখাম্বুজ সুশোভিত, তোমার দক্ষিণ হস্তে লীলাপদ্ম শোভা পাইতেছে, দুর্দ্দান্ত ও হিংস্রক বৃষাসুরের মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ ; তুমি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কোপস্বভাব রিপুগণ বিনাশ করিয়াছ, স্বর্ণবর্ণ তিলকদ্বারা তোমার ললাটে সুশোভিত, প্রণয়-কলহে রুষ্ট ও বিশেষ আদর বশতঃ সন্তুষ্ট লাভে ব্রজযুবতীগণের প্রতি তোমার বিশেষ অনুরাগ, হে বীর ! তুমি ভক্ত-জনের প্রেমপূর্ণ মানসে বাস কর ।

প্রচুরপরমহংসৈঃ কামমাচম্যমানে
প্রণতমকরচক্রৈঃ শশ্বদাক্রান্তকুক্ষৌ ।
অঘহর জগদণ্ডাহিণ্ডিহিন্দোলহাসে
স্ফুরতু তব গভীরে কেলিসিন্ধৌ রতির্নঃ ॥
উদ্গীর্ণতারুণ্য বিস্তীর্ণকারুণ্য
গুঞ্জালতাপিঞ্ছপুঞ্জাঢ্যতাপিঞ্ছ ॥ ধীর ॥

হে অঘহর ! অপূর্ব্ব রস বলিয়া পরমহংসগণ যাহা আস্বাদন করেন, ভক্তরূপ মকরগণ যাহার মধ্যে নিরন্তর বাস করিতেছেন এবং যাহার তরঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড চঞ্চল হইতেছে, ঈদৃশ অতি গভীর ত্বদীয় লীলাসমুদ্রে নিরন্তর আমার অনুরাগ থাকুক । হে ধীর ! তুমি নবোদিত যৌবন-প্রভাবে সুশোভিত সুবিস্তীর্ণ করুণারসে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে গুঞ্জা ও মাধবীলতা-বেষ্টিত তমালতরু-স্বরূপ ।

উচিতঃ পশুপত্যলংক্রিয়ায়ৈ, নিতরাং নন্দিতরোহিণীযশোদঃ ।
তব গোকুলকেলিসিন্ধুজন্মা. জগদুদ্দীপয়তি স্ম কীর্ত্তিচন্দ্রঃ ॥ সমগ্রঃ ॥

যিনি পশুপতির (মহাদেবের ও নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দের) প্রধান ভূষণ, যিনি রোহিণী-যশোদার (পক্ষে রোহিণী নক্ষত্রের যশোভাগ্য প্রদান করেন)

আনন্দবর্দ্ধন করেন, তোমার ব্রজলীলারূপ-সমুদ্রে যাঁহার জন্ম, এই প্রকার ভবদীয় কীর্ত্তিচন্দ্র জগৎ আলোকিত করুন।

অরিষ্টখণ্ডন স্বভক্তমণ্ডন প্রযুক্তচন্দন প্রপন্ননন্দন।
প্রসন্নচঞ্চল স্ফুরদ্দৃগঞ্চল শ্রুতিলম্বকভ্রমৎকদম্বক।
প্রকৃষ্টকন্দর প্রবিষ্টসুন্দর স্থবিষ্ঠসিন্ধুরপ্রসর্পবন্ধুর ॥ দেব ॥
বৃন্দারকতরুবীতে বৃন্দাবনমণ্ডলে বীর।
নন্দিত বান্ধববৃন্দঃ সুন্দর বৃন্দারিকা রময় ॥ ৮ ॥
খলিনীড়ুম্বক মুরলীচুম্বক জননীবন্দক পশুপীনন্দক ॥ ধীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি বৃষাসুরকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি নিজ-ভক্তগণের হৃদয়ের ভূষণ, চন্দনাদি অনুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত, তুমি প্রপন্ন জনের আনন্দপ্রদ, তোমার নয়নযুগল চঞ্চল ও সুপ্রসন্ন, তোমার কর্ণযুগলে লম্বমান কদম্বকুসুম শোভা করিতেছে, তুমি বিহারার্থ গোবর্দ্ধনগুহায় প্রবেশ করিলে তখন তোমার অপূর্ব্ব শোভা হয়, উৎকৃষ্ট মাতঙ্গের গমনের ন্যায় তোমার সুন্দর গমন। হে বীর! তুমি বান্ধবগণের আনন্দপ্রদ এবং সুন্দর তরু-লতাকীর্ণ এই শ্রীবৃন্দাবনে সুন্দরী ব্রজরমণীদিগকে বিহার করাইতেছ। তুমি খলব্যক্তির শাস্তা, তুমি মুরলীপ্রিয়, তুমি জননী যশোদাকে বন্দনা কর, তুমি গোপীগণের আনন্দবর্দ্ধক।

অনুদিনমনুরক্তঃ পদ্মিনীচক্রবালে
নবপরিমলমাদ্যচ্চঞ্চরীকানুকর্ষী।
কলিতমধুরপদ্মঃ কোঽপি গম্ভীরবেদী
জয়তি মিহিরকন্যাকূলবন্যাকরীন্দ্রঃ ॥ অচ্যুতঃ ॥

যিনি পদ্মিনীবৃন্দে অর্থাৎ তল্লক্ষণাক্রান্ত যুবতীবৃন্দে অনুরক্ত (পক্ষান্তরে কমলপুষ্পসমূহে যিনি অনুরক্ত), যিনি শ্রীঅঙ্গের গন্ধদ্বারা ভ্রমরগণ আকর্ষণ করিতেছেন (পক্ষে মদক্ষরণহেতু যিনি ভ্রমরমালা আকর্ষণ করিতেছেন), যাঁহার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী বিরাজমানা (পক্ষে শোণবর্ণ চিহ্নদ্বারা যাঁহার অঙ্গ পরিব্যাপ্ত), যিনি গূঢ়ার্থবিৎ (পক্ষে নিরঙ্কুশ) এই প্রকার কালিন্দী-তটিনী করীন্দ্রস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক। (ক্রমশঃ)

পত্রাবলী *

[দীক্ষা ও উপাসনা]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ১০।১১।৪৯

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

* * ! আপনার ৬।১১।৪৯ তাং-এর পত্র আমরা অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য হইতে ফিরিয়া গতকল্য পাইয়াছি। আপনার পত্র পড়িয়া মনে হইল, আপনি বেশ পণ্ডিত ব্যক্তি এবং আমাদের পত্রিকা পড়িবার উপযুক্ত পাত্র। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া বিশেষ আবশ্যক মনে করি। আমি বহুদিন আপনাদের অঞ্চলে সময়াভাবে যাইতে পারিতেছি না। এবৎসর * * প্রভৃতি হইতে কয়েকজন যাত্রী আমাকে বিশেষ আগ্রহ করিয়া ঐ অঞ্চলে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেনে। আমার সৌভাগ্য হইলে এবৎসর আপনাদের ঐ অঞ্চলে যাইতে পারিব। সেই সময়ে আশাকরি নিশ্চয়ই আপনার সহিত সাক্ষাতে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। পত্রের দ্বারা সব সময় সকল কথা খুলিয়া লেখা সম্ভব হয় না। যাহা হউক, "দীক্ষা ও উপাসনা" সম্বন্ধে দুই একটী কথা নিম্নে নিবেদন করিতেছি,—

দীক্ষা বলিলে দিব্যজ্ঞানকে লক্ষ্য করা হয়। যে অনুষ্ঠানের দ্বারা পাপের সম্যকরূপে ক্ষয় ও দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে—তাহাকেই পণ্ডিতগণ দীক্ষা বলিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক দীক্ষার যে-ক্রিয়া, তাহাকে প্রকৃত দীক্ষা বলা হয় না; দীক্ষার সূত্রপাত বা আরম্ভ—ইহাই বলা হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্রই দিব্য-জ্ঞানের উদয় হইয়াছে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক দীক্ষাই প্রকৃত দীক্ষা। তবে আমাদের ন্যায় দুর্ভাগার পক্ষে উহা আনুষ্ঠানিক মাত্র। দীক্ষা-লাভের পর গুরুপাদপদ্মের উপদেশে সিদ্ধান্তে সমস্ত ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া

---

* পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-কর্ত্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—শ্রীগৌঃ পঃ সঃ

থাকেন, তাহাকে উপাসনা বলে। উপাসনা বলিতে কর্ম্ম বা জ্ঞানকে লক্ষ্য করে না। উপাসনার নিত্যত্ব আছে; সুতরাং ভক্তি ব্যতীত ইহার অন্য প্রকার কোন অর্থ সঙ্গত নয়। কর্ম্ম, জ্ঞান যে কেন উপাসনা নহে, তাহা বলিতে গেলে অনেক কথা বলা প্রয়োজন। বেদান্ত-দর্শন, উপনিষৎ প্রভৃতি আলোচনা করিলে 'উপাসনা' কথাটী বহুক্ষেত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু উহার 'ভক্তি' ব্যতীত অন্য অর্থ করিতে গেলে শাস্ত্রের সঙ্গতি হয় না। সঙ্গতি না হইলে সিদ্ধান্ত স্থির বলিয়া পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন না। সে যাহা হউক, দীক্ষা সম্বন্ধে এই শ্লোকটী আলোচনা করিবেন।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥ (বিষ্ণুযামল)

[যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধ-জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন।]

উপাসনা সম্বন্ধে ব্রহ্মতর্কের এই বাক্যটীও আলোচনা করিবেন,—

"মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়া উপাসনং হরেঃ।"

অর্থাৎ, 'মুক্তগণও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শ্রীহরির উপাসনা করেন।' অধিক কি অন্যান্য সাক্ষাতে হইবে। ইতি—

গৌরজনকিঙ্কর—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

পরমার্থ *

দৈন্যমুখে শ্রীগুরু-ভগবানের কৃপাভিক্ষা

সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য আমি, সুতরাং ভগবানের দয়ার অধিক পাত্রই আমি। যাঁদের যোগ্যতা অধিক আছে, তাঁরা ভগবানের দয়া অধিক প্রার্থনা না ক'র্‌লেও নিজ-নিজ কৃতিত্ব-বলে মঙ্গলের পথে যে'তে পারেন, কিন্তু আমার সে' আসা-ভরসা নেই, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দীন, নিতান্ত অকিঞ্চন। সুতরাং ভগবানের দয়া-ভিক্ষা ব্যতীত আমার অন্য কোন সম্বল নেই। সেই সম্বলের দাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার একমাত্র সম্বল।

---

* পারমার্থিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে **জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ**-প্রদত্ত ভাষণ।　　—সম্পাদক

"অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য অনেক সময় অনেকের মুখে শোনা যায়, এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক উন্নত হৃদয়ে অভিব্যক্ত; আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হ'তে যে কথা শু'নেছেন, তিনি সেই উপদেশ আমার কর্ণে প্রদান ক'রে ব'লেছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

মন্ত্র ও মহামন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে যে-শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষা আমরা গুরুপাদপদ্ম হ'তে মন্ত্ররূপে লাভ ক'রেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে যে জিনিষ দি'য়েছেন, তা' সাধারণ মন্ত্র নহে—**মহামন্ত্র**। মননধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ করে যে জিনিষ, সেই জিনিষের নাম—মন্ত্র। সাধারণ মন্ত্র চতুর্থ্যন্ত পদ ও 'নমঃ' 'স্বাহা' 'স্বধা' প্রভৃতি শব্দ-প্রযুক্ত, আর মহামন্ত্র—সম্বোধনাত্মক পদ। শ্রীভগবানের নামই—মহামন্ত্র। সেই শ্রীনাম এত শক্তি ধারণ করে, যে-শক্তি আর কোন বস্তুতে পাওয়া যায় না।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাম ও নামদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মে স্মরণ গ্রহণ

সেই নাম—**বৈকুণ্ঠনাম**। সেই নাম এই কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত গুণজাত জগতের বিভিন্ন ভাষার শব্দের মত দে'খতে হ'লেও তাঁর সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেই নাম—বৈকুণ্ঠনাম, "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং অশেষাঘহরণং বিদুঃ"—যে বৈকুণ্ঠ-নামের আভাসে নিখিল পাপ অনায়াসে বিদগ্ধ হ'য়ে যায়, সেই নাম সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয়। বৈকুণ্ঠ-নাম উচ্চারণ ক'র্‌লে মানব বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হয়—পরম ধর্ম্মে অবস্থিত হয়—পরমার্থ লাভের জন্য ব্যস্ত হয়। মায়িক নাম—কুণ্ঠনাম সেরূপ নয়।

আমাদের ভাগ্য এমন মন্দ যে, আমাদের সর্ব্বশক্তিমান্ বৈকুণ্ঠ-নামে রতি না হওয়ায় আমরা ইতর কথায় ব্যস্ত র'য়েছি। জগতের অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য—অন্যান্য অভিলাষ চরিতার্থ কর্‌বার জন্য—অন্যান্য চর্চ্চা কর্‌বার জন্য আমরা যে-সকল শব্দ ব্যবহার করি, সেই সকল ভাষাগত শব্দ আমাদের সেবা করে—আমাদের ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়—আমাদের অ ভলাষের সরবরাহ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম সেরূপ নহেন।

আমার মঙ্গলের জন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" শ্রৌতমন্ত্রের যে প্রকৃত অর্থ,—জীবের চরমাবস্থা লাভের পরে যা' হয়,—গৌরসুন্দর 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকে তা' ব'লে দি'য়েছেন। অন্যান্য শব্দ আমাদিগকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম আমাদিগকে কৃষ্ণের সেবা-পথে ধাবিত করায়—আমাদিগের উপর তাঁ'র পূর্ণ প্রভুত্ব, পূর্ণ স্বারাজ্য বিস্তার করে; সেই নাম-প্রভুকে আমি নমস্কার করি। সেই নাম-প্রভুর দাতা-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমি সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করি।

অর্থ ও পরমার্থে পার্থক্য-বিচার, ভগদ্ভক্ত অকিঞ্চন

আজকে আমাদের কৃত্যপরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা। অর্থ ও পরমার্থের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পরমার্থ— আত্মার পূর্ণগতিকে লক্ষ্য করে। আত্মা—জড়বস্তু নহে যে, তাহার গতি থাকবে না। যখন অনাত্মপ্রতীতি আমাদিগকে জড়ীভূত করে, তখন তা, হ'তে বিমুক্তি লাভের জন্য আমাদের হৃদয়ে একটা শান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। যেহেতু আমরা অশান্ত রাজ্যে বাস কর্‌ছি, সেই হেতু আমরা শান্তির প্রয়াসী হই। সেই শান্তি কি জাড্যজাতীয় বস্তু? নিশ্চয়ই নহে, পরম গতিবিশিষ্ট—যে গতির ন্যায় আর গতি হ'তে পারে না। অটোমোবাইল, এরোপ্লেন প্রভৃতির জড়গতি সেই গতির সহিত তুলনাই হ'তে পারে না। সেই শান্তি—পূর্ণ প্রগতিময়ী। যেখানে পূর্ণচেতনের ক্রিয়া যত অভিব্যক্ত, সেখানে গতির তত প্রকাশ। এইরূপ প্রগতির পরাকাষ্ঠাযুক্ত পরমার্থের অনুসন্ধান করা' আলোচনা করা আমাদের কৃত্য হ'য়েছে। এতদুদ্দেশ্যে আমাদিগকে সহায়তা কর্‌বার জন্য আমরা মনীষিগণের নিকট উপস্থিত হ'য়েছিলাম। আমাদিগকে ইহ জগতের কিছুই নাই—আমাদের আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, শ্রী—কিছুই নাই; আমরা অকিঞ্চন।

"তৃণাদপি সুনীচ" হইলেই কীর্ত্তনে অধিকার লাভ হয়

ভগবান্‌কে আশ্রয় না করলে মায়ার প্রভু হ'বার যে ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয় সেরূপ প্রভুত্বের কামনা বা অহঙ্কার আমাদিগকে যে অর্থের জন্য চালিত করে, তা' পরমার্থ নহে—অনর্থ। যেমন গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,--

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

সে অনর্থ—সে অধনকে পরিত্যাগ ক'রে ধন-লাভের জন্য যে যত্ন তা'তে গৌরসুন্দরের কথাটি বড়ই অনুকূল হয়,—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।'

সর্ব্বক্ষণ তৃণাদপি সুনীচতার সহিত হরি কীর্ত্তনীয়। ক্ষণিক-ক্ষণের জন্য দৈন্য প্রকাশ কর্‌লাম—কপটতার সহিত আঁকুপাঁকু ভাব দেখা'লাম, পরক্ষণেই অহঙ্কারে প্রমত্ত হ'লাম, সেরূপ নয়। আমাদিগকে ভগবানের নাম গ্রহণে যিনি যোগ্যতা দিয়েছেন, তাঁর চরণে পুনরায় অর্থাৎ দ্বিতীয়বার প্রণাম করি।

যাঁরা তৃণাদপি সুনীচ, তদপেক্ষা সুনীচের আদর্শপ্রকটকারী যে অকিঞ্চন পুরষ, তাঁ'র দাস্য কর্‌লে আমাদের সকল পরম-অর্থ লাভ হ'বে। তাঁর পাদপদ্মসেবা অতিক্রম কর্‌লে কিছু সুবিধা হ'বে না। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন,—

'পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ ॥
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়।
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয় ॥

এই প্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস্য করবার জন্য যে দুরাশা—উচ্চাকাঙ্ক্ষা তা' শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাসগণের অনুগ্রহ হ'লেই লাভ হয়।

জন্মৈশ্বর্য্যাদি-অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎসেবার নির্দ্দেশ

জগতের বিদ্বৎসমাজের সহিত বাক্যালাপ কর্‌বার মত ভাষা আমার নেই। আমি জগতের সকল লোকের নিকট হ'তে অনুগ্রহ প্রার্থী মাত্র; সুতরাং আমার ন্যায় অযোগ্যতমকে যে গুরুকার্য্যে ভার দেওয়া হ'য়েছে, তা' আমি নিজে বুঝি এবং সকলেও তা' বুঝেন। যদি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী থাকে, তবে ভগবান্‌কে ডাকা যায় না; এই কোনটীতেই আমার সুবিধা হয় নাই। সুতরাং আমার জন্য শাস্ত্রকার লিখেছেন,—

'বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥

আমার কৃষি নষ্ট হ'য়ে গেছে, সুতরাং ভগবানের সেবা ব্যতীত গত্যন্তর নাই অর্থাৎ আমি যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম, এ বিষয়ে আপনাদেরও মতভেদ হ'বে না। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—যখন কিছুতেই আশা-ভরসা নেই, তখন ভগবান্‌কে ডাকা ব্যতীত আমার আর উপায় নেই। সেজন্যই আজ আমাকে এরূপ কার্য্যে নির্ব্বাচিত করা হ'য়েছে।

অতএব আমি অবনত মস্তকে আমার গুরুবর্গের প্রদত্ত ভার গ্রহণ ক'রলাম। আমি এজগতের কোন কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত নই, এজগতের শব্দ-শাস্ত্র, ব্যাকরণে আমার জ্ঞান নেই, এজন্য আপনাদের নিকট আমার ভাষা কঠিন কিম্বা ব্যাকরণদুষ্ট মনে হ'তে পারে। তথাপি আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রীচৈতন্যদেবের যে কথাগুলি শু'নেছি, তা' আপনাদের নিকট বল্‌বার জন্য আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়। আমি আপনাদের নিকট একটী অভিভাষণ পাঠ কর্‌ছি। তা'র প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু তা' বলা হ'য়েছে।

দেহ-মনোধর্ম্ম ছাড়িয়া বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের গুণকীর্ত্তন

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতিসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু, বাস্তব-বিষয়াশ্রয় মিলিত-তনু—শ্রীচৈতন্যদেব। চিৎ বা সম্বিৎ—স্বতন্ত্র, অচিৎ বা অজ্ঞান-অস্বতন্ত্র। জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব—এই মিশ্রভাবসম্পন্ন আমরা বদ্ধজীব-সম্প্রদায়। সেইরূপ আমাদের একমাত্র উপাস্য—শ্রীচৈতন্যদেব। বিষয় ও আশ্রয় মিলিত হ'য়ে যে অপ্রাকৃত শরীরটী, তিনি সেই বস্তু। জড়বিষয় ও জড় আশ্রয়কে লক্ষ্য ক'রে একথা বলা হচ্ছে না। জড়জগতে অসংখ্য বিষয় ও অসংখ্য আশ্রয়ের অভিমানে সকলে অভিমানী। পূর্ণচেতন কোন অস্বতন্ত্রতার বাধ্য ন'ন, এজন্য তাঁকেই বিষয়' বলা হয়। তাঁ'র যোষা-সম্প্রদায়কে 'আশ্রয়' বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যদি কেবল বিষয়-বিগ্রহের লীলা ক'রতেন, তা'হলে চিদচিন্মিশ্র বদ্ধজীব-সম্প্রদায়ের অত মঙ্গল হ'তো না, তা' হ'লে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' এই গীতার বাক্যানুসারে আমরা যে জড়জগতের কর্ত্তা বা বিষয়াভিমান ক'রছিলাম—শ্রুতির তাৎপর্য্যবোধে বিমুখ হ'য়ে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্য উচ্চারণ ক'রে যে 'বিষয়' সাজ্‌বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রছিলাম—ক্ষুদ্র হ'য়ে বৃহৎএর প্রতি যে মুখভঙ্গী ক'রছিলাম, সে অমঙ্গলের হাত হ'তে

আমরা উদ্ধার পেতাম না, যদি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়-বিগ্রহের রূপ ও ভাব অবলম্বন না ক'রতেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেবাধর্ম্মের মূর্ত্তিবিগ্রহ, কিন্তু স্বয়ং—বিষয়তত্ত্ব। যে বিষয়তত্ত্ব হ'তে অনন্ত কোটি জীব প্রকাশিত হ'য়েছে, তিনি সেই বিয়য়বিগ্রহ বলদেবেরও প্রভু, পরম বিষয়; এজন্য তাঁকে 'মহাপ্রভু' বলা হয়। তিনি বিষয়-বিগ্রহ হ'য়েও আশ্রয়ের ভাব-কান্তি গ্রহণ ক'রেছেন। এ জগৎ থেকে দেখতে গেলে বিষয়—এক অর্দ্ধ, অপরার্দ্ধ—আশ্রয়। আমরা বিষয়-বিগ্রহ হ'তে চ্যুত হ'য়ে যে জগতের বিষয়বিগ্রহের অভিমান কর্‌ছি—মূল আশ্রয়-বিগ্রহের বিষয়বিগ্রহের প্রতি সেবার আনুকুল্য হ'তে পৃথক্ হয়ে বিপথগামী হচ্ছি, তা'হতে রক্ষা কর্‌বার জন্য বিষয়-বিগ্রহ আশ্রয়বিগ্রহের রূপ গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর রূপের তুলনা হয় না। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ভোগী চিদচিন্মিশ্রিত জীব, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের পিঞ্জরে—মনোধর্ম্মের পিঞ্জরে আবদ্ধ এমন নরশরীরবিশিষ্ট হ'য়ে সর্ব্বদা পরমার্থ বিহীন—সর্ব্বদা ভগবৎ সেবা-বঞ্চিত; সুতরাং আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর অন্য গতি নাই। বিষয় একটি—একমেবাদ্বিতীয়ম্; ছান্দোগ্য ব'ল্‌ছেন,—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"

এখান হ'তে একটী ঊর্দ্ধস্থিত গোলোক-পদার্থের একটা দিক্ দেখা যায়, অপরাংশ দেখা যায় না—উন্নতাংশে না গেলে দেখা যায় না।

শ্রীচৈতন্যদাসগণই বিষয়াশ্রয়ের বৈশিষ্ট্য সম্যক্ পরিজ্ঞাত

সাধারণ সাহিত্যিক-সম্প্রদায় যে বিষয়াশ্রয়ের কথা আলোচনা করেন, তা'তে বিষয়ের বহুত্ব। ভরতমুনি অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে বিষয়াশ্রয়ের যুক্ত ভাবের কথা আলোচনা ক'রছেন, তা'তে আমরা জান্‌তে পারি,—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারি প্রকার সামগ্রীর সমগ্রতা সম্পন্ন হয়, যদি তা'রা স্থায়িভাবের সহিত সংযোগ লাভ করে। তা'তে একটা সুন্দরপানা বা রস প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ ব'ল্‌তে পারেন, রসের সৃষ্টি ত' এ জগতেও হ'চ্ছে। এখানে অসমগ্রের সহিত অস্থায়ীভাবের সম্মিলনে বিকৃত ও খণ্ড রসের উদয় হ'চ্ছে, এজন্য উহা পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মের অধীন। শ্রীচৈতন্যদাসগণই এ কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝ্‌তে পারেন, অপরের সুদুরূহ ব্যাপার।

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবেই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত আলোচ্য

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রুত বিষয় ব্যতীত ব্যক্ত বা অব্যক্ত তার্কিকের নিকট হ'তে কোন কথা শুন্‌বার যদিও আমাদের যোগ্যতা নেই, তা' হ'লেও আমরা তাঁ'দের নিকট হ'তে অনেক কথা শু'নে ব্যতিরেকভাবে সাহায্য পেতে পারি। অসাত্বত-শাস্ত্রমধ্যে অনেক কথা আছে, যা' সত্যের সমর্থকরূপে উদাহৃত হতে পারে। মহাজনগণও অসাত্বত-শাস্ত্র হ'তে বাস্তব সত্যের সমর্থকরূপে অনেক বাক্য উদ্ধার ক'রে প্রমাণ ক'রেছেন যে, সাত্বত শাস্ত্র ত' একথা স্বীকার করেনই, অসাত্বত বিচারকেরও ইহা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে অপর পথ গ্রহণ ক'রেছি ব'লে যে বাহ্য প্রতীতি হ'চ্ছে, তা'তে আমরা বেশী দোষ করি নাই ব'লেই মনে হয়। আমরা অসাত্বতগণের নিকট হতেও এমন কথা পাব, যা' আমাদিগকে সাহায্যে ক'র্‌বে—অন্বয়ভাবে নয়, ব্যতিরেকভাবে সাহায্য ক'র্‌বে। কেবল একমাত্র গুরুপাদপদ্মই অন্বয়ভাবে সাহায্য ক'রে থাকেন। মোট কথা, দুঃসঙ্গ কর্‌বার জন্য আমাদিগের যত্ন হয় নাই।

প্রশ্নোত্তর

(নানাকথা)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫ পৃষ্ঠার পর]

১৭। অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য কি কথায় বুঝাইবার বস্তু ?

"অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যসমূহ বিচার করিবার বিষয় নয়,—আস্বাদন করিবার বিষয়। যাঁহাদের হৃদয়ে সেই অপূর্ব্ব আস্বাদন উদিত হয় নাই, তাঁহারা কেবল কথায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, তাহা যে কি, তাহা বুঝিতে পারেন না।"　　—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

১৮। স্বরূপসিদ্ধ মহাজনগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তবসকল কি নিম্নাধিকারীর বোধগম্য ?

স্বরূপ-সিদ্ধিকালে মহাজনগণ এবং কৃপা-দর্শন-সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ কখনও কখনও দর্শনানুসারে স্তবাদিতে ভগবানের বর্ণন করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যাভাবে তাহা সংক্ষিপ্ত হয় এবং নিম্নাধিকারিগণের পক্ষে অস্ফুটরূপে তাহা প্রকাশ পায়। সে-সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই।
—জৈঃ ধঃ ৪০ তম অঃ

১৯। জনসাধারণ অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকের সূক্ষ্ম ভেদ বুঝিতে অসমর্থ কেন?

"অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাহা প্রায়ই লোকে ধরিতে পারেন না; অপ্রাকৃত বস্তুর জ্ঞানাভাবই ইহার কারণ।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

২০। ত্রিশূলের স্বরূপ কি?

"জড়ীয় ত্রিগুণ ও ত্রিকালগত পরিচ্ছেদই—'ত্রিশূল'।" —ব্রঃ সং ৫।৫

২১। চিত্রপট-দর্শন বা বিশ্বকৌশল-দর্শনটি কি?

"শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকৌশল-দর্শনের নামই—চিত্রপট দর্শন। মায়িক বিশ্বটি চিদ্বিশ্বের হেয় প্রতিভাত ছবি—ইহা যাঁহার বোধগ্য হইল, তিনি চিত্রপট দর্শন করিয়াছেন, বলা যায়।"

—কৃঃ সং ৯।১৭

২২। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলে কাহার কর্তৃত্ব ও বিলাস-ভাব বিরাজিত?

"জড়-কর্তৃক অথবা শুষ্ক চৈতন্য-কর্তৃক যদি সৃষ্টি হইত, তাহাতে এরূপ বিচিত্রতা দেখা যাইত না। ইন্দ্রিয়-সকলের সহিত বিষয়-সকলের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, শারীরিক অভাবানুযায়ী পদার্থের ব্যবস্থা, জল-স্থল-বিভাগের দ্বারা মানবজাতির বাস-স্থানের সমৃদ্ধি, গ্রহ-নক্ষত্র ও তারাগণের কার্য্য বিভাগের দ্বারা সৌরজগতের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যোপযোগিতা, ঋতুদিগের নিয়ম-সংস্থাপনের দ্বারা কালাকাল-নিরূপণ এবং মানব-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বদ্ধাবস্থার অভাব-পূরণ প্রভৃতি অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কার্য্য-সকল কি শুষ্ক চৈতন্য হইতে উদিত হইতে পারে? পরমেশ্বরের বিলাস-ভাব স্বীকার না করিলে কখনই সন্তোষকর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।" —তঃ সূঃ ৬সূঃ

২৩। ঈশ্বরবিশ্বাস মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম নহে?

"ঈশ্বর-বিশ্বাস মানব-জাতির একটি সাধারণ ধর্ম্ম। অসভ্য বন্য জাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশুমাংস-সেবনের দ্বারা কালাতিপাত করেন, তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত-সকল, তথা বড় বড় নদ-নদী এবং প্রকাণ্ড তরু-সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

২৪। ভক্তি-পোষাক ধর্ম্ম-মাত্রে অল্প-বিস্তর বৈষ্ণবতত্ত্ব লক্ষিত হয় না কি?

"জগতে যত প্রকার ভক্তিপোষক ধর্ম্ম আছে, সে-সমুদয় ধর্ম্মে কিয়ৎপরমাণে বৈষ্ণবতত্ত্ব লক্ষিত হইবে।" —'খৃষ্ট-হৃদয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয়' সঃ তোঃ ২।৬

২৫। বৈষ্ণব ও হিন্দুর মধ্যে পার্থক্য কি ?

"চার্ব্বাকাদি অতি পাষণ্ড ব্যক্তিও হিন্দু, কিন্তু বৈষ্ণব নহেন। আমরা বৈষ্ণব হিন্দু, কেবল হিন্দু নই অর্থাৎ আমাদের সমাজ হিন্দু, কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম—বৈষ্ণব ; তদ্রূপ হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি পূজনীয় পুরুষগণ 'হিন্দু' নহেন, কিন্তু সর্ব্বলোক-নমস্কৃত 'বৈষ্ণব'। বেদশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য-অনুসারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সর্ব্বজাতিকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিকারী বলিয়া উপদেশ করেন।"　　—'সোমপ্রকাশ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।১০-১১

২৬। বৈষ্ণবতত্ত্বাবধারণে কিরূপ বুদ্ধি প্রয়োজন ?

"বৈষ্ণবতত্ত্বে সূক্ষ্মবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অখণ্ড বৈষ্ণবতত্ত্বকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা—স্থূলবুদ্ধি।"

—কৃঃ সং ৮।২০

২৭। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যাঁহারা কেবল বৈধকাণ্ডে আবদ্ধ থাকেন, তাঁহাদের পরিণতি কি হয় ?

"বৈষ্ণবধর্ম্ম অনন্ত উন্নত-গর্ভ থাকায় যাঁহারা বৈধকান্তে আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে যত্ন না পান তাঁহারা সামান্য কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন।"

—কৃঃ সং ৮।২০

২৮। শাস্ত্রোপদিষ্ট উদ্দিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট বিষয় কাহাকে বলে ?

"শাস্ত্রসমূহের দুইপ্রকার বিষয়—অর্থাৎ 'উদ্দিষ্ট' বিষয় ও 'নির্দ্দিষ্ট' বিষয়। যে-বিষয়টী যে-শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার 'উদ্দিষ্ট' বিষয় ; (আর) যে বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট-বিষয়কে লক্ষ্য করা হয়, সেই বিষয়ের নাম—'নির্দ্দিষ্ট' বিষয়।"　　—গীঃ—রঃ রঃ ভাঃ ২।৪৫

২৯। বৈধ ও রাগানুগ ভক্তের স্ব-স্ব অধিকার লঙ্ঘন করা উচিত কি ?

"বৈধ ব্যবস্থাপক যদি রাগানুগের জন্য ব্যবস্থা করিতে যায়, তাহা হইলে 'কামারের দই পাতা'র ন্যায় তাঁহার ব্যবস্থা কখনও ভাল হইবে না। কোন রাগানুগ ভক্ত বৈধদিগের অনুষ্ঠেয় কোন বিধির নিন্দা করিলে যেরূপ অবিচার হয়, অনুরাগীর সম্বন্ধে মন্ত্রাচার্য্যের বিধি নির্ম্মাণ করাও সেইরূপ অনধিকার-চর্চ্চা হইয়া উঠে।"—　শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক, সঃ তোঃ ৪।১

৩০। মহাজনপদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণের মহিমা-প্রচারার্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কি উপদেশ ও অনুরোধ ছিল ?

"আমরা রবীন্দ্রবাবু ও শীশ বাবুকে অনুনয়পূর্ব্বক অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক বৈষ্ণব কীর্ত্তনের একখানি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানগ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবদিগকে যেন বিশেষ সুখী করেন। ঐগ্রন্থে সমস্ত রাগ-রাগিণী, তাল-মান ও কীর্ত্তনের সুর সমস্ত বিচারিত হইবে এবং রেণেটী, গরাণহাটী ও মনোহরসাহী কীর্ত্তনের আচার্য্যদিগের জীবনী এবং তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণের সময় ও বিবরণ যতদূর পারেন. সংগ্রহ করিবেন।" —'পদরত্নাবলী, সঃ তোঃ ২।৯

৩১। শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজের ভবিষ্যৎ অন্তরায় বা তিনটি দোষ কি কি ?

"স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা হইতে বিশেষ সতর্ক না হইলে এই সমাজ (শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-সমাজ) স্থির থাকিবে না। এই বঙ্গভূমিতে যে-সকল বৃহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, সে-সকলই অল্পদিনের মধ্যে উক্ত তিনটি দোষে দূষিত হইয়া নষ্ট হইয়া পড়ে।"

—শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৩২। মিথ্যার আশ্রয়ে সত্যের প্রতিরোধ সহজসাধ্য কি ? মিথ্যাশ্রিত-জনগণের উদ্যমেরও ভাল দিক্ আছে কি ?

"সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাঁহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়াও অতি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয়—নিতান্ত মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চময়; এই জগতে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবত্তত্ত্বের জয় হয়, ততদূরই মায়াজনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার, ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সত্যের উন্নতির যত্ন হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া সেখানে অগ্রসর হয় এবং সত্যের প্রতিরোধে নানাপ্রকার দুষ্ট আচরণ করিয়া থাকে,—ইহাও ভগবানের ইচ্ছা; কেন না, বিপরীত বস্তুর ক্রিয়ার উদয় না হইলে যথার্থ তত্ত্ববল লাভ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না, তদ্রূপ মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের উদ্যম না হইলে. সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাভ হয় না।" —'বিগত বর্ষের আলোচনা', স-সঙ্গিণী সঃ তোঃ ৮।১

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩০)

এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই—নিরুপাধি প্রেমাস্পদের প্রতি যে প্রীতি, তাহাতে পরিকরত্বাভিমান উপাধি হইতে পারে। তন্নিবন্ধন জ্ঞানাত্মিকা ও সামান্য প্রীতি অপেক্ষা পরিকরত্বাভিমানময়ী প্রীতি গৌণী হইবে, তাহাতে আপত্তি কি? আর মমতাই প্রীতির কারণ হইলে যে আত্মার সম্বন্ধ হেতু প্রীতিজন্মে সে আত্মাতেই অধিক প্রীতি হউক, ইহাতেই বা আপত্তি কি হইতে পারে? জ্ঞানাত্মিকা ও সামান্যা প্রীতিতে শ্রীভগবানের সহিত কোন মমত্বাভিমান থাকে না। আর দাস্যসখ্যাদি প্রীতিতে দাসাদি পরিকররূপ অভিমান থাকে। শ্রীভগবান কোন গুণবিশেষের অপেক্ষায় প্রেমাস্পদ নহেন, তিনি স্বভাবতঃই সকলের প্রেমাস্পদ। তাহাতে ভক্তগণের অভিমান-বিশেষের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই। সুতরাং পরিকরগণের অভিমান বিশেষ প্রীতির উদয়ে বাধা জন্মায় না বলিয়া তাঁহাদের প্রীতি গৌণী হইতে পারে না। তাহাতে আবার তাঁহাদের অভিমানবিশেষ হইতে যে মমতা জন্মে, তাহাও প্রকারান্তরে পরিকরগণের প্রীত্যাবির্ভাবের হেতু হয়। এইরূপে দুইদিক (ভগবানের স্বভাব এবং পরিকরগণের অভিমান) হইতে প্রীতির আবির্ভাব হয় বলিয়া পরিকরগণে প্রীতির আধিক্য সিদ্ধ হইতেছে।

আর শ্রীভগবানের স্বভাবানুভূতিই প্রীত্যাবির্ভাবের হেতু। তাহা অনুভূত হইলেই তাঁহাকে আত্মার নিরতিশয় প্রিয় মনে হয়। যেমন সম্বন্ধ বিশেষ নিমিত্ত কোন ব্যক্তি কাহারও প্রিয় হয়, শ্রীভগবান সম্বন্ধ বিশেষের জন্য আত্মার প্রিয় নহেন, তিনি স্বভাবতঃই প্রিয়।

পরিকরগণের যে দাস-সখা প্রভৃতি অভিমান, তাহা তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ। আর লীলাবিশেষের বশবর্ত্তিতায় সেই লীলার প্রাকট্যকালে কোন পরিকরের যে কোন প্রকার অভিমান উপস্থিত হয়, তাহা তৎকালিন। অবশ্য তাহাতেও শ্রীভগবানের স্বভাবানুসারে সেই অভিমান উপস্থিত হয়।

প্রীতি কোন স্থলে ভগবৎস্বভাববিশেষ এবং তদনুসারে আবির্ভূত পরিকরগণের তাৎকালিক অভিমান-বিশেষযোগে আবির্ভূত হয়; কোন স্থলে ভক্ত-ভগবান উভয়ের স্বভাবযোগে আবির্ভূত হয়। তন্মধ্যে প্রীতির ভগবৎস্বভাবময়ত্ব এবং ভক্তগণের তাৎকালিক অভিমান-বিশেষময়ত্বের কথা ব্রজমোহনলীলায় জানা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মহিমাদর্শন অভিলাষে ব্রহ্মা মায়া বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সখাগণকে ও গোবৎসগণকে হরণ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং

সখা ও বৎসরূপ ধারণ করিয়া ব্রজে যাতায়াত করেন। তখন অন্য গোপী ও গাভীগণের শ্রীকৃষ্ণে সুপ্রভাব উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে যে প্রীতি ছিল, তাহা বাৎসল্যভাবময়ী হইলেও পুত্র-ভাবময়ী ছিল না। আবার ব্রজমোহনলীলাবসানে যথার্থ গোপবালক ও গোবৎসগণ উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রীতিতে সেই ভাব ছিল না। এজন্য তাৎকালিক ভাববিশেষ। আর এস্থলে শ্রীকৃষ্ণই পুত্রভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

প্রীতির ভক্ত-ভগবান উভয় স্বভাবময়ত্বের দৃষ্টান্ত—শ্রীপ্রহ্লাদ। তিনি দৈত্যগুরুকে বলিয়াছিলেন, লৌহ যেরূপ অয়স্কান্তমণির সন্নিধানে ভ্রমণ করে, আমার চিত্তও সেইপ্রকার যদৃচ্ছাক্রমে শ্রীহরির সন্নিকট হেতু তাঁহার প্রতিধাবিত।

দৈত্যগুরু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বালকগণের মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণেই অনুরাগ থাকে, তোমাতে তাহার বিপরীত ভাব দেখিতেছি। তুমি পিতৃশত্রু শ্রীহরিতে অনুরক্ত। এই বুদ্ধিভেদ জন্মাইবার কারণ কে? প্রহ্লাদের উপরিউক্ত বাক্যে যে লৌহ ও চুম্বকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে লৌহের স্বভাব চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হওয়া, আর চুম্বকের স্বভাব লৌহকে আকর্ষণ করা। এস্থলে উভয়ের স্বভাব একই কার্য্যের হেতু. শ্রীপ্রহ্লাদের স্বভাব প্রভুর দাসত্ব করা, আর শ্রীহরির স্বভাব ভক্তের প্রভুত্ব করা।

ভক্তাভিমান বিশেষময় প্রেম ও ভগবৎস্বভাবদ্বারাই আবির্ভূত হয়। শ্রীভগবানে স্বরূপসিদ্ধ সকল প্রকাশ নিয়ত বর্ত্তমান। আগমোদিতেও নানা প্রকার উপাসনা দেখা যায়। তন্মধ্যে যেখানে যেমন প্রকাশ, তথায় তেমনি অভিমানময়ী প্রীতির আবির্ভাব হয়। ভক্তবিশেষের সঙ্গই প্রকাশবিশেষের হেতু। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণে তাদৃশ ভগবৎপ্রকাশ ও দাসাদি অভিমান নিত্যসিদ্ধ। আবার সেই অভিমান প্রীতির সঙ্গে উদিত হয় বলিয়া তাহাও প্রীতির বৃত্তিবিশেষ জানিতে হইবে। সে কারণেও ভক্তের অভিমান বিশেষের সম্মিলনে প্রীতির হানি হয় না। পরন্তু অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতাব্যঞ্জক দাস. সখা, মাতা-পিতা কিম্বা প্রেয়সী অভিমানদ্বারা প্রীতির উল্লাস হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভক্তগণের নিকট বিভিন্ন ভাবে আবির্ভূত হন। বৎসল ভক্তের নিকট যেরূপভাবে আবির্ভূত হন, কান্তাভাবাশ্রিত

ভক্তের নিকট সেরূপভাবে আবির্ভাব সঙ্গত হয় না। তজ্জন্য বিভিন্ন ভক্তের নিকট তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশের আবশ্যক হয়। বিভিন্ন ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য যে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন, সে মূর্ত্তিসকলকে প্রকাশ বলা হয়। উহা স্থূলরূপ হইতে ন্যূন নহেন। যোগিগণের কায়ব্যূহ-বিস্তারের মত ভগবানের প্রকাশ হয় না। কিন্তু প্রকাশ মূর্ত্তিগুলি স্থূলরূপেরই অনুগত, অর্থাৎ যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেইভাবেই আত্মপ্রকাশ করেন। সকল প্রকাশই শ্রীভগবানে স্বরূপসিদ্ধ, সকলপ্রকাশই শ্রীভগবানে সতত বর্ত্তমান। তাঁহার বহু প্রকাশমূর্ত্তি নিয়ত স্বরূপসিদ্ধ বলিয়া আগমাদি-শাস্ত্রে তাঁহার নানাভাবে উপাসনা বর্ণিত আছে। নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের নিকট তিনি নিত্যসিদ্ধভাবে নিত্য বর্ত্তমান।

ব্রজবাসিগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পুত্রাদিস্বভাববিশিষ্ট। তাহাতে তাঁহাদের যে শ্রীকৃষ্ণে মমতা, সেই মমতা হইতে যে প্রীতির উদয় হইয়াছিল তাহার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আত্মরক্ষায় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। মরিলে শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ হইবে এইভয়ে তাঁহারা আত্মরক্ষায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহাদিগকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুভয় হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদভয় গুরুতর, এজন্যই তাঁহারা আত্মরক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেন।

ভক্তের অভিমান বিশেষময় প্রেম যেমন ভগবৎস্বভাব হইতে আবির্ভূত ভগবৎপ্রীতিও তদ্রূপ অভিমানযুক্তা। একথা শ্রীভীষ্মদেব শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মায়াদ্বারা লোক-সকলকে মুগ্ধ করিয়া গূঢ়রূপে বিচরণ করেন। যাঁহাকে তোমার মাতুলের প্রিয়, মিত্র ও সুহৃত্তম মনে করিয়া দূত, মন্ত্রী ও সারথী করিয়াছ ইঁনি সাক্ষাদ্ ভগবান্। ইঁনি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শী, অদ্বয় ও নিরহঙ্কার। ইঁহার নীচোচ্চকর্থকৃত মতিবৈষম্য নাই। তথাপি একান্তভক্তে ইঁহার অনুগ্রহ দেখ। আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব জানিয়া ইনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে দর্শন দিলেন। যেহেতু তোমাদের সম্বন্ধ নিমিত্তই প্রাণ পরিত্যাগ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দর্শন দান করিলেন।

আমি অমুক, এই অভিমানদ্বারা শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। যাহার কোনরূপ অভিমান থাকে না, তাহার শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। অভিমানদ্বারাই পরস্পর সম্বন্ধ ঘটে। অভিমানই সে-সম্বন্ধের মুখ্য হেতু। অভিমানকে সম্বন্ধের মুখ্য হেতু বলায় শরীর তাহার গৌণ হেতু। শ্রীকৃষ্ণের

সহিত পাণ্ডবগণের কেবল অভিমান-বিশেষদ্বারা সম্বন্ধ ছিল না। মানুষের জন্মদ্বারা যে সম্বন্ধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবদ্বারা সেই সম্বন্ধ হইয়াছিল। শ্রীভীষ্মদেব নিজ দৃষ্টান্তদ্বারা জানাইলেন—শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মাতুলেয় বলিয়া তাঁহাদের পিতামহ ভীষ্মের অন্তিম সময়ে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। কিন্তু ভীষ্মদেব তাঁহার ভক্ত বলিয়াই এ সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল নচেৎ শিশুপালাদিও তাদৃশ সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকিলেও তাহারা শ্রীকৃষ্ণকৃপার অধিকারী হয় নাই। পরন্তু শত্রুভাব পোষণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণহস্তে বিনাশপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। সুতরাং ভীষ্মের ঐকান্তিক ভক্তিই ভগবদ্দর্শনের হেতু।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা

মণিমণ্ডিত রথের উপরে
বসিয়া রয়েছে হরি,
পার্শ্বে তাঁহার সুভদ্রা-বলরাম
কিবা রূপ মরি মরি !
নেহারি তাঁদেরে শুদ্ধ ভক্তগণ
মহাভাবাবেশে করিছে নর্ত্তন,
শ্রীজগন্নাথের জয়ধ্বনি ওঠে
নদীয়া নগর ভরি'।
ঐশ্বর্য্য-পীঠ হ'তে মাধুর্য্য-পীঠে
চলেছে আজিকে হরি।
রথ-কাছি ধরি' ধায় ভক্তগণ
রথী-ইচ্ছা-বশে রথের গমন
নানাবাদ্য-রোলে হয় সঙ্কীর্ত্তন
রথ-যাত্রা-পথ জুড়ি'।
দিব্য রথ' পরে হাসে উল্লাসে
বলরাম-সুভদ্রা-হরি !

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

তপস্যা ও আরাধনার তাৎপর্য্য

কর্ম্মিগণের কর্ম্মবীরত্ব ও কায়িক, বাচিক, মানসিক কৃচ্ছ্রতাসাধনকে 'তপস্যা' বলা যায়। আর, শ্রীগুরুগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত অন্যাভিলাষরহিত, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত শুদ্ধভক্তগণের চেতনবৃত্তির নিখিল সেবাচেষ্টাকে 'আরাধনা' বলা যায়। অনেক সময় তপস্যা ও আরাধনার মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিগত সাম্যভাব দৃষ্ট হইলেও দুইটি সম্পূর্ণ পৃথগ্ বৃত্তি। তপস্যাটি জীবের ব্যক্তি বা সমষ্টিগত ভোগ ও ত্যাগ বা প্রচ্ছন্নভোগমূলক ব্যাপার; 'আরাধনাটি' সম্পূর্ণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপরা বৃত্তি।

ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, শ্রীএকাদশী, প্রভৃতি হরিব্রতে নিরম্বু উপবাসাদির বিধি দৃষ্ট হয়। শ্রীতুলসী-অশ্বত্থ-ধাত্রী-পূজন শ্রীমথুরাদি-ধামে বাস প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের উপদেশও পাওয়া যায়। আবার কর্ম্মিজ্ঞানিগণেরও সেই সেই কার্য্যে আগ্রহ কিছু কম নহে। কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একাদশী প্রভৃতি তিথিতে নিরম্বু উপবাস, স্রক্-চন্দন-বনিতাদি বিলাসপরিত্যাগের কঠোর আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন বিচার্য্য এই যে, কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগীর সেই সকল কৃচ্ছ্রসাধন ও কৃষ্ণসুখ-কামী ভক্তের হরিবাসরাদি সম্মান বা "কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ" কি সমজাতীয়? এতৎসম্বন্ধে শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

যদি আরাধিত বা প্রীত হন, তবে তপস্যার কি প্রয়োজন? যদি হরি আরাধিত না হন, তবে তপস্যার কি প্রয়োজন? যদি হরি অন্তরেও বাহিরে থাকেন, তাহা হইলে তপস্যার কি প্রয়োজন? যদি আমাদের অন্তরে ও বাহিরে শ্রীহরি উপলব্ধির বিষয় না হন, তাহা হইলেই বা তপস্যায় কি হইবে?

আমরা অনেক সময় শুদ্ধভক্তি-যাজনের অভিনয় লোক দেখাইবার জন্য বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কিম্বা দৈহিক শমদমাদি লাভের জন্য যে নিরম্বু উপবাস বা তীর্থাদিতে বাস করিয়া থাকি, তাহা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখোৎ-

পাদক না হইলে অর্থাৎ তাঁহাদের প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত না থাকিলে ঐ সকল তপস্যায় পরিণত হয়, তদ্দারা 'আরাধনা' হয় না। জন্মাষ্টমী-ব্রতপালন বা পাণ্ডবা নির্জ্জলা-একাদশীর উপবাস করিবার অভিনয়মাত্রই আরাধনা নহে; যদি তদ্দ্বারা হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাসুখোৎপাদনের বৃত্তিটি হৃদয়ে প্রকাশিত বা তদ্রূপ সেবোন্মুখ-চেষ্টা না থাকে, তবে তাহা তপস্যামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। তপস্যা অধিক দিন স্থায়ী হয় না, তাহা ফল্গুবৈরাগ্যের প্রকার বিশেষে। আরাধনাটী যুক্তবৈরাগ্য অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তির সেবার সহিত যোগযুক্ত।

আরাধনা'র প্রথম প্রতিজ্ঞাই শরণাগতি। শরণাগতির অভাবে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ও কৃচ্ছ্রসাধান তপস্যায় পরিণত হয় ও তদ্দ্বারা তপস্যার ফল লাভ হয়, কিন্তু 'আরাধনা'র ফল যে কৃষ্ণপ্রেম তাহা লাভ হয় না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বা গৌড়ীয় মিশনের সেবার জন্য বিপুল চেষ্টা দেখাইয়া অনেকে 'তপস্বী' হইতে পারেন এবং তপস্যার ফল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিও হয়ত' অনেকে লাভ করিতে পারেন. কিন্তু কে কতটা 'আরাধনা' করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তাঁহার শরণাগতি বা আত্মনিবেদনের আদর্শের মধ্য দিয়া। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে 'আমরাই অমুক মঠ গড়িয়া তুলিয়াছি', কেহ কেহ বলিতে পারেন—'আমাদের দলেরই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও উদ্যম বেশী আছে বলিয়া আমরাই "খ্যাত-নামা" বা আমাদের দলেই "বড় বড় লোক আছে", কিন্তু সেইরূপ 'বড় আমি' বা 'বড় আমরা' দলের লোক তপস্বী হইতে পারেন, তাহারা 'ভাল আমি বা 'ভাল আমরা' না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরণাগতি, দৈন্য, আত্ম-নিবেদন, আর্ত্তি, দম্ভরাহিত্য ও হরিগুরুবৈষ্ণবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে উদ্ভাসিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কিছুতেই 'আরাধক' শ্রেণীর মধ্যে গণিত হইবেন না। জগতে তপস্বীর তপস্যার মাণ্ডুল অর্থাৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বেশী পাওয়া যায়। তপস্বীগণই অধিক খ্যাতনামা হন, কিন্তু আরাধকের জগতের নিকট সেরূপ খ্যাতি নাই, তাঁহারা সেরূপ খ্যাতির কাঙ্গালও নহেন। বহির্ম্মুখজগতের স্তুতিনিন্দা উভয়রেই মূল্য আরাধকগণের নিকট অদ্ধ-কপর্দ্দক।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বা শ্রীধরপণ্ডিত অপেক্ষা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বা কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি অনেক বহির্ম্মুখগণ জগতে অধিক "খ্যাতনামা"। শ্রীল

জগন্নাথ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব প্রভুবর প্রভৃতি আরাধক-শ্রেষ্ঠগণ অপেক্ষা চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর আখড়ার অনেক ব্যক্তির নাম জগতে বহুল প্রচারিত। ইহার মূলে বহির্ম্মুখ জগতের আরাধনা অপেক্ষা তপস্যার ঐশ্বর্য্য ও মায়ার প্রতি অধিক আকর্ষণের প্রমাণই পাওয়া যায়। 'আরাধনা'র প্রাপক কৃষ্ণ, আর তপস্যার প্রাপক ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীব। এজন্য কোন কোন দেশাত্মবাদী কর্ম্মবীর আরাধকশ্রেণীকে অকর্ম্মণ্য ও সমাজের ভারস্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে জগতের তপস্যামূলক অর্থাৎ ভোগমূলক কার্য্যে নিযুক্ত করিবার পক্ষপাতী।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—'আরাধনাই' শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ব আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর 'আরাধনা' সর্ব্বোত্তম, তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণব-আরাধনা উত্তম। **তপস্যা অসুরগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। তপস্যাবলে অনেক অসুর 'নামজাদা' হইয়াছেন, কিন্তু তাহা সর্ব্বনাশের হেতু।** এক সময় পণ্ডিত শ্রীবাস এক পয়ঃপায়ী, নিষ্পাপ-জীবন ও মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট সুব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে তাঁহার গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন যে, নিশ্চয়ই কোন "পাষণ্ড" তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন-রাসমণ্ডলীর কোনও স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তখন শ্রীবাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন যে, কোন পাষণ্ড তথায় নাই, কেবলমাত্র একজন পয়ঃপায়ী ব্রহ্মচারী উপস্থিত আছেন।

শুনি ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বম্ভর।
'ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির লঞা কর'॥
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি?
দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর, মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন॥
গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি, তা'রা মোরে কেমতে পাইল॥

অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার॥
প্রভু বলে,—"পয়ঃপানে মোরে নাহি পায়।
সকল করিমু চূর্ণ দেখিবে এখাই॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩৪০-৪৭)

অপিচ উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি (ভাঃ ১১।১২।১-৮)—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥
সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ॥
রজস্তমঃ প্রকৃরয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ।
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্ব্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমান্ঋক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যা যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাপতপ্ততসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥
কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যা গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥

হে অনঘ উদ্ধব! সৎসঙ্গ সর্ব্ববিষয়ের আসক্তিবিনাশক বলিয়া উহা আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্ন্যাস, যাগাদি, ইষ্টকর্ম্ম, কূপখননাদি, পূর্ত্তকর্ম্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, সরহস্যমন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা যম—এই সকল তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। প্রতিযুগে সৎসঙ্গপ্রভাবে রাজস-তামসভাবাপন্ন দৈত্য, রাক্ষস, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যমধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজগণ, বৃত্তাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার

বণিক্, ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ এবং যজ্ঞে দীক্ষিত বিপ্রভার্য্যাগণ—ইহারা আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা বেদাধ্যয়ন, মহৎসেবা এবং ব্রত-তপস্যানুষ্ঠান না করিয়া মদীয় সঙ্গবশতই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বৃত্রাসুর প্রভৃতি অন্যান্যের কথঞ্চিৎ সাধনান্তর থাকিলেও গোপীগণ, ব্রজগোসমূহ, যমলার্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষগণ, মৃগগণ কালীয় প্রভৃতি নাগগণ এবং বৃন্দাবনস্থ তরুগুল্মাদি অন্যান্য মূঢ়চিত্ত পদার্থগণ কেবলমাত্র সৎসঙ্গলব্ধ অনন্যভাবহেতু কৃতার্থ হইয়া সত্বর আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কুব্জায়াঃ কিমু নামঃ রূপমধিকং কিং তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষম্
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুর্ণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

ব্যাধের কি আচরণ, ধ্রুবের কি বয়স, গজরাজের কি বিদ্যা, কুব্জার কি রূপাধিক্য, সুদামার কত ধন, বিদুরের কি বংশ এবং যাদবরাজ উগ্রসেনেরই বা কি বীরত্ব ছিল? ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তিদ্বারাই তুষ্ট হন, কেবল গুণের দ্বারা নহেন।

প্রভু বলে যার মুখে নাহি ভক্তিকথা।
তপ, শিখাসূত্রত্যাগ তার সব বৃথা॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।১৯৪)

অতএব আমরা যেন তপস্যা-মায়াবীর মোহে মুগ্ধ হইয়া আরাধনাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা না করি। শ্রীরাধারাণী সমস্ত আরাধনার স্বয়ংরূপা মূলশক্তি। আরাধনা বৃত্তিটি সেই মূলশক্তিরই কৃপাবিন্দু। তপস্যা মায়াপিশাচীর বহুরূপিণী চেড়ী, শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার 'ভাবার্থদীপিকা'য় (১০।৮৭।২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) বলিয়াছেন—

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্ব্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥

তাপক্লিষ্ট হইয়া বহুবিধ তপস্যাই করুন, ভৃগুপাতেরই অনুষ্ঠান করুন, বহু বহু তীর্থ বিচরণ করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, বহু তর্কই করুন, হরিস্মরণ বিনা কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না।

সমাজ ও ধর্ম্ম

এই পৃথিবীতে মানবপ্রমুখ নানাবিধ জীবের বাস। জীবের স্থূলদেহ অচেতন-ভোগোপযোগী মন ও ইন্দ্রিয়নিচয় এবং চিদুপযোগী দেহী এই ত্রিবিধ ভূমিকায় জীবের অস্মিতা সিদ্ধ হয়। অপরাপর প্রাণি অপেক্ষা মানবগণের বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের দূরদর্শন, অভিজ্ঞতা পরস্পর বাক্যালাপের শক্তি ও উৎকৃষ্ট বিবেক আছে। মানব এই অপর প্রাণী অপেক্ষা বিশেষত্ব লাভ করিয়া নশ্বর ও নিত্যের বিচার করিতে সমর্থ হন। মানব নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানবের নিকট হইতে বাচনিক এবং লিখিত উপদেশাদি লাভ করিতে পারেন। পশুপ্রভৃতি তাহা করিতে পারে না।

জগতে নানাবিধ প্রাণীর মধ্যে মানবগণ যেরূপ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করেন, বানর বিবরাদি পশু, কাকাদি খেচরগণ, অজ-মহিষাদি প্রাণিগণও তদ্রূপ নিজ নিজ সমাজ স্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানবগণের মধ্যে সভ্য-অসভ্য-ভেদে দ্বিবিধ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। সভ্য শিক্ষিত মানবের সমাজ অসভ্য অশিক্ষিত মানবের সমাজের সহিত সমপদবী লাভ করিতে পারে না। আবার শিক্ষিতাভিমানী সভ্য মানবসমাজের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদক্রমে সঙ্কীর্ণ ও প্রসারিত সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যসমাজে সামাজিকগণ কোথাও কর্ম্মবীরগণের মাহাত্ম্য, কোথাও জ্ঞানবীরদিগের শ্রেষ্ঠতা, কোথাও যোগবলীর সহিষ্ণুতা প্রভৃতি স্ব-স্ব-সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন, এজন্য সমাজ বিশেষের সহিত অপর সমাজের প্রতিযোগিতা এবং সময় সময় প্রাতদ্বন্দ্বিতাও উপস্থিত হয়। এই সমাজগুলি সকলেই নিজ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ কাম্যভোগে উত্তরোত্তর সমাজের সহিত বিধান করেন। কামনা-দ্বারা চালিত হইয়া একটী বা বহু ঈশ্বর কল্পনা করেন। ইঁহাদের বিচারমতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান তাঁহাদের কামনা পরিতৃপ্তির কাল্পনিক আদর্শমাত্র। আবার যাহারা লৌকিক জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া লোকাতীত জ্ঞানে নিরন্তর অবস্থান করেন তাহাদের সেব্য ঈশ্বর বস্তু ইন্দ্রিয়তর্পণপর কামিদিগের ধারণার সহিত তুল্য নহে। কামিগণ সমাজের অধীনে যে কাল্পনিক ঈশ্বরত্ব নির্ম্মাণ করেন, তাহার প্রকৃত অধিষ্ঠান অনেক সময় খুঁজিয়া না পাওয়ায় অনেকে নাস্তিক হইয়া পড়েন, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে সন্দেহ পোষণ না করিয়া তাঁহার কর্তৃসত্তাগত নিত্য অধিষ্ঠানের উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে ব্যবহার উপযোগী সমাজের অধীন করিতে যান না। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা

সুষ্ঠুরূপে চালাবার জন্য যে ঈশ্বরের কল্পনা, সেই ধর্ম্ম কখনই নিত্য নহে; কিন্তু যাঁহারা বাস্তব ঈশ্বর-সত্তার অধীনে এই প্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার অন্তর্গত সমাজ লোকব্যবহারে উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে জানেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রীতি প্রবল হইয়া সমাজকে তদধীন বিচার করিবার শক্তি প্রকটিত হয়।

চীনদেশে আদি পুরুষ প্যাঙ্কু হইতে চীন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এসিয়া মাইনরে আদম হইতে মানবজাতির সৃষ্টি হয় এবং ভারতবর্ষে ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণাদি প্রাণিসমূহ উদ্ভূত হইয়াছেন এরূপ বিভিন্ন সামাজিক-বিশ্বাস পরিপুষ্ট হইতেছে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে সমাজের গতিবিধি ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু ইহা নিত্যকালীয় সমাজ নহে। সমাজপতিরূপে পরমেশ্বর-বিগ্রহ অনন্তকালই অবস্থিত—এই কথা অস্বীকার করিয়া অনিত্য সমাজে লৌকিক জ্ঞানে সামাজিক বিধিসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। কোথাও লোককল্পিত বহ্বীশ্বরবাদ, কোথাও কৃত্রিম একেশ্বরবাদের অন্তরালে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়া সমাজ স্থাপন-কার্য্যে শোচনীয় ফলই উৎপাদন করিয়াছে। দেশ ভেদে, প্রদেশ-ভেদে, পাত্রভেদে শিক্ষাবৈষম্যে নানাবিধ সামাজিক আচার্য্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের প্রবর্ত্তকরূপে নিজ নিজ কর্ম্মতৎপরতা প্রচার করিয়াছেন! 'গড্ডলিকা প্রবাহ'-ন্যায় অবলম্বন করিয়া বহু অনুসরণকারী ব্যক্তি তাহাদিগকে স্থানীয় আচার্য্যজ্ঞানে তাহাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শারীর-বৃত্তিসমূহকে তদনুগামী করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। লৌকিক জ্ঞানে সমাজে বিধি পালন করাই লৌকিক আচার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে, দেশে বিদেশে নানাবিধ আচার্য্যের নানাবিধ সঙ্কীর্ণ সমাজ, কোথাও বা অসংখ্যলোকাদৃত সমাজ চলিতেছে। সামাজিক বিধি বহুমানন করিয়া আমরা সদাচার সম্পন্ন ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি। এই সকল ধর্ম্ম ও সমাজ খণ্ডকালের অধীনে পরিবর্ত্তনশীল। এই সকল সমাজের অধীনে স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মনোজীবিগণ নিজ নিজ নিজ গন্তব্যপথ নিষ্কাষণ করতঃ হরিবৈমুখ্যসাধন করিয়া সনাতন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। তাৎকালিক ধর্ম্ম কিছু সনাতন ধর্ম্ম নহে। সমাজাধীন স্মার্ত্তগণ তত্তৎ সমাজের বিধিশাস্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র নামে অভিহিত করিয়া বিধির চালক স্মার্ত্ত নামে আপনাদিগকে সংজ্ঞিত করেন। আমরা বারান্তরে লৌকিক সমাজ ও পরমার্থ বিষয়ে ভেদ আলোচনা করিব।

—শ্রীরামকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

চাতুর্ম্মাস্য-বিধি

শ্রীহরির শয়নকাল মাসচতুষ্টয় চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক—এই চারি মাসই শ্রীহরির শয়নকাল। চাতুর্ম্মাস্যব্রত শয়ন-একাদশী, কর্কট-সংক্রান্তি অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। একাদশী-পক্ষে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত ইহার অবস্থিতি; যাঁহারা কর্কট-সংক্রান্তি হইতে অর্থাৎ আষাঢ়-সংক্রান্তি হইতে এই ব্রত আরম্ভ করেন, তাঁহারা কার্ত্তিক-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ব্রতযাপন করিবেন। আর আষাঢ়-পূর্ণিমায় আরম্ভ করিলে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ব্রত পালন করিতে হয়।

চাতুর্ম্মাস্যের মুখ্যবিধি

শ্রীহরির শয়নকাল মাসচতুষ্টয় ইতর কথা, ইতর চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ-রূপে পরিমুক্ত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করা উচিত। শয়ন-কালে বিরক্ত করিতে নাই। মানবগণ কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলেই শ্রীহরি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরক্ত হইয়া থাকেন। আর যাঁহারা ইতর বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া চিদ্বৃত্তিতে অবস্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবানিষ্ঠ হন তাঁহাদের মার্জ্জিত শুদ্ধ-চিত্ত-রূপ শ্বেত-সমুদ্রে শ্রীগুরুতত্ত্ব অনন্তদেবের অনন্তমুখী অনন্তসেবা-ফণিতে শ্রীহরি সুখে নিদ্রা যান।

শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে বড়বটি, কলাই, সীম প্রভৃতি ভোজন সম্পূর্ণরূপে নিসিদ্ধ। লাউ, সীম, বড়বটি, কলিঙ্গ, পটল, বেগুন, সন্ধিত প্রভৃতি চাতুর্ম্মাস্যে নিষিদ্ধ। বড়বটি, সীম প্রভৃতি এবং আমিষজাতীয় খাদ্যগুলি কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য। এই ব্রত-পালন-কালে যাবতীয় বিলাস-সম্ভার সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

চাতুর্ম্মাস্য—বৈষ্ণবব্রত। কোন ব্যক্তি যদি মনে মনেও এই ব্রত আচরণ করেন তাহা হইলেও তিনি শত জন্মের পাপ হইতে বিমুক্ত হন। আর যে ব্যক্তি একাহারী, শান্ত, নিত্যস্নায়ী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া মাসচতুষ্টয় শ্রীহরি-পূজায় নিযুক্ত থাকেন তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। যিনি ভূমীশায়ী হইয়া এই মাসচতুষ্টয় শ্রীহরির অর্চ্চন করেন তিনি বৈষ্ণবী গতি লাভ করেন। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক প্রত্যেকেরই এই ব্রতপালন বিধেয়।

তৈল, লবণ, মহুয়া, পুষ্পোপভোগ তথা কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, খার ও অতি কষায় দ্রব্য পরিত্যজ্য। দধি, দুগ্ধ, তক্র, পক্ক-অন্ন প্রভৃতি গ্রহণেরও বিধি নাই; ক্ষৌর-কর্ম্মাদি চাতুর্ম্মাস্যকালে গৃহস্থদিগের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সমর্থ থাকিলে এক দিন পর একদিন ভোজন বিধেয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীহরি-সেবাই মুখ্যবিধি। যাহাতে সেবার ব্যাঘাত হয় এপ্রকার শুষ্কবৈরাগ্য সুবিধা হয় না। পক্ষান্তরে সেবার নামে ভোগে প্রমত্ত হইলে—সাধ্যানুসারে নিয়ম পালন না করিলেও বিষম অসুবিধায় পড়িতে হয়। বার বার স্তব ও পূজাদ্বারা কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত মহাপ্রসাদ ও চরণামৃত স্বীকার করিতে হইবে। নীরাজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শয়ন করাইয়া বিষ্ণুস্মরণ-পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিতে হয়।

পত্র ও উত্তর *

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
তাং ৩০শে আষাঢ়, ১৩৮০

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসরঃ নিবেদনমেতৎ—

যথাসময়ে আপনার প্রেরিত পত্র পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। শ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় উত্তর-প্রদানে বিলম্ব হইল, তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না। প্রশ্নোত্তর নিম্নে দ্রষ্টব্য :—

আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনি পূর্ব্বে কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আপনার প্রকৃত দীক্ষা হয় নাই, জানিবেন। দীক্ষা হইলে এইরূপ মতিভ্রম হইত না। দীক্ষা কাহাকে বলে? দিব্যজ্ঞান যাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম 'দীক্ষা'। শাস্ত্রে ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন,— "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

---

* ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজকে লিখিত ২৪ পরগনা (পঃ বঙ্গঃ) নিবাসী শ্রীশান্তিকুমার হালদার মাহশয়ের পত্রোত্তর।

—প্রকাশক

অর্থাৎ, যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা'-নামে অভিহিত করেন।

সদগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য। সেইপ্রকার গুরুর লক্ষণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, যথা— "কিবা ন্যাসী কিবা বিপ্র শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

আপনি জাগতিক দৃষ্টান্তক্রমে জানিয়েছেন যে, মাতা অপেক্ষা পিতা নিষ্ঠুর Type-এর, কিন্তু সে এই প্রাকৃতরাজ্যে তথাকথিত জন্মদাতা পিতা হইতে পারেন—বিশ্বপিতা যিনি, তিনি কখনও এরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখপদ্ম হইতে একথা জানাইয়াছেন—(গীঃ ৯।২৯) 'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" জগৎস্বামী বা বিশ্বপিতা সকলকেই সমান চোখে দেখিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত জগৎপিতার সহিত প্রাপঞ্চিক জন্মদাতা পিতার তুলনা করিতে যাওয়া মূর্খতার পরিচায়ক ও অপরাধজনক। স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বদা সকল অবস্থায়ই পরমকরুণাময়।

এখন আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—

প্রঃ—বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত ব'লে কি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য দেব-দেবীর ধ্যান কর্‌তে পার্‌ব না ?

উঃ—না। দীক্ষাগুরু শিষ্যকে বিষ্ণু (কৃষ্ণ)-মন্ত্র দান করিলেন। শিষ্য কি তখন স্বেচ্ছানুসারে কৃষ্ণমন্ত্র ত্যাগ করিয়া শক্তিমন্ত্র জপ করিবে বা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেব-দেবীর ধ্যান করিবে ? দীক্ষা-প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

"দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্ম সমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

গুরুর শাসন না মানিলে শিষ্যের শিষ্যত্বের হানি হয়। তজ্জন্য পূর্ব্বেই বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে, আপনার প্রকৃত দীক্ষা হয় নাই।

প্রঃ—আর যদি অন্য কোন দেব-দেবীর ধ্যান করি, তবে কি আমার গুরু-অবমাননা করা হবে ?

উঃ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। গুরুর বিশেষ অবজ্ঞা করা হইবে এবং গুরোরবজ্ঞা নামাপরাধে পতিত হইতে হইবে।

প্রঃ—তাতে কি গুরু আমার প্রতি রুষ্ট হবেন ?

উঃ—নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। শাস্ত্রে আছে—

'কৃষ্ণে রুষ্টে সতি গুরূ রক্ষতি তু গুরৌ রুষ্টে কৃষ্ণো রক্ষি তুং ন শক্নোতি'

অর্থাৎ, 'কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥'

প্রঃ—আপনি লিখিয়াছেন 'আমি জানি, আমাদের আদি এবং অনন্ত দেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সেই তো জগৎ-স্বামী, কিন্তু তবুও মনে হয়, ঈশ্বর বলিতে তো কিছুই নাই। ঈশ্বর বল্‌তে বুঝি একটা শক্তি। সেই শক্তিকে যেরূপই চিন্তা বা ধ্যান করি না কেন, ধ্যেয় বস্তু জগৎ-মাতাই হউন, আর কৃষ্ণই হউন, আমার সম্মুখে আবির্ভূত হবেন। তবে কেন বৈষ্ণবমতে দীক্ষা নিলে জগৎ-মাতাকে ধ্যান কর্‌তে পার্‌ব না ?

উদাহরণস্বরূপ বলিয়াছেন—'নীচু জমিতে ধানের ফসল করা হয়, কিন্তু যদি ভুলবশতঃ সেখানে আলুর চাষ করি, তাহ'লে তো সেই আলু হবে না। সুতরাং যদি আলু ভেঙ্গে আবার সেখানে ধানের চাষ না করি, তাহ'লে তো আলু ও ধান দুটো ফসলই মারা যায়।'

উঃ—আপনি নিজমুখেই পরস্পর বিরোধী কথা ব্যক্ত করিতেছেন। প্রথমে বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ আদি এবং অনন্ত দেবতা ও জগৎ-স্বামী, আবার পরে ঈশ্বরের একেবারে অস্তিত্ব নাই, স্থির করিলেন,—ইহা বড়ই অসঙ্গত ও বাতুলের প্রলাপোক্তি-সদৃশ। যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সে তো নাস্তিক। অধিকন্তু যে স্বামীকে না মানে, সে নিশ্চয়ই বেশ্যা। বেশ্যা যেমন বহু পতির সেবিকা, আপনিও তেমনই বহু পতি অর্থাৎ বহু দেবতার আরাধনা করিতে চান। শাস্ত্রে বহু ঈশ্বর-ভজনকারীকে বহ্বীশ্বরবাদী বলিয়াছেন।

তবে আপনার পত্রগর্ভাঙ্কের মর্ম্ম হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আপনি একজন শক্তির উপাসক বা শাক্ত। সাংখ্যবাদীরা 'শক্তি'কে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, কিন্তু শক্তি জড়া, তাহার নিজের সৃষ্টিক্ষমতা নাই। বেদান্তদর্শনকার 'জন্মাদ্যস্য যতঃ', 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রদ্বারা নিরীশ্বর সাংখ্যের এই 'প্রকৃতিবাদ'কে খণ্ডিত ও নিরস্ত করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে
সাদর আহ্বান

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** আনুগত্যে আগামী ২৪শে শ্রাবণ (ইং ৯।৮।৭৩) বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৪।৮।৭৩) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা এবং ৪ঠা ভাদ্র (ইং ২১শে আগষ্ট) মঙ্গলবার **শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী** উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা এবং বিশেষ ভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারী জীউর মঙ্গলারাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন, ভোগরাগাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

অতএব ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া মঠের সদস্যবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবদ্-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। ইতি—ইং ১৫।৭।৭৩

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সেবকবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উপরোক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

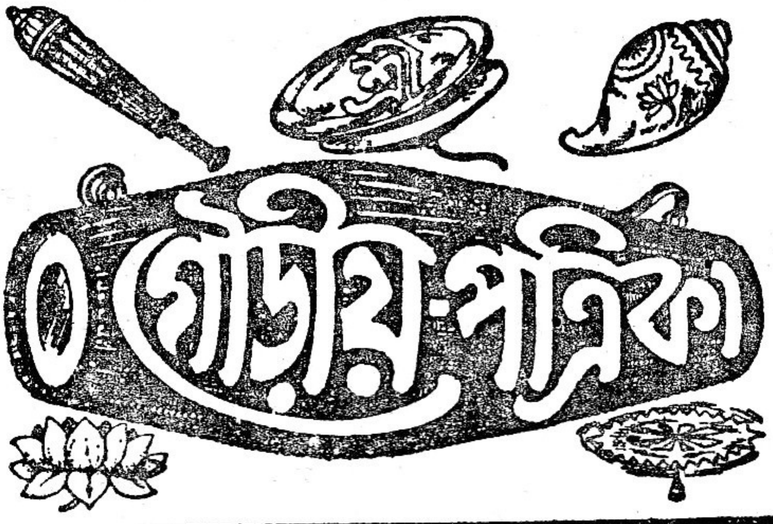

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৫শ বর্ষ | গর্ভোদয়ী, ৩ হৃষীকেশ, ৪৮৭ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৮০ ; ইং ১৭।৮।১৯৭৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৫ পৃষ্ঠার পর)

জয় জয় বীর স্মররসধীর দ্বিজজিতহীর প্রতিভটবীর।
স্ফুরদুরুহার-প্রিয়পরিবারচ্ছুরিতবিহার স্থিরমণিহার।
প্রকটিতরাস স্তবকিতহাস স্ফুটপটবাস-স্ফুরিতবিলাস।
ধ্বনদলিজালস্তুতবনমাল ব্রজকুলপাল প্রণয়বিশাল।
প্রবিলসদংসভ্রমদবতংস ক্বণদুরুবংশস্বনহৃতহংস।
প্রশমিতদাব প্রণয়িষু তাবদ্বিলসিতভাব স্তনিতবিরাব।
স্তনঘনরাগশ্রিতপরভাগ ক্ষতহরিযাগ ত্বরিতধৃতাগ॥ বীর॥

হে বীর! হে কামরসপ্রবীণ, তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অতএব তোমার জয় হউক, তুমি দন্তাবলীরদ্বারা হীরকের শোভা পরাভব করিয়াছ, তুল্যবল

যে-সকল বীরপুরুষ তাহাদের প্রতি বিক্রম প্রকাশ কর, হার কেয়ূরাদি ভূষণে ভূষিত ব্রজরমণীগণে তুমি বিহার কর, তুমি মণিময় হারে বিভূষিত, তুমি রাসবিহারী, সুমধুর হাস্যদ্বারা তোমার শ্রীমুখ সুশোভিত, তুমি সুন্দর পটবাস (আবির দ্বারা) সুশোভিত, কণ্ঠস্থ বনমালায় ভ্রমরগণ গুণ্ গুণ্ শব্দ করিতেছে, তুমি ব্রজবাসীগণের পালক, তোমার কলেবর প্রেমপরিপূর্ণ, স্কন্ধলম্বিত কর্ণকুণ্ডল তোমার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে, তুমি মধুর বংশীগানে পরমহংসদিগকেও আকর্ষণ করিয়া থাক, তুমি আত্মীয়জনের প্রণয়াসক্ত হইয়া দাবাগ্নির শান্তি করিয়াছ, নবীন মেঘের গম্ভীর শব্দের ন্যায় তোমার কণ্ঠস্বর, ব্রজ-রমণীগণের কুচকুঙ্কুমাদিরাগে তোমার কলেবর সুশোভিত, তুমি ইন্দ্রের যজ্ঞহন্তা, তুমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছ।

স্থিতিনিয়তিমতীতে ধীরতাহারিগীতে
প্রিয়জনপরিবীতে কুঙ্কুমালেপপীতে।
কলিতনবকুটীরে কাঞ্চ্যদঞ্চৎকটীরে
স্ফুরতু রসগভীরে গোষ্ঠবীরে রতির্নঃ॥
অম্বাবিনিহিত চুম্বামলতর
বিম্বাধরমুখলম্বালক জয় ॥ দেব ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি ব্রজরমণীর সহিত বিহার করিয়া বেদবিহিত নিয়ম অতিক্রম করিয়াছ, তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে সকলের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, তুমি সর্ব্বদা ভক্তগণে পরিবেষ্টিত, তুমি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কুঙ্কুমাদি অনুলেপনে পীতবর্ণ, তুমি অভিনব কুঞ্জকুটীরে ব্রজগোপীর সহিত বিরাজ কর, তোমার কটিদেশ স্বর্ণময় কাঞ্চীভূষণে ভূষিত, তুমি সমস্ত রসের আশ্রয়, এজন্য তোমার গাম্ভীর্য্যের ইয়ত্তা নাই, তুমি ব্রজধামের অধিপতি, অতএব তোমাতে আমার অবিচলিত অনুরাগ থাকুক্। বিম্বাধর শোভিত ও লম্বিত অলকাবলিযুক্ত ত্বদীয় মুখমণ্ডল চুম্বন করিয়া তোমার জননী শ্রীমতী যশোদা অপার আনন্দ লাভ করেন, অতএব হে দেব! তোমার জয় হউক।

দৃষ্ট্বা তে পদনখকোটিকান্তিপূরং
পূর্ণানামপি শশিনাং শতৈর্দুরাপং।
নির্বিণ্ণোমুরহর মুক্তরূপদর্পঃ।
কন্দর্পঃ স্ফুটমশরীরতাময়াসীৎ ॥ উৎপলং ॥

নর্ত্তিত-শর্ক্কর-চর্ক্কর বৃদ্ধমরুদ্ভরতর্দ্দন নির্ভর।
দুষ্টবিমর্দ্দন শিষ্টবিবর্দ্ধন সর্ব্ববিলক্ষণ মিত্রকৃতক্ষণ।
সদ্ভুজলক্ষিত-পর্ব্বতরক্ষিত-নিষ্ঠুরগর্জ্জনখিন্ন-সুহৃজ্জন।
রুষ্টদিবস্পতি গর্ব্বসমুন্নতি তর্জ্জনবিভ্রম নির্গলিতভ্রম।
শক্রকৃতস্তব বিস্ফুরদুৎসব ॥ বীর ॥

হে মুরহর! শত শত পূর্ণিম-শশধরেরও দুর্লভ ত্বদীয় চরণ নখাগ্রশোভা সন্দর্শন করিয়াই যেন কন্দর্প বিরূপ ও বিবর্ণ হইয়া অশরীরী হইয়াছেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি শর্করোপল (শর্করা খাবরা, উপল শিলাখণ্ড) বর্ষী মহাবাত রূপধারী তৃণাবর্ত্তনামক কংসভৃত্যকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি বেদবাহ্য দুষ্টগণের নিগ্রাহক ও বেদপথপ্রবৃত্ত শিষ্টজনের পরিপালক, তুমি সর্ব্বেশ্বর ও সকলের কারণ, তোমার আত্মীয়গণ সর্ব্বদা তোমার উৎসবে প্রবৃত্ত, তুমি বামহস্তদ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ভয়ানক বাত-বিদ্যুৎ-বর্ষা হইতে আত্মীয়গণকে রক্ষা করিয়াছ এবং যজ্ঞবিনাশ হেতু অতিক্রুদ্ধ ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ, ইন্দ্রের ভ্রম দূর হইলে তিনি তোমার কৃত স্তব ও উৎসব করিয়াছিলেন।

বুদ্ধীনাং পরিমোহনঃ কিল হ্রিয়ামুচ্চাটনঃ স্তম্ভনো
ধর্ম্মোদগ্রভিয়াং মনঃ করটিনাং বশ্যত্বনিষ্পাদনঃ।
কালিন্দীকলহংস হন্ত বপুষামাকর্ষণঃ সুভ্রুবাং
জীয়াদ্বৈণবপঞ্চমধ্বনিময়ো মন্ত্রাধিরাজঃস্তবঃ ॥

হে যমুনাবিহারিন্ শ্রীকৃষ্ণ! যাহা হইতে ব্রজ-রমণীগণের বুদ্ধিবৃত্তি বিমোহিত হয় এবং লজ্জার উচ্চাটন, ধর্ম্মভয়ের স্তম্ভন ও চিত্তহস্তীর বশীকরণ এবং শরীরাকর্ষণ হয়, এইরূপ পঞ্চমস্বর শোভিত বংশীধ্বনি-নামক তোমার সেই মন্ত্ররাজের জয় হউক।

কাননারব্ধ কাকলীশব্দ পাটবাকৃষ্ট গোপিকাদৃষ্ট।
চাতুরীজুষ্ট রাধিকাতুষ্ট কামিনীলক্ষ মোহনে দক্ষ।
ভাবিনীপক্ষ মামমুং রক্ষ ॥ দেব ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীবৃন্দাবনে তোমার বংশীস্বরে আকৃষ্ট হইয়া গোপিকাগণ তোমার নিকট আগমনপূর্ব্বক তোমার মধুরমূর্ত্তি দর্শন করেন, পরম চতুরা

শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিয়া তুমি অতিশয় সন্তোষ লাভ কর. তুমি লক্ষ লক্ষ কামিনীর প্রীতিসাধনে দক্ষ ও তাঁহাদিগের একমাত্র সখা, অতএব হে দেব! এক্ষণে আমাকে রক্ষা কর।

অজর্জ্জরপতিব্রতা হৃদয়বজ্রভেদোদ্ধুরাঃ
কঠোর বরবর্ণিনী নিকরমানবর্ম্মচ্ছিদঃ।
অনঙ্গধনুরুদ্ধতপ্রচল চিল্লিচাপচ্যুতাঃ
ক্রিয়াসুরঘবিদ্বিষস্তব মুদং কটাক্ষেষবঃ ॥ তুরঙ্গ ॥

হে ভক্তগণ! অঘসংহারী হরির কটাক্ষরূপ শরনিকর তোমাদের অসীম আনন্দবিধান করুন, যাহা কামধেনুর ন্যায় উদ্ধত ভ্রূকার্ম্মুক হইতে নিঃসৃত হইয়া অভেদ্য পতিব্রতাগণের হৃদয় বজ্রভেদ ও বরবর্ণিনীদিগের কঠোর মানবর্ম্মচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইতেছেন।

সঞ্চলবিচকিল কুণ্ডল মণ্ডিতবরতনুমণ্ডল।
কুণ্ডলিপতিকৃতসঙ্গর খণ্ডিতভুবনভয়ঙ্কর।
শঙ্করকমলজবন্দিত কিঙ্করনুতিলবনন্দিত।
গঞ্জিতসমদপুরন্দর চঞ্চলদমনধুরন্ধর।
বন্ধুরগতিজিতসিন্ধুর চন্দনসুরভিতকন্দর।
সুন্দরভুজলসদঙ্গদ সঙ্গদসখিগণরঙ্গদ।
ঝঙ্কৃতিকরমণিকঙ্কণ কুন্তললুঠদুরুরঙ্গণ।
কুঙ্কুমরুচিলসদম্বর লঙ্গিমপরিমলডম্বর।
নন্দভবনবরমঙ্গল মঞ্জুলঘুস্মৃণসুপিঙ্গল।
হিঙ্গুলরুচিপদপঙ্কজ সঞ্চিতযুবতিসদঙ্গজ।
সন্ততমৃগমদপঙ্কিল সংতনু ময়ি কুশলং কিল ॥ বীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! সুন্দর মল্লিকা-কুসুমে তোমার কর্ণভূষণ হইয়াছে, তুমি ব্রজ-রমণীগণকে নানাবিধ ভূষণদ্বারা ভূষিত কর, তুমি সর্পরাজ কালিয়-নাগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ এবং ঐ যুদ্ধে ভুবনভয়ঙ্কর সেই সর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ, তুমি মহাদেব ও ব্রহ্মার আরাধ্য. ভক্তগণ তোমার কিঞ্চিৎ স্তব করিলেই তুমি আনন্দিত হও, তুমি মদমত্ত পুরন্দরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ, তুমি গো-ব্রাহ্মণ-বিরোধি দুষ্টদমনে ধুরন্ধর, তুমি সুন্দর গমন-

দ্বারা মাতঙ্গগতি পরাজয় করিয়াছ, তোমার গ্রীবাদেশ চন্দনাদি-সুগন্ধে সুবাসিত, ত্বদীয় ভুজদ্বয় সুন্দর অঙ্গদভূষণে ভূষিত, তোমার চিন্তায় ভক্তগণের বিষয়াসঙ্গ দূরীভূত হয়, তুমি নিজসখিবৃন্দের আনন্দপ্রদ, তোমার হস্তদ্বয়ে মণিময় বলয় থাকায় উহার সুন্দর ঝঙ্কার শব্দ হইতেছে, তোমার কর্ণকুণ্ডলে সুন্দর রঙ্গণপুষ্প শোভিত হইতেছে, তোমার বসন কুঙ্কুমের ন্যায় পীতবর্ণ, সুন্দর পরিমলসমূহে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুবাসিত, তুমি নন্দালয়ের পরম মঙ্গলস্বরূপ, কুঙ্কুমাদি অনুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুন্দর পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, তোমার চরণতলে হিঙ্গুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, তুমি ব্রজরমণীগণের হৃদয়ে প্রেম পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ, তোমার শ্রীঅঙ্গ সুন্দর মৃগমদ অনুলেপনে পঙ্কিল হইয়াছে, অতএব হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার কল্যাণ বিস্তার কর।

গিরিতটীকুলটী কুলপিঙ্গলে খলতৃণাবলিসংজ্বলঙ্গিলে।
প্রখরসঙ্গর সিন্ধুতিমিঙ্গিলে মম রতির্বলতাং ব্রজমণ্ডলে॥
জয় চারুদাম ললনাভিরাম জগতীললাম রুচিহৃতবাম॥ ধীর॥

সুন্দর গৈরিক ধাতুদ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যিনি খলরূপ তৃণরাশির জ্বলন্ত অনলস্বরূপ এবং যিনি ঘোরতর সংগ্রাম-সমুদ্রের তিমিঙ্গিল মৎস্যস্বরূপ, সেই ব্রজমঙ্গলকর শ্রীকৃষ্ণে আমার ভক্তি হউক।

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সুন্দর হারা'দ ভূষণে ভূষিত, ব্রজরমণীগণে পরিবেষ্টিত, তুমি বিশ্বের ভূষণ, তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে গোপীকাগণ আকৃষ্ট হন, অতএব হে ধীর! তোমার জয় হউক।

উদ্দিতহৃদয়েন্দুমণিঃ পূর্ণকলঃ কুবলয়োল্লাসী।
পরিতঃ শার্ব্বরমথনো বিলসতি বৃন্দাটবীচন্দ্রঃ॥

যাঁহার উদয়ে ভক্তগণের চিত্তরূপ চন্দ্রকান্তমণি আর্দ্র হয়, যিনি নিখিলকলায় পরিপূর্ণ, যাঁহার উদয়ে জগৎ উল্লিসিত হয় এবং যিনি সমস্ত দুষ্টজনের নিগ্রহকারী (পক্ষে যিনি সমস্ত অন্ধকারের বিনাশী), এই প্রকার সেই গোকুলচন্দ্র আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন।

প্রকটীকৃতগুণ শকটীবিঘটন নিকটীকৃতনবলকুটিবর বন-
পটলীতটচর নটনীল মধুর সুরভীকৃতবন সুরভীহিতকর
মুরলীবিলসিত খুরলীহৃতজগদরুণাধর নবতরুণায়তভুজ
বরুণালয়সম করুণাপরিমল কলভায়িতবল শলভায়িতখল

ধবলাধৃতিহর গবলাশ্রিতকর সরসীরুহধর সরসীকৃতনর
কলশীদধিহর কলশীলিতমুখ ললিতারতিকর ললিতাবলিপর ॥ ধীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি কারুণ্য বাৎসল্যাদিগুণে পরিপূর্ণ, তুমি অতি শৈশবে কোমল চরণাগ্রদ্বারা শকটভঞ্জন করিয়াছ, তুমি পশুপালনার্থ বেণুযষ্টি ধারণ করিয়া বৃন্দারণ্যে বিচরণ করিতেছ, তুমি নৃত্যপ্রিয় ও মধুরমূর্ত্তি, তুমি শ্রীঅঙ্গের সৌরভে শ্রীবৃন্দাবন সুবাসিত করিয়াছ, তুমি সুরভীগণের হিতকারী, তোমার বংশীরবে জগৎ বশীভূত হয়, তোমার অধরবিম্ব অরুণবর্ণ, তরুণ বয়স হেতু তোমার বিশাল বাহুদ্বয় সুন্দর শোভা পাইতেছে, তুমি গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রতুল্য ও করুণা পরিপূর্ণ, তুমি মাতঙ্গতুল্য বলবান্, বলদেবদ্বারা প্রলম্বাসুর বধ করিয়াছ, তুমি মহিষশৃঙ্গের শব্দ করিয়া (শিঙ্গা বাজাইয়া) গাভীগণের ধৈর্য্য হরণ কর, তুমি বংশীগানদ্বারা নীরস মনুষ্যকেও সরস করিয়া থাক, তুমি বিলাসের নিমিত্ত দক্ষিণহস্তে একটী পদ্মপুষ্প ধারণ করিতেছ, তুমি বাল্যকালে কলসস্থ দধি-নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় বস্তুর অপহারক, তোমার শ্রীমুখ মধুর স্বরে সুশোভিত, তুমি ললিতার অনুরাগবর্দ্ধক, তুমি যুবতীবৃন্দে পরিবেষ্টিত।

হরিণীনয়নাবৃত প্রভো করিণীবল্লভকেলিবিভ্রম।
তুলসীপ্রিয়দানবাঙ্গনা-কুলসীমন্তহর প্রসীদ মে ॥

হে তুলসীপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি হরিণনয়না গোপাঙ্গনায় পরিবেষ্টিত হইয়া করিণীপতী মাতঙ্গের ন্যায় কেলি করিতেছ, তুমি দানব-কামিনীদিগকে কেশবিন্যাস্যাদি বেশভূষায় বিবর্জ্জিত করিয়াছ, অর্থাৎ উহাদিগকে বিধবা করিয়াছ, অতএব হে প্রভো ! এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

চন্দন-চর্চ্চিত গন্ধসমর্চ্চিত গণ্ডবিবর্ত্তন কুণ্ডলনর্ত্তন
সন্দলদুজ্জ্বলকুন্দলসদ্গল বঞ্জুল কুট্টল মঞ্জুল কজ্জ্বল-
সুন্দরবিগ্রহ নন্দলসদ্গ্রহ ॥ বীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! চন্দনাদিসুগন্ধে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুবাসিত, দোদুল্যমান কুণ্ডলযুগল তোমার কর্ণযুগলে সুশোভিত, সুন্দর কুন্দমালা তোমার গলদেশে শোভা পাইতেছে, তুমি শ্রীঅঙ্গে অশোক-কলিকানির্ম্মিত ভূষণ ধারণ করিতেছ, দলিত অঞ্জনের ন্যায় ত্বদীয় অঙ্গকান্তি শোভা পাইতেছে, তুমি শ্রীনন্দের প্রিয় ॥ ৭ ॥ (ক্রমশঃ)

পত্রাবলী *

[গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের দাহ করাই বিধি, ত্যাগী কৌপীনধারী বৈষ্ণবগণের ভূ-প্রোথিত করিয়া সমাধি দিতে হয়।]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪৪ নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬
ইং ৯।৬।৬৪

স্নেহাস্পদাষু * * * মা !

* * * * -এর হাতে প্রেরিত টাকা, রূপা ও * * গিরির টাকা পাইয়াছি। * * * * নবদ্বীপের ঠিকানায় কুশল জানাইবেন।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের সমাধি দেওয়া নিষিদ্ধ অর্থাৎ প্রচলিত নহে। গৃহস্থ বৈষ্ণবের দাহ করাই বিধি অর্থাৎ আগুন দিয়া দেহ পুড়াইয়া ফেলিতে হয়। ত্যাগী কৌপীনধারী বৈষ্ণবগণের ভূ-প্রোথিত করিয়া সমাধি দিতে হয়। সাধারণ বৈষ্ণব-সমাজে বা জাতি-বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই প্রথার বিপরীত দেখা যায়। আপনারা সেরূপ করিবেন না। অশাস্ত্রীয় কাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি করে না এবং তাহাতে তাহাদের কোন অনুমোদনও নাই।

শ্রাদ্ধ ১১ দিনের দিন হইবে। ১১ দিনের দিন সকালে ক্ষৌরকার্য্য করিয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর রচিত সৎক্রিয়াসার-দীপিকানুসারে ভগবৎ-প্রসাদ বা মহাপ্রসাদদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। স্ত্রী-পুত্র কেহ নামাশ্রিত বা দীক্ষিত না হইলে তাহাদের বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধে অধিকার নাই। সুতরাং সেরূপ ক্ষেত্রে কোন গুরুভ্রাতা বা ভগ্নী পরলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি করিবে। অদীক্ষিত পুত্র-কন্যাদির কিছুই করিতে হইবে না। কারণ জীবিতাবস্থায় তাহাদের পাচিত অন্ন-জল বৈষ্ণবগণ অর্থাৎ পরলোকপ্রাপ্ত বৈষ্ণব কখনই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন না।

শ্রাদ্ধের সময় আবশ্যক হইলে মঠের লোক গিয়া পৌরহিত্য করিতে পারে। আমাদের সমিতির সেরূপ ব্যবস্থা আছে। অধিক কি, আপনার কুশল সংবাদ জানাইবেন এবং * * বাবুর সংবাদ জানাইবেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত আছি। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

---

* পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত। —সম্পাদক

পরমার্থ *

[শ্রীল প্রভুপাদের সন্দর্ভাকারে রচিত অভিভাষণ]

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্য বস্তু বাস্তব-বিষয়াশ্রয়মিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহার আশ্রিত জীবকুল তাঁহার চেষ্টায়ই অনুপ্রাণিত। শ্রীচৈতন্যদেব সারা জীবন ধরিয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার নিত্যকাল-আশ্রিত আমরা ঐ বৃত্তির অনুসরণ করিলেই ত্রিগুণান্তর্গত বর্ত্তমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত রাজ্যেরও অনুভূতি লাভ করিব।

চিদচিন্মিশ্র প্রতীতি আমাদিগকে ন্যূনাধিক ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষে সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই কৃষ্ণানুসন্ধানকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করে। তজ্জন্য যাঁহারা বিঘ্নসমাকুল নহেন, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমরা ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত বস্তুর কোন সন্ধান পাই না। আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান পূর্ণতার উপলব্ধি করিতে দেয় না, আমাদিগকে নিত্যের পরিচয়, পূর্ণজ্ঞানের পরিচয়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরিচয়, হইতে পৃথক্ রাখে। এখানকার বস্তুবিজ্ঞান জড়তা বা নির্ব্বিশেষ-বিচারে আবদ্ধ। যে কিছু সবিশেষের কথা ইন্দ্রিজজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অনুভবের বিষয় হয়, তাহা প্রাগুক্ত দোষ-চতুষ্টয়ের ভূমিকায় অবস্থিত। সেই দোষ হইতে মুক্ত হইতে হইলে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা-বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

মনোধর্ম্মজীবিগণ যে-সকল ভাষায় স্বীয় ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করেন, সেইগুলি ন্যূনাধিক বিপন্ন ও পরস্পর বিবদমান। তাৎকালিক অভিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞান হইতে পৃথক্। বাস্তব অভিজ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হইয়া বাস্তব বস্তুর প্রেমলাভ-চেষ্টাকেই "পরমার্থ" বলে। যাঁহারা লৌকিক অর্থশাস্ত্র-সমূহে আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারাও লোকাতীত বাস্তব-বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হইবার যোগ্য। সচ্চিদানন্দ আকর্ষক যাঁহাকে যে-পরিমাণে আকর্ষণ করিয়াছেন বা আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা দিয়াছেন, আকর্ষণীয় আমরা সেই পরিমাণে বাস্তব-বিজ্ঞানের অনুভূতি-লাভে যত্নবিশিষ্ট হইতে পারি। যাঁহারা লৌকিক-অর্থ-সংগ্রহ ব্যতীত পরম-ধর্ম্ম, পরম-অর্থ, পরম-কাম, পরম-মোক্ষপদের দিকে যতদূর অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় করেন, তাঁহাদের

---

* পারমার্থিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে **জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ**-প্রদত্ত ভাষণ। —সম্পাদক

ভাষাসমূহ তদ্দূর চিন্ময় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবে জানিয়া আমরা কতিপয় প্রশ্ন লইয়া সদুত্তর লাভের আশায় পারমার্থিক রুচিসম্পন্ন জনগণের সমীপে উপনীত হইয়াছিলাম।

চিদচিন্মিশ্রভাবসম্পন্ন জীবগণের নিকট ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়-রহিত কৃষ্ণানুসন্ধানের কথা পাওয়া যাইতে পারে না জানিয়াও অন্বয় ও ব্যতীরেকভাবে তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসার উপদেশ লাভ করাও তাদৃশী প্রবৃত্তি। সুতরাং অন্বয় ও ব্যতীরেকমূলে আমাদের অভীষ্ট কৃষ্ণানুসন্ধান ন্যূনাধিক লাভ হইবে জানিয়া পারমার্থিকের সঙ্গ আমাদের লোভনীয় বিষয় হইয়াছিল। পরম ধর্ম্মের প্রতিকূল, পরম-অর্থের প্রতিকূল, পরম-কামের প্রতিকূল, পরম-মোক্ষের প্রতিকূল ভাব ও ভাষা-সমূহ আমাদের উদ্দেশ্য বিনাশ করিবার প্রয়াস করিবে জানিয়াও সেইরূপ প্রতিকূল সঙ্গ হইতে আমাদের প্রাপ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাধা নাই, জানিয়াছিলাম। অসাত্বত পুরাণ, অসাত্বত পঞ্চরাত্র ও অসাত্বত দর্শনসমূহ, অসাত্বত ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ রাজস-তামস-দর্শন-পূর্ণ বিভিন্ন উপদেশসমূহের মধ্যেও মঙ্গল-বিস্তৃতি ও অভদ্রনাশের যে সকল কথা সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা পূর্ব্ব মহাজনগণ আলোচনা করিয়াছেন এবং অভীষ্ট-সিদ্ধিলাভেও তাঁহাদের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

কৃষ্ণানুসন্ধান

"কৃষ্ণানুসন্ধান' শব্দে আমরা দুইটি আলোচ্য-ব্যাপার লক্ষ্য করি—"কৃষ্ণ" ও "অনুসন্ধান"। কৃষ্ণ-শব্দে আমরা ঐতিহ্যানুমোদিত বা ত্রিগুণময়ী মানব-বুদ্ধির শব্দার্থ-বৃত্তির অজ্ঞরূঢ়ি করিব না, পরন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িতে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তুকেই জানিব। কৃষ্ণমায়াবৃত কৃষ্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত-কর্ণেতর অপর জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অক্ষজবস্তুবিশেষের দ্বারা কৃষ্ণ-শব্দকে কলঙ্কিত করিব না। ব্রাহ্মী, খরৌষ্টি, সানকি ও পুষ্করাসাদি প্রভৃতি আকর ভাষাগুলি হইতে যাবতীয় ভাষাসমূহের যে-সকল বিভিন্ন শব্দদ্বারা মানবজাতি অভিধাবৃত্তিতে ন্যূনাধিক উদাসীন হইয়া লক্ষণা-চালিত হইবার জন্য এবং ইতর ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সমর্থনের আশায় যে যত্ন করেন, সেরূপ শব্দদ্বারা কোন প্রকৃতিজাত দৃশ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিবার বাসনা আমরা পরম অর্থের প্রতিকূল বলিয়া জানিব। বিভিন্ন ভাষায় তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় উদ্দেশপূর্ব্বক নানা প্রকারে প্রাকৃত-বিচার

তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তত্ত্বস্তুর যে-সকল সংজ্ঞা-লাভ হইয়াছে, সে সকল ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীন, সুতরাং ত্রিগুণান্তর্গত মাত্র, কোনটীই অধোক্ষজ বস্তুর সমতা লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণ শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়, সেই বাস্তব সত্যটী তত্ত্ববস্তুর গৌণসংজ্ঞার সহিত 'এক' নহে।

'কৃষ্ণ' শব্দটী রূপকত্বকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় না। অবিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি পারমার্থিকের ভাষিত কৃষ্ণশব্দে আশ্রয় লাভ করিতে পারে না। যে সকল শব্দ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বক ও মনের দ্বারা সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়া ব্রহ্মেতর, পরমাত্মেতর বা ভগবদিতর বস্তুকে লক্ষ্য করে, কৃষ্ণ-শব্দে সেরূপ অভিজ্ঞান উদ্দিষ্ট হয় নাই। 'অধোক্ষজ' 'অপ্রাকৃত' ও 'অতীন্দ্রিয়' প্রভৃতি শব্দ সমূহ 'নেতি' ধারণায় প্রচারিত হওয়ায় মানবের মনঃকল্পিত তুলিকায় চিত্রিত ব্যাপারগুলি বাস্তব-সত্য হইতে পার্থক্য লাভ করিবার অজ্ঞতা-শক্তি সংরক্ষণ করে। ভূতাকাশের মিশ্রভাব যে-শব্দকে বিপন্ন করে, সেই শব্দ বাস্তব বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া সাপেক্ষিকতা ও সংখ্যাগত ধারণায় বস্তুসমৃদ্ধিকারী। বৃহদারণ্যক কথিত পূর্ণের 'সঙ্কলন', 'ব্যবকলন', 'গুণন', বিভজন' প্রভৃতি ব্যাপার-সমূহ একত্বের বিনাশক নহে।

একায়ন পন্থার বিচার-বৈশিষ্ট্য

বিষয় ও আশ্রয়ভেদে বৈচিত্র্যসমূহ অবস্থিত। নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারে যে বৈশিষ্ট্য মনোধর্ম্মদ্বারা সমাধান লাভ করে, তদ্দ্বারা জড়ত্রিপুটীর বিনাশ-সম্ভাবনা নাই। ভগবত্তত্ত্ববস্তু অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িত্বের ব্যাঘাত করে না। রৌদ্র ও ব্রহ্মবিচার বৈষ্ণবতা হইতে যে জড়বৈষম্য প্রকাশ করে, উহা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত করে। সেই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে চিত্ত-বৈক্লব্য-রহিত হইয়া আলোচনা না করিলে ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যানে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আবার বিঘ্ন-বিনাশের জন্য তাৎকালিক সাহায্যের প্রয়োজন লাভ করিতে গিয়া আবৃত-চেতনকে আশ্রয় করাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহা হইলে সুরমূর্ত্তির কালচক্রে ভ্রমণ-বিচার আমাদিগের কৈবল্যজ্ঞানে বাধা দিবে। 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিচয় ত্রিগুণ-পরিচালিত কোন ভাষায় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্ব্বলা চিন্তা নাম নামীর—বাচক বাচ্যের অচিন্ত্য বৈচিত্র্য বুঝিতে দিবে না।

অনুসন্ধান ও অনুশীলন

'অনুসন্ধান' শব্দটী যে-কাল পর্য্যন্ত 'অনুশীলন' শব্দের তাৎপর্য্যে নির্ব্বিণ্ণ না হয়, তৎকালাবধি অনুসন্ধানের বস্তুটীও নানাপ্রকার কল্পনা-স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু যখন বিষয়-বোধ হয় এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আপনাকে আশ্রিত বোধ করে, তখন আর 'অনুসন্ধান' ব্যাপারটী অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে না। তখন অনুসন্ধান ব্যাপারটী আর অনুশীলনের সহিত পৃথক্ হয় না। অনুশীলনের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট, উহাই পরে 'অভিধেয় ভক্তি' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ভক্তিই হরিপ্রেমের অনুসন্ধান দেয়, হরির পূর্ণানুশীলন, নিত্যানুশীলন ও কৈবল্যানুশীলন প্রেমাকেই কৈবল্যরূপে প্রয়োজন নির্ণয় করে।

বিদ্বদ্রূঢ়িতে কৈবল্য

অনুসন্ধানের পথে অনুসন্ধানকারীর স্বরূপ, অনুসন্ধানের স্বরূপ ও অনুসন্ধেয়ের স্বরূপ যাহাতে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল বিঘ্ননাশ করিতে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিই সমর্থ। সুতরাং শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়ির নশ্বর প্রকাশ বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া জীবকে অদ্বয়জ্ঞান পরমসত্য বস্তু হইতে পৃথক্ হইতে দেয় না এবং চেতন কৈবল্যের ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেয় না, পরন্তু কাল্পনিক চিন্মাত্র-বাদের ভ্রান্তি সমূলে উৎপাটিত করে। শ্রীচৈতন্যদেব—বিষয়াশ্রয় কৈবল্য-স্বরূপ, আর কৈবল্য-প্রকাশ নিত্যানন্দ—সেই অদ্বয় জ্ঞানেরই প্রকাশ-বৈচিত্র্য। এই চন্দ্র-সূর্য্যই জীবের চিন্ময় চক্ষুর চিন্ময়ী বৃত্তির প্রকাশক। কৈবল্যদায়িনী ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়িনী। কৈবল্যদায়িনী ও অদ্বয়জ্ঞানানন্দিনী শক্তিদ্বয় শ্রীচৈতন্যেই অবস্থিত।

স্ফোটবিচারোত্থ বৈকুণ্ঠ-বাণীর নিয়ামকত্ব

প্রপঞ্চে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা যে-সকল প্রতিষ্ঠান রচনা করি, তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয়টী শব্দ শ্রবণের জনক, কিন্তু ঐ বাগিন্দ্রিয়টী শ্রৌতপথে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত না হইলে ভাগবত-শ্রুতির বিরোধ আসিয়া অপর কর্ম্মেন্দ্রিয়চতুষ্টয়কে বিপথগামী করায়। স্ফোট বিচারোত্থ বৈকুণ্ঠবাণী জীবের কর্ণবেধ সংস্কার করাইয়া যে আধ্যক্ষিকতা নিরসন করে, তদ্দ্বারা শ্রৌতপথ আক্রান্ত হয় না। জীবগর্ভসমুদ্ভূত দেহে যে দশ সংস্কার মননধর্ম্মযোগে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারা আধ্যক্ষিক জ্ঞানই সুষ্ঠুতা লাভ করে;

কিন্তু অধোক্ষজ অদ্বয়জ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্য হ'লে পুনরায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি-ক্রমে হরি-সম্বন্ধিবস্তু ত্যাগপূর্ব্বক বাস্তব-বস্তুর মায়াশক্তি জীবকে বিক্ষিপ্ত করিয়া চিদ্ বিম্বের প্রতিফলিত অচিৎ আধারে প্রতিবিম্বের প্রতিই অধিক আস্থা স্থাপন করায়।

আলোচনার প্রারম্ভে আমার এই সকল কথা ব'লবার প্রয়োজনীয়তা আছে জান্‌লেও প্রাপঞ্চিক বিচারের ধারাকে বিপন্ন ক'রবার উদ্দেশ্য আমার নেই; পরন্তু উহাকে সম্পুষ্ট ক'রবার সদুদ্দেশ্যেই এই নৈবেদ্য সমর্পণ ক'রলাম। আপনাদের করুণা-প্রভাব-ধারা আমার ক্ষীণা দুর্ব্বলা উক্তির উপর চিরদিনই বর্ষিত হয় জেনে ইহা ব'লতে সাহসী হ'লাম। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি অমানী, মানদ, তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হ'য়ে নিত্যকাল শ্রীচৈতন্য-দাস্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে নাম নামীকে অভিন্নজ্ঞানে কীর্ত্তন ক'রতে পারি, কা'রও নিকট অন্য কোন আশীর্ব্বাদ আমার প্রার্থনীয় নয়।

প্রশ্নোত্তর

(নানাকথা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

৩৩। ভারতীয় আর্য্য-সন্তানগণের পক্ষে যে-কোন প্রকারেই মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করা উচিত নয়, তাহার পক্ষে যুক্তি কি ?

"আজকাল কতকগুলি লোকের এমন একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৎস্য-মাংস ভোজন না করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত নর-শরীরের বল ও ইন্দ্রিয়-শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তারদিগের পরামর্শ, মৎস্য-মাংস-ভোজীদিগের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশিক কুসংস্কার হইতে ঐ বিশ্বাসটি জন্ম লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগ-লালসা-প্রযুক্ত ঐ মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্মদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্য-মাংস ভোজনের প্রবৃত্তিকে উত্তেজনা করেন। তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্য-সন্তানগণ পৈতৃক খাদ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিজাতীয় দ্রব্য-সকল আহার করতঃ ক্রমশঃ হীনবল ও বিগত-বীর্য্য হইতেছেন।"

— 'মৎস্য-মাংস-ভোজন,' সঃ তোঃ ২।৮

৩৪। স্বার্থই কি স্বাভাকি নহে ?

"যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ ; যেহেতু 'স্বভাব' শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই—স্বভাব ; নিঃস্বার্থ-নিতান্ত অস্বাভাবিক।"

—তঃ বিঃ ১ম অনুঃ ৯।১২

৩৫। বিষয়ত্যাগের পরামর্শ কেবল কাল্পনিক নহে কি ?

"বিষয়ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহত্যাগ হয়, সুতরাং বিষয়-ত্যাগ—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূপই হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

৩৬। গুরুজনের অন্যায় উপদেশ স্থগিত করিতে হইলে তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ?

"গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে, এরূপ নয় ; কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমানসূচক ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশও করিবে না। মিষ্টবচন, নম্রতা, উপযুক্ত-সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচারের দ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায়াচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৩৭। স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি চিরকাল থাকিতে পারে কি ?

"স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক। দেহের নাশ হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথায় থাকিবে ? এক আত্মা স্ত্রী এবং অপর আত্মা পুরুষ—এরূপ নিত্যভাবে আছে, এমত বোধ হয় না, যেহেতু স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদমাত্র, আত্মগত নয়। সেস্থলে মরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের প্রেম থাকিতে পারে। যদি বৈদান্তিকদিগের ন্যায় জন্মান্তরবাদ ও স্বর্গবাদ স্বীকার করা যায় এবং সেই অবস্থায় ঐ কৃত্রিম প্রেমের চরিতার্থতা লাভ হয়, এরূপ বিশ্বাস করাও যায়, তথাপি সম্পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের প্রেম অবস্থিতি করিতে পারে না।

—প্রেঃ প্রঃ, ৯ম প্রঃ

৩৮। নীতিশাস্ত্রের মুল ও উদ্দেশ্য কি ? পার্থিব নীতি কত প্রকার ?

"সুখ-দুঃখের মূল যে মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ চিত্তের অনুকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, তাহাই নৈতিক জ্ঞানের বিষয়, যেহেতু সেই সমুদয় ঘটনা লইয়া একটী নীতিশাস্ত্র যুক্তিদ্বারা কল্পিত হয়। প্রীতির উন্নতি ও

দ্বেষ খর্ব্ব করিবার বিধানও তাহাতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। নীতি অনেক প্রকার যথা,—রাজনীতি (Politics), দণ্ডনীতি (Penal code), বণিক্-নীতি (Law of trade), প্রয়োজনবিজ্ঞান (Utilitarianism), শ্রমবিভাগ (Division of labour), শারীর-নীতি (Rules of health), সংসার-নীতি (Socialism), জীবন-নীতি (Rule of life), ভাবসাধন (Training and development of feelings) ইত্যাদি। কেবল নৈতিক জ্ঞানে পরলোক-জ্ঞান বা ঈশ-জ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিক-জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া ইহাকে Positivism বা নিশ্চয়-জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু মানব-প্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি থাকায় কেবল নৈতিক জ্ঞানদ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিক জ্ঞানে নাম-মাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে, কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশঃ বা অযশঃ ব্যতীত অন্য কোনও ফল নাই এবং আশাও নাই।

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৩৯। স্বীয় আচার্য্যের মত স্থাপন করিতে যাইয়া বিদেশে বিবাদ সৃষ্টি করা উচিত কি ?

"নিজ দেশের আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদেশের আচার্য্যের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—নিষ্ঠালাভের জন্য এরূপ বিশ্বাস করিলেও, অন্যান্য দেশে সেইরূপ বিবাদজনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নয়; তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৪০। গৌতমাশ্রম কোথায় ? ঐ স্থানের উন্নতিকল্পে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি করিয়াছিলেন ?

"গোদনা গৌতমাশ্রম। তথায় অহল্যা পাষাণ হইয়াছিলেন। গৌতমের আশ্রম হইলে (তাহা) কাজে কাজেই ন্যায় শাস্ত্রের জন্মস্থান। সেই স্থানটি উন্নত হয় এবং তথায় একটি ন্যায় শাস্ত্রের টোল হয়—এই মানসে ছাপরায় একটি সভা করিয়া 'গৌতম স্পিচ্' বলিয়া একটি বক্তৃতা করিলাম।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪১। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে কিরূপ আনন্দ অনুভব করেন ?

"বৃন্দাবনে রাজা রাধাকান্তের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি আমাকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। তখন তিনি গর্গ-সংহিতা পড়িতেছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি দেখিয়া আমার মনস্তুষ্টি হইল।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত

৪২। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পুরী-যাত্রা-বৃত্তান্ত কিরূপ?

"আমি পুরীতে যাইতে বাসনা প্রকাশ করিলাম * * * * এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া পুরী যাইবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় গেলাম। * * * চারি দিনে পুরী পৌঁছিলাম। ভদ্রকে একরাত্র, বালেশ্বরে একরাত্র ও কটকে একরাত্র ছিলাম।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৩। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরিতে কি কি দর্শন করিলেন?

"আমি ভুবনেশ্বরে গেলাম। সেখানে আমার পণ্ডিত গোপীনাথ মিশ্র ও আর কয়েকজন পণ্ডিত পুরী হইতে আসিয়া জুটিলেন। অপরাহ্ণে খণ্ডগিরি দেখিলাম। খণ্ডগিরি বৌদ্ধদিগের বিহার ভূমি। পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে গৃহশ্রেণী অতি সুন্দর।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৪। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখন ব্রজমণ্ডলে গমন করেন? তথায় কোন্ কোন্ স্থান ও মহাত্মার দর্শন এবং কি কি কার্য্য করেন?

"১৮৮১ সালের শ্রাবণ মাসে তীর্থ ভ্রমণে গেলাম। * * * * রাধামোহন বাবু কালাকুঞ্জে লইয়া গেলেন। * * * আমি কএকদিন ব্রজে সাধুসঙ্গ লাভ করিলাম। লালাবাবুর কুঞ্জ হইতে অনেক ভাল প্রসাদ আসিল। গোবিন্দজী, গোপীনাথ, মদনমোহন-দর্শন হইল। গোপীনাথের বাটীতে ভেট লইয়া বিবাদ হইল। রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জে প্রসাদ সেবন। তথায় নিম্বাদিত্যের দশশ্লোকী পাইলাম। অলক্ষ্যে নীলমণি গোস্বামীর পাঠ শ্রবণ হইয়া গেল। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজীকে তথায় প্রথম দেখিলাম। পাল্কী করিয়া রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন দর্শন করিলাম। তথায় কঞ্চড়ের দৌরাত্ম্য অনুভব করিলাম, তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বৃন্দাবনে আসিয়া পুনরায় দর্শনাদি করিলাম। * * * বৃন্দাবন হইতে মথুরা দিয়া লক্ষ্ণৌ গেলাম। রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাসায় থাকিয়া সহর ভ্রমণ

হইল। তথা হইতে ফৈজাবাদ হইয়া অযোধ্যা গমন হইল। পাণ্ডার দৌরাত্ম্য-ভয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফৈজাবাদ আসিয়া বাঙ্গালী একটি বাবুর বাসায় অবস্থান করিলাম। পরদিন গোপ্রতার ঘাটে স্নানাদি হইল। সেই দিবসেই কাশী গমন হইল। কাশীতে তিনু বাবুর বাটীতে অবস্থান হইল।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৫। শ্রীল ঠাকুর কখন শ্রীরামপুর, মেমারি, কুলীন-গ্রাম ও সপ্তগ্রাম দর্শন করেন?

"আমি শ্রীমায়াপুরে থাকি। রাধিকা, কমল ও বিমল শ্রীরামপুরে পড়ে ১৮৮৫ সালেই আমি রাধিকা, কমল, বিমল এবং প্রভু মেমারি ও কুলীনগ্রামে যাই। তাহার পর সপ্তগ্রাম দর্শন হয়।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৬। শ্রীল ঠাকুর কখন বাঘ্‌নাপাড়া, কাল্‌না জান্নগর, প্যারিগঞ্জ, দেমুড়, ইন্দ্রার্কপুর, কক্ষশালী, পূর্ব্বস্থলী, কুলিয়া নবদ্বীপ, আমলাজোড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করেন?

"১৮৯০, ২৬শে মার্চ্চ শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় গিয়া তাম্বুতে থাকি। তথায় স্কুল পরিদর্শন ও কাছারির কার্য্য করি। শ্রীবলদেব দর্শন ও প্রসাদ-সেবন। ৩০ মার্চ্চ তারিখে কালনায় ফিরিয়া গেলাম। ৩১শে মার্চ্চ জান্নগর হইতে পারুল গ্রাম গিয়াছিলাম। * * ৯ এপ্রিল প্যারিগঞ্জের নকুল ব্রহ্মচারীর পাট দর্শন করিলাম। * * ২৩শে এপ্রিল কাইগ্রাম গমন। ২৫শে দেমুড়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট দর্শন করি। * * ১৮ই মে গোদ্রুম গেলাম, কমলের সঙ্গে পদব্রজে ইন্দ্রার্কপুরে গঙ্গাপার হইয়া কক্ষশালী ও চুপি দিয়া পূর্ব্বস্থলী থানায় গিয়া আহারাদি করি। পরদিন পদব্রজে নবদ্বীপ কুলিয়ায় গিয়া জগন্নাথদাস বাবাজীকে ভজন কুটিতে দর্শন করি। * * * * * ১৭ই জুন পুনরায় বর্দ্ধমান যাই। ১৮ই অক্টোবর অপরাহ্নে আমলযোড়ায় গমন। গোপালপুরে ও আমলাযোড়ায় বক্তৃতা।"

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৭। শ্রীভক্তিবিনোদ বৃন্দাবনের কোন্ কোন্ বনাদি দর্শন করেন?

"১৮৯২ সালের ২৭শে ফাল্গুন তারিখে ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়কে লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করি। সেই দিন আমলাযোড়া। মহেন্দ্র বাবুকে বড় যত্নে পাল্কী করিয়া ক্ষেত্রবাবুদের বাড়ীতে লইলাম। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী

মহাশয়ের সহিত হরিবাসর। পরদিন তথাকার প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ২৯শে ফাল্গুন গিধৌড়। ৩০শে বকৃসর। ১লা চৈত্র, এলাহাবাদ উমানাথের বাটীতে। ৬ই চৈত্র এলাহাবাদ হইতে এটওয়া। ৮ই চৈত্র হট্রাস। তথায় পকেট হইতে টাকার সহিত মনিব্যাগ খোয়া গেল। ৯ই চৈত্র শ্রীবৃন্দাবনে। ১১ই চৈত্র বিল্ববন হইয়া ভাণ্ডীরবন দেখিয়া মাঠগ্রামে অবস্থিতি। ১২ই চৈত্র মান-সরোবর। ১৩ই, ১৪ই শ্রীবৃন্দাবন। ১৫ই মথুরা। ১৬ই গোকুল দর্শন। ১৭ই মধুবন, মুহলী গ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ড, তালবন, বলদেবকুণ্ড, কুমুদবন (ভোজন), শান্তনুকুণ্ড, বহুলাবন গমন। ১৮ই রাধাকুণ্ড হইয়া গিরি-গোবর্দ্ধন। ২০শে এক্কায় শ্রীবৃন্দাবন।

—'ঠাকুরের আত্মচরিত'

৪৮। বিভু-চৈতন্য ও অণু-চৈতন্য পরস্পর প্রীতির লক্ষণ কিরূপ ?

"আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণম্॥"　　—দঃ কৌঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মায়া

শ্রীভগবানের শক্তি মায়া দুইপ্রকার। যোগমায়া ও মহামায়া। যোগমায়ার কার্য্য উন্মুখ-মোহন, আর মহামায়ার কার্য্য বিমুখ-মোহন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।২৫ শ্লোকে দেখা যায়—'বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ। আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি।' শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকায় বলিয়াছেন—স্বলীলা পরিকরাণাং ভক্তানাং ভক্তদ্বিষাং কংসাদীনাঞ্চ মোহনার্থং যোগমায়াং মায়াঞ্চাদিশৎ। প্রভুনা কৃষ্ণেন আদিষ্টা সতী অংশেন সহ স্বাংশভূতবহিরঙ্গমায়াসহিতৈ কার্য্যার্থে প্রাদুর্ভবিষ্যতি। যয়া জগৎ সম্মোহিতং স্বাংশভূতমায়েত্যর্থঃ। যদ্বা জগৎ অপ্রাকৃতং প্রাকৃতং চ স্বেন স্বাংশেন চ সংমোহিতং। অর্থাৎ স্বলীলাপরিকর ভক্তগণের এবং ভক্তদ্বেষী কংসাদির মোহনার্থ যোগমায়া ও মায়াকে আদেশ করিয়াছিলেন। অথবা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগৎ যোগমায়া ও তাঁহার অংশভূতা মায়াদ্বারা মোহিত হয়। আবার শ্রীমদ্ ভাগবত ১০।২।৭-৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্ ।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে ।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্ ।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ সুপ্রভ্রতাং শুভে ।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥

বিশ্বাত্মা ভগবান্ নিজজন যাদবগণের কংস হইতে ভয় উদিত হইয়াছে জানিয়া যোগমায়াকে আদেশ করিলেন,—হে দেবি, গোপগোপী ও গোগণ শোভিত ব্রজে গমন কর। সেই নন্দগোকুলে বসুদেবমহিষী রোহিণী আছেন। তুমি দেবকীর উদরে আমার দ্বিতীয় স্বরূপ সংকর্ষণ, যিনি অংশে শেষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। তৎপরে আমি দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব, আর তুমি নন্দপত্নীর গর্ভে আবির্ভূতা হইবে। দেবকীর গর্ভাকর্ষণ, যশোদার নিদ্রানয়ন প্রভৃতি কার্য্য যোগমায়ার এবং যশোদার কন্যারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া কংসবঞ্চনা কার্য্য করা মহামায়ার কার্য্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও দুই প্রকার মায়ার উল্লেখ আছে—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ (৭।২৫)
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ (৭।১৪)

আমি যোগমায়া সমাবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। মূঢ় লোকগণ অজ ও অব্যয় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-রহিত আমাকে জানিতে পারে না।

আমার গুণময়ী মায়া দৈবী ও দুরতিক্রমা। ইনি বহিরঙ্গা ত্রিগুণময়ী, অলৌকিক শক্তিসম্পন্না এবং দুরতিক্রমা।

জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমা শক্তি র্মহাবিষ্ণু-স্বরূপিণী ॥
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ
অস্যা আবরিকাশক্তি র্মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ ॥

শ্রীভগবানের "একা" পরাশক্তি কান্তকে জানেন। ইতি সর্ব্বশক্তিশ্রেষ্ঠা মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী। ইঁহার তত্ত্ব জানিতে পারিলে পরাৎপর দেব অখিল জগতাদির ঈশ্বর শ্রীভগবানের শ্রীচরণপ্রাপ্তি সুলভ হয়। ইনি প্রেম সর্ব্বস্ব-স্বভাব গোকুলেশ্বরী (শ্রীমতী রাধা) ইঁহারই আবরিকা শক্তি মহামায়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী যাঁহারদ্বারা জগতসহ দেহাভিমানী জীবগণ মুগ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি যোগমায়া ভগদ্ভক্তগণকে মোহন করিয়া লীলাপুষ্টি করিয়া থাকেন। দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্‌ভক্ষণ-লীলায় দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ একদিন বাল্যলীলাকালে মৃত্তিকাভক্ষণ করিতেছিলেন। তখন বলদেব এবং অন্য গোপবালকগণ যশোদা দেবীকে নিবেদন করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছে। পুত্রহিতৈষিণী মাতা পুত্রের তাদৃশ কার্য্য জানিয়া মৃত্তিকাভক্ষণে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণের হস্তধারণ করতঃ বলিলেন,—হে অশান্তচিত্ত! তুমি নির্জ্জনে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, আমি মাটি খাই নাই। উহারা সকলে মিথ্যা অভিযোগ করিতেছে। যদি উহাদের বাক্য সত্য হয়, তবে তুমি আমার মুখ দেখিতে পার। আচ্ছা মুখ খুলিয়া দেখাও—যশোদা এই বাক্য বলিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন মুখ ব্যাদান করিলেন তখন জননী পুত্রের মুখমধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দিক্, পর্ব্বত, দ্বীপ, সমুদ্র, ভূতল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা, জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, আকাশ, অহঙ্কার জাত ভূতসকল, ইন্দ্রিয়, মন, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, জীব, কাল, স্বভাব, কর্ম্ম সংস্কার ও চরাচর বিচিত্র বিশ্ব এবং নিজের সহিত ব্রজধাম দর্শন করিয়া পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় ভীতা হইলেন এবং বিতর্ক করিতে লাগিলেন—ইহা কি স্বপ্ন অথবা দেবমায়া কিম্বা আমারই বুদ্ধির বিকার অথবা আমার এই শিশুর কোন অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য। কিম্বা চিত্ত, মন, কর্ম্ম ও বচনদ্বারা যিনি তর্কের বিষয়ীভূত হন না, যিনি জগতের আশ্রয়, যাঁহা হইতে এই জগৎ দৃষ্ট হইয়াছে এবং যাঁহাদ্বারা ইহার অস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে, তাঁহার শ্রীচরণে আমি প্রণাম করি অর্থাৎ তাঁহার স্মরণ-চিন্তাদি করিতে আমি অসমর্থ, যাঁহার মায়াবলে নন্দরাজ আমার স্বামী, শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র এবং আমি নন্দমহারাজের সমস্ত সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী, গোধনসহ গোপ-গোপীগণ আমারই অনুগত—এইরূপ কুমতি হইতেছে সেই ভগবানই আমার আশ্রয়। যশোদার এইরূপ অবস্থা অবগত হইয়া যোগমায়াদ্বারা তাঁহাকে

পুনরায় মোহিত করিয়া সমস্ত বিস্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন যশোদা পুত্রস্নেহে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মমোহন-লীলায়েও দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মা গোবৎসগণকে ও সখাগণকে গোপন করিয়া দিলে কৃষ্ণচন্দ্র নিজে তত্তদ্রূপ ধারণ করিয়া লীলা করিতেছিলেন, তখন একদিন ভগবান্ বলদেব দেখিলেন যে ধেনু-সকল ও গোপগণ স্তন্যপানবিরত বৎসগণের প্রতি অত্যধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া স্তন্যপান করাইতেছে এবং গোপগণও পুত্রগণকে অধিক মমতা দেখাইতেছেন। তাহা দেখিয়া বলদেব তাহার কারণ অবগত হইতে না পারিয়া বলিতেছেন—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥

(ভাঃ ১০।১৩।৩৭)

এই মায়া কীদৃশী? দেব, মনুষ্য বা অসুরকৃত? কোথা হইতেই বা ইহা আসিল? সম্ভবতঃ ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া। কারণ অন্য মায়া আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না, এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে পাইলেন যে, সেই সমস্ত গোবৎস ও গোপবালক শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ। তাহার তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে, গোপবালকগণ দেবতা বা ঋষি কিন্তু এখন সকলের মধ্যে তোমাকে প্রকাশিত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি তাহা সংক্ষেপে বল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্ বৃত্তান্ত বলিলে বলদেব তাহা অবগত হইলেন।

রাসলীলার বিষয় আলোচনা করিলে জানা যায় যে সুধু ভক্তগণ কেন ভগবান নিজেও তাঁহার মায়াতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

যে বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুহাঁর রূপ-গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাসে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই ভারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥

যাঁহার মায়ায় সমস্ত জগৎ—সুরাসুর মনুষ্যাদি সকলেই মুগ্ধ। সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় নিজ-যোগমায়াতে মুগ্ধ হইয়া রাসাদি বিচিত্রলীলা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার লীলাবৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অনেকে মহামায়াকে যোগমায়া বলিয়া ভ্রান্ত হন বা শাক্ত-সম্প্রদায়ের ধারণা যে এই শক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব। কিন্তু তাহা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা। চণ্ডীর বাক্যেও তাহা সিদ্ধান্তের বিষয় হইতে পারে না। শক্তি শক্তিমানে তত্ত্বতঃ ভেদ না থাকিলেও শক্তি নিত্যকাল শক্তিমানের সেবা করিয়া থাকেন। আমাদের দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি যেমন আমাদিগকে দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তু দেখাইয়া বা শুনাইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তি তাঁহার অনন্ত সেবা করিয়া থাকেন, তথাপি শক্তিমানেরই শক্তি ইহা নিত্য প্রচলিত। দর্শনশক্তিহীন মানুষ বা অন্য প্রাণী হইতে পারে কিন্তু মনুষ্যহীন শক্তি কখনও হয় না। অর্থাৎ শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। শক্তি-মানেরই অধীন বলিয়া শক্তিকে জানা যায়।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য

দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে 'কানারা' জিলা; 'দক্ষিণ কানারা' জিলার প্রধান নগর—'ম্যাঙ্গেলোর', তদুত্তরে 'উড়ুপী (উডিপী)।

উড়ুপী হইতে সাত মাইল পূর্ব্বে দক্ষিণ তীরে পাপনাশিনী নদীর তীরে "বিমানগিরি" নামক একটি উচ্চ পর্ব্বত আছে। বিমানগিরি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে পরশুরামের স্থাপিত ধনুস্তীর্থ বিরাজিত। এই তীর্থের সন্নিহিত প্রদেশই 'পাজকাক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ। এই পাজকাক্ষেত্রে বেদবেদাঙ্গ-কুশল, সদাচাররত, জনৈক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। মধ্যগেহ-বংশোৎপন্ন সেই ব্রাহ্মণের নাম 'নারায়ণ ভট্ট'। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদবিদ্যা) দেবীর সহিত পরশুরাম-পীঠস্থ স্বকুল-দেবতা শেষশায়ী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুত্র-সুখে বঞ্চিত হইয়া অমর-পুত্র-প্রাপ্তি-কামনায় দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত দুগ্ধমাত্র

পান করিয়া অতীব কঠোর তপস্যা করেন। যেমন পূর্ব্বে সপ্তদশীয় ত্রেতা যুগে কেশরী-পত্নী অঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়া মহাবীর বজ্রাঙ্গজী শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেমন অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগে পাণ্ডুপত্নী কুন্তীকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবপ্রবর ভীমসেন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অষ্টাবিংশ কলিযুগে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যথার্থ তত্ত্ব সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্য বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া মুখ্যবায়ু জগতে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীনারায়ণ ভট্ট পুত্রের নাম 'বাসুদেব' রাখিলেন। বাসুদেবের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনুমধ্ব-চরিতে শ্রীহৃষীকেশতীর্থ বলেন, ৪৩৩৯ কলিযুগাব্দে বিলম্বি বৎসরে **আশ্বিন-মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে (বিজয়াদশমীতে) বুধবার মধ্যাহ্ন-কালে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য অবির্ভূত হন।**

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাসুদেব বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া অষ্টম বর্ষে উপনয়ন-সংস্কার লাভ করেন। উপনীত বালক বেদাধ্যায়নের জন্য পাজকা-ক্ষেত্র হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমভাগে অবস্থিত 'দণ্ডতীর্থক'-নামক স্থানে পূগবনকুলোৎপন্ন জনৈক বিপ্রের নিকট বেদাধ্যায়নার্থ উপস্থিত হন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়াতেই প্রমত্ত থাকিতেন; বেদাদির অভ্যাসে তাঁহার কোন প্রকার মনোযোগ আদৌ দৃষ্ট হইত না। অধ্যাপক বাসুদেব সর্ব্বসময়েই ক্রীড়াদিতে নিযুক্ত দেখিতে পাইয়া একদিন তাঁহাকে বিশেষরূপে ভর্ৎসনা করেন। বাসুদেব তৎক্ষণাৎ অধ্যাপক-সমীপে অধীত অনধীত সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অনর্গল উদ্গীরণ করিয়া অধ্যাপকের পরম বিস্ময় উৎপাদন করেন।

একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণপূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পিতা, আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি। এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিব।" নারায়ণ ভট্ট বালকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমার ন্যায় একটি সামান্য বালক মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার হস্তধৃত শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষেও মহদ্বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।"

নারায়ণ ভট্ট বাল্যকাল হইতেই বাসুদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার ও পরমত-খণ্ডনে অসামান্য উৎসাহ এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয় দর্শন করিয়া পুত্র পরবর্ত্তি-

কালে গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইবেন না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাসুদেবকে বিবাহ-বন্ধনদ্বারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। বুদ্ধিমান্ বাসুদেব কিন্তু মাতাপিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। বাসুদেব মাতাপিতা, স্বজন বন্ধু কাহারও কোন প্রকার অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া কিংবা তাঁহাদের নিকট নিজ সঙ্কল্প না জানাইয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে শ্রীরজতপীঠপুরে শ্রীঅচ্যুত-প্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। রজতপীঠপুরস্থ মাধ্বগণের মতে হংসরূপী নারায়ণ হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে চতুঃসন, চতুঃসন হইতে দুর্ব্বাসা, দুর্ব্বাসা হইতে যতী, পরতীর্থ পরতীর্থ হইতে সত্যপ্রজ্ঞ, সত্যপ্রজ্ঞ হইতে প্রাজ্ঞতীর্থ শিষ্য-পরম্পরায় বিষ্ণুপাসনায় দীক্ষিত হন।

বাসুদেব 'আনন্দতীর্থ' বা তাৎপর্য্যায় 'মধ্ব'—এই সন্ন্যাস নাম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিরচিত ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে 'মধ্ব' শব্দের ব্যাখ্যা একটি শ্লোক এইরূপ গ্রথিত আছে—

মধিত্যানন্দ উদ্দিষ্টো বরিতি জ্ঞানমুচ্যতে।
মধ্ব আনন্দতীর্থত্বাৎ তৃতীয়া মারুতীতনুঃ॥

'মধু' শব্দে আনন্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং 'ব' দ্বারা জ্ঞান কথিত হইয়াছে। সুতরাং 'মধ্ব' এই শব্দের অর্থ আনন্দতীর্থ। 'তীর্থ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। আনন্দতীর্থ তৃতীয় মারুতী তনু অর্থাৎ বায়ুর তৃতীয় অবতার। শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরিচয় প্রদান কালে এইরূপ বলিয়া থাকেন—

"স্বস্তি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যত্বাদ্যনেকগুণগণালঙ্কৃতপদ-বাক্য প্রমাণ পারাবার-পারঙ্গত সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্র-শ্রীমদ্ভৈশ্মী-সত্যভামা-সমেত-শ্রীগোপালকৃষ্ণ-পাদপদ্মারাধক-শ্রীমদ্ভূত-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠাপনাচার্য্য-শ্রীমদ্-আনন্দ-তীর্থাপরনামক-শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাঃ।"

উডুপীর অষ্টমঠে ও মধ্বাচার্য্যানুগত সমস্ত মঠে আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে এইরূপ সম্প্রদায়-বৈভব-গৌরব লিখিবার পদ্ধতি অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

শ্রীমন্মধ্ব বাসুদেব-নামক জনৈক তার্কিক পণ্ডিতকে শাস্ত্রানুকূল বিচারে জয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'জয়পত্রিকা' গ্রহণ করিলেন। এইরূপে 'বাদিসিংহ', 'বুদ্ধিসাগর' প্রভৃতি প্রচণ্ড মায়াবাদী কুটতার্কিকগণের অপ-সিদ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ছেদন করিয়া সাত্বতগণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন

হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আচার্য্য শ্রীরামেশ্বর-দর্শনাভিলাষের ছলে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে অনন্ত-শয়ন পদ্মনাভ-ক্ষেত্রে (Trivandram) আগমন করিলেন। অনন্তশয়ন দেবালয়ে বেদান্তসূত্র-ব্যাখ্যা-কালে তদানীন্তন শঙ্করাচার্য্যকে বিচারে জয় করিলেন। ক্রমে রামেশ্বর দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গমাদি প্রসিদ্ধক্ষেত্রে পরপক্ষের মতবাদসমূহ খণ্ডনপূর্ব্বক পয়স্বিনী-নদী-তটে সাঙ্গ-বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ-সভায় বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তমত ও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া **"সর্ব্বজ্ঞ যতি"**—এই খ্যাতিলাভ করিলেন। অতঃপর কতিপয় শিষ্য পরিবৃত হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শিষ্যগণের নিকট স্বকৃত-গীতাভাষ্য উপদেশ করিতে থাকিলেন। শিষ্যগণ আচার্য্যের নিকট বদরিকাশ্রমের কোন একটি সন্নিহিত প্রদেশে গীতাভাষ্য শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, আকাশমার্গে একটি অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ বিচরণ করিতে করিতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মুখজ্যোতিঃর সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, বেদব্যাসের দ্বারা মহাবদরীতে আহূত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া একাকী শ্রীবেদব্যাসের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীবেদব্যাসের চরণ-কমল হইতে নিখিল বেদ-বেদান্ত-সূত্র-ভারত-ভাগবত-শাস্ত্রের শ্রীব্যাসাভিমতানুযায়ী শ্রৌত-তাৎপর্য্য, সিদ্ধান্তসার ও উপদেশাবলী লাভ করিলেন। শিষ্যগণ-সহ হিমালয় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, কাশী, গয়া, প্রভৃতি বিষ্ণুতীর্থসমূহে বিচরণ করিতে করিতে তত্রস্থ পণ্ডিত-সভামধ্যে কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন ও স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে লাগিলেন। বদরিকা হইতে আনন্দমঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সূত্রভাষ্য-রচনা শেষ হয়; তৎসঙ্গী ও তচ্ছিষ্য সত্যতীর্থ সেই সূত্রভাষ্য লিখিয়া দেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার অনুভাষ্যে একবিংশতি 'দুর্ভাষ্য' খণ্ডনপূর্ব্বক স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরী হইতে গঞ্জামে গোদাবরী প্রদেশে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত শোভন ভট্ট ও স্বামীশাস্ত্রী নামক পণ্ডিতদ্বয়ের মিলন হয়। তাঁহারাই শ্রীমধ্বপরম্পরায় শ্রীপদ্মনাভতীর্থ ও শ্রীনরহরিতীর্থ নাম লাভ করেন। উড়ুপীতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদিন সমুদ্র-স্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ-অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র রচনা করিলেন। সাগর-সৈকতে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, একখানি নৌকা বালুকায় প্রোথিত-প্রায় হইয়া বিপন্ন হইয়াছে; নাবিক তাহার বহু চেষ্টায়ও

দ্রব্যপূর্ণ নৌকাটিকে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে পারিতেছে না। শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য ইহা দর্শন করিয়া নৌকা সঞ্চালনের জন্য হস্তদ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, মুদ্রা প্রদর্শন মাত্র নাবিকের নৌকাটি ভাসিয়া উঠিল, নাবিক সমুদ্রতীরস্থ সন্ন্যাসিবরের এইরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন ও পরম উপকৃত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে তাঁহাকে স্বীয় নৌকা হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে, শ্রীমন্মধাচার্য্য দ্বারকায় গোপী-সরোবর হইতে আনীত একটি বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড-মাত্র অভিলাষ করিলেন। ঐ বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড পথে আনিতে আনিতে 'বডভণ্ডেশ্বর' নামক স্থানে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে একটি অপূর্ব্ব ভুবনমোহন বালকৃষ্ণমূর্ত্তি পাওয়া যায়। মূর্ত্তির এক হস্তে দধিমন্থন-দণ্ড, অপর হস্তে মন্থনরজ্জু। কৃষ্ণমূর্ত্তিলাভ হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'দ্বাদশ-স্তোত্রের' অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায় রচনা করেন। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় হনুমান্, ভীমসেন বা পরব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্ব স্বয়ং সেই বালকৃষ্ণমূর্ত্তিকে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন এবং গোপীচন্দন-লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে উড়ুপীস্থ বৃহৎ সরোবরে স্নান করাইয়া উড়ুপীতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বপ্রতিষ্ঠিত বালকৃষ্ণপূজা প্রবর্ত্তন ও স্বসিদ্ধান্ত-প্রচারকাম হইয়া স্বীয় আটজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবাভার ও শাস্ত্র-অধ্যপনার ভার ন্যস্ত করিলেন। অনন্তর জনৈক গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া তাঁহাকে 'পদ্মনাভতীর্থ' নাম প্রদান করিলেন। আটজন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে প্রত্যেকের শ্রীকৃষ্ণ-সেবাকার্য্য দুইমাস করিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন এবং বাকী সময় শাস্ত্র-প্রচারাদির জন্য নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আট জন শিষ্যের নাম এই—(১) শ্রীহৃষীকেশ তীর্থ, (২) শ্রীনরহরি তীর্থ, (৩) শ্রীজনার্দ্দন তীর্থ, (৪) শ্রীউপেন্দ্র তীর্থ, (৫) শ্রীবামন তীর্থ, (৬) শ্রীবিষ্ণুতীর্থ, (৭) শ্রীরাম তীর্থ, ও (৮) শ্রীঅধোক্ষজ তীর্থ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উড়ুপীক্ষেত্র হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দক্ষিণে কটতিল ক্ষেত্রে নিজকৃত সমুদয় গ্রন্থ তাম্র-পত্র মধ্যে অঙ্কিত করিয়া সেইস্থানে প্রোথিত করেন এবং তদুপরি নবনীতধর তাম্রময়ী শ্রীকৃষ্ণময়ী শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্থানটি ব্যাসতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এই পীঠের উপরি কৃষ্ণসর্প বাস করিয়া অদ্যাপি মৃত্তিকা-

প্রোথিত আচার্য্য-গ্রন্থাবলীকে সংরক্ষণ করিতেছে, এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ঈশ্বরানুগত্যের কথা ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। শৃঙ্গেরিমঠাধিপ তদানীন্তন শঙ্করাচার্য্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। শঙ্কর-মতাবলম্বিগণ আপনাদিগের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইতেছে দেখিয়া মধ্ব-নির্য্যাতনে ব্যস্ত হইলেন। মধ্ব-মতাবলম্বিগণকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং মধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপাদন করিবার বিপুল ষড়যন্ত্র হইল।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্-ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে অনন্তেশ্বর দেবালয়ে অদৃশ্য হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ৭৯ বৎসর লোকলোচনের নিকট প্রকট ছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জগতে দ্বৈত-সিদ্ধান্ত-প্রচারের জন্য বহুবিধ-গ্রন্থ নির্ম্মাণ ও মঠাদি স্থাপন এবং তথায় সেবা-পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। জয়তীর্থ-কৃত 'গ্রন্থ-মালিকা-স্তোত্রে' আমরা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যরচিত গ্রন্থাবলীর নাম যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—(১) গীতাভাষ্যম্, (২) সূত্রভাষ্যম্, (২) অনুব্যাখ্যানম্, (৪) অণুভাষ্যম্, (৫) গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ, (৬) ঐতরেয়-ভাষ্যম্, (৭) বৃহদারণ্যক-ভাষ্যম্, (৮) ছান্দোগ্য-ভাষ্যম্, (৯) তৈত্তিরীয়-ভাষ্যম্, (১০) কাঠক-ভাষ্যম্, (১১) আথর্ব্বণ-ভাষ্যম্, (১২) মাণ্ডূক্য-ভাষ্যম্, (১৩) ঈশাবাস্য-ভাষ্যম্, (১৪) তলবকার-ভাষ্যম্, (১৫) ষট্প্রশ্ন-ভাষ্যম্, (১৬) ঋগ্-ভাষ্যম্, (১৭) তত্ত্বসংখ্যানম্, (১৮) তত্ত্ববিবেকঃ, (১৯) তত্ত্বোদ্যতঃ, (২০) মায়াবাদ-খণ্ডনম্, (২১) মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডনম্, (২২) উপাধিখণ্ডনম্, (২৩) কথা-লক্ষণম্, (২৪) প্রমাণ-লক্ষণম্, (২৫) কর্ম্মনির্ণয়ঃ, (২৬) বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ঃ, (২৭) ন্যায়বিবরণম্, (২৮) কৃষ্ণামৃতমহার্ণবঃ, (৩০) সদাচারস্মৃতিঃ, (৩১) দ্বাদশ-স্তোত্রম্, (৩২) নরসিংহ-নখ-স্তুতিঃ. (৩৩) জয়ন্তীনির্ণয়ঃ, (৩৪) শ্রীকৃষ্ণগদ্যম্, (৩৫) শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৬) শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৭) যমক-ভারতম্, (৩৮) যতিপ্রণবকল্পঃ।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-কার শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী এবং শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু অস্মদ্গুরুপরম্পরায় শ্রীপদ্মনাভতীর্থকে শ্রীমদানন্দতীর্থপাদের শিষ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমৎ পদ্মনাভতীর্থ উড়ুপীক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ ছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রৌতপথ ও আম্নায়-ধারায় নিত্যত্ব জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার প্রচারিত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং
হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম, জগৎ সত্য; ঈশ্বর, জীব ও জড়ে পরস্পর পঞ্চভেদ সর্ব্বদা নিত্য; জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর; জীবগণের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতা-তারতম্য বর্ত্তমান; জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তিই 'মুক্তি'; নির্ম্মলা, শুদ্ধা ও অহৈতুকী ভক্তিই জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তির সাধন; শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ; শ্রীহরি একমাত্র অখিল-আম্নায়-বেদ্য।

মাধ্ব-গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও স্বরচিত "প্রমেয়রত্নাবলী" গ্রন্থে প্রমেয়সমূহের উদ্দেশমুখে নিম্নলিখিত শ্লোকটি গ্রথিত করিয়াছেন—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণ-জুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপাদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

শ্রীমধ্ব বলেন—(১) বিষ্ণুই—পরতম বস্তু, (২) বিষ্ণু—অখিল বেদবেদ্য, (২) বিশ্ব সত্য, (৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ হরিচরণ-সেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভই—জীবের মুক্তি, (৮) বিষ্ণুর শুদ্ধভজন—জীব-মুক্তির কারণ, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। শ্রীমন্মধ্ব-কথিত এই নয়টি অপ্রমেয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উপদেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উপরিউক্ত বাক্য হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমন্মধ্ব-আম্নায় স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় মাধ্ব-গৌড়ীয় বা ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় নামে সজ্জন-সমাজে পরিচিত।

প্রার্থনা

ওহে !

জীবের হিতৈষী বৈষ্ণবমণ্ডলী
আমারে করুণা করি ;
শিখাইয়া দাও বৈষ্ণব-সেবন
যেন এ' সংসার তরি ॥

বৈষ্ণব-কৃপায় কৃষ্ণভক্তি হয়
শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সার ।
ভক্তেরে সেবিয়া কৃষ্ণ ভজে যদি
তবে হয় মায়া পার ॥

কেবল অচ্যুত সেবে যেই জন
সিদ্ধিতে সন্দেহ তবে,
অনন্য ভক্তের সেবারত হ'লে
অবশ্য সে সিদ্ধি লভে ॥

মায়ান্ধ জীবের বৈষ্ণব-সেবায়
যে মঙ্গল লাভ হয়,
কোটী কল্পকাল জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মে
কভু তাহা লভ্য নয় ॥

সে' হেতু সুজন দুর্জ্জন ত্যাজিয়া
সুশান্ত জনের সনে ।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া যতন
শিখিবে সরল মনে ॥

নিষ্কাম যে'জন মায়ার বাঁধন
ছেঁদিতে সমর্থ হয় ।
(তাই) আশ্রয় মাগিছে, প্রার্থনা করিছে,
'সদাশিব' অতিশয় ॥

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

———

নদীয়া-সুন্দরের বাল্যলীলা-কণা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

নিমাইয়ের প্রতি বিপ্রগণের ও কুমারিকাগণের এবম্বিধ প্রীতি-আচরণ

সাধারণ মনুষ্যমধ্যে দেখা যায় না। ভক্ত ব্যতীত ভগবানকে কেহ কি চিনিতে পারে? স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই এই মরজগতে নদীয়ানাথ-রূপে অবতরণ করায় তাঁহার লীলাপুষ্টি হেতু ব্রজ-পরিকরগণ তাঁহারই ইচ্ছায় ঐ সমস্ত বিপ্ররূপে আবির্ভূত হন। তাই অতি সহজেই তাঁহারা নিমাইকে চিনিয়া ফেলিলেন। নিমাইয়ের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ এমনই যে, নিমাইয়ের দুরন্তপনায় তাঁহাদের প্রাণ-মন বিহ্বল হইয়া যায়। নিমাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব—তাঁহাদের হৃদয়ের ধন। নিমাইয়ের এই লীলা ভক্ত-হৃদয়ের গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত করিয়া দেয়। ভগবান্ নিমাই তাঁহার নিজ-সেবকগণের সহিত লীলাবিলাসে রত থাকায় তাঁহার লীলা এত বিচিত্র—এত মধুর! ভাগবতপ্রবর শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় বিপ্রগণের ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিতেছেন ;—

"জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্ত এ'সকল জন।
এ সব উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ॥
অতএব প্রভু নিজসেবক সহিতে।
নানাক্রীড়া করে কেহ না পারে বুঝিতে॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

মিশ্র তখন তাঁহার পুত্রের প্রতি বিপ্রগণের গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়া আনন্দ-ভরে কহিলেন,—"নিমাই শুধু আমারই পুত্র নহে, সে আপনাদের সকলেরই পুত্র-বোধে আপনারা তাহার অপরাধ লইবেন না।' অনন্তর বিপ্রগণের সহিত কোলাকুলি করিয়া মিশ্র তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। বিশুদ্ধসত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রের ইহাই বিশুদ্ধ বাৎসল্য। যাহাতে পুত্রের চঞ্চলতায় কেহ দোষারোপ না করেন এবং পুত্র যাহাতে সকলের স্নেহভাজন হয় তাহাই মিশ্রের একান্ত কামনা। পিতা মিশ্র তাঁহার পুত্র নিমাইকে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ মনে করিয়াও বাৎসল্য স্বভাবে পুত্র-রূপেই জ্ঞান করিতেছেন। দাস্য ও সখ্য-ভাব অপেক্ষা বাৎসল্য-ভাব শ্রেষ্ঠ।

আবার তদপেক্ষা মধুরভাব আরও শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবানকে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক ও সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী মনে করিলে স্বভাবতঃই তাঁহাতে পূজ্যবুদ্ধি আসিয়া পড়ে ও তাহাতে তাঁহাকে বাৎসল্যভাবের মত এতখানি সমাদর ও আপন করিয়া ভাবা যায় না। শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই ভক্তের অধীন হওয়ায় ভক্তের পুত্ররূপ অঙ্গীকার করিয়া তিনি নরবপু ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসেন। এক্ষণে তিনি স্বয়ং নদীয়ায় শচী-জগন্নাথের পুত্ররূপে আসায় তাঁহার শৈশব-চাপল্য, মধুর বাক্য, মন্দ হাস্য ও ক্রীড়া প্রভৃতি বাৎসল্য রসেরই উদ্দীপন করে।

পুত্র নিমাইয়ের চাপল্যে পিতা মিশ্র অভিভূত হইয়া অন্য পথে গৃহে ফিরিয়াই দেখেন,—নিমাই তাহার পুঁথি পত্র লইয়া 'মা'-'মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে গৃহে প্রবেশ করতঃ স্নানে যাইবেন বলিয়া তৈল মাখিতেছেন। তখন শচীদেবী ও মিশ্রজী উভয়েই নিমাইয়ের আপাদ-মস্তক ভালভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে হতচকিত হইয়া ভাবিতেছেন,—কুমারিকাগণ ও বিপ্রগণ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে জানাইয়া গেলেন যে, নিমাই গঙ্গায় স্নান করিতেছেন, কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য,·· নিমাইয়ের অঙ্গে স্নানের কোনই চিহ্ন নাই; —পরিধানে সেই শুষ্কবস্ত্র ও হাতে সেই পুঁথি এবং সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ব্যাপ্ত অবস্থায় নিমাই উপস্থিত! মিশ্রজী পুত্রের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অভাবনীয় লীলা-দর্শনে বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়া নিমাইকে কোলে করিয়া কুমারিকাগণ ও বিপ্রগণের অভিযোগের কথা বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—'নিমাই, তোমার দুর্ব্বুদ্ধির জন্য আমি মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। তুমি ঘাটে সকলের প্রতি অত্যাচার কর কেন? এবং বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্যই বা কাড়িয়া খাও কেন? ছিঃ-ছিঃ, আর এরূপ করিও না।' তখন শিশু নিমাই সুচতুর অভিনেতার মত বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে গদ গদ স্বরে কহিলেন,—'বাবা, আমি আজ ঘাটে গিয়াছি কিনা তুমি বালকদের জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। আমার সঙ্গিগণ অগ্রে যাইয়া সকল লোকের সহিত 'অব্যভার' করিতেছে। তাহারা দুষ্টামি করে আর দোষ হয় আমার! আমি না গিয়াও যদি আমার বদনাম হয়, তাহা হইলে আমি সত্যই ঐ সমস্ত 'অব্যভারই' করিব।' এই কথা বলিয়া নিমাই হাসিতে হাসিতে ও তৈল মাখিতে মাখিতে গঙ্গা-স্নানের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া গঙ্গা-ঘাটে সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হইয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের এমনই বুদ্ধি-চাতুর্য্য! তিনি গঙ্গাস্নান-রত

অবস্থায় উঠিয়া আসিয়াছেন বলিলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে স্নানের চিহ্ন পরিদৃষ্ট না হওয়ায় তাহা একদিকে যেমন পিতামাতার নিকট মিথ্যারূপে অনুমান হইতে পারে, আবার অন্যদিকে তেমনি তাঁহারা নিমাইয়ের এই অলৌকিকত্ব দর্শনে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন। তাই নিমাই প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া পিতামাতার বিশুদ্ধ বাৎসল্যরস আরও অধিকতর ঘনিভূত করিয়া তুলিলেন। "আপনা লুকাইতে প্রভু কত যত্ন করে'—শিশু নিমাই নিজেকে লুক্কায়িত রাখিবার তথা ভগবত্তা গোপন রাখিবার ইহা এক অভিনব ফন্দী! নিমাই যাহাতে শান্ত-শিষ্ট ছেলের ন্যায় ব্যবহার করে মিশ্রজীর মনে সেইরূপ কামনার উদয় হওয়ায় ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীনিমাই পিতার সমক্ষে শান্ত-শিষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হইবার জন্য সঙ্গিদের সহিত গঙ্গার ঘাটে অশান্ত পরিবেশে না থাকিয়া ঐরূপ স্নান-চিহ্ন-বিহীন অবস্থায় গৃহে উপস্থিত হইলেন। এইভাবে নিমাই বুদ্ধি-চাতুর্য্য-বলে তাঁহার পিতার শাসন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ পুলকিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতএব নিমাই সকলের নিকটই প্রশংসার্হ হইলেন। নিমাইয়ের এই বাল্যলীলা প্রাকৃত নহে,—ইহা ঈশ্বরীয় অপ্রাকৃত-লীলা।

"এই মত নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়॥" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

নিমাই স্নানে চলিয়া গেলে শচীদেবী ও মিশ্রজী পুত্রের এইপ্রকার অলৌকিক লীলা-দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—

"যে যে কহিলেন কথা সেহ মিথ্যা নহে।
তবে কেন স্নান-চিহ্ন কিছু নাহি দেহে॥
সেইমত অঙ্গে ধূলা সেইমত বেশ।
সেই পুঁথি সেই বস্ত্র সেই মত কেশ॥
এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিল মোর ঘর॥ (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শচীদেবী ও মিশ্রজী নিমাইয়ের ভগবত্তা-ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াও যোগমায়া-প্রভাবে বিশুদ্ধ বাৎসল্যজ্ঞানে তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন না। পুত্র-স্নেহের কাছে সমস্ত অলৌকিকত্ব মুহূর্ত্তে ধূলিস্যাৎ হইয়া গেল। নিমাইয়ের অলৌকিকত্ব ও ঐশ্বর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া পিতামাতা তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য

নহে বুঝিয়াও কোনক্রমেই স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞান করিতেছেন না। বাৎসল্য প্রেমাবিষ্ট শচী-জগন্নাথের আদরের ধন নিমাইকে তাঁহারা কি কখনও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের আসনে বসাইতে পারেন? তাঁহারা পুত্রকে দেখিবা-মাত্রই বাৎসল্য স্বভাবে পুত্রের আলৌকিকত্ব ভুলিয়া যান। শচী-জগন্নাথের এই বাৎসল্য-প্রেম নৃলোকে সুদুর্লভ। পিতামাতার আদর-শাসনের ভিতর দিয়াই ভগবান্ নিমায়ের বাল্যলীলা অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

"এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাঁহার মায়ায়॥" (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এমনিভাবে নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য মাতা শচীদেবী ও পিতা মিশ্রজীর কাছে গোপনই রহিয়া গেল। এই শিশু শুধুমাত্র শচীদুলাল নহেন, ইঁনি নদীয়া-দুলাল। তাই নদীয়ার বিপ্রগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বাৎসল্যরস স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশমান। এই লীলা-কথনের অপূর্ব্ব চমৎকারিতা ভক্তের হৃদয়ে বাৎসল্য-রস উদ্দীপিত করে।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

পত্র ও উত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ইহার সমর্থন দৃষ্ট হয়, যথা—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥" (গীঃ ৯।১০)

অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন! সর্ব্বেশ্বর আমি যে-প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া প্রকৃতি এই চরাচর প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়।

ভগবচ্ছক্তির অনন্তত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, যথা—

'কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্‌গুণত্বাদ্ যমনন্তমাহুঃ॥
(শ্রীভাঃ ১।১৮।১৯)

সূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে ভগবানের মহিমা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—

(হে ঋষিগণ !) যিনি মহত্তমগণের একান্ত পরমাশ্রয়, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিলে যে নীচকুলে জন্ম ও তজ্জনিত মনঃপীড়া বিদূরিত হইবে, এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব ? যাঁহার শক্তি অনন্ত, যে ভগবান্ নিজেও অনন্ত, যাঁহার গুণ প্রতি মহদ্ বস্তুতেই আছে, সুতরাং লোকে যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া জানেন, তাঁহার নামকীর্ত্তনকারীর যে নীচ জাতিতে জন্ম ও তজ্জনিত মনোবেদনা অপনীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

আপনি যখন উদ্ভ্রান্ত বা ধর্ম্মনিরূপণে সংমূঢ়চিত্ত হইয়া উপদেশ লাভের জন্য এ অধমের নিকট শরণাপন্ন হইয়াছেন, তখন আপনার আত্মকল্যাণের নিমিত্ত কিছু শাস্ত্রযুক্তিসহ ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিব। যদি তাহা স্বল্প-পরিমাণেও উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

পরমার্থতত্ত্ব অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব "অবাং মনসো-গোচর"। কেবল মাত্র মুক্ত পুরুষেরই গ্রাহ্য। বদ্ধজীব স্বতন্ত্রভাবে যাহা ধারণা করিবে তাহা সকলই ভুল ধারণা। এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রসকল অভ্রান্ত, ঋষিবৃন্দ শ্রুতিকে এবং তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতকেই উপরোক্ত বিষয় অমল প্রমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যেখানে মানবগণ ভ্রান্তিবশতঃ পরমার্থতত্ত্ব নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া সন্দিহান, সেখানে 'শব্দ' অর্থাৎ বেদ-বেদান্ত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগণই মূল প্রমাণ। অতএব আপনি পরমতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া নিজের বিচারের উপর বিশেষ ভরসা না করিয়া উক্ত শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া মত স্থির করিবেন। নিম্নে প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহ হইতে সংক্ষেপে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

এখন বেশ অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন :—

আপনার পত্রাভ্যন্তরে যে ধান্য ও আলুর চাষের উদাহরণ উত্থাপন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ-তত্ত্বের উপাসনাকে ধান্য এবং অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনাকে আলু মনে করুন। শ্রুতি, উপনিষদ, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য প্রামাণিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই 'পরতত্ত্ব' এবং অন্যান্য দেব-দেবীগণকে কৃষ্ণের দাস-দাসী বলা হইয়াছে।

ক) ঋগ্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব এবং প্রধান প্রধান উপনিষদে—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।"

অর্থাৎ সেই বিষ্ণুর পরমপদকে (অথবা বিষ্ণুঃ পরতত্ত্বকে) তত্ত্বদর্শিগণ—মুক্তপুরুষগণ সর্ব্বদা দর্শন করেন।

উক্ত মন্ত্রটি চারি বেদের অতিরিক্ত কঠ, সুবাল, নাদবিন্দু, বাসুদেব, ধ্যানবিন্দু, যোগশিখা, রামোত্তরতাপিনী, বরাহ, পৈঙ্গল, নৃসিংহ পূর্ব্বতাপিনী, গোপাল পূর্ব্বতাপিনি, মুক্তিক প্রভৃতি আরও অনেক উপনিষদেও পাওয়া যায়। এই বিষ্ণুই সর্ব্ব দেবময় অর্থাৎ সমস্ত দেবতার মূল। শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিলে সর্ব্বদেবতার পূজা করা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইরূপ বলা হইয়াছে—"বিষ্ণুঃ সর্ব্বা দেবতাঃ" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।১।১)

শ্রীমদ্ভাগবতে **"বিষ্ণুপরতমতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ"** এইরূপ স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ **বিষ্ণোঃ**। (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

এখানে ব্রজবধূবল্লভ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই 'বিষ্ণু'-শব্দে উক্ত হইয়াছে। পুনঃ শ্রীমদ্ভাগবতে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ (ভাঃ ১।৩।২৮)

[পূর্ব্বে যে-সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। এই সকল অবতার দৈত্যনিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অবতারগণের মূল পুরুষ আদ্যপুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি।]

ব্রহ্মসংহিতায়েও বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ (৫।১)

অর্থাৎ, সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ অনাদি এবং সকলের আদি ও সর্ব্বকারণের কারণ।

সেই কৃষ্ণ মায়াপ্রকৃতি শ্রীদুর্গা প্রভৃতির অধ্যক্ষ বা পরিচালক—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে চরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ (গীঃ ৯।১০)

অর্থাৎ, আমার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধীয় ইচ্ছা হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া

প্রকৃতিই এই চরাচর জগৎ প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়।

অধিক কি, শ্রীগীতায় স্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণেরই পরতমত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে--

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ (গীঃ ৭।৭)

[হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সুতায় যেরূপ মনিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতেই এই সমগ্র বিশ্ব গ্রথিত আছে অর্থাৎ ওতঃপ্রোতভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে।]

শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হয়—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥
(শ্রীভাঃ ৪।৩১।১৪)

অর্থাৎ, যেমন বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করিলে উহার সকল শাখা ও উপশাখা প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে (ভোজন করিলে) যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীগীতায় অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিতেছেন—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥" (গীঃ ৯।২৫)

অর্থাৎ, দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক লাভ করেন, ভূতপূজকগণ ভূতলোক গমন করেন এবং আমার পূজাপরায়ণগণ আমাকেই পাইয়া থাকেন।

অতএব শ্রীহরিই পরম-তত্ত্ব, রসাব্ধি ও সর্ব্বশক্তিমান্। গীতায় তারস্বরে বলিতেছেন—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥" (১৮।৬২)

সেই পরম করুণাময়ের সর্ব্বভাবে শরণ লইলেই তাঁহার অনুগ্রহে পরাশান্তি লাভ করিতে পারিবেন।

এখন শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারে দেখা যাইতেছে কৃষ্ণই পরতত্ত্ব। তিনিই সকলের উপাস্য। ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা এবং অন্যান্য সকল দেবতাগণ সকলেই তাঁহার সেবক-সেবিকা। সেই কৃষ্ণকে বাদ দিয়া অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনাই হইতেছে ধান্য বাদ দিয়া আলুচাষ করা। এখন অনুপযুক্ত আলু-চাষ উৎপাটন করিয়া ধান্যেরই চাষ করা অর্থাৎ কৃষ্ণেরই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। কারণ দেব-দেবীর স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করিলে সুফল হয় না। তাহা সম্পূর্ণরূপে অবিধিপূর্ব্বক করা হয়। গীতায় ৯।২৩ শ্লোকে স্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেব-দেবীর ভজন করিলে পরমমঙ্গল লাভ করা যায় না।

আপনার অন্যান্য প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে এইরূপ জানিবেন—

প্রঃ—সন্ন্যাসধর্ম্ম না নিয়ে গৃহে থেকে কি সাধন ভজনের বাধা আছে?

উঃ—সাধন-ভজন গৃহে এবং বনে (সন্ন্যাস আশ্রমে) সর্ব্বত্রই হইতে পারে। যদি গৃহে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সাধুগণের সঙ্গ পাওয়া যায় এবং ভজনের সর্ব্বপ্রকারের অনুকূলতা থাকে, তবে গৃহে থাকিয়াও সাধন-ভজন করা যায়। যে-গৃহে ভজনের প্রতিকূলতা আছে এবং উপযুক্ত সাধুসঙ্গ পাওয়া যায় না, সেস্থলে ঐগৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে হরি-ভজন করাই শ্রেয়ঃ। সৎগুরুর পদাশ্রয় করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবার নামই সন্ন্যাস।

প্রঃ—ধ্যান করিবার নিয়মই বা কি?

উঃ—সর্ব্বপ্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে সাধুসঙ্গ করিয়া গুরুপদাশ্রয়, তৎপরে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন, পরে অনর্থ নিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠা, রুচী এবং আশক্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তরূপী দর্পণ মার্জ্জিত হইলে স্বতঃই সমাধিতে ভগবৎ দর্শন হইবে। ইহাই ভগবৎ দর্শনের প্রকৃষ্ট বিধি। এই ভগবৎ দর্শনের যত্রতত্র সর্ব্বত্রই সহজভাবে ভগবানের ধ্যান হইবে। এই পদ্ধতিছাড়া যাবতীয় ধ্যানই সকপোল-কল্পনা।

প্রঃ—মন শুদ্ধির দরকার না বেশভূষণ শুদ্ধির প্রয়োজন?

উঃ—দুইটারই কোন প্রয়োজন নাই। প্রথমে সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিয়া তাঁহার উপদেশ মত সাধন-ভজন করিবেন। ক্রমশঃ আপনার উপযুক্ত অবস্থা অনুসারে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম যেরূপ আদেশ করিবেন সেইরূপ চলিবেন। গুরুকে বাদ দিয়া উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ব্বক ঐকান্তিকভাবে সাধন-করিলেও তাহা উৎপাতের কারণ হইয়া থাকে। অতএব এবিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে কিছু না করাই ভাল, শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা মন নিজে থেকে শুদ্ধ হইয়া যায়—পৃথক্‌ভাবে তাকে শুদ্ধি করিবার অন্য কোন প্রয়োজন হয় না। ভগবদ্‌ আরাধনা—শ্রীহরিনামগ্রহণদ্বারা মনশুদ্ধির অন্য কোন উপায় নাই।

জীবমাত্রেরই হরিভজনের অধিকার আছে। অতএব আপনার স্থূল শরীরের যাহাই নাম ও রাশি-নক্ষত্র থাকুক না কেন আপনি অবশ্যই হরিভজন করিতে পারেন। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস। অতএব আপনিও স্বরূপত কৃষ্ণদাস। শাস্ত্রে আরও আছে—

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও রৌরবে পড়ি' মজে॥

অতএব গীতার উপসংহারে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (১৮।৬৬)

[সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।]

উক্ত শ্লোকে অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনা এবং অন্যান্য শরীর ও মনের যাবতীয় উপধর্ম্মসমূহকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তাহাতেই পরমা শান্তি এবং পরমধাম প্রাপ্তি হইবে। আপনার নাম 'শান্তিকুমার', আপনি শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া শান্তিকুমার নামের সার্থকতা উপলব্ধি করুন, ইহাই কামনা করি।

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী

শ্রীশ্রীএকাদশীব্রত

অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণের প্রায় প্রত্যেক পুরাণই ব্যবস্থা দিতেছেন যে "একাদশীব্রত" সকল মানবেরই কর্ত্তব্য। সকল পুরাণ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিবার যাঁহাদের অবকাশ নাই তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাপাত্র ভক্তিশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত মহাভাগবতপ্রবর শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর রচিত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের দ্বাদশ বিলাস পাঠ করিলেই বিশেষ ভাবে ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী মৎস্যমাংস-ভোজী কলিসম্ভব অশুদ্ধ শূদ্রকল্প গ্রাম্যযাজী—

"পতৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতঞ্চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥"

উক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণটীর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সাধারণের নিকট নিজেদের জাত্যভিমান-জনিত তুচ্ছ পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য আষাঢ় মাসের কূপ-মণ্ডুকের ন্যায় অলীক চিৎকার করতঃ বলিয়া থাকেন, "পতি জীবিত থাকিতে স্ত্রীলোকেরা কখনও একাদশীব্রত করিবে না। যে রমণী এই ব্রত করিবেন, তিনি স্বামীর পরমায়ু হরণ করিয়া নরকে গমন করিবেন।" এস্থলে উপরের লিখিত মূল শ্লোকের "ব্রতঞ্চরেৎ" শব্দের অর্থে কেবলমাত্র একাদশী-ব্রত ভিন্ন অবৈষ্ণবপর অন্যান্য ব্রত সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

একাদশীব্রতং যৈস্তু কৃতং ভক্তিসমন্বিতৈঃ।
তৈশ্চ যজ্ঞা কৃতা সর্ব্বে ব্রতানি সফলানি চ॥

—পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসাগর, ২২।৬৩।)

ভক্তি সহকারে একাদশীব্রত করিলেই সকল যজ্ঞ ও সকল প্রকার ব্রতের ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব 'একাদশী'-নামক এই মহাব্রতের সহিত কখনও অন্যান্য ব্রত কিম্বা কোন পুণ্য কর্ম্মেরই তুলনা হইতে পারে না। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডের ২৬শ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক হইতে ২২শ শ্লোক দেখুন।

ব্রহ্ম পুরাণের ২২৮ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসারের ২২শ ও ১৩শ অধ্যায়, বৃহন্নারদীয় পুরাণের ২১শ অধ্যায় একাদশীব্রতের মাহাত্ম্য এবং

ভবিষ্য পুরাণের উত্তরখণ্ডে উহার উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণিত আছে। একাদশী-ব্রত যে-সকল মানবেরই কর্ত্তব্য, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে, ভক্ত পাঠক-বৃন্দ স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন।

দেবপুরাধিপতি মহাভাগবত রুক্মাঙ্গদ রাজা তাঁহার হস্তীশালার সর্ব্ব-প্রধান হস্তীপৃষ্ঠে পটহ স্থাপন করিয়া তন্নিনাদ-সহকারে তাঁহার রাজ্য-মধ্যে সর্ব্বত্র এইরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে,—

অষ্টাবর্ষোঽধিকো মর্ত্তোঽশীতি নৈব পূর্য্যতে।
যো ভুঙ্‌ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ॥
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রা একাদশ্যমুপোষনম্॥
কুর্য্যান্নরো বা নারীবা পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

—শ্রীনারদীয় পুরাণ

যাহার বয়ঃক্রম অষ্টবর্ষের অধিক অথবা অশীতি বর্ষের ন্যূন, এরূপ কোন ব্যক্তি যদি আমার রাজত্বমধ্যে একাদশীর দিন অন্নভক্ষণ করে তবে সে আমার বধ্য, অথবা তাহাকে আমার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। সুতরাং কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

ভুয়ো ভুয়ো দৃঢ়া বাণী শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং জনাঃ।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং হরের্দ্দিনে॥

—পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার ১২।৫৩

আমি বারংবার দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, হে জনগণ! তোমরা শ্রবণ কর, যেন শ্রীহরিবাসরে (একাদশীদিনে) কদাচ অন্ন ভক্ষণ করিও না।

ন শৈব নচ সৌরোঽসৌ ন শাক্তো গণসেবকঃ।
যো ভুঙ্‌তে বাসরে বিষ্ণোর্ভুক্তের্য়ঃ পশ্বাধিকো হি সঃ॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৩৭।৬০

শৈব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য প্রভৃতি কেহই একাদশীতে অন্ন ভোজন করিবে না, যে ব্যক্তি ভোজন করিবে, সে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

(ক্রমশঃ)

জগদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

আধুনিক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের যুগান্তর আনয়নকারী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** তিরোভাব ও **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**-উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও মহা-মহোৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠান বিগত ১৫ বামন, ১৫ আষাঢ় (ইং ৩০।৬।৭৩), শনিবার হইতে আরম্ভ হইয়া ২৫ বামন, ২৫ আষাঢ় (ইং ১০।৭।৭৩), মঙ্গলবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী সাড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপীত হয়।

উক্ত উৎসব-উপলক্ষ্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে তদীয় অলৌকিক জীবন-চরিত আলোচনা-সভায় পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ভক্তিগীতি-কীর্ত্তন এবং শ্রীরথযাত্রার প্রাক্‌দিবস শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন, শ্রীশ্রীজন্নাথদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে নির্দ্দিষ্ট যাত্রা ও পুনর্যাত্রা দিবসদ্বয়ে কীর্ত্তনমুখে শ্রীরথাকর্ষণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসকল যাজিত হয়।

তদুপরি শ্রীরথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষ্যে আহূত ও অনাহূত অনেক সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই শ্রীরথযাত্রার সময় প্রায় দশ/পনের সহস্রাধিক দর্শনার্থী সন্নিবেশীত হইয়াছিলেন।

নিবেদন

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' এই সংখ্যা ২৫শ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা-রূপে প্রকাশিত করা হইল। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন, যাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

বিনীত নিবেদক—

সেবাসচিব,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

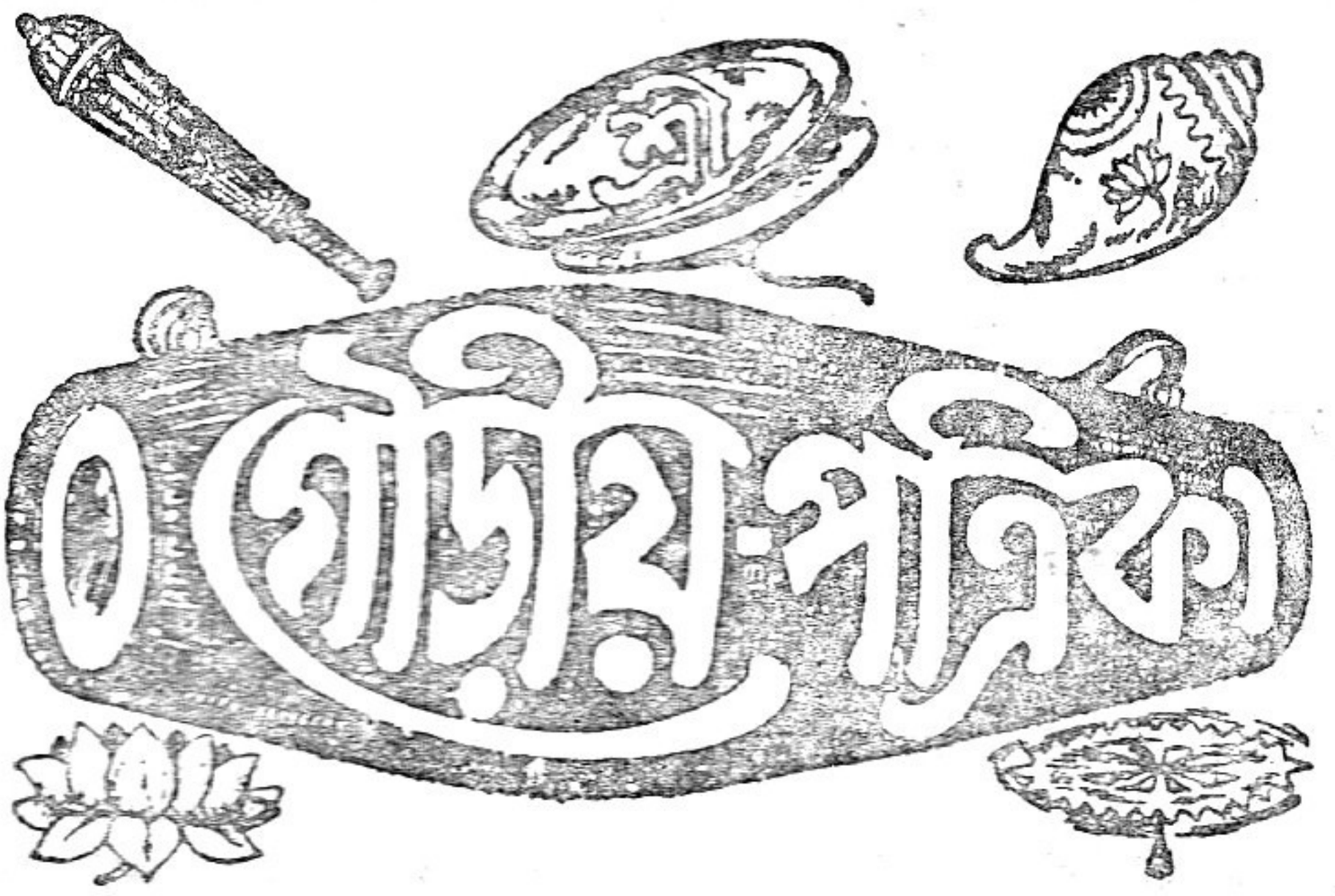

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৫শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ৫ পদ্মনাভ, ৪৮৭ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৮০ ; ইং ১৭।৯।১৯৭৩ } ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮ পৃষ্ঠার পর)

রতিমনুবধ্যাগৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! যিনি সদ্বংশজ ও দূতীর কার্য্য করিতে বিশেষ বিচক্ষণ, যিনি শ্রীরাধিকার হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে অরণ্যপ্রদেশে আনয়ন করেন এই প্রকার তদীয় সেই বংশীধ্বনিরূপ দূতীর জয় হউক।

॥ মাতঙ্গখেলিতম্ ॥

নাথ হে নন্দগেহিনীশন্দ পূতনাপিণ্ডপাতনে চণ্ড
দানবে দণ্ডকারকাখণ্ড সারপৌগণ্ডলীলয়োদ্দণ্ড

গোকুলালিন্দগূঢ় গোবিন্দ পূরিতামন্দরাধিকানন্দ
বেতসীকুঞ্জমাধবীপুঞ্জ লোকনারম্ভজাতসংরম্ভ-
দীপিতানঙ্গ কেলিভাগঙ্গ গোপসারঙ্গ লোচনারঙ্গ-
কারিমাতঙ্গ খেলিতাসঙ্গসৌহৃদাশঙ্ক যোষিতামঙ্ক
পালিকালম্ব চারুরোলম্ব মালিকাকণ্ঠ কৌতুকাকুণ্ঠ
পাটলীকুন্দ মাধবীবৃন্দ সেবিতোত্তুঙ্গশেখরোৎসঙ্গ
মাং সদা হন্ত পলায়ানন্ত ॥ বীর ॥

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি নন্দগেহিনী শ্রীমতি যশোদার আনন্দপ্রদ, তুমি পূতনার দেহপাত করিয়াছ, তুমি বাল্যকালে অমোঘ বলবীর্য্য-প্রভাবে দুষ্ট দানবগণ নিগ্রহ করিয়াছ, হে গোবিন্দ! তুমি সেই বিশ্বব্যাপক পরব্রহ্ম অথচ নন্দালয়ের দ্বারের বহির্ভাগে গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছ, শ্রীরাধিকার হৃদয়ে অসীম আনন্দবর্দ্ধন করিতেছ, তুমি বেতসীলতা ও মাধবীলতাসমূহে আবৃত, নিকুঞ্জশোভা দর্শনে সমুৎসুক হইলে ঐ সময়ে উদ্দীপ্ত অনঙ্গ তোমার শ্রীঅঙ্গ আশ্রয় করে, মত্তমতঙ্গের ন্যায় তদীয় কেলি সন্দর্শনে গোপাঙ্গনাগণের হৃদয়ে কতই আনন্দ হয়, ব্রজরমণীগণ নিঃস্বার্থ হইয়া কেবল "তোমার প্রীতি হউক" এই কামনা করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তোমার কণ্ঠস্থ বনমালার-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ সুন্দর গুণ্ গুণ্ শব্দ করিতেছে, তুমি সর্ব্বদা কৌতুকপ্রিয়, পাটলী, কুন্দ, মাধবী প্রভৃতি কুসুমদ্বারা তোমার চূড়া সুশোভিত, অতএব হে অনন্ত! তুমি সর্ব্বদা এই ঘোর সংসার হইতে আমাদের রক্ষা কর।

স্ফুরদিন্দীবরসুন্দর সান্দ্রতরানন্দকন্দলীকন্দ।
মাং তব পদারবিন্দে নন্দয় গন্ধেন গোবিন্দ ॥
কুন্দদশন বদ্ধরসন রুক্মবসন রম্যহসন ॥ দেব ॥

হে গোবিন্দ! বিকসিত ইন্দীবরের ন্যায় তোমার সুন্দর বর্ণ এবং তুমি প্রগাঢ় আনন্দের মূলস্বরূপ, অতএব তোমার পাদপদ্মগন্ধদ্বারা আমাকে আনন্দিত কর। হে কুন্দদশন! তোমার কটিদেশ কাঞ্চীভূষণে ভূষিত, তোমার শ্রীমুখে সর্ব্বদা মৃদুহাস্য শোভা পাইতেছে এবং স্বর্ণের ন্যায় পীতবসনে তুমি সুশোভিত।

প্রপন্নজনতাতমঃক্ষপণশারদেন্দুপ্রভা-
ব্রজাম্বুজবিলোচনা-স্মরসমৃদ্ধিসিদ্ধৌষধিঃ।
বিড়ম্বিতসুধাম্বুধি প্রবলমাধুরীডম্বরা
বিভর্ত্তু তব মাধব স্ফিতকড়ম্বকান্তির্মুদম্ ॥ তিলকং ॥

হে মাধব! ভক্তগণের হৃদয়ান্ধকারবারিণী ও ব্রজরমণীগণের অনঙ্গ বৃদ্ধিকারিণী এবং সুধাসমুদ্রের মাধুর্য্য তিরস্কারিণী চন্দ্রকান্তির ন্যায় ত্বদীয় সেই স্মিতকান্তি অর্থাৎ ঈষৎ হাস্য আমার অসীম আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

অমলকমল রুচিখণ্ডনপটুপদ নটনপটিমহৃতকুণ্ডলিপতিমদ।
নবকুবলয়কুলসুন্দররুচিভর ঘনতড়িদুপমিতবন্ধুরপটবর।
তরণি দুহিতৃতটমণ্ডলনটবর নয়ননটনজিতখণ্ডনপরিকর।
ভুজতটগত হরিচন্দনপরিমল পশুপযুবতীগণ নন্দবরকল।
নবমদমধুর দৃগঞ্চলবিলসিত মুখপরিমলভর সঞ্চলদলিতবৃত।
শরদুপচিত শশিমণ্ডলবরমুখ কনক-মকরময়কুণ্ডলকৃতসুখ।
যুবতিহৃদয় শুকপঞ্জর নিজভুজ পরিহিত বিচকিল মঞ্জুলশিরসিজ।
সুতনুবদনবিধু চুম্বনপটুতর দনুজনিবিড়মদডুম্বনরণখর ॥ বীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার পাদপদ্ম বিকসিত কমলের সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব খর্ব্ব ও কালিয়নাগের মস্তকের উপর নৃত্য হেতু উহার অহঙ্কার বিনাশ করিয়াছ, নববিকসিত নীলপদ্মের ন্যায় মনোহর তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তি, তোমার শ্রীঅঙ্গে তড়িন্মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে, তুমি তরণিতনয়া কালিন্দীতটে সুন্দর নৃত্য করিতে ভালবাস, তোমার নয়নভঙ্গী দেখিয়া খঞ্জনগণ পরাজিত হইয়াছে, তোমার ভুজদ্বয় সুগন্ধি হরিচন্দনাদি অনুলেপনে অনুলিপ্ত, তুমি বংশীধ্বনিদ্বারা ব্রজরমণীগণের আনন্দবর্দ্ধক কর, তোমার নয়নপ্রান্ত অভিনব আসবের ন্যায় চিত্তোন্মাদক সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ তোমার শ্রীমুখের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিতেছে, শরৎকালীন পূর্ণশশধরের ন্যায় তোমার মুখমণ্ডল সুবর্ণনির্ম্মিত মকরকুণ্ডলে তোমার কর্ণযুগল সুশোভিত, তোমার বাহুযুগল গোপিকাগণের চিত্তরূপ শুকপক্ষির পঞ্জরস্বরূপ, সুন্দর মল্লিকাপুষ্প তোমার চূড়ায় সুশোভিত, তুমি গোপিকাগণের মুখচন্দ্রচুম্বনপ্রিয়, তুমি দনুজগণের মদগর্ব্ব খর্ব্বকারী।

রণতি হরে তব বেণৌনার্য্যো দনুজাশ্চ কম্পিতাঃ খিন্নাঃ।
বনমনপেক্ষিতদয়িতাঃ করবালান্ প্রোজ্ঝ্য ধাবন্তি॥
কুঙ্কুমপুঞ্জক গুম্ফিতপুণ্ড্রকলঙ্কুলকঙ্কণ কণ্ঠগরঙ্গণ॥ দেব॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি বংশীধ্বনি করিলে গোপীগণ কবরীবন্ধনাদি বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত থাকিলেও উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পতি প্রভৃতি গুরুজনের অপেক্ষা না করিয়া তোমাকে পাইবার নিমিত্ত নিবিড় নিকুঞ্জস্থানে গমন করেন এবং ঐ সময়ে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হেতু উঁহারা কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হন। পক্ষান্তরে বংশীরব শ্রবণ করিয়া দানবগণ ভয়ে কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্রাদির অপেক্ষা না করিয়াই নিবিড় অরণ্যে পলায়ন করে। হে দেব! তোমার ললাটে কুঙ্কুমনির্ম্মিত তিলোক সুশোভিত, তোমার করকঙ্কণ মাধবীকুসুমে সুশোভিত, সুন্দর রঙ্গণ পুষ্পের মালা তোমার কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে।

সারঙ্গাক্ষীলোচনভৃঙ্গাবলিপানচারুভৃঙ্গার।
ত্বাং মঙ্গলশৃঙ্গারং শৃঙ্গারাধীশ্বর স্তৌমি॥

হে শৃঙ্গার রসরাজ! তুমি হরিণ-নয়না গোপাঙ্গনার নয়ন-ভ্রমরের মধুপান পাত্রস্বরূপ এবং সুন্দর বেশভূষায় সুশোভিত, অতএব আমি তোমাকে স্তব করিতেছি।

॥ চণ্ডবৃত্তস্য বিশিখে পঙ্কেরুহং॥

জয় গতশঙ্ক প্রণয়বিটঙ্ক প্রিয়জনরঙ্ক স্মিতজিতশঙ্খ
স্ফুটতরশৃঙ্গধ্বনিধৃতরঙ্গ ক্ষণনটদঙ্ক প্রণয়িকুরঙ্গ-
ব্রজকৃতসঙ্গ শ্রুতিতটরিঙ্গন্মধুরসপিঙ্গগ্রথিতলবঙ্গ-
স্বনটনভঙ্গব্রণিতভুজঙ্গ স্তবকিততুঙ্গক্ষিতিরুহশৃঙ্গ-
স্থিতবহুভৃঙ্গকৃণিততরঙ্গপ্রবলদনঙ্গ ভ্রমদুরুভৃঙ্গী-
মৃদিতকুরঙ্গীদৃগুদিতভঙ্গীমৃদিমভিরঙ্গীকৃতনবসঙ্গী-
তক দরবঙ্কেক্ষণ নবসঙ্কেতগসুহৃদঙ্কেশয় সকলঙ্কে-
তরপৃষদঙ্কেড়িতমুখপঙ্কেরুহপদরঙ্কে কৃপয়
সপঙ্কে কিল ময়ি॥ বীর॥

হে কৃষ্ণ! জীবগণ তোমাকে আশ্রয় করিলে নির্ভয় হয়, তুমি প্রেমের আধার ও ভক্তজন বল্লভ, তোমার মধুরহাস্য শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তুমি

মধুর শৃঙ্গধ্বনি করিয়া সকলকে আনন্দিত কর এবং আপনিও আনন্দে নৃত্য করিতে থাক, তুমি সর্ব্বদা ভক্তরূপ কুরঙ্গগণে পরিবৃত, তোমার কর্ণযুগল লবঙ্গ কুসুম নির্ম্মিত পুষ্পাভরণে ভূষিত, তুমি কালিয় সর্পের উপর নৃত্য করিয়া উহার দর্প চূর্ণ করিয়াছ, শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পিত তরুশাখাগ্রে ভ্রমরগণ গুণ্ গুণ্ শব্দ করিলে তৎশ্রবণে তোমার অঙ্গে অনঙ্গরসের সঞ্চার হয়, শ্রীবৃন্দাবনে ইতস্ততঃ হরিণীগণ ভ্রমণ করিতেছে, উহাঁদিগের ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ নয়ন সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে প্রেয়সী স্মরণ হওয়ায় অমনি ভাব-ভঙ্গী প্রকাশপূর্ব্বক তুমি বংশীধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হও, তুমি নয়ন ভঙ্গীরূপ সঙ্কেত-দ্বারা গোপিকাগণকে নিকটে আনয়নপূর্ব্বক উহাঁদিগের হৃদয়ে শয়ান হও, তোমার বদনমণ্ডল অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায়, তোমার চরণযুগল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছে, অতএব হে নাথ! পুণ্যহীন এই দীনের প্রতি করুণা প্রকাশ কর।

উত্তুঙ্গোদয়শৃঙ্গসঙ্গমজুষাং বিভ্রৎপতঙ্গত্বিষাং
বাসস্তুল্যমনঙ্গসঙ্গরকলাশৌটীর্য্যপারঙ্গতঃ।
স্বান্তং রিঙ্গদপাঙ্গভঙ্গিভিরলং গোপাঙ্গনানাং গিল-
ন্নুয়াস্ত্বং পশুপালপুঙ্গব দৃশোরব্যঙ্গরঙ্গায় মে ॥

হে পশুপালপুঙ্গব! তুমি নবোদিত অরুণকিরণের ন্যায় উজ্জ্বলবসনে সুশোভিত তুমি কন্দর্প বিলাসরসের পরপারে গমন করিয়াছ এবং অপাঙ্গ ভঙ্গীদ্বারা ব্রজরমণীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছ, অতএব আমার নয়নযুগলের পরিপূর্ণ আনন্দ বিস্তার কর অর্থাৎ দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর।

বিলসদলিকগতকুঙ্কুমপরিমল কটিতটধৃতমণিকিঙ্কিণিবরকল।
নবজলধরকূললঙ্গিমরুচিভর মসৃণমুরলিকলভঙ্গিমধুরতর ॥বীর॥

হে নাথ! তোমার ললাট সুগন্ধি কুঙ্কুম তিলকে সুশোভিত, মধুরধ্বনিযুক্ত মণিময় কিঙ্কিণী তোমার কটিদেশে বিরাজ করিতেছে, তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে নবীন জলধরের কান্তি তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি মধুর মুরলীর ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলে তখন তোমার মূর্ত্তিও অতি সুমধুর হয়।

অবতংসিতমঞ্জুমঞ্জরে তরুণীনেত্রচকোরপঞ্জরে।
নবকুঙ্কুমপুঞ্জপিঞ্জরে রতিরাস্তাং মম গোপকুঞ্জরে ॥

মনোজ্ঞ কুসুম-মঞ্জরী যাঁহার কর্ণভূষণ, যিনি যুবতীগণের নয়ন-চকোর পঞ্জর এবং অভিনব কুঙ্কুমানুলেপনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ পীতবর্ণ, ঈদৃশ সেই গোপ-রাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে আমার অচলা ভক্তি হউক।

॥ সিতকঞ্জম্ ॥

জয় কচচঞ্চদ্দ্যুতিসমুদঞ্চন্মধুরিমপঞ্চস্তবকিতপিঞ্ছ-
স্ফুরিত বিরিঞ্চস্তুত গিরিকুঞ্জব্রজপরিগুঞ্জন্মধুকরপুঞ্জ-
দ্রুতমুহুশিঞ্জ দ্বিষদহিগঞ্জ ব্রততিষু খঞ্জন্নবরসমঞ্জ-
ন্মরুদতিপিঞ্জ প্রবলিতমুঞ্জানলহর গুঞ্জাপ্রিয় গিরিকুঞ্জা-
শ্রিত রতিসঞ্জাগর নবকঞ্জামলকর ঝঞ্জানিলহর মঞ্জী-
রজরবপঞ্জীপরিমলসঞ্জীবিতনবপঞ্চাশুগশরসঙ্কা-
রণজিতপঞ্চাননমদ ॥ ধীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার চূড়াগ্রবর্ত্তী ময়ূরপুচ্ছ মন্দ মন্দ পবনদ্বারা ঈষৎ কম্পিত হইয়া সুন্দর শোভা পাইতেছে, তুমি ব্রহ্মার আরাধ্য, তোমার কর-চরণস্থ নূপুরাদি ভূষণধ্বনি শ্রবণ করিলে বোধ হয় যেন উহারা শ্রীবৃন্দাবনের মধুকরমালার সুমধুর শব্দের অনুকরণ করিতেছে, তুমি কালিয়সর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ, মন্দ মন্দ পবন-সঞ্চালিত কুসুমরেণুদ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গ পিঙ্গল-বর্ণ হইয়াছে, তুমি প্রদীপ্ত দাবানল নির্ব্বাণ করিয়াছ, তুমি গুঞ্জাভূষণে ভূষিত, তুমি রতি-লোলুপ হইয়া গোবর্দ্ধন নিকুঞ্জে গমনপূর্ব্বক তথায় জাগরিত হও, প্রফুল্ল কমলের ন্যায় তোমার হস্তযুগল, তোমার মধুর নূপুর-শব্দ শ্রবণে কন্দর্প পুনর্জীবিত হইয়া যেন নিজবৈরী মহাদেবকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে।

কর্ণিকারকৃতকর্ণিকাদ্যুতির্কর্ণিকাপদনিযুক্তগৈরিকা।
মেচকা মনসি মে চকারতু তে মেচকাভরণ ভারিণী তনুঃ ॥

যাহাতে কর্ণিকার কুসুম কর্ণভূষণ হইয়া শোভা পাইতেছে, নানাবিধ গৈরিক ধাতুদ্বারা যাহা অনুলিপ্ত সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে যাহা সুশোভিত ও নবনীরদের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তোমার সেই ঈদৃশী শ্রীমূর্ত্তি সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে বিরাজিত হউক।

(ক্রমশঃ)

ভক্তিতত্ত্ব

[শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত ভক্তির অনুষ্ঠানও কর্ম্ম হইয়া যায়।]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪৪এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৬
ইং ৪।৬।১৯৬৪

স্নেহাস্পদেষু * * *

মগরা হইতে তোমার লিখিত পত্র পাইলাম। তুমি যে খুব প্রচারাদি করিতেছ ইহা আনন্দের কথা, তবে সে প্রচার গুরুপাদপদ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে করিলে তাহা কর্ম্মমার্গে পরিণত হয়। "আশ্রয় ··· ··· ···অকারণ।" **তুমি যেরূপ আদর্শ দেখাইলে তাহা তোমার পক্ষে আদৌ সঙ্গত হয় নাই**। মঠবাসিগণের বিশেষতঃ যাঁহারা পাঠক বা বক্তা তাঁহারা লোক-শিক্ষকরূপে সর্ব্বদা বিচরণ করিবেন। সুতরাং সকল কথা অসহ্য হইলে চলিবে কেন? শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক শারীরিক আঘাত পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছেন। "তরোরপি সহিষ্ণুনা" মহাপ্রভুর শিক্ষা কোথায় প্রযুক্ত হইবে? নিজের জীবনে যদি তাহা প্রতি ফলিত করিতে না পারা যায় তবে ভজনে অগ্রসর হইবে কি করিয়া? যাহা হউক তুমি পিছলদা হইতে উৎসবাদি শেষ করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবে।

* * * প্রভুর নিকট তোমার সংবাদ জানিবার জন্য পত্র দিয়াছিলাম। তিনি তোমার প্রাথমিক সংবাদ আমাকে জানাইয়াছিলেন। পড়ে লিখিয়াছেন যে, * * * কোথায় আছেন তাহার সংবাদ তিনি জানেন না। তাঁহাকে আমি লিখিয়াছিলাম, * * *-এর সংবাদ লইয়া পত্রপাঠ তাহাকে আমার নিকট পাঠাইবেন। তোমার সন্ধান না পাইয়া তিনি পাঠাইতে পারেন নাই।

* * *কে বলিয়াছিলাম, তিনি যেন তোমার খোঁজ লইয়া পিছলদা মঠে লইয়া আসেন এবং উৎসবের পর যেন এখানে পাঠাইয়া দেন। ইতিমধ্যে তোমার সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তুমি পিছলদা হইয়া এখানে আসিবে।

* * * ৩।৪ দিন পরে তোমার অনুসন্ধানে মেদিনীপুর গ্রামাঞ্চলে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহার যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তোমার পত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে; সুতরাং তাহাকে পাঠাইবার আর আবশ্যক নাই।

* * *-এর সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছি। * * * যাহা হউক, তুমি পিছলদায় গিয়া উৎসব শেষ করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। আমার শরীর মধ্যে কয়েক দিন খুব খারাপ হইয়াছিল। এখন ক্রমশঃ ভাল হইতেছি। কলিকাতায় আর কয়েকদিন থাকিয়া চুঁচুড়া হইয়া নবদ্বীপ যাইব। * * শ্রীরামপুরে ভিক্ষা করিতে যাইয়া S.P. র Motorএ Accident হইয়া ওখানে হাসপাতালে আছে। তবে ভয়ের কারণ নাই। কিছুদিন কষ্ট পাইবে। * * * মহারাজ চুঁচুড়ায় গিয়াছেন। * * * ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

পরমার্থ *

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৭৩ পৃষ্ঠার পর)

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হই। গতকল্য আমাদের প্রারম্ভিক কতকগুলি কথা বল্‌বার সুযোগ হ'য়েছিল; কিন্তু সেদিন বাস্তবিক কোন প্রস্তাবিত বিষয়ের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং আমরা একদিন পিছিয়ে প'ড়েছি। এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে, আমরা কিছু ভাল জান্‌তে পার্‌ব। যাঁ'রা এ বিষয়ে অনুরাগবিশিষ্ট বা এ বিষয়ে নিপুণতা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুন্‌তে চে'য়েছিলাম।

গুরুদেবতাত্মা সেবকের বিচার

আমরা যখন গুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশুবিশেষ, তখন আমরা কেন অপরের কথাগুলি শুন্‌তে চাই, এই সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন ক'র্‌তে পারেন। এতৎসম্বন্ধে আমি গতকল্য কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান ক'রেছি। অসাত্বত শাস্ত্র হ'তেও সাত্বতগণ যেমন তাঁ'দের বাক্যের দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য অনেক

---

* পারমার্থিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-প্রদত্ত দ্বিতীয় ভাষণ। —সম্পাদক

অনুকূল বিষয় উদ্ধার করেন অথবা ব্যতিরেক ভাবে তা'র আলোচনা করেন, তেমনি আমরাও অপরের কাছ থেকে অনেক কথা শু'নে শ্রৌত বাস্তব সত্যে অধিকতর দৃঢ়তা লাভ ক'র্‌তে পারি। আমরা ভাগ্যদোষে আধ্যক্ষিক জ্ঞানিগণের অনেক কথা শু'নে থাক্‌তে পারি, কিন্তু তাঁ'দের সে-সকল কথা শু'নে হয় ত' আমাদের বাক্যের আরও সুদৃঢ়তা হ'তে পারে। তাঁ'দের নিকট হ'তে কিছু শু'নে আমি অভিজ্ঞতাবাদের পণ্ডিত হ'য়ে যা'ব, এরূপ দুরাশা রাখি না। জাগতিক পাণ্ডিত্য লাভের জন্য বৃথা চেষ্টা আমার নেই। যদি প্রাপঞ্চিক কথায় পাণ্ডিত্যের আবশ্যক হয়, তা' হ'লে সেই ব্যাপারে তাঁ'দিগের উপরই ভার দেওয়া যেতে পারে। আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট শু'নেছি,—

'লৌকিকী বৈদিকী বাপি বা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতি॥'

আমরা যখন ভগবদ্ভক্তের সেবক—আমরা যখন কর্ম্মি-জ্ঞানিগণের সেবক নই—আমরা যখন হরিজনগণের পাদুকাবহনকারী, তখন অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই—জয় পরাজয়েরও কোন কথা নাই। তবে আমাদের আবশ্যক পরমার্থ বিষয়ে যদি কেহ আমাদিগকে সন্ধান দেন, তাঁ'দের ভাবের দ্বারা ভাষার দ্বারা যদি আমাদের কিছু আনুকূল্য ক'র্‌তে পারেন, তজ্জন্যই তাঁ'দের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হ'য়েছিল, কিন্তু প্রশ্নের ভাষাগুলিও তাঁ'রা বুঝ্‌তে পারেন নাই। আমরা কি উদ্দেশ্যে কি প্রশ্ন ক'রেছি অধিকাংশ স্থলেই তাঁ'রা তা' বুঝ্‌তে পারেন নাই। অনেক স্থলেই তাঁ'দের কার্য্যে যে কথার-আবশ্যক হয়, তা' আমাদের কার্য্যে আসে নাই। কেহ কেহ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে নানা প্রকারে তাঁ'দের দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন। আমরা সে-সকল কথায় বাধির্য্য লাভ ক'রেছি।

মুক্ত ও বদ্ধের অভিলাষ-তারতম্য

কতকগুলি লোক কর্ম্মবীরত্বের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক অন্যাভিলাষের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক ব্রহ্মানুসন্ধানের জন্য যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক কৈবল্যসিদ্ধির জন্য যত্ন ক'রেছিল; কিন্তু আমরা জানি—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের উপাসনা ছলনা মাত্র অর্থাৎ সে

সকল কেবল আমার অপস্বার্থপরতার সহিত সংশ্লিষ্ট ; তা' মুক্ত আত্মার কথা নয়, Liberated soul এর কথা নয়, Conditioned soul (বদ্ধজীব)-এর প্রলাপ মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর একদিন ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে উপদেশ ক'রেছিলেন,—

'যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥'

আমাদের তখন প্রশ্ন হ'য়েছিল, আমারা যদি নিজেরা সিদ্ধ না হই, তা' হ'লে কিরূপে পরমার্থ আলোচনা ক'র্‌বো ?

তখন শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছিলেন,—

'ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥'

ভগবদ্‌বস্তুর জন্য যত্ন কর, যেখানে ব'সে আছ, সেখান থেকেই যত্ন কর। যে যে-দেশে, যে-কালে, যে-পাত্রে থাক না কেন, ভগবদ্‌বস্তুর জন্য যত্ন কর। শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে যে-সকল কথা শুনেছি, সে-সকল কথা আলোচনা ছাড়া আর উপায় নেই। ভগবৎসেবকের একমাত্র কার্য্য হ'চ্ছে, যা'তে ভগবৎকার্য্য করবার কৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণে আমাদের মতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। আমারা ধন, জন কিছুই চাই না—জন্মান্তর-রহিত হ'তে চাই না ; জগতে অন্যাভিলাষের বশীভূত হ'য়ে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রার্থী হ'য়ে নানা লোকে নানা প্রকার দেবতার আরাধনা ক'রে থাকেন। কিন্তু আমরা যখন মহাদেবের নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি—

'বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে।'

যখন কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি,—

'কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥'

ব্যাধি নিরাময় হউক কিম্বা রোগ, রোগী উভয়েই একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে মুক্তি লাভ করুক, এরূপ প্রার্থনা আমরা করি না। আমরা তাঁদের নিকট

উপস্থিত হ'য়ে বলি,—'কৃষ্ণে মতি হউক' আপনারা এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। জগতের লোক কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিষয়ী হ'বার জন্য প্রার্থনা করে থাকেন; কিন্তু আমাদের গুরুপাদপদ্ম উপদেশ করেন,—বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। অনাত্ম-প্রতীতিবশে যদি আমাদের কৃষ্ণানুসন্ধানের কোন ব্যাঘাত হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে সেই ব্যাঘাতের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভের জন্য আলোচনা হউক, এজন্যই আমাদের প্রশ্ন। অপরের পকেটে হাত দেওয়া—অপরের অসুবিধা করা—এরূপ নীচ প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যাঁ'রা কাম-ক্রোধের সেবায় রুচিসম্পন্ন, তাঁ'রা অন্যরূপ বিচার ক'রতে পারেন; কিন্তু আমরা আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট হ'তে শ্রবণ ক'রেছি—

'কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥'

আমারা ভিক্ষুক, তা' ব'লে আমরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য কামনার ভিক্ষুক নই। আমাদের ভিক্ষা ছিল—সকল সাধু-সম্প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা বিচার করুন, তা' হ'লে পরম চমৎকৃত হ'বেন।

আমাদের ভিক্ষা,—

'দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥'

শ্রীচৈতন্যদেব ও সঙ্গবিচার

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশেষ কথা ব'লেছেন—মানবের বাসনা হ'তে মুক্ত হ'বার সরল পথ ব'লেছেন, তা' আর কিছু নয়,—ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করা। তিনি ব'লেছেন,—

'নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥'

বিষ খেয়ে ম'রে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। হরিভজন আরম্ভ ক'রে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তা'র সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। ভরত—যিনি ভারতবর্ষের রাজা হ'য়েছিলেন, তিনি পূর্ব্বে অনেক সাধনা-তপস্যা করেছিলেন—হরিভজনের পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন; কিন্তু তাঁ'র সামান্য একটু কৃষ্ণেতর বিষয়ের অভিলাষ—একটু সৎকর্ম্মী হওয়ার ইচ্ছা—জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে জীবসেবা (?) ক'রবার একটু সামান্য স্পৃহা উদিত হওয়ায় তাঁ'কে হরিণ-শিশু হ'য়ে জন্ম লাভ কর্‌তে হ'য়েছিল। তাই আমাদের গুরুপাদপদ্ম আদেশ করেন—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই—'কৃষ্ণে মতিরস্তু'ই একমাত্র আশীর্ব্বাদ।

ললিতপুরের দারী সন্ন্যাসী

শ্রীগৌরসুন্দর যখন অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অদ্বৈতবাদ গ্রহণ-লীলা খণ্ডন করবার জন্য শ্রীমায়াপুর হ'তে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে ললিতপুর হ'য়ে শান্তিপুরে যাচ্ছিলেন, তখন ললিতপুরে একজন দারী সন্ন্যাসীর সহিত তাঁ'দের সাক্ষাৎ হয়। লীলাময় প্রভুদ্বয় কোন এক উদ্দেশ্যে সেই দারী সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হ'লে উক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বালক বিচারে আশীর্ব্বাদ করে বলেন,—

'ধন, বংশ, সুবিবাহ হউক বিদ্যালাভ।'

মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর এই আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করে বলেন, ইহা আশীর্ব্বাদ নয়,—অভিশাপ। 'কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হউক'—এইরূপ আশীর্ব্বাদই প্রকৃত আশীর্ব্বাদ। দারী সন্ন্যাসী এই কথা শুনে মহাপ্রভুকে বল্‌লেন,—"আমি পূর্ব্বে য শুনেছি, আজ প্রত্যক্ষ তার নিদর্শন পেলাম। আজকাল লোককে ভাল ব'ল্‌লে লোক তা'কে ঠেঙ্গা নিয়ে মার্‌তে যায়।" এই ব্রাহ্মণ কুমারেরও সেরূপ আচরণ দেখ্‌ছি। কোথায় আমি পরম সন্তোষে একে ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ হউক বর দিলাম—এর উপকার ক'র্‌তে গেলাম, আর এই ব্যক্তি সেই উপকারকে অপকার ভে'বে আমাকে দোষারোপ ক'র্‌তে উদ্যত হ'লো। নিত্যানন্দ প্রভু তখন একটু প্রবীণ ও অভিভাবকের ন্যায় ভাব প্রদর্শন ক'রে দারী সন্ন্যাসীকে ব'ল্‌তে লাগলেন,—আপনার এই বালকের সঙ্গে বিচার করা কার্য্য নয়, আমি আপনার মহিমা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার দিকে চে'য়ে এর কোন দোষ নেবেন না।" (ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(প্রয়োজনতত্ত্ব)

১। 'প্রয়োজন' কাহাকে বলে ?

"'আমি কে ? এই জড়ব্রহ্মাণ্ডই বা কি ? ভগদ্বস্তুই বা কি ? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি ?—এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধজ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি ? ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই শাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর যে-রকম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম—'প্রয়োজন'।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ অ ৭।১৪৬

২। প্রকৃত প্রয়োজন কি ?

"সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহ-সুখ বা বাসনা-সুখ যথার্থ নিত্য-সুখ নয়। চিৎসুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্ত মোক্ষে অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি বই কোনপ্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যসুখরূপ প্রয়োজন-জ্ঞানদ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয়-আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয়।"

—'প্রয়োজন-বিচারঃ, শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।২

৩। একমাত্র মঙ্গলময় প্রয়োজন কি ?

"তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানবগণ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। প্রীতিই মধু। প্রীতি কৃষ্ণ বিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর বিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। সুতরাং পূর্ত্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্ম্মের, অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয়শ্চেষ্টার চরমফলরূপে ভগবৎপ্রীতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহাই জীবের শাস্ত্রাভিধেয় পালনের একান্ত মঙ্গলময় ফল।"

—'প্রয়োজন বিচারঃ', শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।১১

৪। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কিরূপ ?

"'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধির অনুগত যে-সমস্ত বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইতে পারে। 'আমি ফলভোক্তা'—এই বুদ্ধি হইতে যে-সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে সমস্তই কামবাঞ্ছা।"

—'অঃ প্রঃ ভাঃ অ। ৪।১৬৫-১৬৮

৫। জীবাত্মার স্বাভাবিক ভজন কি ?

"জীবের পক্ষে কৃষ্ণের **বিচ্ছেদগত** ভাবই স্বাভাবিক ভজন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৪।১৯৭

৬। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত জনের ভজন-চাতুর্য্য কি ?

"অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করতঃ বাহ্যে নিরন্তর নাম-আশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজন-চাতুরী।"

— পীঃ পঃ বৃঃ ১১, সঃ তোঃ ৯।১১

(চতুর্ব্বর্গ)

১। স্বর্গাদি-সুখেচ্ছায় উপবাস-ব্রতাদি-পালনের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় কি ?

"ওরে মন, কর্ম্মের কুহরে গেল কাল।
স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্ম্মফাঁসে,
ঊর্ণনাভ-সম কর্ম্মজাল॥
উপবাস-ব্রত ধরি', নানা কায়ঃক্লেশ করি',
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার।
মরিলাম নিজ-দোষে, জরা-মরণের ফাঁসে,
হইবারে নারিনু উদ্ধার॥"

—'অনুতাপ-লক্ষণ-উপলব্ধি' ৩, কঃ কঃ

২। 'কাম' ও 'প্রেম' কি স্বরূপতঃ এক ?

"কাম-প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥"

—'উপদেশ ১৮, কঃ কঃ

৩। কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য জীবের সর্ব্বনাশকর কেন ?

"কেবল বৈরাগ্য করি', তাহা না পাইতে পারি,
কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।

বৈরাগ্য-জ্ঞানের বলে,　　বিষয়বন্ধন গলে,
জীবের কৈবল্য হয় ভাই ॥
কৈবল্যে আনন্দ নাই,　　সর্ব্বনাশ বলি তাই,
কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার ।
এদিকে বিষয় গেল,　　শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,
কৈবল্যের করহ বিচার ॥"

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৪ । সাযুজ্যমুক্তি নিরর্থক কেন ?

"ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানুসন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্যরূপ দোষ-বিশেষ ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই ; **জীবেরও কোন প্রভেদ নাই** এবং **ব্রহ্মেরও কোন প্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না ।**"

—কৃঃ সঃ ৮।২৩

৫ । সাযুজ্যমুক্তি শ্লাঘ্য নহে কেন ?

"যে-সকল দৈত্যকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায় ?"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

৬ । ব্রহ্মসাযুজ্য হইতেও ঈশ্বরসাযুজ্য অধিকতর ঘৃণার্হ কেন ?

"সাযুজ্য দুইপ্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য । মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতে, জীবের চরম ফল—ব্রহ্মসাযুজ্য ; পাতঞ্জল-মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বরসাযুজ্য । এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ ! ব্রহ্মসাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বেশষ-গতি-লাভ ; কিন্তু সবিশেষ-ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনা-দোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল । 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ ।' 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ ।' এতদ্দ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায় । পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে 'পুরুষার্থ-পুণ্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি'—এই সূত্রদ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্য পুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব । সবিশেষ-তত্ত্বাশ্রয়চ্ছলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । তাৎপর্য্য এই যে, (যোগ-পন্থায়)

সবিশেষ তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী ধিক্কার-যোগ্য ফল হইল।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।২৬৯

৭। সাযুজ্য-মুক্তি-সুখ হইতে ভক্তি-সুখের অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠত্ব কেন?

"সাযুজ্য-মুক্তিসুখ সর্ব্বদাই কেবল অস্ফুট, সুতরাং ক্ষুদ্র ও একাকার। ভক্তিসুখ একরূপ হইয়াও অদ্ভুতরূপে বহুরূপ। শ্রীহরির মহাভক্তিবিলাস—মাধুরীভর, সুতরাং তদুভয়প্রকার সুখই সর্ব্বদা পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ প্রতিযোগী। ভক্তিসুখ যাঁহারা আস্বাদন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অবিতর্ক্য।"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীভগবানের লীলা

লীলা ও কর্ম্মে অত্যন্ত ভেদ আছে। জীবগণ যাহা করে তাহা কর্ম্ম, তাহাতে কর্ম্মফল-বাধ্যতা আছে অর্থাৎ যে কর্ম্ম করে তাহার একটা ফল পরবর্ত্তিকালে ভোগ করিতে হয়। সেজন্য পাপ ও পুণ্য বিচারে কর্ম্ম করার জন্য বেদের উপদেশ, জীবের জন্য যাহা উপদিষ্ট, তাহাতে শ্রীভগবানের কোনরূপ বিধি-বাধ্যতা নাই অথবা তিনি যাহা করেন, তাহার ফল ভোগও জীবের মত শ্রীভগবানকে করিতে হয় না। কারণ তিনি যাহা করেন, তাহাতে তাঁহার নিজস্বার্থ কিছুই নাই, স্বেচ্ছায় কৃত কার্য্যের মধ্যে জীব-মঙ্গল নিহিত।

শ্রীভগবানের মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহাদি অবতারগণের লীলারও কিছু কিছু বিচিত্রতা আছে, যাহা আমাদের ধারণায় কল্পনা করা যায় না। সেজন্য বিভিন্ন প্রকারের সমালোচনা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে বা অন্যান্য শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাতে অনন্ত বিচিত্রতা আছে। যুবা-অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্র তারকা রাক্ষসীকে বাণদ্বারা বিনাশ করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ছয় দিবসের শিশু অবস্থায় পূতনার স্তনপান করিতে করিতে তাহার প্রাণ

বিনাশ করেন। অন্যান্য অসুরগণকেও অনায়াসে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত লীলার মধ্যে রাসলীলার বৈচিত্র্য অতি অদ্ভুত। অনেকে ইহার তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া অনেক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়—"কৃষ্ণচরিত্র" পুস্তক লিখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের রাসলীলাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কৃষ্ণকে আদর্শ নৈতিক চরিত্রবান সাজাইয়া ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, পরমারাধ্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বঙ্কিম বাবুকে উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বঙ্কিম বাবু উহা প্রকাশ করিয়া একটা অকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলায় অন্তে একটী শ্লোকে বলিতেছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ (১০।৩৩।৩৯)

আজন্ম ব্রহ্মচারী পরমহংস শ্রীশুকদেব গোস্বামী অগণিত রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষি পরিবেষ্টিত সভায় উপবেশন করিয়া আসন্নমৃত্যুমুখে পতিত মহারাজ পরীক্ষিতের পারত্রিক কল্যাণের নিমিত্ত যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহা কখনই প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কামক্রীড়া হইতে পারে না। তিনি পরীক্ষিৎকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহার সংসার-মুক্তির জন্য প্রতারণা করিতে পারেন না। বিপ্রের শাপ মোচনের জন্য যিনি প্রায়োপবেশন করিয়াছেন, অগণিত ঋষি যেখানে উপস্থিত, যাঁহাদের নিকট মুমুষুঃ কর্ত্তব্য-বিচার জানিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সভায় সকলের বিভিন্ন মতবাদকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া শ্রীশুকদেব ম্রিয়মাণ ব্যক্তির হিতের কথা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের-লীলা, যাহা সমস্ত লীলার মুকুটমণিস্বরূপ, উহা কখনই প্রাকৃত কামক্রীড়ার উপাখ্যান হইতে পারে না। সেই জন্যই প্রাচীন টীকাকার শ্রীধর-স্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—'ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা। জয়তি শ্রীপতি র্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥ তস্মাদ্রাস ক্রীড়া-বিড়ম্বনং কাম-জয়াখ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্। কিন্তু শৃঙ্গার কথা ব্যাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি, অর্থাৎ কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদনের প্রভাবে ব্রহ্মাদিদেবগণ পর্য্যন্ত কুপথে পরিচালিত হইয়াছেন। এজন্য মদনের গর্ব্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি

হইয়াছিল। মদনের তাড়নায় দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যাতে উপগত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মা নিজকন্যাগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীপতি কৃষ্ণচন্দ্রের কৈশোর লীলাকালেও তাঁহার উপর মদন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। ওখানে তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তাই বলিলেন—রাসক্রীড়া বিড়ম্বন কামজয় খ্যাপনের হেতু। শৃঙ্গার ব্যপদেশে ইহা পরম নিবৃত্তিপর এই রাসপঞ্চাধ্যায়।

শ্যামসুন্দরের এই রাসলীলাকথা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অনুক্ষণ শ্রবণ করিলে এবং তৎপশ্চাৎ অনুকীর্ত্তন করিলে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে পরাভক্তি লাভ ও হৃদ্‌রোগ-কাম অচিরে নাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান্ আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ অর্থাৎ রমণী মিলনে পুরুষের যে বিশেষভাব হয় তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ অর্থাৎ বশীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। এজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

চড়ি, গোপীমনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন॥

আবার শ্রীমদ্ ভাগবতে (১০।২৯।৪২) উক্ত হইয়াছে—আত্মারামো-হপ্যরীরমৎ। তিনি আত্মারাম। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আরাধনাদ্বারা জীবগণ আত্মারাম হইয়া যায়। আত্মাতে রমণশীল ব্যক্তি জড়ীয় বস্তুতে রত হন না। জগতের জীব কোন না কোন কামে অভিভূত হইয়া বিবিধ কাম্য বস্তু উপভোগের জন্য ব্যস্ত। কেহ সর্ব্বতোভাবে কামজয়ী হইতে পারে না। যাহারা ভোগ-কামনা ত্যাগ করে, মোক্ষকামনা বা সিদ্ধিকামনা তাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার কামনা জয় করিতে হইলে সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র গতি হওয়া চাই। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণ-সেবালাভকে সংসার নিবৃত্তির উপায়রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আত্মনি যঃ রমতে এই ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থে আত্মারাম-শব্দে জানা যায় যে, যিনি আত্মাতে সম্যক্ রমণশীল, তিনি আত্মারাম। সাধারণ জীবের কোনপ্রকার আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ করিতে হয়। কিন্তু আত্মারামের আনন্দ ভোগে কোনপ্রকার বাহ্য বস্তুর প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা স্বরূপানন্দেই পরিপূর্ণ ও আনন্দিত, আত্মারামগনের কোনরূপ কার্য্যও দেখা যায় না। শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥

যাঁহাদের কেবল আত্মাতেই প্রীতি, আত্মস্বরূপানন্দে যাঁহারা তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট, তাঁহাদের কোন কার্য্যেরই প্রয়োজন হয় না। সাধন প্রভাবে মানবগণ আত্মারামতা লাভ করিয়া বিষয়মুক্ত ও আত্মস্বরূপানন্দে পরিপূর্ণ হন। অতএব অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবানের কোনরূপ বিষয়-সম্বন্ধ বা কামাধীনতা থাকিতে পারে না। তথাপি তিনি আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন। তাহা কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ (১০।৩৩।১৬)

ক্রীড়ামোদী বালক যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিজ মূর্ত্তির সহিত ক্রীড়া করে, শ্রীভগবানও তদ্রূপ নিজ প্রতিবিম্বস্বরূপা গোপীগণের সহিত রমন করিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (৫।৩৭)

ব্রজদেবীগণের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের যে কান্তা-কান্ত ভাবময়ী লীলা, উহা কামক্রীড়া-বিলাস নহে, হ্লাদিনীশক্তির বিলাস-বৈচিত্র্য মাত্র। কারণ ব্রজদেবীগণ তাঁহার নিত্যলীলার পরিকর ব্যতীত ভিন্ন কোন বস্তু নহে। আবার অন্যত্রও (ব্রহ্মসংহিতায়) বলিয়াছেন—"লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি"—এই ব্রজরমণীগণ শত শত লক্ষ্মীবিশেষ। তাঁহারা সর্ব্বদা সম্ভ্রমসহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবানিরতা। স্বয়ং ভগবান্ যাঁহাদের সহিত লীলাবিলাস করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহারই দ্বারা স্বরূপা অর্থাৎ অভিন্না। অতএব উহাতে কামসম্পর্ক-লেশও থাকিতে পারে না।

কামের তাৎপর্য্য নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য প্রেম ত' প্রবল ॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ-পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥

সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র প্রেমের সম্বন্ধ ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ৪।১৬৬-১৭২)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন—অথ ব্রহ্মেন্দ্রাগ্নি-বরুণাদীনাং দর্পং শময়িত্বা কন্দর্পস্য দর্পং শময়িতুং যুগপদনেকরমণীকদম্বসম্বলিতং রাসাখ্যং লাস্যমারিপ্সুর্ভগবানেকদা স্বযোগবৈভবং প্রাদুশ্চকার। তত্র রাসস্য লক্ষণং—

নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ।
যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ ॥
তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা।
রাসঃ স্যান্ন স নাকেপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া গো-গোপগোপীসহ বিচিত্র লীলারসাস্বাদন-প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-মোহনলীলায় ব্রহ্মার, গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলায় ইন্দ্রের, দাবাগ্নিমোহন-লীলায় অগ্নির এবং নন্দমোক্ষণ-লীলায় বরুণের দর্প চূর্ণ করিয়া পরিশেষে কন্দর্পের দর্প খণ্ডন করিবার জন্য অগণিত ব্রজরমণী-সম্বলিত রাসনৃত্য করিবার ইচ্ছায় অচিন্ত্য মহাশক্তি-বৈভব প্রকাশ করিলেন। রাসের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত আছে—মণ্ডলাকারে নৃত্যপরায়ণা অসংখ্য নর্ত্তকীর মধ্যে যদি কোন নট নৃত্য করে, তবে সেই নৃত্যকে "হল্লীশক" নৃত্য বলা হয়। সেই নৃত্য যদি বিবিধ তালবদ্ধ ও বিবিধ গতি সমন্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'রাসনৃত্য' বলে। এই রাসনৃত্য স্বর্গে দেবতাগণও জানেন না; সুতরাং পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তির কথা বহু দূরে।

অতএব এই রাসনৃত্য সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। শ্রীভগবান্ অন্যান্য অবতারে অনন্তলীলা প্রকাশ করিলেও একাধিক মহিষীর সহিত সম্বন্ধ রাখেন নাই; সুতরাং সে সকল মূর্ত্তিতে রাসের কোন কথাও আসিতে পারে না।

একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অগনিত গোপ-রমণীর সহিত এই রাসনৃত্য করিয়াছিলেন। এই লীলার মাধুর্য্যে শ্রীভগবান্ নিজেও আত্মহারা হইয়া যান। তিনি যদি ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া এই লীলা করিতেন, তবে তাহা সর্ব্বতোভাবে মাধুর্য্যময় হইতে পারিত না। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া গিয়া স্নিগ্ধ-শান্ত-মনোহর মূর্ত্তিতে গোপীগণের প্রেমের অনুরূপ-ভাবে তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন।

তাসামতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা॥

(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।২০)

করুণাময় ভগবান্ তাঁহার পরমসুখজনক করপল্লব দ্বারা রাসনৃত্যে পরিশ্রান্তা গোপীগণের বদন মার্জ্জন করিয়াছিলেন। গোপীগণও ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি স্বরূপ ভুলিয়া তাঁহার মাধুর্য্য রসে ডুবিয়া তাঁহার সঙ্গে বিবিধ প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই বংশীরবে তাহাদিগকে যমুনা-তীরে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের সহিত রাস-ক্রীড়া করিয়াছিলেন। যদিও বংশীরবে সমস্ত ব্রজমণ্ডল মুখরিত হইয়াছিল কিন্তু কোন গোপীগণ ব্যতীত তাহা অন্যের কর্ণগোচর হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত গোপীর সহিত রাসনৃত্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বজনগণ বা তথাকথিত পতিগণ কৃষ্ণচন্দ্রের এই লীলাতে কোনরূপ অসূয়া প্রকাশ করেন নাই; কারণ শ্রীশুকদেবের উক্তি—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৭)

ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া-প্রভাবে নিজ নিজ পত্নীকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিত দেখিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন দোষারোপ করেন নাই। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসহচরী, তাঁহারা কখনও অন্য ভোগ্যা হইতে পারেন না। সুতরাং যোগমায়া তাঁহাদের অনুরূপ স্ত্রীমূর্ত্তির প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের নিকট রাখিয়াছিলেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

প্রবাসী

পিত্রালয় ছেড়ে সাগরের পারে ভিন্ দেশেতে বেঁধেছি ঘর।
আপনার জন আত্মীয়-স্বজন ভাব্‌ছি যারে, আসলে পর ॥
পেয়েছি যে-সব বন্ধু ও বান্ধব সবাই লুটে খাবার তালে।
সারা বছরের রুজি-রোজগার দিয়েছি তুলে তাদের গালে ॥
নতুন নতুন বসন-ভূষণ আধুনিক বলে বাজারে যা'।
দাসের মতন হরেক রকম যাই চেয়েছে, দিয়েছিও তা' ॥
ভেবেছিনু হায় ! বলবে আমায় ঢের হয়েছে আর দিও না।
শুধু ইশারায় এইটি জানায়, পরেও কিন্তু আরো চাই, হ্যা ॥
অশেষে বিশেষে নিষ্ঠুর আদেশ পাল্‌ছি আমি বোকার মত।
এখন দেখছি হাপিয়ে পড়ছি প্রাণ যে আমার ওষ্ঠাগত ॥
এমনি করে যে, কতকাল গেছে অনিত্য সুখ পাবার তরে ।
পরিণামটায় যারা দুঃখ দেয় তাদের স্নেহ-আদর করে ॥
রূপ-ধন-জন, জীবন-যৌবন, বল ও বিদ্যার বাহাদূরী।
এক নিমেষেতে কালের ইঙ্গিতে ব্যার্থ জীবের সব চাতুরী ॥
আমি ও আমার মায়া অহঙ্কার কৃষ্ণকৃপায় ছাড়ব যবে।
প্রবাসের বাড়ী পরিত্যাগ করি গৃহে ফিরবার ইচ্ছা হবে ॥
যবে কৃপাকরি দয়াময় হরি দাসের দাস করিয়া লয়।
তবে সুখ শান্তি অবসান ক্লান্তি নইলে আর কিছুতে নয় ॥
থাকতে বললে বিদায়ের কালে বলব শুধু একটি কথা।
প্রবাসীর লাগি হয় অনুরাগী মায়ান্ধ জীবের এ' মুর্খতা ॥

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীএকাদশী ব্রত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩১ পৃষ্ঠার পর)

যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানিচ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ॥

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ৮ শ্লোক

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় উৎকট পাপই একাদশীর দিনে অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, এজন্য একাদশীতে অন্ন-ভক্ষণকারীর কখনও পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ ॥
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি ॥

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১২ বিঃ ১৫ শ্লোক

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, কিম্বা যতি প্রভৃতি যে আশ্রমীই হউক না কেন, একাদশীতে অন্নভক্ষণ করিলে তাহার গো-মাংস ভক্ষণ করা হয়।

মাতৃহাঃ পিতৃহাশ্চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহাস্তথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ ॥

—স্কন্দপুরাণ, শ্রীহরিভক্তি বি, ১২ বিঃ ১৩ শ্লোক

একাদশীতে অন্ন-ভোজনে মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও গুরু-হত্যার পাপ হয়, এজন্য ভোজনকারী ব্যক্তি (অন্যান্য পুণ্য করিলেও) শ্রীবিষ্ণু-লোকে গমন করিতে সক্ষম হয় না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীনারায়ণ মহর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন—

সত্যং সর্ব্বাণি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
সন্ত্যোবৌদনমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসরে ॥
ভুঙ্‌ক্তে তানি চ সর্ব্বাণি যো ভুঙ্‌তে তত্র মন্দধীঃ।
ইহাতিপাতকী সোঽপি যাত্যন্তে নরকং ধ্রুবম্ ॥
একাদশী প্রমাণানি যুগসংখ্যাকৃতানি চ।
কুম্ভীপাকে মহাঘোরে স্থিত্বা চণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥
গলিত ব্যাধিযুক্তশ্চ ততঃ সপ্তসু জন্মসু।
পশ্চান্মুক্তো ভবেৎ পাপাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥

—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৬ অঃ, ২৪-২৬ শ্লোক

একাদশীতে সকল প্রকার মহাপাপই অন্নাশ্রিত থাকে। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, সে ইহলোকে মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং মরণান্তে একাদশী-পরিমিত যুগ পরিমাণে কুম্ভীপাক নামক নরকে অবস্থান করতঃ চণ্ডাল-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত গলিত-কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত হইয়া বহু যন্ত্রণা ভোগের পর মুক্ত হইতে পারে, ইহা কমল-যোনি ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন।

ব্রহ্মহত্যাদি পাপানাং কথঞ্চিন্নিষ্কৃতির্ভবেৎ।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কৃতি র্নাস্তি কুত্রচিৎ॥

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ৯ শ্লোক

ব্রহ্মহত্যা মহা মহাপাপ হইতেও কোন প্রকারে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু একাদশীতে অন্ন-ভোজনকারী ব্যক্তির কখনও নরক-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি নাই।

একাদশীর উপবাসে মানবগণের সকল প্রকার পাপই বিনাশ হইয়া যায়। পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে "দেবদূত-কুণ্ডল" সংবাদে লিখিত আছে—

একাদশেন্দ্রিয়ৈ র্পাপং যৎকৃতং বৈশ্য মানবৈঃ।
একাদশ্যুপবাসেন তৎসর্ব্বং বিলয়ং ব্রজেৎ॥

হে বৈশ্য! মানবগণ একাদশ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, গুহ্য, উপস্থ ও মনদ্বারা যে-সকল পাপ করিয়া থাকে, তৎসমুদয়ই একাদশীর উপবাসদ্বারা বিলীন হইয়া থাকে। অতএব—

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নিযতিস্তথা।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

—অগ্নি পুরাণে; শ্রী, হ, ভ, বি, ১২ বিঃ ৩০ শ্লোক

গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, আহিতাগ্নি ও যতি ইহাঁরা কেহই শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবেন না।

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন॥

—বিষ্ণুসংহিতা

বিশেষং কুরুতে যস্তু পিতৃহা স প্রকীর্ত্তিতঃ॥

—গরুড় পুরাণ, শ্রী হ, ভ, বি, ১২ বিঃ ৫১ শ্লোক

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীই সমান, ইহাতে কিছুই প্রভেদ নাই। যে ব্যক্তি ভেদজ্ঞান করে, তাহার পিতৃ-হত্যার পাপ হয়।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি।

—বিষ্ণু সংহিতা

স্ত্রীলোক রজস্বলা হইলেও একাদশীতে ভোজন করিবে না।

শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—

বর্ণানাং আশ্রমানাঞ্চৈব স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিণি।
একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড

হে পার্ব্বতি! সকল বর্ণের, সকল আশ্রমের এবং সকল স্ত্রীলোকেরই একাদশীর উপবাস করা কর্ত্তব্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীমাতাকে বলিয়াছিলেন—

একদিন মাতৃপদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে, মাতঃ মোরে দেহ একদান॥
মাতা বলে তাই দিব, তুমি যা মাগিবে।
প্রভু বলে, একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥
শচী কহে, না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১৫ পঃ ৮।৯।১০ কঃ

সপুত্রশ্চ সভার্য্যাশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ।
একাদশীমুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর খণ্ড

স্বীয় পুত্র, ভার্য্যা এবং স্বজনগণের সহিত ভক্তি-সহকারে শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাং।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ২ শ্লোক

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীগণ ইহারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুর পরম প্রিয় একাদশী ব্রত করিলে মোক্ষ (বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহু র্মনীষিণঃ—পদ্মপুরাণ) অর্থাৎ শ্রীহরির দাস্য লাভ করিতে পারেন।

একাদশ্যুপবাস যঃ সদা তু কুরুতে নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবোহরিঃস্থিতঃ॥
—অগ্নিপুরাণ ; শ্রী, হ, ভ, বি, ১২ বি, ৭১ শ্লোক

যে ব্যক্তি সদা একাদশী উপবাস করেন, তিনি যেখানে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থিত, তথায় গমন করিয়া থাকেন।

একাদশীব্রতং ভক্ত্যা যঃ করোতি নরঃ সদা।
স বিষ্ণুলোকংব্রজতি যাতি বিষ্ণু-স্বরূপতাম্॥
—গরুড় পুরাণ

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে একাদশীর ব্রত করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ লাভ করতঃ শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

একাদশীব্রতং যস্তু ভক্তিমান্ কুরুতে নরঃ।
স যাতি পরম স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্বয়ম্॥
ভাঃ-১০।২৮।১ শ্লোকের সিদ্ধান্তপ্রদীপ টীকা

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক একাদশী ব্রত করেন, সেখানে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থিত। তিনি সেই পরম দুর্ল্লভ গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন। এস্থলে একটী গল্প মনে পড়িল, সেটী বাল্যকালে ঠাকুর মার নিকট শুনিয়াছিলাম।

গল্পটী, যথা—

"পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ পুরোহিত হরানন্দ ঠাকুরের পত্নীর জ্বর হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর চিকিৎসার জন্য প্রাচীন কবিরাজ শম্ভুনাথ বিশ্বাসকে ডাকাইয়া আসিলেন। শম্ভুনাথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোগিণীর হস্তধারণ করিয়া বসিয়া ছিলেন। ৪।৫ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে তিনি রোগিণীর প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে শুণ্ঠী, কণ্টিকারী ইত্যাদি পঞ্চপদী পাঁচন সেবন করাইবার জন্য বড় বড় অক্ষরে বর্ণমালার মত একখানি তালিকা লিখিয়া দিয়া সোয়া চারি আনা ভিজিট লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হরানন্দের বিদ্যাভাস মাত্র সেকালের ফলা বানান পর্য্যন্ত, বেদ পাঠ করা ত' দূরের কথা আটআনা মূল্যের একখানি অভিধান, কিম্বা চারিআনা মূল্যের একখানি ব্যাকরণও তিনি দেখেন নাই। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য পিতার নিকট মৌখিক যে-মন্ত্রগুলি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সকল মন্ত্র তাঁহার মুখস্থ না থাকিলেও

কেবল "অং আং" "নমো নমঃ" এবং "চট্টাং মট্টাং" ইত্যাদি অর্থাৎ শুধু অনুস্বার-সংযুক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তিনি যজমানবাড়ীর পূজা-পার্ব্বণের কার্য্য শেষ করিতেন। আজ হবানন্দ, পাঁচনের তালিকাখানি একবার-দুইবার করিয়া পাঁচ-সাতবার পাঠ করিয়াও 'গোক্ষুর' শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে রাত্রি হইল। সে দিন মাঘমাসের অমাবস্যা। ব্রাহ্মণ সেই অমাবস্যার গভীর নিশিতে শিশিরসিক্ত-কলেবরে দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে যষ্টি হস্তে শিষ্যবাড়ীর গো-শালায় প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর প্রাণরক্ষার জন্য শিষ্যের বড় আদরের সেই দুগ্ধবতী নবপ্রসূতা গাভীটীর দক্ষিণ পদের ক্ষুরটী কাটিয়া আনিয়া দিলেন।" সকল ব্রতের সার এই একাদশী নামক মহাব্রত পালন করিতেও যাঁহারা নিষেধ করিতে পারেন, তাঁহাদের ব্যবস্থা যে হবানন্দ ঠাকুরের গো-হত্যার ন্যায়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

হে শ্রীশ্রীহরিভজনপরায়ণ ভ্রাতা ভগিনীগণ! একাদশী নামক যে-মহাব্রত পালনের ফলে মানবগণ নির্ব্বিঘ্নে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, পবন, যম, হুতাশন এবং শিব-শিবানীর চিরবাঞ্ছিত পরম রমণীয় অতি সুদুর্ল্লভ নিত্যানন্দময় নিত্যধাম শ্রীগোলোকে গিয়া শ্রীশ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-সন্নিধানে বাস করিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রত এই মর্ত্ত্যভূমিতে আর কি আছে? এই জন্যই শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন :—

একাদশীব্রতং যে চ ভক্তিভাবেন কুর্ব্বতে।
গায়ন্তি মম নামানি জ্ঞেয়স্তে বৈষ্ণবজনাঃ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে একাদশী ব্রত পালন করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। অতএব তার্কিক শৃগালের সহিত "ফেউ ফেউ" করিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের সর্ব্বদা প্রভুর এই উপদেশটী মনে রাখা কর্ত্তব্য—

"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া নামে রুচি—সর্ব্ব ধর্ম্ম সার॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীনামের কৃপা

(একাঙ্ক নাটিকা)

—চরিত্র—

রামচন্দ্র খান—বেনাপোলের জমিদার

নায়েব—ঐ কর্ম্মচারী

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

১মা বারাঙ্গনা

২য়া বারাঙ্গনা

৩য়া বারাঙ্গনা

প্রথম দৃশ্য

বেনাপোল গ্রাম

জমিদার রামচন্দ্রখানের দরবার

(রামচন্দ্রখানের প্রবেশ)

রামচন্দ্র—হরিদাস, হরিদাস, কেবল ঐ বেধর্ম্মী হরিদাসের কথা ছাড়া কি জনগণের মুখে আর কোন কথা নেই? হুচুকপ্রিয় জনগণ কি একটুও ভেবে দেখে না যে কেন ঐ কাঙ্গাল ভিখারী দুষ্টবুদ্ধি হরিদাস বৈরাগীর ভেখ্ ধরেছে? ভণ্ডামি না কর্‌লে হা-ভাতে ছোঁড়াটার ভাতের অভাব দূর হবে কি করে? বেটার ঐ দূরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পেরে ইসলামী সম্প্রদায় তা'কে বয়কট করেছে! মুসলমান-বংশে জন্মেও সে মুসলমানদের কাছে ঘৃণ্য হওয়ায় নেহাৎ বাঁচার তাগিদে মান রক্ষার জন্য হিন্দুয়ানার অভিনয় কর্‌ছে। নিজের বংশের ও নিজের জাতির প্রতি যার প্রীতি বা মমতা নেই, তার আবার ভিন্ন জাতি হিন্দুর প্রতি কোন প্রীতি থাকে? 'মা'-কে 'মা' না বলে যদি কেউ মাসীকে 'মা' বলে ডাকে তথা মাকে অবজ্ঞা করে যদি কেউ মাসীকে ভক্তি করে তবে ঐ ভক্তি কি সজ্জনের কাছে প্রশংসার্হ হয়? সেই মাতৃ-অবজ্ঞাকারীকে সজ্জনে যেমন প্রশংসা করে না, তেমনি ঐ হরিদাসের স্বজাতি ও স্ববংশকে অবজ্ঞা করে হিন্দুয়ানায় পরিচিত

হওয়ার ব্যাপারটা কখনই সজ্জন কর্ত্তৃক অনুমোদিত হতে পারে না। তবু,—তবু কেন হরিদাসকে অজ্ঞ, মুচি, মেথর থেকে আরম্ভ করে সজ্জন, ব্রাহ্মণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত সকলেই প্রশংসা করে? হরিদাসের ঐ সকল কার্য্য যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ তাহা কি জনগণ বুঝ্‌তে পারে না? আমি এই গ্রামের জমিদার অথচ আমার প্রজারা আমার সাম্‌নেই আমাকে এড়িয়ে ঐ হরিদাসকে ভক্তি করে! না—না—এ বড় অসহ্য! আমারই অধীনস্থ দরিদ্র প্রজা আমাপেক্ষা বেশী সম্মান পাবে,—এ' হ'তে পারে না! এর উপযুক্ত বিহিত কর্‌তেই হবে। দেখি, নায়েব কি বলে! নায়েব,—নায়েব!

(নায়েবের প্রবেশ)

নায়েব—(কুর্নিশ করতঃ) হুজুর!

রামচন্দ্র—আজ হরিদাসের কোন খবর আছে?

নায়েব—আছে হুজুর! লোকের মুখের কথায় বিশ্বাস না করে আজ আমি নিজে হরিদাসের কুটীরে গিয়ে দেখে এসেছি, এই গ্রামের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি হরিদাসকে প্রণাম ক'রে তার পদধূলি নিচ্ছে।

রামচন্দ্র—কি বললে?…হরিদাস আবার পদধূলি দিতে আরম্ভ করেছে? হুঁ—হুঁ…, ভেখ্‌ না কর্‌লে কি ভিক্ষা মেলে? বৈরাগীর ভেখ্‌ ধরে সে বেটা কিছু রোজগারের সঙ্কল্প করেছে মনে হয়। তার হিন্দু-বৈরাগীর বেশ দেখে হিন্দুরাও কি তার পদধূলি নিচ্ছে।

নায়েব—সে অদ্ভুত দৃশ্য হুজুর! উচ্চ কুলজাত হিন্দুরাও উদ্‌গ্রীব হয়ে স্বেচ্ছায় এসে তার পদধূলি নিচ্ছে। আমি সেই হিন্দুদের জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—হরিদাস মুসলমান, ওর পদধূলি নিচ্ছেন কেন?

রামচন্দ্র—(পায়চারি করিতে করিতে) তারপর,…তারপর তারা কি বল্‌ল?

নায়েব—তারা জানাল, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই হরি-ভজনের অধিকার আছে। সাম্প্রদায়িক মতবাদে কোন উদারতা নেই। হরিদাস মুসলমান-গৃহে আবির্ভূত হ'লেও ওঁর প্রাক্তন সংস্কার-ক্রমে হরিভজনে রতি হওয়ায় ও কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে বিশুদ্ধ প্রেম লাভ হাওয়ায়

উঁনি শুদ্ধভক্ত বিধায় ওঁকে মুসলমান বলা অপরাধ। প্রহ্লাদ দৈত্য-কুলে জন্মেও যেমন পরম ভাগবত, তেমনি হরিদাস মুসলমান-কুলোদ্ভব হলেও ভাগবতোত্তম এবং তাই ঐ হরিদাসের পদধূলি তাদের কাছে বড়ই আদৃত।

রামচন্দ্র—বাঃ, হরিদাসকে ভক্তরূপে প্রচার করার জন্য তারা তো বেশ সুন্দর যুক্তি খাড়া করেছে! তারা হরিদাসকে প্রহ্লাদের মত ভক্ত বল্‌লেই কি সে ভক্ত হয়ে গেল? একটা চোরকে কতকগুলো লোক সাধু বল্‌লেই কি সেই চোরটা সাধু হয়ে যাবে? যত সব নির্ব্বোধ লোকেরাই ঐ বেধর্ম্মীটাকে ভক্ত সাজিয়েছে।

নায়েব—হরিদাসকে শুধু ভক্ত বলেই তারা যে ক্ষান্ত তা' নয়, তারা দলে দলে হরিদাসের কুটীর-প্রাঙ্গনে গিয়ে নামগান কর্‌ছে। সেখানকার বিপুল জন-সমাবেশ ও তাজ্জব ব্যাপার দেখে-শুনে আমি বিস্মিত। সেরূপ লোকের সমাগম আপনার দরবারে কখনও দেখি নি হুজুর!

রামচন্দ্র—আমার দরবারের চাইতেও সেখানে লোকের ভীড়! আশ্চর্য্য! ঐ বেধর্ম্মী ভিখারী হরিদাসের প্রতি লোকের এত আকর্ষণ! কিসের নেশায়, কি পাবার আশায় এত লোক তার কাছে ছুট্‌ছে?

নায়েব—হুজুর, লোকে যে তার কাছে কি পায় তা' জানি না। তবে দেখেছি হরিদাস কারোর কাছে কিছু চায় না ও তার রোজগারের কোন স্পৃহাও নেই! তবুও সবাই তা'কে ফলমূল ইত্যাদি স্বেচ্ছায় দিয়ে আসে।

রামচন্দ্র—কিছু না নিলেও লোকে তা'কে দেয়,—এ বড় আশ্চর্য্য ঘটনা নায়েব! একটা ভিখারীর এতখানি সম্মান আমি জমিদার হয়ে চোখের সাম্‌নে দেখে কি করে সহ্য করি?

নায়েব—আপনার ন্যায় প্রভাবশালী ও প্রতাপশালী জমিদারের পক্ষে এ ঘটনা কোন মতেই সহ্য করা যায় না, হুজুর! ঐ ফকির হরিদাসের এত স্পর্দ্ধা যে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ করে বড় হ'তে চায়? আমার মতে তাকে এই দেশ-ছাড়া করে দেওয়াই ভাল।

রামচন্দ্র—বিনা কারণে তা'কে উচ্ছেদ কর্‌লে জনগণ আমাকেই দোষ দেবে নায়েব। ফলে তার সম্মান আরও বেড়ে যাবে। তার সাধুতা

সম্পর্কে দেশে জনগনের মনে সংশয় না জাগা পর্য্যন্ত তার সম্মান ক্ষুণ্ণ করা দুরূহ। জনগণ যদি তাকে একবার অসাধু বা অসচ্চরিত্র বলে বুঝ্‌তে পারে তা'হলেই তার সম্মান চিরতরে খর্ব্ব হবে।

নায়েব—জনগণের মধ্যে তার চরিত্র বিষয়ে অসৎ ধারণা আনা কি করে সম্ভব হবে?

রামচন্দ্র—তোমার সাহায্য পেলে সেও সম্ভব।

নায়েব—হুজুর, আমি আপনার দাস। দাস কি কখনও মণিবকে সাহায্য না করে থাকৃতে পারে? আপনার সাহয্যকল্পে আমি সর্ব্বদাই কৃত-সঙ্কল্প।

রামচন্দ্র—তোমাকে ধন্যবাদ! তুমি ঐ হরিদাসের চরিত্রে দোষারোপ কর্‌তে পার্‌বে?

নায়েব—হরিদাসের চরিত্র তো নিষ্কলঙ্ক। তার চরিত্রের কোন দোষ তো এযাবৎ শুনি নি। আমি একাকী তার বিমল চরিত্রে দোষারোপ কর্‌লেই কি লোকে তা' বিশ্বাস কর্‌বে?

রামচন্দ্র—তোমার একার কথায় লোকের বিশ্বাস নাও আস্‌তে পারে,—এ কথা সত্য। কিন্তু যদি কোন গণিকার দ্বারা তার মহৎ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার ব্যবস্থা কর্‌তে পার তা'হলে তখন লোকে ঐ হরিদাসকে নষ্ট-চরিত্র জেনে আর সাধু বলে সম্মান দেবে না। তখন হরিদাস চিরতরে গণিকার দাস হয়ে পড়্‌বে।

নায়েব—বাঃ, সুন্দর যুক্তি!...একমাত্র গণিকার দ্বারাই হরিদাসের সর্ব্বনাশ-সাধন সম্ভব!

রামচন্দ্র—আর শুভ কাজে বিলম্ব ক'রো না নায়েব! তুমি এখনই সেরা গণিকাদের এখানে ডেকে নিয়ে এস। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জেনে নিই তারা ঐ কাজে কে কতদূর পারদর্শী হবে।

নায়েব—যথাদেশ হুজুর। (প্রস্থান)

রামচন্দ্র—(পায়চারি করিতে করিতে) আশ্চর্য্য! এই বেনাপোল গ্রাম হ'ল কি? 'হরিদাস'-নামে কান পাতা যায় না। যেখানে যাই সেখানেই শুনি হরিদাস মস্ত বড় সাধু, হরিদাস সাক্ষাৎ পীর—সর্ব্বজন-প্রণম্য! আমার প্রজারা কিনা আমাকে উপেক্ষা করে তার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ছে? আমার এত লোক-লস্কর, টাকা-কড়ি থাকতেও ঐ

দীন-হীন ভিখারীর এত সম্মান! তার ঐ সাধুগিরীর মূলোৎপাটন না কর্‌তে পার্‌লে আমার সম্মান ফিরে আস্‌বে না। এইবার দাবার চাল দিয়েছি এতে কিস্তিমাৎ হবেই। এইবার তার সাধুতার পরীক্ষা। আগুণের কাছে ঘি থাকলে তাকে গল্‌তেই হবে; যুবতী গণিকার মোহ-জালে এবার তা'কে পড়্‌তেই হবে। গণিকাগণ এলে তাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রূপসী ও পুরুষদের বশে আন্‌তে বেশী ওস্তাদ্ তাকেই হরিদাসের কুটীরে পাঠাবো। দেখি, হরিদাস কত বড় চরিত্রবান্ পুরুষ!

[তিনজন গণিকা সঙ্গে লইয়া নায়েবের প্রবেশ]

(নায়েব ও বারাঙ্গণাগণ খাঁসাহেবকে কুর্নিশ করিল)

নায়েব—হুজুর, আপনার নির্দ্দেশমত আমি সেরা বারাঙ্গনাদের নিয়ে এসেছি।

রামচন্দ্র—(সোল্লাসে) তোমাকে ধন্যবাদ! তুমি আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজই করেছো।

(বারাঙ্গাদের প্রতি) বারাঙ্গনাগণ; হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নাশ করার জন্য আমি তোমাদের ডেকেছি। তোমাদের মধ্যে কে এই কাজ সব চেয়ে তাড়াতাড়ি কর্‌তে পার্‌বে?

বারাঙ্গনাগণ—হুজুর! আমরা সবাই ঐ কাজে অভ্যস্ত। আমাদের মোহে পড়ে চরিত্রবান্ ব্যক্তিরও চরিত্র নষ্ট হয়।

রামচন্দ্র—হরিদাস বিশেষ চরিত্রবান্, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তোমাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী তাকেই এই কাজে প্রয়োজন।

১মা ও ২য়া বারাঙ্গনা—(৩য়া বারাঙ্গনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক) এই বারাঙ্গনাই আমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী। এ খুব তাড়াতাড়ি হরিদাসকে বশীভূত কর্‌তে পার্‌বে। আপনি এর উপর ঐ কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

রামচন্দ্র—অতি উত্তম কথা! তোমাদের মধ্য থেকেই যখন সুন্দরী বারাঙ্গনার নাম প্রস্তাব কর্‌ছ তখন ওকেই আমি এই কাজের ভার দিলাম।

(৩য় বারাঙ্গনার প্রতি) কি গো সুন্দরী; ঐ হরিদাস ছোঁরাটার চরিত্র নষ্ট কর্‌তে পার্‌বে তো?

৩য়া বারাঙ্গনা—হুজুর, আমি এই অল্প বয়সে অনেক পুরুষকে দেহ দান করেছি। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও এই সুন্দরী বারাঙ্গনার কবলে পড়ে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেছে। ঐ হরিদাস যত বড় সাধুই হোক সে তো যুবক্! কাজেই আপনি চিন্তা কর্‌বেন না। আমাকে মাত্র তিন দিন সময় দিন, তার মধ্যেই আপনি হরিদাসের দুষ্টচরিত্রতার প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

রামচন্দ্র—বহুৎ-আচ্ছা বারাঙ্গনা! তোমার কথায় আমি খুব খুশী। তোমার ঐ কাজ সম্পন্ন হলে তোমাকে আমি অনেক অর্থ পুরস্কার দেবো! এখন এই কিছু অর্থ রাখ।

(৩য় বারাঙ্গনাকে থলিভর্ত্তি অর্থ প্রদান করিলেন)

৩য়া বারাঙ্গনা—(অর্থের থলি গ্রহণপূর্ব্বক হাসি মনে নীরবে কুর্নিশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিল।)

নায়েব—(৩য়া বারাঙ্গনার প্রতি) শুন্‌লে সুন্দরী, আরও অনেক অর্থ পাবে। তোমার শেষ বয়স সুখে চলে যাবে; অর্থের জন্য ভাব্‌তেই হবে না। এখন যে কোন উপায়ে তিন দিনের মধ্যেই হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নাশ করে হুজুরের মান বাঁচাও!

৩য়া বারাঙ্গনা—নায়েব মশাই! একবার এই সুন্দরীর খেলাটা দেখুন। তিন 'দন পরে দেখ্‌তে পাবেন ঐ হরিদাস ছোঁড়াটা আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরুষকে বশে আনার কৌশল আমার ভালই জানা আছে।

নায়েব—হুজুর, এই বারাঙ্গনা যেমন রূপে অতুলনীয়া, তেমনি হরিদাসকে বশীভূত কর্‌তেও দৃঢ় মনোবল সম্পনা। এই বারাঙ্গনা যে হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নাশ কর্‌বেই—এতে কোন সন্দেহ নেই!

রামচন্দ্র—হাঃ-হাঃ-হাঃ…, দেখা যাক্ সুন্দরীর কেরামতি! শোন নায়েব, তুমি এখনই এই বারাঙ্গনাকে নিয়ে গিয়ে হরিদাসের কুটীরটা চিনিয়ে দাও গে!

নায়েব—জি আজ্ঞে! চল গো বারাঙ্গনারা।

(খানসাহেবকে কুর্নিশ করতঃ সকলের প্রস্থান)

রামচন্দ্র—এইবার আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে। পুরাকালে মুনিরাও যে-নারীর মোহ আকর্ষণ এড়াতে পারে নি, সেই নারীর দুর্নিবার

আকর্ষণে ঐ হরিদাস ছোঁড়াটা কি স্থির থাকৃতে পারে ? ঐ গণিকার খপ্পরে পড়ে তার চরিত্র ভ্রষ্ট হবেই। সে একবার চরিত্ররত্ন হারালে আর তাকে কেউ সাধু বলে ভক্তি কর্‌বে না। এখন হরিদাস সাধু-শিরোমণি হয়ে যে সম্মান লুট্‌ছে তখন লম্পট-শিরোমণি হয়ে জনগণের থুৎকার কুড়াবে।

হাঃ-হাঃ-হাঃ···, আর মাত্র তিন রাত্রি বাকী। তারপর হরিদাসের কলঙ্ক দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে ; তখন ঐ সাধুর নাম মুখেও আন্‌বে না। দেশের লোকের কাছে তখন আমি প্রচুর সম্মানে ভূষিত হ'ব ; আমারই দরবারে হবে দেশের গণ্যমান্য লোকের ভীড় ! কি স্ফুর্ত্তি ! কি স্ফুর্ত্তি !! [প্রস্থান] (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সমিতির উৎসব-বার্ত্তা

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা তদধীনস্থ অন্যান্য শাখা মঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর হিন্দোল-লীলা ২৪শে শ্রাবণ (ইং ৯।৮।৭৩) বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৪।৮।৭৩) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

স্থানাভাবে এস্থলে আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার কেন্দ্রের শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে

উক্ত অনুষ্ঠান শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবরূপে প্রতি বৎসরই বিশেষ সাড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপীত হইয়া থাকে। উক্ত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজের বিশেষ প্রার্থনায়

সমিতির আচার্য্য-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ** সদলবলে উৎসবের কয়েক দিবস পূর্ব্বেই সেখানে শুভবিজয় করেন। তাঁহার আগমনে শ্রীমঠ আরও আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

শ্রীঝুলনযাত্রার পূর্ব্ব দিবস অর্থাৎ ২৩শে শ্রাবণ (ইং ৮।৮।৭৩) হইতে বিবিধ পুষ্প, পত্র, কদলীবৃক্ষ প্রভৃতিদ্বারা শ্রীমঠের তোরণ তথা শ্রীবিগ্রহের হিন্দোল-দোলা সু-সজ্জিত করা হয় এবং অধিবাস-দিবসের সন্ধ্যায় বিশেষ কীর্ত্তনাদি ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীঝুলনযাত্রা বলিতে কি বুঝি তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেন।

বিগত ২৪শে শ্রাবণ (ইং ৯।৮।৭৩) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কীর্ত্তনমুখে নগর-পরিক্রমা ও পরে মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস বৈকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউ সু-সজ্জিত হিন্দোল-দোলায় আরোহণলীলা করিলে ভক্তগণ কীর্ত্তনমুখে দর্শন করতঃ পরম তৃপ্তিলাভ করেন।

উক্ত উৎসব উপলক্ষ্যে ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৪।৮।৭৩) পর্য্যন্ত প্রত্যহ যথারীতি পাঠ-কীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। তদুপরি শ্রীল আচার্য্য মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকায় বহু গণ্যমান্য ও সুধী ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা ধরণের প্রশ্নাদি করতঃ উন্নত চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে

উক্ত মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের বিশেষ উৎসাহে সেখানেও শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সমিতির অন্যতম শাখামঠ শ্রীধাম পুরী হইতে সেবক আসিয়া এই মঠের উৎসবকে আরও সঞ্জিবীত করেন। শ্রীল মহারাজ উড়িয়া ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে হিন্দোল-লীলা কি সে-সম্পর্কে দর্শকবৃন্দকে অবগত করান। এই উপলক্ষ্যে প্রত্যহ যথারীতি পাঠ, কীর্ত্তন এবং পাঠ-মুখে বক্তৃতা প্রভৃতি ও আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য যথাক্রমে উল্লিখিত তিন মঠেই ৩০শে শ্রাবণ (ইং ১৫।৮।৭৩) বুধবার দিবসে আমন্ত্রিত ও আগন্তুক জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথি ৪ঠা ভাদ্র (ইং ১১।৮।৭৩.) মঙ্গলবার বিশেষ আগ্রহের সহিত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। সমিতির সমস্ত মঠে এই তিথি পালিত হইলেও সমিতির আকরমঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে একটু বিশেষত্ব ও বিপুল উদ্দীপনার সহিত শ্রীনাম-কীর্ত্তন-কোলাহলের মধ্য দিয়া উক্ত ব্রত পালিত হইয়াছে।

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে পরব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি এক বিশেষ তাৎপর্য্যের সূচনা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত অন্তর্ম্মুখী জীবকে বৈকুণ্ঠে আকর্ষণ করতঃ বৈকুণ্ঠ-বিরোধী স্বার্থান্ধ কলহপ্রিয় জীবগণকে ধ্বংশ করিয়া ভক্তের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। এই শিক্ষা জগতে প্রচার মানসেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি নিরন্তর সারস্বত-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

উক্ত দিবসেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন-সহকারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রদর্শনীর উন্মোচন করা হয়। উহা সপ্তাহকাল উন্মীলিত রাখা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রত

বিগত ১৯শে ভাদ্র (ইং ৫।৯।৭৩,) বুধবার বৃষভানুনন্দিনী মাধব-দয়িতা শ্রীমতী রাধিকার শুভাবির্ভাব-ব্রতোৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমস্ত মঠেই যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্ণশক্তিমত্তত্ত্ব অজ শ্রীভগবান্ জন্মরহিত হইয়াও লীলা আস্বাদন মানসে চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় করতঃ জীবের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক মর্ত্তধামে তাঁহার প্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। পূর্ণশক্তি শ্রীরাধারাণীও সর্ব্বশক্তিমানের লীলার সহায়কারিণীরূপে ভগবানের অনুগমন করিয়া থাকেন। তাঁহার এই লীলানু-গমন খুবই স্বাভাবিক, কারণ পরিপূর্ণকাম স্বয়ংরূপ ভগবানের তিনি স্বরূপ-শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তি। ভগবানের সর্ব্বতোভাবে আরাধনা ও তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করেন বলিয়া তিনি **'রাধা'** নামে অভিহিতা। রাধিকা ব্যতীত কৃষ্ণের পরিচয় নাই, আবার কৃষ্ণ ব্যতীত রাধার অস্তিত্বও অসম্ভব—তাই রাধাকৃষ্ণ অঙ্গাঙ্গী।

বলা বাহুল্য শ্রীনন্দোৎসব (শ্রীজন্মাষ্টমীর পর দিবস) ও শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব দিবসদ্বয়েই বিচিত্র মহাপ্রসাদ আমন্ত্রিত ও আহুত সকল জন-সাধারণকে বিতরণ করা হইয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৫ম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

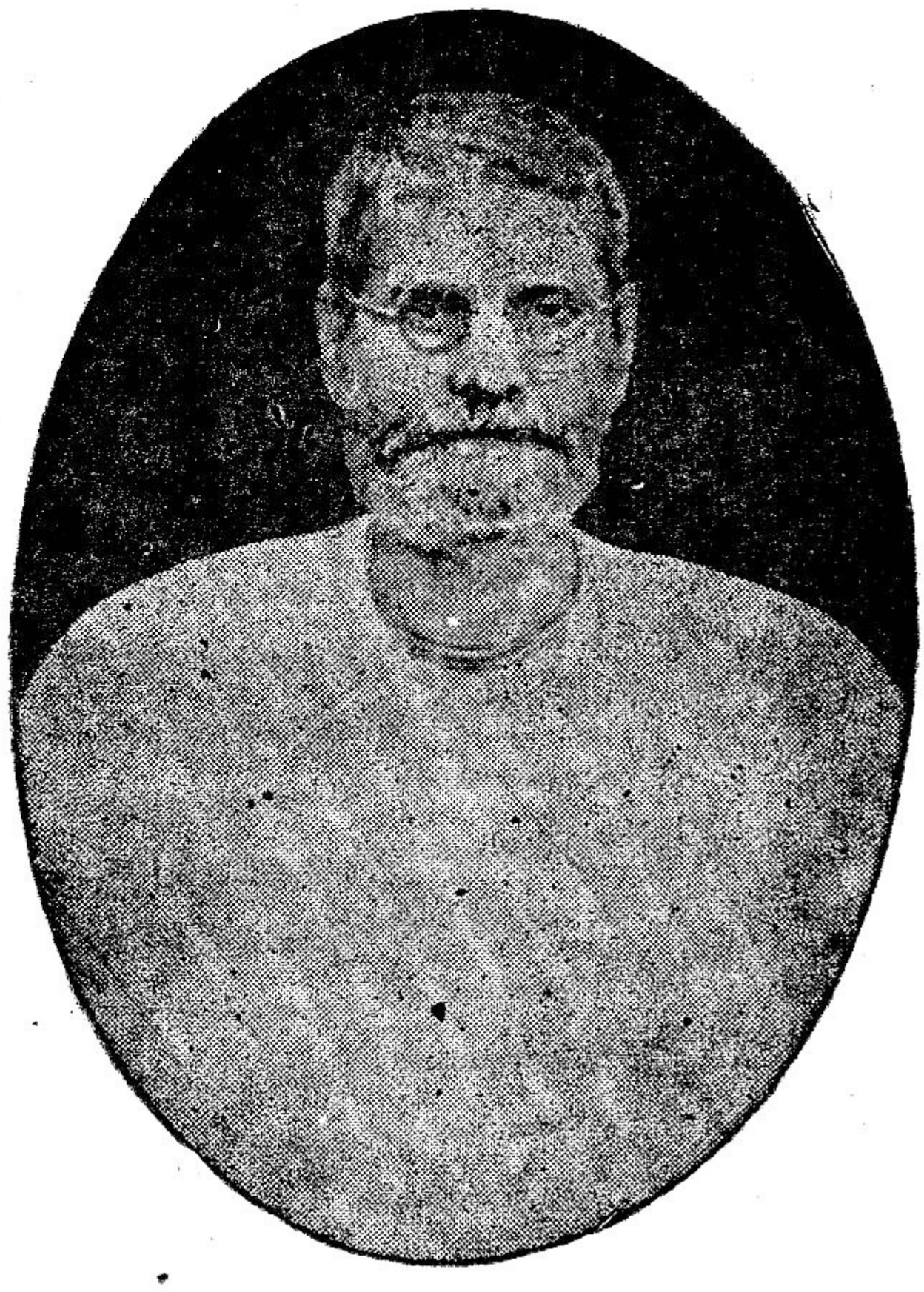

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে।
অতিমর্ত্ত্যচরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে।
জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৪ ভাদ্র, ১৩৮০ ; ইং ১০।৯।৭৩

শ্রীআচার্য্যচরণে দণ্ডবন্নতি-পূর্ব্বকেয়ম্—

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি-পূর্ব্বকেয়ম্—

আগামী ৩০ পদ্মনাভ, ২৫শে আশ্বিন (ইং ১২।১০।৭৩) শুক্রবার দিবসে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তদধীনস্থ শাখা মঠসমূহে অস্মদীয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষ্যে পঞ্চম-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষ্যে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবা-সূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করতঃ আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ.
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

২৫শে আশ্বিন, ইং ১২।১০।৭৩ শুক্রবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪·৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

দ্রঃ— পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের

সুবর্ণ-সুযোগ

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে॥"

শুদ্ধভক্তির অঙ্গরূপে তীর্থদর্শন বিশেষ আবশ্যক, তদুপরি সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তীর্থভ্রমণছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান প্রকৃত তীর্থযাত্রার ফল নহে। সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যে দৃষ্ট হয়—"যে তীর্থেতে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি কাজ হাঁটিয়া দূরদেশে।"

আজকাল বহু তীর্থভ্রমণ-কোম্পানী নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া তীর্থভ্রমণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তসঙ্গব্যতীত তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল লাভ হয় না।

আমাদের এই তীর্থভ্রমণের সুদুর্লভ বৈশিষ্ট্য ঃ—

১। মঠবাসীভক্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের মুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন।

২। সাধুগণ দর্শনীয় তীর্থের মাহাত্ম্য যাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দেন।

৩। চলন্ত ট্রেণে থাকাকালেও শ্রীমন্মহাভুর শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-পূজন, আরতি ও ভোগরাগাদি দর্শন।

৪। প্রত্যহ দুই বেলাতে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা।

৫। সঙ্কীর্ত্তনমুখে যাবতীয় তীর্থ পরিদর্শন ও পরিক্রমা।

সর্ব্বোপরি এই পরিক্রমায় সমিতির সভাপতি-আচার্য্য মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক সঙ্গে থাকিয়া ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিবেন এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সন্ন্যাসিগণ যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করিবেন।

অতি অল্পসংখ্যক আসন সংরক্ষিত হইতে অবশিষ্ট আছে, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বরেই আসন সংরক্ষণ না করিলে অবিলম্বে হতাশ হইবেন।

দর্শনীয় স্থান :—

১। পুরী, ২। সিংহাচলম্ (জিওড় নৃসিংহ) ৩। মঙ্গলগিরি (পানা নৃসিংহ), ৪। তিরুপতি বালাজী, ৫। বিষ্ণুকাঞ্চী, ৬। শিবকাঞ্চী, ৭। পক্ষীতীর্থ, ৮। চিদাম্বরম্ (নটরাজ শিব), ৯। কুম্ভকোণম্, ১০। তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর শিব), ১১। ত্রিচিনাপল্লী (রঙ্গনাথ) ১২। রামেশ্বর, ১৩। মাদুরা, ১৪। কন্যাকুমারী, ১৫। ত্রিভেন্দ্রাম্ (অনন্ত পদ্মনাভ), ১৬। মাদ্রাজ।

যাত্রাদিবস—৫ই কার্ত্তিক, সন ১৩৮০, ইং ২২।১০।৭৩ সোমবার

প্রত্যাবর্ত্তন দিবস (আনুমানিক) — ২৭শে কার্ত্তিক ১৩৮০, ইং ১৩।১১।৭৩, মঙ্গলবার।

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

আগামী ৫ই কার্ত্তিক ইং ২২।১০।৭৩ সোমবার, রাত্র ৮ ঘটিকার সময়ে হাওড়া ৮ নং প্লাট্‌ফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমায় আনুমানিক ২৩ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাস-কুলীভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ৫০১·০০ (পাঁচশত এক) টাকা ভিক্ষাস্বরূপে প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের কম) জন্য ৩৭৫·০০ (তিনশত পঁচাত্তর) টাকা দিতে হইবে। ১৫ই আশ্বিন, ইং ২।১০।৭৩ মধ্যে অগ্রিম ১৫০·০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার ১০ দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৫ আশ্বিন (ইং ১২।১০।৭৩) মধ্যে সম্পূর্ণ জমা দিতে হইবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের** নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় অর্থাদি জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ করিতে হইবে। যাত্রিগণ একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানাপত্র ১৫ কিলোর অধিক হইলে ভাড়া লাগিবে, শীতোপযোগী বিছানার প্রয়োজন নাই। গরম চাদর সঙ্গে লইলেই চলিবে।

পত্রালাপ করিতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় পত্র প্রেরিতব্য। ইতি—২৫শে ভাদ্র, ইং ১১।৯।৭৩

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অনিবার্য্য কারণ ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্ত্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবে না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয় স্থানে পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৫শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ৫ দামোদর, ৪৮৭ গৌরাব্দ / বুধবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৮০ ; ইং ১৭।১০।১৯৭৩ } ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৭মসংখ্যা, ২৩৮ পৃষ্ঠার পর)

মদনরসঙ্গত সঙ্গতপরিমল ভুজতটরঙ্গ-তরঙ্গিত-জিতবল।
যুবতিবিলম্বিত লম্বিতকচভর কুসুমবিটঙ্কিত টঙ্কিতগিরিবর ॥বীর॥

হে গিরিবরধারিন্! হে কুসুমভূষণ! তুমি ব্রজরমণীর অঙ্গসৌরভে কামোন্মত্ত হইয়া উহাদিগের সহিত নৃত্য ও বিহার করতঃ তোমার কেশ-পাশ অ লুলায়িত হয়।

ভ্রূমণ্ডলতাণ্ডবিত-প্রসূনকোদণ্ডচিত্রকোদণ্ড।
হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যং মণ্ডয় মম পুণ্ডরীকাক্ষ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কন্দর্পের পুষ্পময় শরাসনের তুল্য তোমার ভ্রূযুগল তুমি আমার হৃৎপদ্মমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে অলঙ্কৃত কর।

॥ পাণ্ডুৎপলম্ ॥

জয় জয় দণ্ডপ্রিয় কচষণ্ডগ্রথিতশিখণ্ডব্রজ শশিখণ্ড-
স্ফুরণসপিণ্ডস্মিতবৃতগণ্ড প্রণয়করণ্ড দ্বিজপতিতুণ্ড
স্মররসকুণ্ড ক্ষতফণিমুণ্ড প্রকটপিচণ্ডস্থিতজগদণ্ডা
ক্বণদণুঘণ্ট স্ফুটরণঘণ্ট স্ফুরদুরুশুণ্ডাকৃতিভুজদণ্ডা-
হতখলচণ্ডাসুরগণ পণ্ডাজনিতবিতণ্ডাজিতবল ভাণ্ডী-
রদয়িত খণ্ডীকৃতনবহিণ্ডীরভদধিহণ্ডীগণ কলকুণ্ঠী-
কৃতকলকণ্ঠীগণ মণিকণ্ঠীস্ফুরিতসুকণ্ঠীপ্রিয় বরকণ্ঠীরবরণ ॥ধীর॥

হে দণ্ডপ্রিয়! তোমার চূড়াগ্রে চন্দ্রকলার ন্যায় সমধিক ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে, তোমার গণ্ডদেশ মন্দ মন্দ হাস্য-ভূষিত, তুমি প্রেমের আশ্রয়, হে চন্দ্রানন! তুমি কন্দর্পরসের সরোবর, তুমি কালিয়নাগের ফণামণ্ডল নিগ্রহ করিয়াছ, তোমার উদরে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, তোমার কটিদেশে ক্ষুদ্রঘন্টিকা সুমধুর শব্দ করিতেছে, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ানক হও, তুমি হস্তিশুণ্ডাকার বিশাল ভুজদণ্ডদ্বারা প্রচণ্ড দানবগণকে নিগ্রহ করিয়াছ, তুমি বাক্যকৌশলে নিজ বয়স্যবৃন্দকে পরাভব কর, তুমি ভাণ্ডীরবনপ্রিয়, তুমি বাল্যকালে সমুদ্রফেণসদৃশ নবনব নবনীত-পূর্ণ নবভাণ্ড শিলাখণ্ডদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছ, তুমি সুমধুর বংশীরবে কোকিলদিগকে কুণ্ঠিত করিয়াছ, তুমি মণিহারভূষিত ব্রজরমণীগণের প্রিয়, হে বীর! যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহের ন্যায় তোমার বিক্রম প্রকাশিত হয়।

দণ্ডী কুণ্ডলিভোগকাণ্ডনিভয়োরুদ্দণ্ডদোর্দণ্ডয়োঃ
শ্লিষ্টশ্চণ্ডিমডম্বরেণ নিবিড়শ্রীখণ্ডপুণ্ড্রোজ্জ্বলঃ।
নির্ধূতোদ্যদচণ্ডরশ্মিঘটয়া তুণ্ডশ্রিয়া মামকং
কামং মণ্ডয় পুণ্ডরীকনয়ন ত্বং হন্ত হৃন্মণ্ডলম্ ॥
কন্দর্পকোদণ্ডদর্পক্রিয়োদ্দণ্ড
দৃগ্‌ভঙ্গিকাণ্ডীর সংজুষ্টভাণ্ডীর ॥ধীর॥

হে পুণ্ডরীকনয়ন! ত্বদীয় অকলঙ্কচন্দ্রসদৃশ বদনকান্তিদ্বারা আমার তামস হৃদয়ের শোভা বিস্তার কর। তুমি দুষ্ট নিগ্রহ নিমিত্ত দণ্ডধারণ করিয়াছ, সর্পের কায়দণ্ডের ন্যায় তোমার দোর্দ্দণ্ড, চন্দন-তিলকে তোমার ললাট

সুশোভিত হইয়াছে, হে ভাণ্ডীরবনপ্রিয়! তোমার ভ্রূযুগলরূপ শরাসন ও নয়নভঙ্গীরূপ বাণ লইয়া কন্দর্প ত্রিভুবন জয় করিতেছে।

ত্বমুপেন্দ্র কলিন্দনন্দিনীতটবৃন্দাবনগন্ধসিন্ধুর।
জয় সুন্দরকান্তিকন্দলৈঃ স্ফুরদিন্দীবরবৃন্দবন্ধুভিঃ॥

হে উপেন্দ্র! তুম কালিন্দীনদীর তীরবর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনের মদমত্ত মাতঙ্গ-স্বরূপ, বিকসিত ইন্দীবরের ন্যায় তোমার সুন্দর কান্তি।

॥ ইন্দীবরম্ ॥

জয় জয় হন্ত দ্বিষদভিহন্তর্মধুরিমসংতর্পিতজগদন্ত-
র্মৃদুল বসন্তপ্রিয় সিতদন্ত স্ফুরিতদৃগন্ত প্রসরদুদন্ত
প্রভবদনন্ত প্রিয়সখ সন্তস্ত্বয়ি রতিমন্তঃ স্বমুদহরন্ত
প্রভুবর নন্দাত্মজগুণকন্দাসিতনবকন্দাকৃতিধর কুন্দা-
মলরদ তুন্দাভুবন বৃন্দাবনভবগন্ধাস্পদমকরন্দা-
ন্বিতনবমন্দারকুসুমবৃন্দার্চিতকচ বন্দারুনিখিলবৃন্দা-
রকবরবন্দীড়িত বিধুসংদীপিতলসদিন্দীবরপরিনিন্দী-
ক্ষণযুগ নন্দীশ্বরপতিনন্দীহিত জয়॥ ধীর॥

হে শত্রুনাশন! তুমি শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য্যদ্বারা ত্রিভুবন পরিতর্পিত করিতেছ, তোমার অন্তঃকরণ অতি কোমল, তুমি বসন্তঋতুপ্রিয় তোমার দন্তাবলী মুক্তামালার ন্যায় অতিশুভ্র, তোমার কটাক্ষ অতি চঞ্চল, তোমার কথা জগৎ-ব্যাপ্ত, তুমি অগ্রজ বলদেবের প্রিয়সখা পণ্ডিতগণ তোমাতে ভক্তি করিয়া মুক্তি লাভ করেন, হে সর্ব্বেশ্বর নন্দনন্দন! হে নিখিল গুণাশ্রয় নবনীরদ নীলবর্ণ! হে কুন্দদশন! তোমার উদর মধ্যে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, শ্রীবৃন্দবনের অতি সুন্দর রস গন্ধপরিপূর্ণ প্রফুল্ল মন্দার-কুসুমদ্বারা তোমার কেশপাশ সুশোভিত, ব্রহ্মাদি দেবগণ বন্দী হইয়া তোমার স্তব করিতেছেন, বিকসিত ইন্দীবরের ন্যায় তোমার নয়নযুগল, হে ধীর! নন্দমহারাজ তোমার অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হন।

স্মিতরুচিমকরন্দস্যন্দি বক্ত্রারবিন্দং
তব পুরুপরহংসা ন্যষ্ঠবন্ধং মুকুন্দ।

বিরচিতপশুপালীনেত্রসারঙ্গরঙ্গং
মম হৃদয়তড়াগে সঙ্গমঙ্গীকরোতু ॥
অম্বরগতসুরবিনতিবিলম্বিত তুম্বুরুপরিভবিমূর্ব্বলিকরম্বিত।
শম্বরমুখমৃগনিকরকুটুম্বিত সংভ্রমবলয়িতযুবতিবিচুম্বিত ॥বীর॥

হে মুকুন্দ! যাহা হইতে মন্দ মন্দ হাস্যরূপ মকরন্দ বিগলিত হইতেছে, গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পরমহংসগণ যাহা অন্বেষণ করিতেছেন, গোপিকাগণের নয়নভ্রমর যাহা পান করিতেছে, এই প্রকার ত্বদীয় সেই বদনারবিন্দ আমার হৃদয়-সরোবরে বিরাজিত হউক। হে বীর! দেবগণ আকাশস্থ হইয়া তোমার বন্দনা করিতেছেন, তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের গর্ব্বাভিমান দূর হয়, শম্বর প্রভৃতি হরিণগণ বংশীরবাকৃষ্ট হইয়া তোমার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, ব্রজরমণীগণ তোমার বদনারবিন্দ সাদরে চুম্বন করিতেছেন।

অম্বুজকুটুম্বদুহিতুঃ কদম্বসংবাধবন্ধুরে পুলিনে।
পীতাম্বর কুরু কেলিং ত্বং বীর নিতম্বিনীঘটয়া ॥

হে পীতাম্বর! হে বীর! কদম্ববনাকীর্ণ অতি মনোহর কালিন্দীতটে গোপিকাগণের সহিত তুমি বিহার কর।

॥ অরুণাম্ভোরুহম্ ॥

জয় রসসংপদ্বিরচিতঝম্প স্মরকৃতকম্প প্রিয়জনশংপ
প্রবণিতকম্পস্ফুরদনুকম্প দ্যুতিজিতশম্পস্ফুটনবচম্প-
শ্রিতকচগুম্প শ্রুতিপরিলম্বস্ফুরিতকদম্বস্তুতমুখ ডিম্ভ-
প্রিয়রবিবিম্বোদয়পরিজৃম্ভোন্মুখলসদম্ভোরুহমুখ লম্বো-
দ্ভটভুজ লম্বোদরবরকুম্ভোপমকুচবিম্বৌষ্ঠযুবতিচুম্বো-
দ্ভট-পরিরম্ভোৎসুক কুরু শং ভোস্তড়িদবলম্বোর্জিতমিলদম্ভো-
ধরসুবিড়ম্বোদ্ধূর নতশংভো পরিজিতদম্ভোলিগরিমসংভা-
বিতভুজজম্ভাহিতমদ লম্পাকমনসি সংপাদয় ময়ি তং পা-
কিমমনুকম্পালবমিহ ॥ ধীর ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি শৃঙ্গাররস-সমুদ্রে ঝম্প দিয়া নিমগ্ন হইয়াছ, স্মরণাবেশ হেতু সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে তোমার শ্রীঅঙ্গ কম্পিত ও পুলকিত হয়, তুমি

আত্মীয়জনের কল্যাণকারী. তুমি কোন সময়ে ভয়কুণ্ঠিত বরুণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছিলে, বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণ নববিকসিত চম্পক-মালায় তোমার চূড়া সুশোভিত, কর্ণাবলম্বী কদম্বকুসুমদ্বারা তোমার শ্রীমুখের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, তুমি গোপবালকের প্রীতিকর, প্রভাতরবিকিরণে প্রফুল্ল কমলের ন্যায় তোমার শ্রীমুখমণ্ডল সুশোভিত, তোমার বাহুযুগল সুদীর্ঘ ও বিক্রমশালী, যাঁহার স্তনসৌন্দর্য্যে গজাননের কুম্ভ শোভা পরাভব করিয়াছেন, সেই সমস্ত গোপাঙ্গনার মুখচুম্বনে ও তাঁহাদের আলিঙ্গনে তুমি সমুৎসুক, পীতাম্বরে সুশোভিত তোমাকে দেখিয়া সৌদামিনীশোভিত মেঘ-মালা লজ্জিত হয়, তুমি মহাদেবের নমস্য, তুমি কল্যাণকর, তুমি বজ্রপাণি পুরন্দরের মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ, হে ধীর! বিষয়াসক্ত আমার প্রতি তুমি কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ কর।

দিব্যে দণ্ডধরস্বসুস্তটভবে ফুল্লাটবীমণ্ডলে
বল্লীমণ্ডপভাজি লব্ধমদিরস্তম্বেরমাড়ম্বরঃ।
কুর্ব্বন্নঞ্জনপুঞ্জগঞ্জনমতি-শ্যামাঙ্গকান্তিশ্রিয়া
লীলাপাঙ্গতরঙ্গিতেন তরসা মাং হন্ত সন্তর্পয়॥

হে নাথ! তুমি শ্রীঅঙ্গের সুচিক্কণ শ্যামল কান্তিদ্বারা পুঞ্জীকৃত অঞ্জন-কান্তি পরাভব করিয়াছ. তুমি সুদিব্য কালিন্দীতটে পুষ্পিত অরণ্যমধ্যে নিকুঞ্জস্থানে গোপাঙ্গনার সহিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিহার করিতেছ, অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি সকরুণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত কর।

অম্বুজকিরণবিড়ম্বক খঞ্জনপরিচলদম্বক।
চুম্বিতযুবতিকদম্বক কুন্তললুঠিতকদম্বক॥ বীর॥

হে গোপিকামুখচুম্বনপ্রিয়! তোমার করচরণাদি-কান্তিদ্বারা অম্বুজকান্তি বিড়ম্বিত হইতেছে, তোমার নয়নযুগল খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল, তুমি গোপিকা-গণের কবরীবন্ধন আলুলায়িত কর, তোমার কর্ণযুগলে কদম্বকুসুম সুশোভিত।

ক্রমশঃ

উপাধি ব্যাধি

["সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥"]

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

ইং ১৮।১২।৬৪

স্নেহাস্পদেষু,

* * * ! তোমার 27. 11. 64 ও 11. 12. 64 তারিখদ্বয়ের দুইখানা পত্রই পাইয়াছি। তোমার পত্রে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং কি উত্তর দিব বুঝিতে পারিতেছি না। তবে তুমি এখন বেদান্তের মধ্য পড়িতেছ, পড়িতে থাক, আমার কোন আপত্তি নাই। অবশ্য যাঁহারা রামানুজের বেদান্ত পড়ান, তাঁহাদের মধ্যে বেশির ভাগই রামানুজ বেদান্ত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁহারা যে কি পড়াইবেন, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আজকাল শিক্ষক বা ধর্ম্মপ্রচারকদের কোন ধর্ম্মের ঠিক নাই। তাঁহারা অশিক্ষাকেই শিক্ষা এবং অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। তুমি ইহা তোমার টোলের অধ্যাপক ও ছাত্রদের বুঝাইয়া দিবে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার শিক্ষকদের ও ছাত্রদের ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি পিতার অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি (রাজা) শিক্ষকরূপে বালক শ্রীপ্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী আমাদের আদর্শ। শিক্ষাই প্রয়োজন। উপাধির প্রয়োজন নাই। উপাধিকে ব্যাধি বলে। শুধু উপাধি সংগ্রহের জন্য চেষ্টা ছাত্রদের পক্ষে অভক্তিপর। সুতরাং তাহা বিদ্যার্থিগণের যত কম হইবে ততই মঙ্গল। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা না করিলে বিদ্যা অবিদ্যার মধ্যে পরিগণিত হয়। উহার দ্বারা বিদ্যার্থিগণের অধঃপতন অনিবার্য্য। 'জ্ঞান' একটা জিনিষ, উপাধি অন্য জিনিষ। উপাধিতে দম্ভ-অহঙ্কারাদি মানুষকে নিম্নগামী করিয়া ভক্তিবিরোধী করিয়া দেয়। নিজের টোলে ৫।৭ বৎসর পড়িয়াও যদি কোন খেতাব না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাই সর্ব্বোত্তম। সাধারণ

গ্রাম্য নীতিতে বলে, পরের বুদ্ধিতে বড়লোক হওয়া অপেক্ষা নিজের বুদ্ধিতে ফকির হওয়া ভাল। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ মধুসূদন সরস্বতীর নিকট বেদান্ত পড়িয়া তাঁহাকেই বেদান্ত-বিচারে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকেই শিষ্য ক'রয়াছিলেন। মধুসূদন সরস্বতীর ন্যায় সরল অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিতে দোষ নাই। তবে অসরল অধ্যাপকদের শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে অগ্রহণীয়। সে যাহা হউক, ভক্তি বিরোধী অধ্যয়ন-পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া তুমি হরি-সেবা করিবার যত্ন করিলেই সন্তোষের বিষয় হইবে। তোমার আর্থিক অভাব হইলে আমাকে জানাইবে। আমার নিকট তোমাকে দিবার জন্য একজন দাতা ৩০৲ টাকা জমা রাখিয়াছে। তুমি ভবিষ্যতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিবে এই বিশ্বাসে টাকা দিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিলেই মনে হয় সকলের পক্ষে মঙ্গল। * * * মহারাজ শারীরিক অসুস্থতার জন্য সিধাবাড়ী গিয়াছেন। ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ বৈষ্ণব-দর্শনের মধ্য, রাঘব কাব্যের মধ্য, কৃষ্ণকৃপা হরিনামামৃতের মধ্য পরীক্ষা দিবে বলিয়া Form fill up করিয়াছে। শ্রীহরি ও হরিহর হরিনামামৃতের উপাধি পরীক্ষার Form fill up করিয়াছে। বৃষভানু, গোরাচাঁদ, মুকুন্দ প্রভৃতি হরিনামামৃতের আদ্য পরীক্ষার form fill up করিয়াছে। * * * * পণ্ডিত বেদান্ত চতুষ্পাটীর অধ্যাপকস্বরূপে form স্বাক্ষর করিয়াছে। কাব্যের অধ্যাপক * * * মহারাজ। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

পরমার্থ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৪ পৃষ্ঠার পর)

নিত্যানন্দ প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হ'য়ে দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু ভোজন করা'তে চাইলেন। পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান ক'রে সন্ন্যাসীর গৃহে ফলাহার কর্‌তে লাগ্‌লেন। এমন সময় সেই দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে 'আনন্দ' গ্রহণের জন্য পুনঃপুনঃ ইঙ্গিত ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। দারী সন্ন্যাসীর পত্নী ভোজনকালে অতিথি-গণকে ঐরূপ বিরক্ত ক'র্‌তে নিষেধ ক'র্‌লেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে

জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন,—সন্ন্যাসী 'আনন্দ' শব্দে কি লক্ষ্য ক'র্‌ছে? নিত্যানন্দ প্রভু সকল প্রকার ব্যক্তির আচরণই অবগত ছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরকে জানালেন,—'আনন্দ' শব্দদ্বারা দারী সন্ন্যাসী 'সুরা' লক্ষ্য ক'র্‌ছে। এই কথা শুন্‌বামাত্র বিশ্বম্ভর "বিষ্ণু বিষ্ণু" স্মরণ ক'রে তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক আচমন ক'র্‌লেন এবং অতি সত্বর নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিলেন। এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের শিক্ষা দিলেন এবং আরও জানা'লেন,—

'স্ত্রৈণ ও মদ্যপে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে॥
সন্ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রী-সঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
না হয় এজন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকের নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥

ভুক্তিকামী অপেক্ষা মুক্তিকামী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু অধিকতর কপট ব'লে শ্রীমন্মহাপ্রভু মঙ্গলেচ্ছুকে তা'দের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন কর্‌বার উপদেশ দি'য়াছেন। উর্ব্বশী তা'র অপস্বার্থ-সিদ্ধির সময় অতিক্রান্ত দে'খে যখন চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা বা ঐলকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিল তখন ঐল উর্ব্বশীর নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি ক'রে নির্ব্বেদ লাভ ক'র্‌লেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে ব'লেছিলেন,—

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥' (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

[অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সাধু উপদেশদ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল বাসনা-বন্ধন ছেদন করিবেন।]

সাধুগণের একমাত্র কর্ত্তব্য—জীবের যে সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা' ছেদন ক'রে দেওয়া; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা। দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাহিরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্য রকম কথা পোষণ করে; আর এই দ্বিহৃদয়তাকেই

উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম্ম ব'লে প্রচার ক'রতে চায়! যাঁরা দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ না ক'রে সরল হ'তে চান—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন করতে চান, তাঁ'দিকে ঐ সকল দ্বিজিহ্ব ব্যক্তি 'সাম্প্রদায়িক', গোঁড়া প্রভৃতি ব'লে থাকেন। যাঁরা সরল, আমরা তাঁ'দেরই সঙ্গ ক'র্ব—অপরের সঙ্গ ক'রব না। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন ক'রতে হবে; যেমন শৃঙ্গীর নিকট হ'তে শত হস্ত পরিমাণ দূরে থাকতে হয়।

এক সময় ঠাকুর মহাশয়—যিনি পূর্ব্ব পরিচয়ে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে আবির্ভূত হ'বার লীলা প্রকাশ ক'রেছিলেন বহু বহু ভাল লোক—আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সত্য কথা ব'লেছিলেন, তাঁকেও অসদ্-ব্যক্তিগণের আক্রমণের পাত্র হ'তে হ'য়েছিল। মৎসর-প্রকৃতির আধ্যক্ষিক কতকগুলি অবিচারক লোক ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কেন ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে পারমার্থিক উপদেশ দিয়ে শিষ্য ক'র্‌ছেন? এই কথা শুনে ঠাকুর মহাশয় ব'ল্লেন,—তা' হ'লে আমি সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হ'ব। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ব'ল্লেন,—তা'হ'লে জগৎ ত' রসাতলে যাবে—জগতে নাস্তিক, পাষণ্ডের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে! এই বলে' তখন তাঁরা একজন সাজলেন—বারুই, আর একজন সাজ্‌লেন—কুমোর।

যখন বিদ্বেষি সম্প্রদায়ের গর্ব্বিত পণ্ডিতমণ্ডলী ঠাকুর মহাশয়কে বিচারে পরাস্ত কর্‌বার মতলব নিয়ে খেতুরীতে এ'সে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা তাঁ'দের আহারের বন্দোবস্তের জন্য বাজারে হাঁড়ী কিন্‌তে কুমোরের দোকানে গেলেন। তখন কুমোর তাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রে দিলেন। তারপর তাঁ'রা পান কিন্‌তে পানের দোকানে গেলেন, বারুইও পণ্ডিতের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা আরম্ভ ক'র্‌লেন। এ সকল দে'খে শুনে গর্ব্বিত পণ্ডিতগণ মনে মনে বিচার ক'র্‌লেন—যে দেশের কুমোর-বারুই পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথা ব'লতে পারেন, সে-দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ঠাকুর নরোত্তম যে কত বড় পণ্ডিত, তা' অনুমানও করা যে'তে পারে না। সুতরাং তাঁর কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে আমাদিগের সম্মান লাঘব কর্‌বার পরিবর্ত্তে আমাদের এখান থেকে বিদায় নেওয়া শ্রেয়ঃ। এরূপ বিচার ক'রে তাঁ'রা সেখান থেকে স'রে প'ড়লেন। যাঁরা সত্য আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে চিরকালই এইরূপভাবে আক্রান্ত হ'তে হয়। (ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(স্থায়িভাব ও রতি)

১। 'স্থায়িভাব' কি ?

"অন্য সকল ভাবকে নিজ-বশে রাখিয়া যে ভাব কর্ত্তৃত্ব করে, তাহাই স্থায়িভাব। জাত-ভাব-পুরুষের যে রতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই কৃষ্ণে মমতাসংযুক্ত ও কিয়ৎপরিমাণে গাঢ় হইতে হইতেই রসোপযোগী স্থায়ী ভাব হইতে পারে। যদিও ঐ রতি স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ অবিমিশ্র একভাবত্ব অতিক্রম করিয়া প্রেমপ্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি তাহাকে রতিই বলা যাইবে ; যেহেতু প্রেম অসীমত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বাবস্থায় রতিত্ব-দশায় পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় প্রেম রসের পরাকাষ্ঠাকে আত্মসাৎ করিয়া পরিচিত হয়, অতএব স্থায়িভাব বলিতে রতিই অগ্রসর হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২। 'রতি' কাহাকে বলে ? তাহা কয় প্রকার ?

"রতিই প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থা। প্রেম—সূর্য্য-স্বরূপ এবং রতি বা ভাব—তাহার কিরণস্বরূপ। রতি উদিত হইলে অল্প-অল্প সাত্ত্বিকাদি ভাব উদিত হয়। রতি বদ্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়াও স্বয়ং চিদ্ব্যাপার, অতএব স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রকাশ্যতত্ত্বের ন্যায় প্রতীত হন এবং মনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে থাকেন। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ ও সাধনাভিনিবেশ হইতে জগতে এইরূপ দুই প্রকারে রতির উদয় হয়। জগতে **সাধনাভিনিবেশজ** রতিই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। **প্রসাদজ** রতি বিরলোদয়। সাধনাভিনিবেশজ রতি আবার বৈধ-সাধনজ ও রাগানুগা-সাধনজ-ভেদে দ্বিবিধ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৩। অনিত্য ও নিত্য-রতি কি ?

"জড়দেহে যে রতি আছে, সে রতি চিতানলে দগ্ধ হয়, আত্মার সহিত নিত্যরূপে থাকে না। পৃথিবীতে যে স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহার আছে, তাহা অতি তুচ্ছ ; কেন না, দেহের সুখ দেহের সহিত শেষ হয়। জীব যিনি, তিনি আত্মা, তাঁহার একটি নিত্য-দেহ আছে। সেই নিত্য-দেহ সকল-জীবই স্ত্রী এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ। জড়-দেহের চেষ্টা-সকলকে

ক্রমশঃ খর্ব্ব করিয়া নিত্য-দেহের চেষ্টাকে বৃদ্ধি কর। যেমন জড়ীয় স্ত্রী-দেহের রতি উৎকটভাবে পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ নিত্য-স্ত্রী-দেহের অপ্রাকৃত-রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত কর। বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে লালসা তাহাকেই 'রতি' বলি। **অপ্রাকৃত সিদ্ধ-দেহের যে স্বাভাবিকী কৃষ্ণলালসা, তাহাই জীবের নিত্য-রতি।**

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৪। রসবিচারশূন্য ব্যক্তিগণের যে ভাবের উদ্দীপনা, তাহার মূল কোথায় ?

"রসবিচারশূন্য হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে যে রসের আলোচনা করেন, তত্ত্বজ্ঞানাভাবে তাহাকেই চিন্তাগত ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, সমাধি, এবাদৎ, পূজা, প্রার্থনা (prayer) ইত্যাদি নাম দিয়া থাকেন। যে-সময়ে উপাসক পূজা, প্রার্থনা (prayer) বা এবাদৎ প্রভৃতি ক্রিয়াতে আবিষ্ট হন, তখন বিদ্যুৎগতির ন্যায় একটি ভাব তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে উঠিয়া মনকে কম্পিত করে এবং দেহে রোমাঞ্চ প্রভৃতির কিছু কিছু ব্যাপ্তি উদ্ভাবন করে। তখন মনে হয়, ঐ ভাবটী যদি আমাতে স্থায়িরূপে থাকে, তাহা হইলে আর আমার কষ্ট থাকে না। তাই, সে ভাবটি কি ? তাহা কি জড়ের ধর্ম্ম,—না চিন্তার ধর্ম্ম,—না জড়-বিপরীত ধর্ম্ম ? সমস্ত জগৎ অন্বেষণ কর, জড়ে কোথাও সেরূপ ভাব দেখিবে না। তড়িৎ পদার্থ (Electricity) বা চুম্বক (Magnetism) যাহারা জড়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাদের মধ্যে সে অবস্থা নাই। চিন্তাকে যদি বিচার করিয়া দেখ, তাহাতেও সে ভাব নাই। জড়-বিপরীত চিন্তাতে ত' কিছুই নাই। তবে তাহা কোথা হইতে আসিল ? তোমরা গম্ভীররূপে বিচার করিয়া দেখ, জড়-আচ্ছাদিত জীবের সিদ্ধসত্তা হইতেই সেই ভাব উচ্ছলিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।২

৫। রতি কি হৈতুক-মনোবৃত্তি-বিশেষ ?

"রতি একটি স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহার হেতু নাই, বিষয় দেখিলেই উত্তেজিত হয়। * * * * রতি প্রেমের বীজ ; শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত কর।

—প্রেঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৬। জাতরতি পুরুষের লক্ষণ কি ?

অপ্রস্ফুট-প্রীতি প্রথমঃবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী। তখন তাহার নাম—রতি। সেই রতি শান্তরসে অনুমিত হয়। রতি জন্মিলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান হয়।

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৭। স্থায়িভাব-রতি ও রসোদয়ের ক্রম কি ?

"যতই অনর্থ বিগত হয়, ততই উন্নত-সোপান অতিক্রম করিতে করিতে নিষ্ঠা রুচিরূপে, রুচি আশক্তিরূপে এবং আসক্তি ভাবরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ভাব স্থায়ী হইয়া রতিরূপে সামগ্রীযোগে রস হয়।"

—'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

৮। ভাবাপন-দশায় সাধকের কি অভিমান ?

"ভাবাপন-দশায় জড়দেহের অভিমান দূর হইয়া সিদ্ধদেহের অভিমান প্রবল হইয়া পড়ে।"

—'ভজনপ্রণালী', হঃ চিঃ

৯। আত্মরতিই কি অভয়দায়িনী নহে ?

"যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য—সকলি সভয়।
বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয়॥"

—'অভিধেয় বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি' ১, কঃ কঃ

১০। ইহজন্মে সাধন-ব্যতীত শুদ্ধ-রতির উদয় দৃষ্ট হইলে কি বুঝিতে হইবে ?

"কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা গেল না, কিন্তু শুদ্ধ রতির উদয় হইতে দেখা যায়; সে-সকল স্থলে বুঝিতে হইবে যে, প্রাগ্‌ভবীয় সুসাধন কোন কারণে স্থগিত ছিল। সেই বিঘ্ন বিনষ্ট হওয়ায় ফলোদয় হইল, মনে করিতে হইবে ?

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১১। জাতরতি-পুরুষে যদি আচার-ব্যবহারের বৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, তবে কি তাহাকে অসূয়া করিতে হইবে ?

"জাতরতি পুরুষের আচার-ব্যবহার যদি বৈগুণ্যের ন্যায় লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি কৃতার্থ; তাঁহাতে কেহ অসূয়া করিবেন না। বস্তুতঃ

জাতরতি ব্যক্তির চরিত্র নির্দ্দোষ। কোন কোন সামান্য ক্রিয়া সাধারণ বৈধাচারের বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে দূষণীয় নয়; বিধি-প্রসক্ত নিম্নাধিকারীর চক্ষে তাহা বৈগুণ্যের ন্যায় বোধ হয় মাত্র।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১২। মুক্তিকামী ও ভুক্তিকামী ব্যক্তিতে কি রতির উদয় সম্ভব?

"রতি অতি দুর্ল্লভ পদার্থ। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তি-সমূহে যে-সমস্ত রতি-লক্ষণ দেখা যায়, সে-সমস্তই রত্যাভাস। তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। সেই সকল লক্ষণ দেখিয়া অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই সেই রত্যাভাসকেই 'রতি' বলিয়া থাকে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১৩। মায়াবাদী বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর বাহ্য বিকারাদি কি অপ্রাকৃত-ভাবোত্থ সাত্ত্বিক বিকার?

"* * * বাবাজীর যদি নিরপেক্ষত্ব সত্ত্বেও ভাব হয়, তবে তিনি ধন্য। কিন্তু বিচার-পূর্ব্বক যদি ভাব-লক্ষণ-সকল স্বীকার করেন, তাহা হইলে বুঝিবেন—সে ভাবসমূহ যথার্থ ভাব নয়, সে-সকল কেবল ভাবাভাসমাত্র। 'ভাব'-সম্বন্ধে বিশুদ্ধপ্রেমাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী এইরূপ বলিয়াছেন—

কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্ন বীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধ্যোঽয়ং রত্যাভ্যাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া-রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ॥

রত্যাভাস দুই প্রকার—প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। রত্যাভাসমাত্রেই সর্ব্বপ্রকার রতি-লক্ষণ লক্ষিত হয়। তাহাতে নির্ব্বোধ লোকেরা চমৎকৃত হইয়া পড়ে; কিন্তু যথার্থ রতির আস্বাদকগণ তাহা চিনিতে পারেন।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ২।৬

১৪। সাধন-ভক্তির ভাবাবস্থা প্রাপ্তিতে কি ফলোদয় হয়?

"সাধন-ভক্তি যখন 'ভাবাবস্থা' প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণ-কৃপা-বলে প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাব-ভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয়; তাহা হইলেই সাক্ষাদ্ দর্শন হয়।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৮

১৫। শান্তিরতি কিরূপে প্রকটিতা হয়?

"জীবের শুদ্ধা রতি অনেকদিন আশ্রয়ের সহিত জড়কুণ্ঠতা ও বিস্তৃতি ভোগ করিয়া, অনর্থোপশম হইলে, আহা! কি ভয়ঙ্কর আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম বলিয়া স্বীয় শুদ্ধাবস্থায় বিশ্রাম লাভ করে। সে-সময় শান্তিরূপ একটী আশ্রয়গত-ভাব তাহাকে স্পর্শ করিলে, রতি তখন শান্তি-রতি হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৬। শান্তিরতির বিষয় ও আশ্রয় কি?

"উপাস্য-বস্তু নির্ব্বিশেষ (Undistinguishable) নয়, কিন্তু সবিশেষ (Personal). এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধি-বুদ্ধিকে 'শম' বলা যায়। শম যে উপাসকের হৃদয়ে আসীন হইয়াছে, সে উপাসক যখন উৎপন্ন-রতি হন, তখন তাঁহার রতিকে 'শান্তি রতি' বলি। শান্ত জীবই শান্তিরতির আশ্রয়। সবিশেষ (Personal God) ভগবান্‌ই সেই রতির বিষয়। শান্ত জীব ভগবত্তত্ত্বে জড়-বুদ্ধি-পরিশূন্য। চিৎসুখ-প্রাপ্তির যোগ তাঁহার উপাসনা-লিঙ্গ। বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজানন্দে তিনি স্থিত হন। অতএব কৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে পরমাত্মা বা কিঞ্চিৎ সবিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া তাঁহার রতির বিষয় হন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৩

১৭। 'দাস্য'-রতি কোন্ সময় উদিত হয়?

"রতিতে অন্য মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্য বা প্রীত-রতি হয়। তখন ভগবান্‌কে 'প্রভু' বোধ করত জীব আপনাকে তাঁহার 'নিত্যদাস' বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপনা করেন। দাস্যরতি দুই প্রকার—সম্ভ্রমগত ও গৌরবগত। সম্ভ্রমগত দাস্যে জীব আপনাকে অনুগৃহীত মনে করেন, গৌরবগত-দাস্যে আপনাকে লাল্য বলিয়া মনে করেন। কিঙ্করসকল - সম্ভ্রমগত দাস্যের আশ্রয়। পুত্রসকল—গৌরবগত দাস্যের আশ্রয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৮। দাস্যরতির স্বরূপ কি?

"দাস্যগত রসে স্থায়িভাব প্রেম অর্থাৎ রতি মমতার দ্বারা পুষ্ট হইয়া 'প্রেম' হইয়া থাকে। অতএব দাস্যে রতি ও প্রেমরূপ লক্ষণদ্বয়যুক্ত স্থায়িভাব আছে। তাহাতে স্নেহ ও রাগ কিছু কিছু থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৯। 'সম্ভ্রম-প্রীতি' কি ?

"কৃষ্ণে দাসাভিমান ব্যক্তিদিগের ব্রজেন্দ্রনন্দনে সম্ভ্রমবিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হয়। তাহাই পুষ্ট হইয়া 'সম্ভ্রম-প্রীতি' সংজ্ঞা লাভ করে। এই রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসগণ আবলম্বন।"

—জৈঃ ধঃ ২৯শ অঃ

২০। সখ্যরসে স্থায়িভাব কি ?

"সখ্য বা প্রেমভক্তিরসে স্থায়িভাব প্রণয়। রতি ও প্রেম তাহাতে নিহিত আছে। দাস্যে যে সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল, তাহা পরিপাক হইয়া সখ্যে বিশ্রম্ভ বা অটল বিশ্বাস হইয়া যায়। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয়, বলবান, স্নেহ রাগ কিছু কিছু থাকে।

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২১। সখ্য হইতে বাৎসল্য-রতির উৎকর্ষ কি ?

"বৎসল-রসে বিশ্রম্ভ পরিপাক-অবস্থায় অনুকম্পা হইয়া পড়ে।" তাহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ পর্য্যন্ত প্রবল ; রাগও থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২২। শৃঙ্গারের স্থায়িভাব কি পর্য্যন্ত পুষ্ট হয় ?

"শৃঙ্গার বা মধুর ভক্তিরসে কমনীয়ত্ব প্রবল হইয়া সম্ভ্রম, গৌরব, বিশ্রম্ভ ও অনুকম্পাকে স্বসত্তায় পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। ইহাতে স্থায়িভাব যে প্রিয়তা নাম্না রতি, তাহা প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত ভাবে পুষ্ট হয়। ভাব ও মহাভাব ইহাতে উদিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২৩। মুক্তিকামিগণের পুলকাশ্রু প্রভৃতি বিকার কোথা হইতে জাত ?

"যে-সকল লোক মুক্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের যে পুলকাশ্রু, তাহা **রত্যাভাস** হইতে হয়। যাহাদের হৃদয় শ্লথ, তাহাদের হৃদয়ে অকারণ আহ্লাদ ও বিস্ময়াদির আভাস উদিত হয়। সে আভাস হইতে যে-সকল বিকার হয়, সে সমুদায় সত্ত্বাভাস-জনিত।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩১)

তটস্থ ও পরিকরভেদে ভক্তগণ দুই প্রকার। তাহাতে শ্রীভগবানের ব্রহ্মত্বলক্ষণ ও ভগবত্তালক্ষণ স্বভাবের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তটস্থ ভক্তগণ-মধ্যে কেহ কেহ ব্রহ্মত্বলক্ষণ ভগবৎস্বভাব ভালবাসেন, আর কেহ তাহা ত ভালবাসেনই, ভগবত্তালক্ষণ স্বভাবেও প্রীতিমান। পরিকরগণ কেবল ভগবত্তালক্ষণ স্বভাবেই প্রীতিমান। শ্রীভগবান স্বরূপ. ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ। স্বরূপ—পরমানন্দ। ব্রহ্মত্বলক্ষণে কেবলমাত্র স্বরূপেরই অভিব্যক্তি। ভগবত্তালক্ষণে স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—তিনেরই অভিব্যক্তি-সতত বর্ত্তমান। মাধুর্য্যানুভবের তারতম্যানুসারে পরিকরগণের ভাবের তারতম্য।

ভগবত্তা সাধারণতঃ দ্বিবিধ, পরমৈশ্বর্য্যরূপ ও পরমমাধুর্য্যরূপ। ঐশ্বর্য্য—প্রভুতা, মাধুর্য্য—স্বভাব, গুণ, রূপ, বয়স, লীলা এবং সম্বন্ধ বিশেষের মনোহরত্ব।

দাস্যভাবাশ্রিত, সখ্যভাবাশ্রিত, বাৎসল্যভাবাশ্রিত ও মধুরভাবাশ্রিত এই চতুর্বিধ পরিকরও দুইভাগে বিভক্ত, পরম ঐশ্বর্য্য অনুভব প্রধান ও পরম মাধুর্য্য অনুভব প্রধান। পরমৈশ্বর্য্যানুভব প্রধান পরিকগণ মাধুর্য্যানুভবে বঞ্চিত থাকেন না। তবে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যানুভব বেশী মাধুর্য্যানুভব কম। আর যাঁহারা মাধুর্য্যানুভব করেন. তাঁহাদের মাধুর্য্যানুভব অধিক, ঐশ্বর্য্য-অনুভব অল্প।

ঐশ্বর্য্য হইতে সাধন (ভয়), সম্ভ্রম (ভয়াদি জনিত ব্যগ্রতা) ও গৌরব বুদ্ধি জন্মে; আর মাধুর্য্য হইতে প্রীতি জন্মে। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম বসুদেব-দেবকীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে বসুদেব-দেবকী পুত্রদ্বয়কে জগদীশ্বর বলিয়া অবগত হওয়ায় প্রীতিবশতঃ আলিঙ্গনাদি স্নেহ প্রকাশ করেন নাই। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের তাদৃশভাব অবগত হইয়া মায়া বিস্তার করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে মাতঃ, হে পিতঃ, আমাদের নিমিত্ত আপনারা নিত্য উৎকণ্ঠিত থাকিলেও আমাদের বাল্য, পৌগণ্ড বা কৈশোর-জনিত কোন সুখই ভোগ করিতে পারেন নাই। মায়ামনুষ্য শ্রীহরির তাদৃশ বাক্যে বসুদেব-দেবকী মোহিত হইয়া পুত্রদ্বয়কে

ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অশ্রুধারায় অভিসিক্ত করিতে করিতে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কিছু বলিতে সমর্থ হন নাই।

মায়াবিস্তার অর্থে প্রেমের আবরক জগদীশ্বরত্ব জ্ঞান যাহাতে না হয়, জগদীশ্বরত্ব আচ্ছাদনের জন্য নিজমায়া আবরণ শক্তিকে জগদীশ্বরত্ব আচ্ছাদনের জন্য বিস্তার করিলেন ও তাঁহাদের সম্বন্ধে বাৎসল্যপ্রীতি ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তাহা হইলে ভক্তিতে পরমৈশ্বর্য্যের যে কোন স্থলে উদ্দীপনত্ব দেখা যায়, তাহা সম্ভ্রম-গৌরবাদি ভক্তির অবয়বের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। অবয়বী প্রীতাংশে মাধুর্য্যেরই উদ্দীপনত্ব। আবার পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য উভয়ের সম্মিলন পরমেশ্বরে প্রেমজনক—এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

অবয়ব—অঙ্গ, আর অবয়বী অঙ্গী। অবয়বী মানুষ হইতে অবয়ব করচরণাদি নিকৃষ্ট, কোন অবয়বের অভাবে অবয়বীর অভাব ঘটে না, কিন্তু অবয়বীর অভাবে কোন অবয়ব থাকিতে পারে না। এইজন্য অবয়বী মুখ্য, আর অবয়ব গৌণ। কোন ব্যক্তি যেমন অবয়ব-অবয়বী ভেদে দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে, ভক্তিও তেমনি দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। সম্ভ্রম গৌরবাদি তাহার অবয়ব স্থানীয়, প্রীতি অবয়বী স্থানীয়া। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাঁহার প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করার প্রবৃত্তি হয়। আর মাধুর্য্য দর্শনে প্রীতির উদ্রেক হয়। প্রীতিই মূল ভক্তি, সম্ভ্রম গৌরবাদি তাহার অঙ্গ। যাহা অঙ্গীর সহায়, তাহা অঙ্গের সহায় হইতে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ অঙ্গীর সহায়ের উপযোগিতা অধিক এবং অপরিহার্য্য। এই হেতু শ্রীভগবানের মাধুর্য্যজ্ঞান ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ। মাধুর্য্যজ্ঞান হইতে পরমেশ্বর বোধ জন্মে না—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে পরমেশ্বর বুদ্ধি হয়; তাহা হইতে সেবাভাব জন্মে। সেবাই ভক্তির স্বরূপ। "তস্মাৎ সেবৈবুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সী।" সেই সেবা যদি আনুকূল্যাত্মিকা হয়, তবেই তাহার ভক্তিসংজ্ঞা হইতে পারে।

মাধুর্য্যের প্রীতিজনকত্ব স্থির হওয়ায় তাহার অনুভব শ্রীগোকুলবাসিগণের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চিত হইতেছে। তাহাদের ঐশ্বর্য্যানুভব আগন্তুক, শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণের পর গোপগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং ব্রজরাজের নিকট সমবেত হইয়া বলিলেন—হে নন্দঃ, তোমার এই পুত্রে আমাদের সমস্ত ব্রজবাসীরই দুস্ত্যজ অনুরাগ, আর ইঁহারও আমাদের প্রতি স্বাভাবিক

অনুরাগ কেন? শ্রীব্রজরাজ তাহার সমাধানের জন্য শ্রীগর্গ মুনির বাক্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—হে গোপগণ, আমার বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলে বালক-সম্বন্ধে তোমাদের ভয় দূরীভূত হইবে। কুমারের উদ্দেশ্যে শ্রীগর্গাচার্য্য আমাকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"এই বালক প্রতি-যুগে শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত তিন প্রকার বর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁনি পূর্ব্বে কখনও বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া অভিজ্ঞগণ ইঁহাকে 'বাসুদেব' বলিয়া থাকেন। তোমার পুত্রের গুণ কর্ম্মানুরূপ বহু কাম ও গুণ আছে, তাহা আমি জানি, অন্য ব্যক্তিরা জানে না। ইঁনি গোকুলবাসিগণের আনন্দজনক হইয়া সকলের মঙ্গলবিধান করিবেন। তোমরা ইঁহাদ্বারা সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। যাঁহারা ইঁহাকে প্রীতি করেন, তাঁহাদিগকে কখনও শত্রুগণ অভিভূত করিতে পারে না। তোমার এই পুত্র গুণ, সম্পত্তি, কীর্ত্তি ও কার্য্যদ্বারা নারায়ণের সমান।"

শ্রীব্রজরাজের মনের ভাব—শ্রীকৃষ্ণ আমারই পুত্র, তবে গর্গাচার্য্য তাহাকে গুণে নারায়ণের সমান বলিয়াছেন। ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং সে নারায়ণাংশ হইতেও পারে। মুনিবাক্যে তাঁহার ঐরূপ বিতর্ক হইয়াছে, নচেৎ তিনি তাঁহাকে সততই পুত্ররূপে অনুভব করিতেন। ঐশ্বর্য্য দেখিলেই তৎপ্রতি অবধান ছিলনা। মাধুর্য্যামৃতেই সতত নিমগ্ন থাকিতেন, কদাচিৎ অবধানের বিষয় হইলেও তাহা শ্রীনারায়ণের কৃপা-সঞ্জাত বা ব্রাহ্মণসজ্জনের আশীর্ব্বাদ সম্ভূত মনে করিতেন। ব্রজরাজ স্বভাবতঃ মাধুর্য্যানুভব করিতেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কুমার ও বালক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীব্রজবাসীদের মাধুর্য্যানুভব স্বভাবসিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের কথা বলা যায় না। তবে এ বিষয়ে তাঁহাদের অজ্ঞান ছিল একথাও বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ পরমৈশ্বর্য্যের নিধি হইলেও ব্রজবাসীগণকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা অন্যে না জানাইলে জানিতে পারেন না—তাঁহাদের এরূপ অজ্ঞান নহে। কারণ মাধুর্য্যজ্ঞানদ্বারাই তাঁহাদের পরম ভগবত্তাজ্ঞান বর্ত্তমান আছে।

সচরাচর দেখা যায় যাহার কোন বিষয়ে অজ্ঞান থাকে তাহাকে অপরে সে বিষয়ে জানাইলে তাহা জানিতে পারে। অন্যে না জানাইলে কিছু

না জানা অজ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর. ইহা ব্রজবাসিগণ জানিতেন না, গর্গাচার্য্য জানাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। ইহাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে যে ইহা, ব্রজবাসিগণের অজ্ঞান। কিন্তু তাহা নহে, মাধুর্য্যজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের মধ্যে মাধুর্য্যজ্ঞানই মুখ্য। ব্রজবাসিগণে তাহা থাকায় তাঁহাদের ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বোত্তম।

একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি বলিয়াছেন—"দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ঈশাদপেতস্য" অর্থাৎ ঈশ্বর বৈমুখ্যদোষে ঈশ্বর-বিষয়ক অজ্ঞান হেতু জীবের সংসার প্রাপ্তি। এই বচনে জানা যায়, যাহার ঈশ্বর বিষয়ক অজ্ঞান থাকে তাহার অন্যত্র আবেশ ঘটে। ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যত্র আবেশ না থাকায় তাঁহাদের ভগবদ্বিষয়ক অজ্ঞান থাকা অসম্ভব। জ্ঞানের চরমাবস্থা পরতত্ত্বে আবেশ। ব্রজবাসিগণের মত পরম আবেশ আর কাহাও ছিল না। এজন্যই উহা সর্ব্বোত্তম।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীনামের কৃপা।

(একাঙ্ক নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৬ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

হরিদাস ঠাকুরের ভজন-কুটীরের বহির্ভাগ

(হরিদাসের প্রবেশ)

হরিদাস—ওগো দয়াল, দীনবৎসল শ্যামসুন্দর, একবার দেখা দাও। আমার হৃদয়-বেদনা তোমার তো অজানা নাই প্রভু! মুসলমান গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়ে বেনাপোল গ্রামের এই নির্জ্জন কাননে তোমার ভজনে রত আছি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এখানেও রামচন্দ্র খান এক বেশ্যাকে পাঠিয়ে আমার সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর হয়েছে। হা প্রভু, আমার ভাগ্যে একি অঘটন! তোমার করুণা ছাড়া এই বিপদ থেকে আমি কেমন করে নিস্তার পাব, দেব! পর পর দুই-দিন তা'কে প্রত্যাখ্যান করেছি। সংখ্যানাম পূর্ণ না হওয়ায় 'নাম' সমাপ্ত হ'লে তা'কে অঙ্গীকার কর্‌ব বলায় সে আশ্বস্ত হয়ে আছে।

কিন্তু আজ যে সর্ব্বশেষ দিন প্রভু! আজও সে এলে আমি কি কর্‌ব? ওগো নাথ, তুমি কৃপা করে তার মন ফিরিয়ে দাও। সে যে দুই-দিন সারারাত্রি ধরে আমার কাছে নাম শ্রবণ করেছে তৎফলে তার চিত্তের শুদ্ধিতা এনে দাও, দেব!

[সহসা দৈববাণী স্ফুরিত হইল]

দৈববাণী – হরিদাস, তুমি নামাচার্য্য। তোমার ভক্তি-প্রভাবে জগল্লোক তোমার সম্মান করায় পরশ্রীকাতর রামচন্দ্র খান তা' সহ্য কর্‌তে না পেরে তোমার প্রতিষ্ঠা নষ্ট করার জন্য তোমার কুটীরে যুবতী বারাঙ্গনা পাঠিয়েছে। কিন্তু ভক্তের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হবার নহে। ঐ বারাঙ্গনা তোমার মুখে শুদ্ধ হরিনাম শ্রবণের ফলে তার চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় তোমার প্রভাবে অদ্যই সে কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হয়ে তোমার কাছে হরিনাম গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাবে। এইভাবে তোমার নিকট হরিনাম গ্রহণের ফলে ঐ বারাঙ্গনা ভক্তরূপে জগতে সমাদৃতা হবেন। মাভৈঃ, তোমার চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের ক্ষমতা কাহারো নেই! ভগবান্ শীঘ্রই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ কর্‌বেন!

হরিদাস— (কাঁদিতে কাঁদিতে) তা'হলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে? হা কৃষ্ণ! তুমি আমার ন্যায় পাপিষ্ঠকে দর্শন দেবে! ওগো তোমার অদর্শনে আমার যে আর ক্ষণকালও কাট্‌ছে না! আমার প্রাণ যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠছে গো! খুব শীঘ্রই দেখা দেবে তো? আমি তোমার দেখা পাব নাথ? বুঝেছি তুমি যে অপার করুণাসিন্ধু, অধম-তারণ; তাই এ দীন-কাঙাল তোমার কাছে উপেক্ষিত নয়! তোমার দেখা পাবার ভরসায় আজ আমি বড় উল্লসিত! তোমার কৃপায় রামচন্দ্র খানের এই ফাঁদ থেকে রক্ষা পা'ব জেনে আজ আমার চিত্ত বড় প্রসন্ন! তুমি ছাড়া আমার রক্ষাকর্ত্তা আর কে আছে? আমার কেবল তুমিই;… … তুমিই একমাত্র শরণ! তোমার ঐ অভয়বাণী আমার মনে প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে,—আমায় নির্ভয় করেছে। ওগো কৃপাময়, একবার কৃপা করে এ দীনের কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর।

(প্রণাম করিলেন)

[ইত্যবসরে ৩য়া বারাঙ্গনার প্রবেশ]

৩য়া বারাঙ্গনা-- (দণ্ডবৎপূর্ব্বক) ঠাকুর, আপনি কা'কে প্রণাম কর্‌ছেন?

হরিদাস— যাঁর নাম নিয়ে আছি তাঁকেই প্রণমা কর্‌ছি, দেবী !

৩য়া বারাঙ্গনা— ঠাকুর, আজ আমার অভিলাষ পূর্ণ হবে তো ? আপনি গত দুইরাত্রি আমায় ঘুরিয়েছেন এবং বলেছেন আজ আপনার ব্রত-ভঙ্গ হলে কথা রাখ্‌বেন।

হরিদাস— নিশ্চয়ই ! এই হরিদাসের কথা কখনও নড় চড় হয় না। এখনও কোটী নাম-যজ্ঞের কিছু সংখ্যা বাকী আছে। আজ রাত্রি শেষে তা' অবশ্যই পূর্ণ হবে ; তখন তোমার কথা চিন্তা কর্‌ব দেবী !

৩য়া বারাঙ্গনা— আর চিন্তা নয় ঠাকুর ! আজ রাত্রি শেষেই আপনার কথা রাখ্‌তে হবে।

হরিদাস - বেশ তো, এখন সমারাত্রি নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ কর। রাত্রি-শেষে আমার নাম-যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লেই তোমার প্রার্থনা মত ব্যবস্থা কর্‌ব। গত দুই রাত্রি নাম-কীর্ত্তন ভাল লেগেছে তো ?

৩য়া বারাঙ্গনা—প্রথমে নাম শুন্‌তে ভাল না লাগ্‌লেও আপনার মুখে তা' শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমে ঐ নামে আমার মন বড় আকৃষ্ট হচ্ছে। ঐ নাম আমি এর পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। নাম যে এত মিষ্টি তাও জান্‌তাম না। এখন আমার জিহ্বাও যেন সব সময় নাম কর্‌তে চাইছে। কিন্তু ভাব্‌ছি আপনার কাছে ঐ নাম শ্রবণে আমার এরূপ ক্রমশঃ আগ্রহ বাড়্‌লে আমার এ ব্যবসা কি করে চল্‌বে ?

হরিদাস—কি বল্‌লে ? তোমার ঐ পাপ-ব্যবসা কি করে চল্‌বে তার জন্য তোমার এত চিন্তা ?

৩য়া বারাঙ্গনা—ঠাকুর আমার এ ব্যবসাকে আপনি পাপ-ব্যবসা বল্‌ছেন ?

হরিদাস—তোমার ঐ ব্যবসার সবটাই পাপ। তুমি কি জান না যে সতীত্ব বিসর্জ্জন দেওয়া মহাপাপ ? অসতী কি কখনও সমাজে উচ্চস্থান বা মর্য্যাদা পায় ? স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষণই তার বিশেষ ধর্ম্ম। সতীত্ব-বলেই সাবিত্রীদেবী মৃত্যুর পশ্চাৎ থেকে তাঁর মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। পতিব্রতা অত্রিপত্নী মাণ্ডব্য মুনিকে বলেছিলেন,— সূর্য্য উঠ্‌লেই যদি আমার স্বামীর মৃত্যু ঘটে, তা'হলে সূর্য্য আর উঠ্‌বেন না। সেই সতীর কথা লঙ্ঘন করে সূর্য্য উঠ্‌তে পারেন নি। আর সতীকুল-শিরোমণি সীতাদেবীর কথা কে না জানে ? সীতাদেবীর পাতিব্রত্য-

লীলার কি তুলনা আছে? অগ্নিদেব স্বয়ং বিশুদ্ধ চরিত্রা সীতাকে তুলে নিয়ে অগ্নিকুণ্ড হ'তে উঠে এসে শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিলেন,—

"বিশুদ্ধভাবাং নিষ্পাপং প্রতিগৃহ্লীষ্ব রাঘব।
ন কিঞ্চিদভিধাতব্যা অহমাজ্ঞাপয়ামি তে॥"

নিষ্কলঙ্কা ও পবিত্রা সীতাদেবী শাস্ত্রে পুণ্যশ্লোকা বলেও কীর্ত্তিতা হয়েছেন; যথা—

"পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥"

শাস্ত্রে আরও কত অসংখ্য সতীর উদাহরণ আছে। তুমি এমন সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা না করে নেহাৎ অর্থ রোজগারের জন্য বা যৌন-তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় সতীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে ইহকাল ও পরকাল নষ্ট কর্‌ছ। ভেবে দেখ্‌ছো না তোমার কি গতি হবে? যে-স্ত্রীলোক বেশ্যা-বৃত্তিদ্বারা বহু পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করে তার পতিব্রতা-ধর্ম্ম থাকে কি করে? বেশ্যাবৃত্তি অতি জঘন্যবৃত্তি—উহাতে কখনও মঙ্গল হয় না; বরং মহাপাপে পতিত হয়ে জন্ম জন্মান্তর ধরে দুর্দ্দশা ভোগ কর্‌তে হয়।

৩য় বারাঙ্গনা—আপনার মুখে সতীত্বের মহিমা শুনে আমি অসতী-পথে যাওয়ার জন্য বড় লজ্জিত ও অনুতপ্ত। যদিও বুঝ্‌ছি এ' বৃত্তি জঘন্য ও পাপপূর্ণ, তবু অর্থ রোজগারের লালসা যেন এখনও মন থেকে যাচ্ছে না!

হরিদাস—ভেবে দেখ দেবী, তুমি যে রূপের বড়াই করে দেহ-বিক্রী-রূপ বেশ্যাবৃত্তিদ্বারা অর্থ রোজগার কর্‌ছ, তোমার সেই 'রূপ' কি চিরস্থায়ী? কালে তোমার দেহ রোগজীর্ণ বা বার্দ্ধক্য উপনীত হ'লে ঐ কমনীয় রূপ তখন মলিনতা প্রাপ্ত হবে। মৃত্যুর পর তোমার ঐ দেহটা ভস্মিভূত হয়ে যাবে অথবা শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্যরূপে পরিণত হবে। যে অর্থের লালসায় নিজের সতীত্ব বিসর্জ্জন দিচ্ছ সেই অর্থ তোমায় চির-যৌবন দান কর্‌তে পার্‌বে না বা সেই অর্থ তোমার মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাতে পার্‌বে না বা সেই অর্থ মৃত্যুর পর তোমার সঙ্গে যাবে না। সুতরাং যে দেহ-অর্থ তোমায় সুখ দিতে পারে না ও পার্‌বে না বা তোমার নিত্য কালের সঙ্গী নয় তার অনুগত হয়ে লাভ কি? বরং তুমি যে বেশ্যাবৃত্তি করে অধর্ম্ম বা পাপ সঞ্চয় কর্‌ছ তার প্রতিফল তোমাকে ভোগ কর্‌তে হবে; ঐ পাপের সাজা এড়াতে পার্‌বে না।

৩য় বারাঙ্গনা—সতীত্বের মহিমা না জেনে আমি যে পাপ করেছি, সে পাপেরও সাজা আমায় পেতে হবে ?

হরিদাস—নিশ্চয়ই। পাপ জ্ঞানেই কৃত হোক্ বা অজ্ঞানেই কৃত হোক্ তাহা পাপই। নৃগরাজা ভুলবশতঃ ব্রহ্মস্ব হরণের পাপে কৃকলাস-জন্ম পেয়েছিলেন। সুতরাং তুমি যে পাপী—এতে সন্দেহ নেই।

৩য় বারাঙ্গনা—(ঠাকুরের পদতলে পতিত হইয়া) আমার এ পাপ থেকে আমি কি নিষ্কৃতি পাব না ? আমার কি উদ্ধারের উপায় নেই ঠাকুর ?

(চক্ষে জল আসিল)

হরিদাস—তোমার উদ্ধারের উপায় ঠিকই আছে। মানুষ যতই পতিত হোক, যতই অপরাধ করুক, তার উদ্ধারের পথ কখনও চিররুদ্ধ হয় না। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি যারা 'নাম' কর্‌তে পারে না তারাও 'নাম' শুন্‌তে শুন্‌তে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যেতর প্রাণীর যদি নাম শ্রবণে গতি হয়ে থাকে, তা'হলে তোমারই বা গতি হবে না কেন ? যে-কোন পতিত নর-নারী অন্য কোন সাধন-ভজন না করেও একমাত্র 'নাম' অবলম্বন করেই কৃতার্থ হয়ে যায়। তোমার যে অর্থ-চিন্তা ও পাপ-চিন্তা ঘিরে ধরেছে তা' সমস্তই একমাত্র নাম শুন্‌তে শুন্‌তে ও নাম অবলম্বন কর্‌লে যাবতীয় পাপ ও পাপ-বাসনা কোথা দিয়ে চলে যাবে তা' জান্‌তে পার্‌বে না। সূর্য্য উদয় হতে না হতেই যেমন অন্ধকার দূরিভুত হয় তেমনি এই নামোদয় আরম্ভেই পাপ আদি ক্ষয় হয়ে যায়—নামের প্রতি শরণাপন্ন হলেই কোন অপরাধ আর থাকে না। পাপী-তাপীর পাপ দূর করার জন্যই তো স্বয়ং ভগবান্ নাম-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর গৌণ-নাম মোক্ষ প্রভৃতি দান করেন, আর মুখ্যনাম ভগবৎপ্রেম প্রদান করেন। তুমি গত দুইরাত্রি ব্যাপি আমার কাছে যে নাম শুন্‌ছ উহাই মুখ্য নাম। পিত্তোপতপ্ত রসনায় যেমন মিশ্রি ভাল না লাগলেও তা' সেবন কর্‌তে কর্‌তে পিত্ত নাশ হইলেই মিশ্রিতে রুচি হয়, তেমনি তোমার দুই রাত্রি ব্যাপি ধৈর্য্যপূর্ব্বক এই নাম-রূপ-মিশ্রি সেবনের ফলে অবিদ্যা-নাশ হতে থাকায় ক্রমে ক্রমে নামে রুচির উদয় হচ্ছে। যতই নামে রুচির উদয় হয় ততই পূর্ব্বপাপ চলে যেতে থাকে। চিন্তা নাই দেবী ! তুমি উৎসাহ, ধৈর্য্য ও বিশ্বাস-পূর্ব্বক আজ সারারাত্রি ব্যাপি নাম শ্রবণ কর। নামের কৃপায় তোমার

অবশ্যই ক্রমে ক্রমে আসক্তি, ভাব ও মহাভাবের উদ্বর্ত্তন হবে। তখন দেখ্‌বে বাহিরে যতই বিষ-জ্বালা থাকুক্, অন্তরে অমৃতের প্লাবন;··· সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি! সুতরাং পাপ-মূলনাশক শ্রেষ্ঠ বস্তু এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনই তোমার উদ্ধারের একমাত্র উপায়!

৩য় বারাঙ্গনা—(সজল চক্ষে) আমার ন্যায় দুশ্চরিত্রা অধমাকেও ঐ নাম কৃপা কর্‌বেন? আমি বেশ্যাবৃত্তি, অর্থলোলুপতা প্রভৃতি মহা মহা পাপ করেছি। হায়, আমার জীবনে ধিক্! ঠাকুর, আপনার দুটি পায়ে পড়ি আপনি অনুগ্রহ করে আমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করুন!

(হরিদাস ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

হরিদাস—ওঠো দেবি! কৃপালু নাম তোমায় ক্ষমা কর্‌বেন। নামী ভগবান হতেও নামের করুণাধিক্য থাকায় নামের তুল্য অন্য কিছু নাই। এই নামই তোমার স্বগুণ উদয় করিয়ে তোমায় কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করাবেন। জমিদারের আদেশে তুমি যে দিন এই নগন্য কাঙালের কলঙ্ক রটাবার জন্য এখানে এসেছো সেই দিনই আমি এখান থেকে চলে যেতাম। কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তোমার উদ্ধারের জন্যই এখানে থেকে গেছি।

৩য় বারাঙ্গনা—ঠাকুর, আপনি সামান্য কাঙাল মাত্র নহেন; আপনি শ্রীনামের মূর্ত্ত বিগ্রহ। অহো আপনি কত দয়াল, এ অভাগিনী বেশ্যাটার মনের কু-অভিসন্ধি জেনেও এর মঙ্গলসাধনে এত তৎপর!

হরিদাস—ভিতরে নাম-মণ্ডপে চল দেবী; সেখানে তুলসী-তলে উপবেশন করে নাম শ্রবণ কর্‌বে।

৩য় বারাঙ্গনা—চলুন ঠাকুর!

["হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
—এই নাম-মহামন্ত্র মালায় জপ করিতে করিতে হরিদাস
ঠাকুর অগ্রে চলিলেন এবং তৎপশ্চাতে বারাঙ্গনা
হাত-তালি দিতে দিতে নাম শ্রবণ করিতে
করিতে গমন করিলেন।]

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

পঞ্চম বার্ষিক বিরহ-তিথি-বাসরে

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

[১]

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপিবার তরে ।
কে এলে গোলোক হ'তে এভুলোক' পরে ?
দিব্য হিরণ্ময় মূর্ত্তি সুচারু বদন ।
চির স্মিত-হাস্যপ্লুত প্রীতি-নিদর্শন ॥

কোকিল অখিলপ্রিয় যথা তার গানে ।
আশ্রিতবৎসল তুমি তথা সবে জানে ॥
সেই মোর গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।
গৌরাভিষ্ট সাধি আজি করিলা প্রয়াণ ॥

নানা অপসম্প্রদায়ে ব্যাপিত ভুবন ।
মায়াবাদ-দোষধ্বস্ত ধর্ম্ম বিলোপন ॥
সেহেতু লেখনী-বাণ স্বহস্তে ধরিলা ।
খণ্ড-খণ্ড করি' 'বাদ' স্ব-ধামে চলিলা ॥

"মায়াবাদের জীবনী"—গ্রন্থ নিরূপিলা ।
অক্ষয়োজ্জ্বলা কীর্ত্তি ধরায় রাখি গেলা ॥
পাষণ্ড-ধর্ম্মধ্বজী প্রমত্ত হস্তীদলে ।
"গজৈক-সিংহ"রূপে পিষিলা পদতলে ॥

গৌরাঙ্গের প্রেমবন্যা ভাসিয়ে জগতে ।
কোথায় রহিলে আজি নিগূঢ় গোপতে ॥

গুরুভক্তি-পরাকাষ্ঠা কৈলা প্রদর্শন।
এ বাসরে স্মৃতিপটে জাগে অনুক্ষণ ॥
মাগি আমি নতশিরে তোমার চরণে।
(যেন) চিরদিন রত থাকি ও-পদ্মবরণে ॥
গোলোক-প্রসূন তুমি নিত্য নিরমল।
বরিষ সেবক-মাথে আশীঃ-পরিমল ॥
বেহাগকরুণ সুরে সুরে রচি' অশ্রুগাথা।
অর্পিনু পাদপদ্মে লওগো হে দেবতা!

শ্রীপাদপদ্মরেণু-প্রার্থী—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ঊর্দ্ধমন্থী

[২]

যাঁহার কৃপায় মূকব্যক্তি বাগ্মীতা লাভ করেন, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘনে সামর্থ্য লাভ করেন, সেই পরম করুণাময় শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্যকেশরী মদভীষ্টদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** প্রভুবরের রাতুল চরণ-কমলে সার্ব্বাগ্রে এ অধম শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। অদ্য তাঁহার বিরহ-তিথি-পূজায় তাঁহার অপার মহিমার কণা-মাত্র স্পর্শ করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন,—

আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।৭-৯)
ঐছে গুরুদেবের লীলা অনন্ত অপার।
এ' অধমের কৈছে শক্তি তাহা বর্ণিবার ॥

তথাপি শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় অত্যন্ত অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্র বর্ণন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গুরুবৈষ্ণবের বিরহকেই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ বলা হইয়াছে—

দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৪৭)

যদ্যপি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণ নিত্য, তথাপি জগৎ-কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহারা প্রকট কখনও বা অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। ভগবৎ-পরিকরের প্রকটে আনন্দ এবং অপ্রকটে বদ্ধ জীবের পক্ষে সাক্ষাৎ দর্শন ও উপদেশ লাভে বঞ্চিত হওয়ার জন্য দুঃখ। তাই আজি এই বিরহ-বাসর আমাদের পক্ষে গুরুতর দুঃখের তিথি। তবে—

এ'সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব-তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৫২)

তথাপি অদ্য আমরা তাঁহার সেবা ও মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ লাভ করিতেছি বলিয়া এই তিথি মঙ্গলজনক ও আনন্দময়।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারিজীউ ও ঔদার্য্য-লীলা-বিস্তারকারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যধামে নিত্যপরিকর। তাঁহাদের মনোঽভীষ্ট পূরণের জন্য বিশ্বহিত-নিমিত্ত শ্রীভগবদিচ্ছায় তিনি ইহ জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তিনি পরম করুণাময় রসিকাচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুবরের ন্যায় বিরাট ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াও জীবের নিত্য কল্যাণের নিমিত্ত জাগতিক ধনৈশ্বর্য্য তুচ্ছিকৃত করিয়া যৌবনকালেই শ্রীমতী রাধারাণীর নিজজন শ্রীরূপানুগাচার্য্যপ্রবর বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা চিদ্বিলাস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীচরণসরোজে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ শ্রীগৌরধাম মায়াপুরের মহিমা বিস্তার, রক্ষণাবেক্ষণ তথা গৌরনাম ও গৌরকাম প্রচারাদি সেবা-কার্য্যদ্বারা জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বতোভাবে মনোঽভীষ্ট পূরণ করেন।

সর্ব্বশক্তিমান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেব্য-ভগবান এবং শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম সেবক-ভগবান্। শ্রীগুরুরূপে ভগবান্ জগতে অবতরণপূর্ব্বক স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে গুরুনিষ্ঠা, বৈষ্ণবপ্রীতি ও ভগবানে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন—যদ্দ্বারা জগজ্জীব পরাশান্তি লাভ করিতে পারেন। মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুরুনিষ্ঠা অতুলনীয় যাঁহা শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত আছে ও থাকিবে।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ যখন আউল-বাউল, ভাগবত-ব্যবসায়ী অপ-সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তের বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন সেই সময় একবার যখন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পার্ষদ ও ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীকোলদ্বীপান্তর্গত বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে 'প্রৌঢ়া মায়া'-সন্নিকটে উপস্থিত হন তখন জাতগোঁসাইয়ের দল স্বপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল, ইষ্টক ও গরম জলাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মই নির্ভিকভাবে শ্রীল প্রভুপাদকে নিজের শ্বেতবস্ত্র জড়াইয়া তাঁহাকে শ্রীমায়াপুরে সুরক্ষিত-ভাবে পোঁছাইবার ব্যবস্থা করেন ও নিজে শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাসবস্ত্র গ্রহণ করতঃ আচার্য্য শ্রীরামানুজের প্রিয় শিষ্য কুরেশের জ্বলন্ত আদর্শ স্থাপন করেন। সেই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বিগত হওয়ার পর শ্রীল প্রভুপাদের গণ সকলেই একবাক্যে অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে প্রীতিসহকারে বলিতে লাগিলেন,—আমাদের বিনোদ দা শ্রীল প্রভুপাদকে ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা করতঃ চিরঋণ-পাশে আবদ্ধ করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বিবিধপ্রকার সেবায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'কৃতিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি তদীয় মনোঽভীষ্ট পূরণার্থে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপনপূর্ব্বক ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করতঃ বিপুলভাবে শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিয়া অগণিত বদ্ধজীবকে সংসার-কারাগার হইতে উদ্ধার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তিরূপ মন্দাকিনী-ধারায় স্নান করাইয়া নিত্য আনন্দ প্রদান করেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম পাষণ্ডদলনে অদ্বিতীয় ছিলেন। বৌদ্ধ-মায়াবাদরূপ হস্তীর নিকট তিনি দুর্দ্দান্ত সিংহরূপ আর যে কোন প্রকার তার্কিকের নিকট তিনি ছিলেন বিচারে অপরাজেয়। তিনি জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বিচারসমূহকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেন নাই। শুদ্ধা ভক্তি প্রচারে ও অভক্তিপর বিচার দমনে শ্রীগৌড়ীয়-কৃতিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট পূরণকল্পে তিনি বাংলা ও হিন্দী ভাষায় যথাক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ও শ্রীভাগবত পত্রিকা নামক মাসিক পত্রিকাদ্বয় এবং বহু ভক্তিশাস্ত্র গ্রন্থও প্রকাশ করেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ নামক গ্রন্থে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ-বাদীর যাবতীয় কুযুক্তিসমূহ খণ্ডন করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত এবং শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ ঐ অন্তর্ভুক্তির বিষয় স্বীকার করিয়া কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করেন নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর লুপ্তপ্রায় শ্রীনবদ্বীপ-বৃন্দাবন-পুরী-কেদার-বদ্রী-সেতুবন্ধরামেশ্বর-দ্বারকাদি ধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রকাশ তথা বিভিন্ন স্থানে বহু মঠ-মন্দিরাদি স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অতিমর্ত্ত্য লোকাতীত মহিমায় মহিমান্বিত। তিনি যখন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-মাধুরী তথা নাম, গুণ, মহিমা, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত-লীলার কথা কীর্ত্তন করিতেন তখন শাস্ত্রবর্ণিত রোমাঞ্চ, কম্পাশ্রু ও পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারসমূহ দেখা যাইত।

আজ-কাল দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সারস্বত-সমাজে কাহারও কাহারও ভজন-কীর্ত্তনের মধ্যে নানাপ্রকার রং-তামাসাদি অপসিদ্ধান্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে। কীর্ত্তনাদি সম্বন্ধে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম যেরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করতঃ তৎসম্পর্কে তদীয় সম্পাদিত 'শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ'-এর ১ম খণ্ডের মুখবন্ধে যাহা উপদেশ ও বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতেছি—

"গান-বাজনাকে শাস্ত্রে তৌর্য্যত্রিক বলিয়াছেন—তাহা বিলাস-ব্যসনের অন্তর্গত। কিন্তু মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনে ভগবদ্ প্রাপ্তি হয়—তাহা বিলাসিতা নহে।" কিন্তু বর্ত্তমানে কাহারাও কাহারাও তৎপরিবর্ত্তে বিভিন্ন বিলাসযন্ত্রের সুর-ই ভজন হইয়াছে। কেহ কেহ নিজ-মহিমা বিস্তার-কল্পে প্রতিষ্ঠা-পিপাসু হইয়া স্বয়ং 'প্রভুপাদ' নাম লইয়া ও প্রভুপাদ সাজিয়া গুর্ব্বজ্ঞাই প্রদর্শন করিতেছেন। কেহবা নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রয়াস ও নব-সিদ্ধান্ত প্রকাশে তৎপর হইয়াছেন ও হইতেছেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম যখনই শ্রীল প্রভুপাদের গুণ-মহিমা-কীর্ত্তন করিতে যাইতেন তখনই 'প্রভুপাদ' নাম উচ্চারণ করিতে গিয়া কেবলমাত্র 'প্র'-বলিতে বলিতেই তিনি অশ্রুজলে আপ্লুত এবং কণ্ঠে গদগদ স্বর, রোমাঞ্চ ও পুলক প্রভৃতি অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার হইত।

পরম কারুণিক শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ন্যায় বৈদান্তিক পণ্ডিত তদানিন্তন সময়ে কেহ ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেননা পরপক্ষ অর্থাৎ রসাভাস, রসদুষ্ট, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি শুদ্ধা ভক্তি-বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তের নিকট তিনি ছিলেন বজ্রতুল্য।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রটের পর সপ্নকালে তাঁহার সপ্নাদেশ পাইয়াছেন—

"বিনোদ, তুমি এখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে না? আমার প্রবর্ত্তিত শুদ্ধা ভক্তিধারা পুনঃ রুদ্ধা হইবার উপক্রম হইতেছে। তুমি অতিশীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচার ও রক্ষা কর।"—এই সপ্নাদেশের পরেই তিনি কাটোয়ায় গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বিপুলভাবে অসীম সাহসীকতার সঙ্গে কুসিদ্ধান্তরূপ মেঘসমূহকে উড়াইয়া দিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ-মতালম্বীগণকে পরাস্তপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের ধারা সংরক্ষণ করিয়া বিশ্বে শুদ্ধ-ভক্তিপিপাসুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। তদীয় অন্তরঙ্গ সতীর্থ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ গুরুপাদপদ্মকে '**পাষণ্ড-গঞ্জৈকসিংহ**' উপাধিতে ভূষিত করেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম একদিকে যেরূপ 'পাষণ্ড-গঞ্জৈক সিংহ' ছিলেন অপর দিকে তিনি 'তৃণাদপি সুনীচ তরোরপি সহিষ্ণুনা'—এবং অমানী মানদ-ধর্ম্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহার আচার-ব্যবহারে সর্ব্বত্রই ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। তিনি অভিন্ননিত্যানন্দবিগ্রহ পতিতপাবন ও পরম করুণাময়।

হে পতিততারণ কৃপাময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেব! আজিকার এই শুভ তিথিতে আপনার শ্রীচরণে নিপতিত হইয়া অত্যন্ত কাকুতিভরে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আপনার মহাবদান্য গুণে—এই অত্যন্ত অধম দাসকে ভববন্ধন হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক তব শ্রীচরণ-ধূলিসম করুন। ধূলিসম করুন! ধূলিসম করুন!!

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-হরির শ্রীচরণ-সেবাকাঙ্ক্ষী

দাসাধম—

"ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক"

[৩]

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান　　কেশব গোঁসাই

প্রণমি তোমার পায়।

(তুমি) সরস্বতী-প্রিয়,　　বিভোর সদাই

'প্রভুপাদ'-নামে হায় ॥

'কৃতিরত্ন'-বলি　　জগতে বিদিত

(তোমা) প্রভু কৈল কার্য্যাধ্যক্ষ।

কত শত জীবে　　করিয়া করুণা

করিলে ভজনে দক্ষ ॥

গুরুসেবা, তুমি　　দেখাইলে ভবে

স্তম্ভিত সকলে করি।

জীবনের মায়া　　নাহিক তোমার

সে কথা স্মরণ করি ॥

একবার যবে　　নবদ্বীপ মাঝে

প্রভুপাদে দ্রোহ কৈল।

প্রভুর জীবন　　বিপন্ন ভাবিয়া

মনে তোমার দুঃখ হৈল।

গুরুর বসন　　পরিয়া, পরালে

তোমার বসন তাঁরে।

হাসিতে হাসিতে　　লইয়া গুরুরে

বাহির হৈল দ্বারে ॥

কিছুই না হ'ল　　সকলে দেখিল

গুরুসেবকের জয়।

এ হেন তোমার　　মহিমা প্রচুর

জগজন সুবিস্ময় ॥

প্রভুপাদ যবে　　অন্তর্দ্ধান কৈল

শোকেতে অধির হৈলে।

এ ভবে না রবে　　পরাণ ত্যজিবে

মনেতে বিচার কৈলে ॥

সেদিন নিশায় প্রভু আসি কয়
দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ভকতি-বেদান্ত করহ প্রচার
(আমি) সদা আছি তোমা সনে॥
প্রভু-আজ্ঞা পেয়ে তুমি শান্ত হয়ে
তখন সুস্থির হৈলে।
গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপিয়া
ভকতি প্রচার কৈলে॥
বিশ্ব ভরি তুমি মঠ প্রকাশিলে
গাহিলে প্রভুর জয়।
প্রেমভক্তি আর সারস্বত-বাণী
সর্ব্বত্র প্রচার হয়।
ধাম-পরিক্রমা করিয়া জীবের
কতই মঙ্গল কৈলে।
সৎ শিক্ষা সার প্রদর্শনী করি
(জীবের) মোহনিদ্রা ঘুচাইলে॥
মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপি ভক্তিগ্রন্থ ছাপি
ভকতিসিদ্ধান্ত-বাণী।
প্রচারিলে ভবে অনায়াসে সবে
উদ্ধারিল তাহা শুনি॥
তোমার করুণা- বারিবিন্দু-স্পর্শে
(মোর) তপ্ত মরুসম হিয়া।
শীতল হইবে নামে রুচি হবে
পলাইবে জড়মায়া॥
নবদ্বীপ ধামে গুরু-গৌর-সনে
বিরাজিছ তুমি প্রভু।
কাঙ্গাল 'হরিদাস' করিতেছে আশ
ছেড়ো না আমারে কভু॥

—শ্রীহরিদাস রায়

[৪]

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
কেশব গোস্বামীবর সরস্বতী-প্রাণ॥
শারদ রাস-যাত্রায় করিলে গমন।
তোমার বিরহে আজি কাঁদে ত্রিভুবন॥

তোমার বিরহ-ব্যথায় আচ্ছন্ন সবে।
তোমা হেন প্রভুবর মিলিবে বা কবে॥
শ্রীরাধার প্রিয়জন গৌর-নিজজন।
গৌরাঙ্গের প্রেম-বাণী কৈলা বিতরণ॥

জীব-লাগি কত মঠ-মন্দির স্থাপিলে।
মোহান্ধ জীবের কত শত উদ্ধারিলে॥
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে শিষ্যগণ লয়ে।
হরিনাম বিতরিলে গৌর-নামাশ্রয়ে॥

পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার করিলে শ্রীগৌর-নাম॥
জগৎ-উদ্ধার লাগি গৌর-প্রেষ্ঠবর।
অবতীর্ণ হয়েছিলে সর্ব্বশক্তিধর॥

তুমি অনন্ত জীবের করিতে পারাবার।
জীবের লাগি এ'ভবে হও অবতার॥
আমি তো অতি পাপী দুরাচার।
নিত্যদাস করি রাখ প্রার্থনা আমার॥

যদি আর কিছু দিন থাকিতে ধরায়।
মম সম কত পাপী লইত আশ্রয়॥
প্রভুবর! আসিবে কি তুমি ফিরে আর?
পতিত পাতকী জনের করিতে উদ্ধার?

যুগধর্ম্ম "হরিনাম" যে করে আশ্রয়।
ভবভয় ঘুচে তার ভক্তিলাভ হয়॥

কলিকালে জানালেন 'কৃষ্ণনাম' সার ।
তোমা বিনা এ জগতে গতি নাহি আর ॥
গুরুদেব কৃপা করে যে করায়েন শিক্ষা ।
তাহা মানয়ে যে-জন সেই পায় রক্ষা ॥
কাকুতি করিয়া যদি ডাকে একবার ।
কৃপা করি তুমি তারে ঘুচাও সংসার ॥
ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী বৈষ্ণবের রাজ ।
শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ ॥
গুরুদেব কবে তোমার করুণা হ'বে ।
সংসার-বাসনা মোর কবে দূরে যাবে ॥
একান্ত আশ্রয় কবে বা লভিব আমি ?
এ দুষ্ট হৃদয়ে শোধিয়া স্ফুরিবে তুমি ॥
বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু কভু নাহি হয় ।
আবির্ভাব-তিরোভাব শাস্ত্রে এই কয় ॥
বৈষ্ণবের আবির্ভাবে শুভ জগতের ।
ভক্ত-বিরহ দুঃখাপেক্ষা কি আছে আর ॥
বিরহেতে চিত্তে অহরহ আবির্ভাব ।
সেই হেতু কহে বিরহ-মহোৎসব ॥
শ্রীচরণের ধূলি দিয়া এ দীন জনে ।
অহৈতুকী কৃপা কর করুণ নয়নে ॥
হয় যদি অপরাধ তোমার চরণে ।
নিজগুণে ক্ষমা কর আপনার জনে ॥

দাসানুদাসাভিলাষী—
"হরেকৃষ্ণ"

আচার্য্যকেশরী পরমহংসকুলচূড়ামণি
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
৫ম বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব

আধুনিক বৈষ্ণব-জগতের আচার্য্যকুল-তিলক-মুকুটমণি বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম পরমপ্রিয়পার্ষদ শ্রীস্বরূপরূপানুগপ্রবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** প্রভুবরের পঞ্চম বার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-মহামহোৎসব বিগত ৩০ পদ্মনাভ, ২৫ আশ্বিন (ইং ১২।১০।৭৩) শুক্রবার দিবসে মহাসমারোহের সহিত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা অন্যান্য মঠসমূহে এই বিরহ-পূজা প্রতিপালিত হয়।

ভক্তজন-হৃদয়ে বিরহ-সেবা উদ্দীপ্ত করতঃ এই তিথি সমাগতা হইলে বিরহ-বেদনাতুর হৃদয়ে সেবকগণ নানা বর্ণের বিবিধ পত্র, পুষ্প ও বস্ত্রসম্ভারে এবং কদলীবৃক্ষ রোপণ প্রভৃতিদ্বারা শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের সমাধিমন্দির এবং তদীয় দ্বিতল ভবনের ভজন-কুটীর তথা মূল মন্দির শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারী জীউর শ্রীমন্দির ও অবিদ্যাহরণকারী শ্রীকীর্ত্তন-মন্দির সহ বহির্দ্বারস্থ তোরণগুলি নানাবিধ পত্র-পুষ্প কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লবযুক্ত ঘটাদি বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য-সম্ভারে ভক্তজন-চিত্তহারী মনোরম দৃশ্যের অবতারণা পূর্ব্বদিবস হইতেই প্রস্তুত করিতে থাকেন।

মহোৎসব-দিবসে ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্ত হইলে ঊষঃকীর্ত্তন আরম্ভ হয় ও শ্রীগুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, যে আনীল প্রেমধন, শ্রীরূপমঞ্জরীপদ প্রভৃতি আর্ত্তি কীর্ত্তনাদি গুরু-মহিমা-সূচক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর সমিতির সহ-সভাপতি ও সেবা-সচিব ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব ও বিরহ-সম্পর্কে পাঠমুখে আলোচনা করেন।

পূর্ব্বাহ্ন অতিক্রান্তপ্রায় হইলে আমন্ত্রিত অন্যান্য মঠ হইতে আগত শ্রীবৈষ্ণবগণ ও বিভিন্ন স্থানের সজ্জন মহোদয়গণ উপস্থিত হইলে পরমকারুণিক

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের জীবন-দর্শন ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক আর্ত্তি-সভা সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের সভাপতিত্বে আয়োজন হয়। এই বিরহ-বাসরে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত স্নেহ-ধন্য অনেক বৈষ্ণব-বৃন্দই তাঁহার অসীম মহিমারাশির কথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট অহৈতুকী কৃপাকণা প্রার্থনা করেন। তদনন্তর তাঁহার সমাধি-পীঠে উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনমণ্ডলী ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

মধ্যাহ্নকালে কীর্ত্তন-মুখে নিবেদিত বিবিধ অন্ন, ব্যঞ্জন, চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি সম্ভার ভোগারতি অন্তে আমন্ত্রিত সকলকেই বিশেষ আপ্যায়নের সহিত মহাপ্রসাদ সেবন ও পরিশেষে উপস্থিত সকলকেই উহা বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসে সন্ধ্যায় কীর্ত্তন-সহযোগে আরতি সমাপ্ত হইলে পুনঃ বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় সমিতির শ্রীল আচার্য্যপাদ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার প্রারম্ভণিতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অমৃতপীযূষধারা বাণীসংরক্ষণ-যন্ত্রের (Type Recorder) সাহায্যে কিছুসময় শ্রবণ করান হয়। পরে বিরহ-তিথি-উপলক্ষ্যে আর্ত্তি-ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-নির্ম্মাল্যস্বরূপ বিভিন্ন ভাষায় রচিত কবিতা-প্রবন্ধাদি আবৃত্তি করা হয়। তদনন্তর বিরহ সভার মুখবন্ধ-ভাষণে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ রসাল ভাষায় শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের অপ্রাকৃত জীবন-দর্শন বর্ণনমুখে সুযুক্তি-সমন্বিত দার্শনিক দিক্ বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে ব্যক্ত করেন। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ তাঁহার গুরুগম্ভীর কণ্ঠনিনাদে উক্ত মহাপুরুষের ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা, নির্ভিক ও বিশুদ্ধ স্পষ্ট বক্তা সম্পর্কে উপমা-সমন্বিত উল্লেখ করেন। তদুপরি আরও অনেক সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থী-গার্হস্থ্য প্রভৃতি বক্তাগণ তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ-রাশি ও অলৌকিক জীবনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজ তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে প্রাঞ্জল ভাষায় উক্ত মহাপুরুষের জগতে বহুল দান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং তাঁহার অভাবে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ যে এক অমূল্যনিধি হারাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করতঃ ভাবাবেগে বাষ্প-পুরিত নয়নে গদগদকণ্ঠে বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার নিকট অহৈতুকী কৃপাকণা প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ। লোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

শ্রীচৈতন্য-বাণী

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৫শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ৬ কেশব, ৪৮৭ গৌরাব্দ / শুক্রবার. ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৮০; ইং ১৬।১১।১৯৭৩ } ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

প্রেমোদ্বেল্লিতবল্গুভির্বলয়িতস্ত্বং বল্লবীভির্বিভো
রাগোল্লাসিতবল্লকীবিততিভিঃ কল্যাণবল্লীভুবি।
সোল্লুণ্ঠং মুরলীকলাভিরমলং মল্লারমুল্লাসয়-
ন্বাল্যেনোল্লসিতে দৃশৌ মম তড়িল্লীলাভিরুৎফুল্লয়॥

হে নাথ! তুমি শ্রীবৃন্দাবনে সহাস্য বদনে মুলরী গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা সুমধুর মল্লার রাগের মূর্ছনা করিতেছ, প্রেমোন্মত্তা গোপিকাগণ তোমার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া মধুর বীণাধ্বনি করিতেছেন, অতএব হে বিভো! তোমার ঐরূপ রূপ তড়িতের ন্যায় ক্ষণকালের নিমিত্ত দর্শন দিয়া এই অজ্ঞানান্ধের নয়নযুগল উল্লাসিত কর।

ফুল্লাম্বুম্

ব্রজপৃথুপল্লীপরিসরবল্লীবনভুবি তল্লীগণভৃতি মল্লী-
মনসিজভল্লীজিতশিবমল্লীকুমুদমতল্লীজুষি গত ঝিল্লী-
পরিষদি হল্লীসকসুখঝল্লীতর পরিফুল্লীকৃতচলচিল্লী-
জিতরতিমল্লীমদ ভর সল্লীলতিলক কল্যাতনুশততুল্যা-
হবরসকুল্যাচটুলিতখল্যাপ্রমথন কল্যাণচরিত ॥ ধীর ॥

হে নিকুঞ্জবিহারিন্! তুমি শ্রীবৃন্দাবনের রমণীয় প্রান্ত-স্থানে গমন করিয়া তথায় একদিকে কুমুদ কহ্লারাদি কুসুম শোভিত সরোবর অপর দিকে বিবিধ তরুলতাকীর্ণ অরণ্যস্থলী, তন্মধ্যে মল্লিকাপুষ্প ও কন্দর্পের ভল্লাস্ত্র-স্বরূপ বকপুষ্প সকল বিরাজিত, নিশীথসময়ে ঝিল্লিকাগণ (কীট বিশেষ) সুমধুর ঝিল্লিরব করিতেছে, তদ্দর্শনে স্মরাবিষ্ট হইয়া গোপিকাগণের সহিত মণ্ডলাকারে নৃত্য ও তাঁহাদিগের সহিত রাস-ক্রীড়া করিয়া তুমি অপার আনন্দ অনুভব কর। হে মধুর লীলাকারিন্! ত্বদীয় ভ্রূযুগলের শোভা-সন্দর্শনে কন্দর্পের কার্ম্মুকের মদগর্ব্ব হইয়াছে, তুমি নৃত্যগীতাদি লীলা-বিষয়ে শত শত কন্দর্পতুল্য, হে কল্যাণচরিত! হে বীর! যুদ্ধপ্রিয় যে সকল দানব তাহাদের তুমি নিগ্রহকারী।

গোপীঃ সংভৃতচাপলচাপলতাচিত্রয়া ভ্রুবা ভ্রময়ন্।
বিলস যশোদাবৎসল বৎসলসদ্ধেনুসম্বীত ॥

হে যশোদাবৎসল! তুমি সবৎস ধেনুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছ, তুমি চপল ভ্রূভঙ্গীদ্বারা ব্রজরমণীদিগের বিমোহিত করিতেছ।

বল্লবলীলাসমুদয়সমুচিত পল্লবরাগাধরপুটবিলসিত
বল্লভগোপীপ্রবণিত মুনিগণদুর্লভকেলীভরমধুরিমকণ
মল্লবিহারাদ্ভুততরুণিমধর ফুল্লমৃগাক্ষীপরিবৃতপরিসর
চিল্লিবিলাসার্পিতমসিজমদ মল্লিকলাপামলপরিমলপদ
বল্লকরাজীহরসুমধুরকল হল্লকমালাপরিবৃতকচকুল ॥ বীর ॥

হে গোপলীলানুকারিন্! তোমার অধরবিম্ব নবপল্লবের ন্যায় সুশোভিত তুমি ব্রজরমণীগণের অনুগত, ত্বদীয় মধুর লীলার কণিকামাত্রও মুনিগণের দুর্লভ বলিয়া বোধ করেন, তুমি মল্লযুদ্ধে আশ্চর্য্য বাহুবিক্রম প্রকাশ করিয়া

থাক. তুমি মৃগনয়না গোপাঙ্গনার সহিত সর্ব্বদা পরিবৃত থাক, তুমি ভ্রূভঙ্গীদ্বারা যুবতীহৃদয়ে কন্দর্পসঞ্চার করিয়া থাক, মল্লিকা কুসুমের ন্যায় তোমার শ্রীঅঙ্গের গন্ধ, তুমি মধুর বংশীরবে হরিণগণকে আকর্ষণ কর, কুসুমমালা-দ্বারা তোমার চূড়া সুশোভিত।

বল্লবললনাবল্লীকরপল্লবশীলিতস্কন্ধম্ ।
উল্লসিতঃ পরিফুল্লং ভজাম্যহং কৃষ্ণকঙ্কেল্লিম্ ॥

গোপিকাগণ লতারূপ হইয়া করপল্লবদ্বারা যাঁহার স্কন্ধ আশ্রয় করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকেন, আমি পরমানন্দে সেই নন্দনন্দনরূপ অশোক-বৃক্ষকে ভজনা করি।

চম্পকম্

> ঞ্চলদরুণচঞ্চলকরুণসুন্দরনয়ন কন্দরশয়ন
বল্লবশরণ পল্লবচরণ মঙ্গলঘুস্মৃণপিঙ্গলমস্মৃণ
চন্দনরচন নন্দনবচন খণ্ডিতশকট দণ্ডিতবিকট-
গর্ব্বিতদনুজ পর্ব্বিতমনুজ রক্ষিতধবল লক্ষিতগবল
পন্নগদলন সন্নগকলন বন্ধুরবলন সিন্ধুরচলন
কল্পিতমদনজল্পিতসদন মঞ্জুলমুকুট বঞ্জুললকুট-
রঞ্জিতকরভ শঞ্জিতশরভমণ্ডলবলিত কুণ্ডলচলিত-
সন্দিতলপন নন্দিতভপনকন্যকসুষুম বন্যককুসুম-
গর্ভক বিরণদর্ভকশরণ তর্ণকবলিত বর্ণকললিত
শম্বরবলয় ডম্বর কলয় ॥ দেব ॥

হে গোবর্দ্ধন গুহাশায়িন্ ! তুমি করুণাযুক্ত অরুণবর্ণ নয়নযুগলে সুশোভিত, তুমি গোপবৃন্দের পরিপালক, তোমার পাদপদ্ম নবপল্লবের ন্যায় সুস্নিগ্ধ, কুঙ্কুমচন্দনাদি অনুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, তোমার বাক্য জগতের আনন্দকর, তুম শকটভঞ্জন করিয়াছ এবং অতি ভয়ঙ্কর ও গর্ব্বিত দানব-গণকে বিনাশ করিয়াছ তোমাকে দর্শন করিয়া মনুষ্যগণ অপার আনন্দ লাভ করে. তুমি ধেনুগণের পরিপালক, তুমি গোচারণে যাইবার সময় মহিষশৃঙ্গ ধারণ কর, তুমি কালিয় নাগের মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ, তুমি গোবর্দ্ধনধারী, তুমি মনোজ্ঞ দর্শন, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় তোমার গমন, তোমার বাক্য অঙ্গনের আবাস, তোমার চূড়া অতি মনোহর, তোমার সিংহও

দক্ষিণহস্তে অশোকশাখা নির্ম্মিত যষ্টি শোভা পাইতেছে, তোমার বলবিক্রমে সিংহও পরাভূত হয়, কর্ণযুগলে স্বর্ণকুণ্ডল দোদুল্যমান হওয়ায় তোমার শ্রীমুখে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, তোমার শোভা সন্দর্শনে কালিন্দতনয়া যমুনা অতিশয় আনন্দিত হন, তোমার মৌলিদেশস্থিত মালা বন্যকুসুমদ্বারা রচিত হইয়াছে. তুমি দাবাগ্নিভীত গোপবালকদিগকে রক্ষা করিয়াছ, তোমার চারিদিকে গোবৎস সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে. চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুমদ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত। সুন্দর বলয়দ্বারা তোমার হস্তদ্বয় সুশোভিত, তুমি মধুরলীলা বিস্তার করিয়াছ, অতএব হে দেব! এক্ষণে করুণনয়নে আমার কল্যাণ কর।

দানবঘটালবিত্রে ধাতুবিচিত্রে জগচ্চিত্রে।
হৃদয়ানন্দিচরিত্রে রতিরাস্তাং বল্লবীমিত্রে॥
রিঙ্গদুরুভৃঙ্গতুঙ্গগিরিশৃঙ্গশৃঙ্গরুতভঙ্গসঙ্গধৃতরঙ্গ॥ বীর॥

তুমি নিখিল দানবগণের বিনাশক, রক্ত-পীতাদি গৈরিক ধাতুদ্বারা তুমি অলঙ্কৃত, তুমি জগতের বিস্ময়কর, তোমার চরিত্র শ্রবণে হৃদয়ে অপার আনন্দ হয়, তুমি ব্রজরমণীগণের বন্ধু, অতএব তোমাতে আমার ভক্তি হউক।

হে বীর! তুমি ভ্রমরগণ বেষ্টিত, অত্যুচ্চ অতি রমণীয় গিরিশৃঙ্গে শৃঙ্গ-(শিঙা) ধ্বনি করিয়া মহানন্দরসে নিমগ্ন হও।

ত্বমত্র চণ্ডাসুরমণ্ডলীনাং রণ্ডাবশিষ্টানি গৃহাণি কৃত্বা।
পূর্ণান্যকার্ষীর্ব্রজসুন্দরীভির্বৃন্দাটবীপুণ্ড্রকমণ্ডপানি॥

হে ভগবন্! তুমি নিখিল দানবগণ বিনাশ করিয়া উহাদের গৃহসকল বিধবামাত্রাবিশিষ্ট করিয়াছ, অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনে মাধবীলতাকীর্ণ নিকুঞ্জ ব্রজরমণীগণে পরিপূর্ণ করিয়াছ।

বঞ্জুলম্

জয় জয় সুন্দরবিহসিত মন্দরবিজিতপুরন্দর নিজগিরিকন্দর-
রতিরসশঙ্কর মণিযুতকঙ্কর-গুণমণিমন্দির হৃদি বলদিন্দির
গতিজিতসিন্ধুর পরিজনবন্ধুর পশুপতিনন্দন তিলকিতচন্দন
বিধিকৃতবন্দন পৃথুহরিচন্দনপরিবৃতনন্দনমধুরিমনিন্দন-
মধুবন বন্দিতকুসুমসুগন্ধিতবনবররঞ্জিত রতিভরসঞ্জিত

শিখিদলকুণ্ডলসহকৃতভণ্ডিল নবসিততণ্ডুলজয়িরদমণ্ডল
রতিরণপণ্ডিত বরতনুভণ্ডিত নখপদমণ্ডিত দশনবিখণ্ডিত ॥ ধীর ॥

হে নাথ! তোমার শ্রীমুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত, তুমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রকে পরাভব করিয়াছ এবং ঐ পর্ব্বত গুহায় রতিরঙ্গ বিস্তার করিয়া অসীম আনন্দ অনুভব কর, মণিদ্বারা তোমার গ্রীবা সুশোভিত, তুমি নিখিল গুণ-রত্নের আলয়, তোমার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, মাতঙ্গের ন্যায় তোমার সুন্দর গতি, তুমি আত্মীয় জনের মনোজ্ঞ, তুমি মহাদেবের আনন্দপ্রদ, তোমার ললাট চন্দন-তিলকে সুশোভিত, তুমি ব্রহ্মার স্তবনীয়, তোমার এই মধুবন দেবতরুশোভিত নন্দনবনের শোভা পরাভব করিয়াছে, অতি প্রশস্ত কুসুমগন্ধে সুগন্ধিত এই শ্রীবৃন্দাবনে তুমি অনুরক্ত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমে বশীভূত, তোমার চূড়াস্থ ময়ূরপুচ্ছ ও কর্ণকুণ্ডলে শিরীষপুষ্প শোভা পাইতেছে, তোমার দন্তাবলী নবীন শুভ্রবর্ণ তণ্ডুলের ন্যায় সুশোভিত, তুমি রতিক্রীয়ায় সুপণ্ডিত, তুমি বসন্তোৎসবে রমণীগণের সহিত ভণ্ড ব্যবহার (অশ্লীল পরিহাস) করিয়া থাক, গোপিকাগণের নখচিহ্ন ও দশনক্ষতে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত।

নিনিন্দ নিজমিন্দিরা বপুরবেক্ষ্য যাসাং শ্রিয়ং
বিচার্য্য গুণচাতুরীমচলজা চ লজ্জাং গতা।
লসৎপশুপনন্দিনীততিভিরাভিরানন্দিতং
ভবন্তমতিসুন্দরং ব্রজকুলেন্দ্র! বন্দেমহি ॥
রসপরিপাটী-স্ফুটতরুবাটী-মনসিজধাটী-প্রিয় নবশাটীহর জয় ॥ বীর ॥

হে গোকুলপতে! যাঁহাদের রূপলাবণ্য দেখিয়া লক্ষ্মী আত্মশরীরকে নিন্দা করেন এবং যাঁহাদের নৃত্যগীতাদি নৈপুণ্য দেখিয়া অচলনন্দিনী কাত্যায়নী মনে মনে লজ্জিতা হন, এই প্রকারে সেই ব্রজরমণীগণে পরিবৃত পরমসুন্দর তোমাকে আমি বন্দনা করি। হে রমণীবসনহর! শৃঙ্গাররস, পুষ্পিত কানন ও কন্দর্প বিলাস এইসকল বস্তু তোমার অতিশয় প্রিয়, হে বীর! তোমার জয় হউক।

সংভ্রান্তৈঃ সষড়ঙ্গপাত্তমভিতো দেবৈর্মুদা বন্দিতা
সীমন্তোপরি গৌরবাদুপনিষদ্দেবীভিরপ্যর্পিতা।
আনম্রং প্রণবেন চ প্রণয়তো হৃষ্টাত্মনাভিষ্টুতা
মূর্দ্ধ্নী তে মুরলীরুতির্মুররিপো! শর্ম্মাণি নির্ম্মাতু নঃ ॥

হে মুরারে! সামাদি বেদগণ ষড়ঙ্গে মিলিত হইয়া সাদরে যাঁহাকে বন্দনা করেন, উপনিষদ্ দেবীরাও যাঁহাকে শিরোধার্য্য করিয়া গৌরব করেন, প্রণব অবনত হইয়া হৃষ্টচিত্তে যাঁহাকে স্তব করিতেছেন, এই প্রকার অতি মধুর ত্বদীয় মুরলীধ্বনি আমার কল্যাণ বিস্তার করুন।

কুন্দম
নন্দকুলচন্দ্র লুপ্তভবতন্দ্র কুন্দজয়িদন্ত দুষ্টকুলহন্তু-
রিষ্টসুবসন্ত মিষ্টসমুদন্ত সন্দলিতমল্লবন্দলিতবল্লি-
গুঞ্জদলিপুঞ্জমঞ্জুতরকুঞ্জলব্ধরতিরঙ্গ হৃত্যজনসঙ্গ
শর্ম্মলসদঙ্গ হর্ষকৃদনঙ্গ মত্তপরপুষ্টরম্যকলঘুষ্ট
গন্ধভরজুষ্ট পুষ্পবনতুষ্ট কৃত্তখলযক্ষ যুদ্ধনয়দক্ষ
বল্গুকচপক্ষবদ্ধশিখিপক্ষ পিষ্টনতভৃষ্ণ তিষ্ঠ হৃদি কৃষ্ণ ॥ বীর ॥

হে নন্দকুলচন্দ্র! তুমি জীবের সংসারবিষয়ক মোহ বিনাশ কর, তোমার দন্তাবলী কুন্দকুসুমের ন্যায় অতি শুভ্র, তুমি দুষ্ট দানবগণের বিনাশক, তুমি বসন্ত-ঋতুপ্রিয়, তোমার কথা অতি মধুর, বিকসিত মল্লিকার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ যে-স্থানে মধুর গুণ্ গুণ্ শব্দ করিতেছে, নবপল্লবিত লতাসকল যাহার চারিদিকে বিরাজ করিতেছে, এই প্রকার অতি রমণীয় নিকুঞ্জমধ্যে তুমি সর্ব্বদা রতিরঙ্গ বিস্তার কর, এবং প্রেয়সীগণের সহিত সঙ্গ করিয়া তুমি পুলকিত ও আনন্দিত হও, কন্দর্প তোমার আনন্দপ্রদ, কোকিলের ন্যায় অতি রমণীয় তোমার কলধ্বনি সুগন্ধামোদিত পুষ্পবন তোমার অতিপ্রিয়, তুমি দুষ্ট শঙ্খচূড়কে নিহত করিয়াছ, তুমি যুদ্ধকুশল, মনোজ্ঞ শিখিপুচ্ছদ্বারা তোমার কেশকলাপ সুশোভিত, তুমি প্রণতজনের বিষয়তৃষ্ণা দূর কর, অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থিতি কর।

তব কৃষ্ণ! কেলিমুরলী, হিতমহিতঞ্চ স্ফুটং বিমোহয়তি।
একং সুধোর্ম্মিসুহৃদা, বিষবিষমেণাপরং ধ্বনিনা ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া কি মিত্র, কি শত্রু উভয় পক্ষই বিমোহিত হয়, মিত্রপক্ষেরা উহাকে অমৃত বলিয়া বোধ করেন ও শত্রুপক্ষীয়েরা উহাকে হলাহল বলিয়া বোধ করে।

সন্নীতদৈতেয়নিস্তার কল্যাণকারুণ্যবিস্তার।
পুষ্পেষুকোদণ্ডটঙ্কারবিস্ফারমঞ্জীরঝঙ্কার ॥ বীর ॥

তুমি দানবগণ বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়াছ, তুমি জগতে মঙ্গলময়ী করুণা বিস্তার কর, ত্বদীয় নূপুরঝঙ্কার কন্দর্পের কোদণ্ড টঙ্কার বলিয়া বোধ হয়।

রঙ্গস্থলে তাণ্ডবমণ্ডলেন, নিরস্য মল্লোত্তমপুণ্ডরীকান্।
কংসদ্বিষং চণ্ডমখণ্ডযত্নো, হৃপ্তুণ্ডরীকে স হরিস্তবাস্তু॥

যিনি যুদ্ধস্থলে মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে করিতে মহামল্ল চানূর প্রভৃতি ব্যাঘ্রগণ নিপাতিত করিয়া অতি ভয়ানক কংশরূপ হস্তিকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীহরি তোমাদিগের হৃদয়পদ্মে সর্ব্বদা বিরাজ করুন।

বকুলভাস্বরম্

জয় জয় বংশীবাদ্যবিশারদ শারদসরসীরুহপরিভাবক-
ভাবকলিতলোচনসঞ্চারণ চারণসিদ্ধবধূধৃতিহারক
হারকলাপরুচাঞ্চিতকুণ্ডল কুণ্ডলসদ্গোবর্দ্ধনভূষিত
ভূষিতভূষণচিদ্ঘনবিগ্রহ বিগ্রহখণ্ডিতখলবৃষভাসুর
ভাসুরকুটিলকচার্পিতচন্দ্রক চন্দ্রকলাপরুচাভ্যধিকানন
কাননকুঞ্জগৃহস্মরসঙ্গর সঙ্গরসোদ্ধুরবাহুভুজঙ্গম
জঙ্গমনবতাপিচ্ছনগোপম গোপমনীষিতসিদ্ধিষু দক্ষিণ
দক্ষিণপাণিগদণ্ডনভাজিত ভাজিতকোটিশশাঙ্কবিরোচন
রোচনয়া কৃতচারুবিশেষক শেষকমলভবসনকসনন্দন-
নন্দনগুণ মা নন্দয় সুন্দর॥ বীর॥

হে বংশীবাদ্যবিশারদ! তুমি শারদপদ্মনিন্দী নয়নাম্বুজ সঞ্চালন করিয়া সিদ্ধচারণ বধূগণের ধৈর্য্য হরণ কর, তোমার মণিমুক্তাখচিত হার ভূষণের প্রতিবিম্বে কর্ণকুণ্ডল অতিশয় শোভিত হইয়াছে, জলাশয়শোভিত গোবর্দ্ধনের অধিকায় তুমি অবস্থান কর, ত্বদীয় সান্দ্র বিজ্ঞানময় কলেবর নিখিল ভূষণের ভূষণস্বরূপ, তুমি যুদ্ধ করিয়া দুষ্ট বৃষভাসুরকে নিহত করিয়াছ, তোমার কুটিল কুন্তল ময়ূরপুচ্ছদ্বারা সুশোভিত, তোমার মুখচন্দ্র কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুশোভিত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জভবনে অনঙ্গযুদ্ধে সুনিপুণ, ত্বদীয় বাহুভুজঙ্গ আলিঙ্গনাদি সম্ভোগ-বিষয়ে উদ্দৃপ্ত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিলে বোধ হয় যেন অভিনব তমালবৃক্ষ বিচরণ করিতেছে, তুমি

গোপগণের ইষ্টলাভে উদারতা প্রকাশ কর, দক্ষিণহস্তে পশুপালনের নিমিত্ত দণ্ডধারণ করিয়াছ, তুমি শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে কোটি কোটি চন্দ্র-সূর্য্য পরাভব করিয়াছ, তোমার ললাটে রোচনানির্ম্মিত সুন্দর তিলক সুশোভিত হইতেছে, তোমার দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণকলাপ, ব্রহ্মা, অনন্ত, সনক ও সনন্দন প্রভৃতি দেবগণের প্রীতিকর, অতএব হে বীর! হে সুন্দর! তুমি দর্শন দিয়া আমাকে আনন্দিত কর।

ভবতঃ প্রতাপতরণাবুদেতুমিহ লোহিতায়তি স্ফীতে।
দনুজান্ধকারনিকরাঃ শরণং ভেভুর্গুহাকুহরম্॥

হে নাথ! ইহলোকে তোমার প্রতাপসূর্য্যের উদয়ের প্রথমেই দানবগণরূপ অন্ধকারসকল ভীত হইয়া গিরিগুহার শরণ লইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শাসন না মানিলে জীবনে কখনও উন্নতি হইতে পারে না

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
ইং ১৩।৯।'৬৪, সন্ধ্যা ৬টা

স্নেহাস্পদেষু * * *,

তোমার প্রেরিত M. O. যোগে ৫০৲ গত ইং ১১।৯।৬৪ তারিখে পেয়েছি, এবং ঐ দিনই সঙ্গে সঙ্গে * * মহারাজের ১৬০৲ বঙ্গাইগাঁও হইতে M. O. পাইলাম। যাহা হউক, * * মহারাজের মূলে জল দিয়া গাছ বাঁচাইবার চেষ্টা দেখিতেছি। তোমরা ডালপালায় জল দিয়া গাছপালা যতদূর সম্ভব

রক্ষা করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। ভক্তিরাজ্যে গুরুসেবাকেই ঝুলন, জন্মোৎসব-ব্রত ইত্যাদি যাহা কিছু তাহারই মধ্যে। গুরুসেবাহীন আড়ম্বরাদির ভক্তিরাজ্যে কোন স্থান নাই। * * আসাম হইতে তাহার পিতার অসুস্থতা দেখিবার জন্য অন্য বাড়ী গেল। তাহার মুখে * * * সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। * * *, * * মহারাজের নিকট যে পত্র দিয়াছে, তাহা পড়িলাম। তোমরা ৩জন একসঙ্গে আমার সহিত কোন সময় সাক্ষাৎ করিলে সমস্ত কথা তোমাদের সাক্ষাতে আলোচনা করিব। দুর্ব্বলচিত্তগণকে সবল করাই গুরুর কার্য্য। শিষ্যেরও কর্ত্তব্য গুরুর শাসন মানিয়া লওয়া। শাসন না মানিলে জীবনে কখনও উন্নতি হইতে পারে না। ইহা তোমাদের সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। যে বা যাহারা মঠ পরিত্যাগ করিয়া গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে অন্যত্র থাকিবার অভিলাষ করে, তাহাদের চিত্ত যে দুর্ব্বল, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাহাদের সবল করাই গুরুদেবের কার্য্য। পরস্পর শুনিলাম, * * লাল কাপড় পরিত্যাগ করিয়া সাদা কাপড় পরিবে। ইহাতে তাহার চিত্তে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। **আনুগত্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে ভগবৎসেবা কখনও হয় না।** তুমি একজন প্রচারক। সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাক। তাহাতে তোমার সঙ্গের লোকজনের দুর্ব্বলতা আসে কেন? দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া দুর্ব্বলতারই লক্ষণ। তোমরা সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিবে। হরিভজন পরিত্যাগ করা মনুষ্যজন্মের কর্ত্তব্য নহে। অধিক কি, * * * * * * * * * * ও ছোট * * বাংলায় পাঠাইয়া দিবে। আমি ভাল আছি। মন্দিরের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। বহু টাকা দরকার। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

পরমার্থ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮১ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ বিবেকরহিত বিচার বা সাধারণ বিবেকযুক্ত বিচার ও সত্য এক নয়। অনেকে সাধারণ বুদ্ধিকে (Common sense কে) 'সত্য' মনে করেন। যেটা Common sense এর সঙ্গে খাপ খায় না, তা'কে তাঁ'রা সত্যের পদ হ'তে বিচ্যুত ক'র্‌তে চান। কিন্তু এরূপ সাধারণ বুদ্ধি—কা'দের ? ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-বিনির্ম্মুক্ত বিমুক্ত আত্মার সহজ বুদ্ধি অথবা ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত, পরিবর্ত্তনশীল মনের অভিজ্ঞতাবাদোত্থ সাধারণ বুদ্ধি ? ভ্রম-প্রমাদযুক্ত গড্ডলিকার সাধারণ বুদ্ধি—মনোধর্ম্ম মাত্র, তা'তে আপেক্ষিক বা সাময়িক সত্যের একটা ছবি থাকৃতে পারে, কিন্তু উহা বাস্তব সত্য নহে। লোকের রজস্তম তাড়িত-বুদ্ধি অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের কথা বুঝ্‌তে পারে না। একজন পায়স খাচ্ছে, আর একজন যদি সেখানে এসে বলে যে, আমার কিছু চূণ সুরকি আছে, আপনি সেগুলি পরমান্নের মধ্যে মিশিয়ে পায়সের পূর্ণতা সম্পাদন ক'রে নিন ; তা'হ'লে যেমন মিষ্টান্ন খাওয়ার ফল পাওয়া যায় না, উহার আস্বাদন নষ্ট হ'য়ে যায়, মুখে কাঁকর চূণ প্রভৃতি লেগে গলা পুড়িয়ে দেয়, গলা বন্ধ ক'রে দেয়, তা'তে মানুষের মৃত্যু হয়, সেরূপ পরম-নিরপেক্ষা স্বতন্ত্রা, বিশুদ্ধা, নির্গুণা ভক্তির সহিত গুণজাত জগতের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টাকে যদি কেহ মিশিয়ে নিতে বলেন—ভক্তির অসম্পূর্ণতা (?) সম্পূর্ণ কর্‌বার পরামর্শ দেন, তা'হ'লে ঐরূপ ব্যক্তির পরামর্শও মিষ্টান্নে বিজাতীয় চূণ সুর্‌কি মিশ্রিত কর্‌বার পরামর্শের ন্যায় হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—বদ্ধ জীবের চেষ্টা, উহা দেহ ও মনোধর্ম্ম, আর ভক্তি—আত্মার বৃত্তি বা আত্মধর্ম্ম, উহা পরম মুক্তের চেষ্টা ; সুতরাং কর্ম্ম-জ্ঞানাদি প্রাপঞ্চিক বিজাতীয় অনাত্ম-চেষ্টা-সম্পন্ন বস্তুর সহিত ভক্তির মিশ্রণ হ'তে পারে না। তবে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যখন ভক্তির অধীনতা স্বীকার ক'রে চলে, তখন কথঞ্চিদ্‌ভাবে সেই কর্ম্ম-মিশ্রা ও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি পরাভক্তির পথে উপনীত হ'বার আনুকূল্য ক'র্‌তে পারে। পরাভক্তি লাভ হ'লে মিশ্রভাব আর থাকে না, ইহাই এই শ্লোকে কথিত হ'য়েছে।

'সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥

আমরা এরূপ বিচারেই মনীষী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দিয়েছিলাম, আমরা হাটে-বাজারে, যা'কে তা'কে প্রশ্ন দেই নাই বা ক্ষীরের সঙ্গে 'রাবিস্' মিশাবা'র অভিলাষ নিয়েও আমরা প্রশ্ন পাঠাই নাই। অবিমিশ্র সত্য—অকৈতব সত্য জগতে প্রকাশিত হউক, এইরূপ অভিলাষ নিয়েই আমরা কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলাম, কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভের বশীভূত হ'য়ে কতকগুলি ব্যক্তি এরূপ শিষ্টাচার-বহির্ভূত ব্যবহার প্রদর্শন ক'রেছেন যে, তাঁ'দের ব্যবহারেই তাঁ'রা তাঁ'দের স্বরূপের বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে ফেলেছেন। আমরা কর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গ ক'র্‌তে প্রস্তুত হই নাই, যা'রা বহির্জ্জগতের অভিজ্ঞতাবাদ বা মনোধর্ম্মকে নিয়ে অভ্যুদয়ের হিমালয়ে আরোহণ ক'র্‌তে চায়, আমরা তাদৃশ আরোহ্ববাদী আধ্যক্ষিকের সঙ্গ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হই নাই, "প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে" —ইহাই আমাদের গুরুদেবের উপদেশ। উদরোপস্থ-বেগ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা চাই না, তাঁ'রা বাস্তবিক অকৃত্রিম অনুসন্ধিৎসু ন'ন ; দ্বিজিহ্ব লোক—যা'দের বাইরে এক প্রকারের জিভ্, ভিতরে আর এক প্রকারের জিভ্, সে শ্রেণীর লোক নিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন হ'বে ? নিত্য আত্মার উপলব্ধি যাঁ'দের হ'য়েছে—ভগবানের সেবক-সম্প্রদায় যাঁ'রা, তাঁ'রা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁ'দের কাছ থেকে আমরা প্রশ্নের উত্তর পেতে পারবো। আমাদের গুরুপাদপদ্ম যে কথা জানিয়ে দিয়েছেন, দ্বিজিহ্ব লোক তা' শুন্‌বে না—তা'রা কখনও সেবোন্মুখ কর্ণ দিবে না। আমাদের প্রশ্নগুলি বাইরের লোকে বুঝ্‌তে পারেন নাই—শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় ভাগবত-জীবন যাঁ'দের হয় নাই, তাঁ'রা বুঝ্‌তে পারেন নাই। সেইজন্য ভাগবত বলেন,—

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥'

আমরা যে-সকল কথা সাধুকে জান্‌তে দিই না—গোপনে যে-সকল কথা রেখে দিই, প্রকৃত সাধু সে-সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের ক'রে তা'র উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। 'সাধু' মানেই হ'চ্ছে,—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র'য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন পরুষ-ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা' হ'লে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমর শত্রু। তা' হ'লে আমরা প্রেয়ঃ পন্থা গ্রহণ ক'র্‌লাম, শ্রেয়ঃ চাইলাম না।

ভাগবতের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণীয়

ভাগবত-জীবন যা'র নয়, তা'র কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য।

'সাধুসঙ্গঃ স্বতো বরে'।

ভাগবত-জীবন কা'র?—

'ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥'

'কৃষ্ণে মতি হউক'—এরূপ আশীর্ব্বাদই সাধুগণ ক'রে থাকেন। "কৃষ্ণে মতি নষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হউক"—জীবের প্রতি এরূপ আশীর্ব্বাদ সাধুর আশীর্ব্বাদ নয়।

'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'ভক্তি' শব্দ প্রযোজ্য হ'তে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—সান্নিধ্যের বস্তু. কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু। আমরা পরবর্ত্তিকালে আমাদের আলোচনার সময়ে দেখাব, কি ক'রে কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য হ'তে পারেন।

আমাদের প্রথম দিবসের আলোচনার বিষয়—চিদচিদ্‌বিশ্লেষণ-মুখে জ্ঞান লাভের আকর, চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের যন্ত্র, চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সিদ্ধান্ত চিদচিদ্‌বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সঙ্গতি এবং চিদচিদ্‌-বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের ধারণা। 'চিৎ' শব্দটীর মোটামুটি অর্থ হ'চ্ছে—জ্ঞান। জ্ঞান—কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মযুক্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় আমরা জানতে পারি,—

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন'

সকল শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি ও যুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিতে কৃষ্ণই পরতত্ত্বরূপে নির্ণীত হ'য়েছেন

সম্বিৎশক্তিমদধিষ্ঠিত বিগ্রহই—কৃষ্ণচন্দ্র। এই জ্ঞানলাভের আকর তিন প্রকার,—চেতনাকর, চিদচিন্মিশ্রাকর ও অচিৎ আকর। প্রত্যক্ষবাদী বলেন, অচিৎ হ'তেই চিৎ বা জ্ঞানের উৎপত্তি, ইঁহারা অচিন্মাত্রবাদী। এরূপ বিচারে যে বৃত্তির উদয় হয়, তা'র নাম—তর্ক। অচিৎ হ'তে যাঁ'রা চেতনকে জন্মগ্রহণ করা'তে চান, সেই চেতনটাকে ক্রমশঃ কিরূপে neutralise করা যায়, কিরূপে efarvise করান যায়, তা' তাঁ'দের পরবর্ত্তিকালের বিচার্য্য

বিষয় হয়। তাঁ'রা তপস্যার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁ'দের সাময়িক চেতনাটাকে অচেতনে পরিণত ক'র্‌তে চান। প্রচুর পরিমাণে কর্ম্ম ক'র্‌তে ক'র্‌তে অত্যন্ত ক্লান্ত শ্রান্ত হ'য়ে প'ড়্‌লে ঐরূপ অনুভূতিরহিত অচিৎ হ'বার স্পৃহা বা নির্ব্বাণ মুক্তির জন্য লালসা উপস্থিত হয়। 'দানশীল হওয়া ভাল—লোকের সেবা-শুশ্রূষা করা ভাল—মানুষ যখন অচিদ্ রাজ্যে নিষ্পেষিত হয়, তখন সাময়িক উপশম দিবার জন্য ঐরূপ ধারণা আমাদের প্রমাকে প্রলুব্ধ করে।

বহির্জ্জগতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে আমরা সৎকর্ম্মী হই, পুণ্যবান্ হই, ধার্ম্মিক হই, নৈতিক হই, কখনও বা অসৎকর্ম্মী, পাপী, অধার্ম্মিক, অনৈতিক হ'য়ে পড়ি। বহির্জ্জগতের আক্রমণের দ্বারা আমরা ঐরূপভাবে চালিত হ'য়ে থাকি।

সূক্ষ্মেতে স্থূলতা নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্থূল হ'তে জন্মগ্রহণ ক'রেছে। বহির্জ্জগতের স্থূল বস্তু হ'তে ভাব আকর্ষণ ক'রে সূক্ষ্মতা প্রকাশিত হ'চ্ছে। এই সূক্ষ্মভাবের জনক—স্থূল বিষয়।

এই জগতে চেতন বৃত্তির সহিত অচেতন-বৃত্তি ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে। অচিদ্‌রাজ্য হ'তে মন ও বুদ্ধি জ্ঞান-সংগ্রহে নিযুক্ত র'য়েছে। যেখানে পরমাণুবাদী বা জড়শক্তির অচিৎ-এর কথা নাই—যেখানে কোন প্রকার অচেতনের কথা নাই, সেখানে কেবল চিৎ। কেহ কেহ বলেন, কেবল চেতনে নিঃশক্তিক অনুভূতি থাক্‌বে। আধ্যক্ষিকজ্ঞানী জগতে যে জড়শক্তির তিক্ত অনুভূতি পেয়েছিল, তা' হ'তে পলা'বার জন্য যখন যত্ন হয়, তখনই আমাদের প্রাপ্য চেতনকে নিঃশক্তিক কর্‌বার জন্য একটা চেষ্টার উপায় হ'য়ে থাকে। যা'কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভাষায় 'বহিরঙ্গা শক্তি' বলে, সেই বহিরঙ্গা শক্তিরহিত বস্তুকে নির্ভেদজ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম' ব'লতে চান। তাঁ'রা Radio activity, Molecular theory হ'তে যে শক্তির পরিচয় পে'য়েছেন—চিদচিন্মিশ্র জগৎ হ'তে যে শক্তির পরিচয় পেয়েছেন সেই শক্তিকে নিরাস ক'রে ব্রহ্মের কল্পনা করেন। কিন্তু যাঁ'রা বৃহৎএর সমগ্রতা দেখতে পান, তাঁ'রা 'ব্রহ্ম' শব্দে ভগবান্‌কেই জানেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় ব'ল্‌তে গেলে,—

'ব্রহ্ম' শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।

সঙ্কর্ষণ-সুত্র 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা বিষ্ণুকে লক্ষ্য করেন। ভাগবতের শেষে (ভাঃ ১২।১৩।১২) আমরা একটি শ্লোক দেখতে পাই,—

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্ ।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্ ॥ (১)

শব্দ মাত্রেরই দ্বিবিধ বৃত্তি—বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তি ও অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি। যে শব্দের বৃত্তি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে তফাৎ হ'য়ে অন্য কিছু উদ্দেশ করে, তা'—শব্দের অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি। বিদ্বদ্‌রূঢ়ি বৃত্তিতে সকল কথাই কৃষ্ণবাচক—কৃষ্ণোদ্দেশক। যে-সকল শব্দ আমাদের ভৃত্যগিরি করে—আমাদের ভোগের কাজ চালিয়ে দেয়, সেই সকল ভোগসাধক শব্দ ভগবদ্‌বস্তু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি বৃত্তি প্রকাশ ক'রে থাকে। 'কৃষ্ণ' শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়—গুণজাত জগতে 'কৃষ্ণ' শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়—'কৃষ্ণ' শব্দ দ্বারা গণ-গণ্ডলিকা যা' বুঝেন, তা' কৃষ্ণ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় নয়। ভাষান্তরে 'গড্', 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর' 'পরমাত্মা' প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণ হ'তে মিশ্রিত একটা মহের (মহঃ অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জের) বাচক মাত্র। তাঁ'রা 'কৃষ্ণ' শব্দের পূর্ণমুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি ধারণ ক'র্‌তে পারেন না। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ (২)

এই অর্থ গৌরসুন্দর দক্ষিণ দেশ হ'তে এ'নে প্রচার ক'রেছিলেন। অন্য দেশের কথা কি, এই ভারতবর্ষেও যে চিন্তাস্রোতের মধ্যে ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ প্রকাশিত র'য়েছে, তা' কেবল কৃষ্ণ-শব্দের গৌণী শক্তি বা নিঃশক্তিক বিচারের ব্যঞ্জক, উহারাও কৃষ্ণ-শব্দের পূর্ণতা অভিজ্ঞাপক নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান যে জিনিষকে দেখে, শুনে, ঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করে, তা' প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুবিশেষ; এই সকল প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুকে লক্ষ্য ক'রে কৃষ্ণ-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। কৃষ্ণ বস্তু জড়েন্দ্রিয় বা নিরিন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিগম্য নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত বস্তু।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ

---

(১) ইহাতে (শ্রীমদ্ভাগবতে) নিখিল বেদান্তের সারভাগ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আত্মৈকত্ব স্বরূপ ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক এবং কৈবল্য (কেবলা প্রেমভক্তি) রূপ একমাত্র ফলজনক।

(২) সৎ, চিৎ ও আনন্দময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি (স্বয়ংরূপ) অনাদি এবং সর্ব্ব বিষ্ণু বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

প্রশ্নোত্তর

(রসতত্ত্ব)

১। রসোদয় কি ?

"ভগবানের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধাবিষ্কারই রসোদয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

২। রসতত্ত্ব কি প্রাকৃত ?

"রসতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, তাহাতে জড়দেহের স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ নাই, তাহাতে সমস্তই চিন্ময় !"

—'সমালোচনা.' সঃ তোঃ ৫।১

৩। রসোদ্ভাবনের ক্ষেত্র কি ?

"জীবের সিদ্ধ-দেহেই রসোদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য ; কোনক্রমে এই জড়-বদ্ধদেহে তাহার সম্বন্ধ না জন্মে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

৪। রস কয় প্রকার ? তত্তদ্‌রসের উৎপত্তিস্থান কি ?

"রস তিনপ্রকার অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-রস, স্বর্গীয়-রস এবং পার্থিব-রস। পার্থিব-রস (মিষ্টাদি)—ষড়্‌বিধ। সেই রস পার্থিব ইক্ষু-খর্জ্জুরাদিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রস মানসিক ভাবনিচয়ে দৃষ্ট হয়। তাহাতেই জীব ও জীবের মধ্যে নায়ক-নায়িকাত্ব স্থাপিত হইয়া রসোদ্ভাসিত হয়। বৈকুণ্ঠ-রস কেবল আত্মাতেই লক্ষিত হয়।"

৫। পার্থিব, স্বর্গীয় ও বৈকুণ্ঠ-রসে পার্থক্য কি ?

"আত্মাতে রসের প্রাচুর্য্য হইলে মন পর্য্যন্ত তাহার ঢেউ লাগে। ঢেউ মনকে অতিক্রম করতঃ সাধক-শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তখনই পরস্পর রসের পরিচয়। **বৈকুণ্ঠরসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র নায়ক।** এক বৈকুণ্ঠ-রসই ফলিত হইয়া স্বর্গীয় মানস-রসরূপে পরিণত ; পুনশ্চ প্রতিফলিত হইয়া পার্থিব-রস হইয়াছে। তজ্জন্য ত্রিবিধ রসেরই বিধান, প্রক্রিয়া ও স্বরূপ একই প্রকার। বৈকুণ্ঠরসই বৈষ্ণবের জীবন। অন্য দুইপ্রকার রস বৈকুণ্ঠ-রসোদ্দেশক না হইলে নিতান্ত ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয়। নীচ-প্রবৃত্তি-পরবশ লোকেরাই স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবগণ বিশেষ সতর্কতা-সহকারে স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-রসের আলোচনা করিয়া থাকেন।"

—প্রেঃ প্রঃ ৮ম প্রঃ

৬। ভাব ও রসের পার্থক্য কি?

"ভাব এক-একটি ছবির ন্যায়; রস একখানি চিত্রপট-স্বরূপ—যাহাতে অনেকগুলি ছবি থাকে। কয়েকটি ভাব সমবেত হইয়া রসকে উদয় করায়।"

—প্রেঃ প্রঃ ৮ম প্রঃ

৭। অপ্রাকৃত-শৃঙ্গার-রস-তরুর মূল শ্রীমাধবেন্দ্র-ধারার বৈশিষ্ট্য কি?

"শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ—চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকার-পূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্রের গুরু শ্রীলক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই অপূর্ব্বশ্লোক-রচনা দ্বারা শৃঙ্গার রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, **মথুরা-রাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহা-প্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম।** এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীনদয়ার্দ্রনাথকে এই ভাবে ডাকিতেন—* * কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হওয়ায় তিনি তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,—'হে কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল; বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই? আমাকে দীন-জন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও।' শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব দর্শনে যে ভাব-বৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, মাধবেন্দ্রপুরী—শৃঙ্গার-রসতরুর মূল, ঈশ্বরপুরী—তাঁহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাঁহার মূল স্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ—তাঁহার শাখা-প্রশাখা।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ২।৭

৮। ত্যাগী ও ভোগি-সম্প্রদায় কি অপ্রাকৃত মধুর-রসের অধিকারী?

"নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুদ্ধতা-নিবন্ধন তাহাদের পক্ষে মধুর-রস নিতান্ত অনুপযোগী; আবার জড়প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ ধর্ম্ম দুরূহ হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৬

৯। রসের অধিকারী কাহারা ?

"ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতপ্রেম লোকেরাই রসাধিকারী। যাহারা এখন পর্য্যন্ত শুদ্ধ-রতি ও জড় হইতে বৈরাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদের রসাধিকার-চেষ্টা বিফল ; সুতরাং চেষ্টা করিতে গেলে রসকে 'সাধন' বলিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১০। কেহ কি কাহাকেও রসশিক্ষা দিতে পারেন ?

"রস সাধনাঙ্গ নয় ; অতএব যদি কেহ বলেন,—'আইস, তোমাকে রস-সাধন শিক্ষা দেই', সে কেবল তাঁহার ধূর্ত্ততা বা মূর্খতা মাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১১। রসতত্ত্ব কি জ্ঞানের বিষয় ?

"রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নয়, কেবল আস্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটী জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার, তাহা সমাপ্ত না হইলে জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আস্বাদন, তাহা হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১২। যুক্তিদ্বারা কি রসতত্ত্বের উপলব্ধি হয় ?

কেবল যুক্তিদ্বারা রসতত্ত্ব অনুভূত হয় না। যুক্তিদ্বারা চিদ্রস অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক, জড়রসও বিচারিত হইতে পারে না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১৩। জীব কি রসের নায়ক বা বিষয় হইতে পারে ?

"গোপী হইয়া কৃষ্ণকে মধুর রসের দ্বারা সেবাই ভক্তের কর্ত্তব্য। **যিনি কৃষ্ণও সাজিয়া এই রূপ আস্বাদন করিবেন, তিনি অবশ্য অবিলম্বে নরকে গমন করিবেন।** শঠ, ধূর্ত্ত, কুটীনাটী-পরায়ণ লোকেরাই এই অপরাধ করিয়া থাকেন।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৪। অপ্রাকৃত-রসের ঊর্দ্ধগতি ও তৎপ্রতিবিম্বিত রসের নিম্নগতির সীমা কি ?

"রস—নিত্য, অখণ্ড, অচিন্ত্য, পরমান স্বরূপ। শুদ্ধরতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত রস ঊর্দ্ধগত। শুদ্ধরতির নীচ-গতিতে ঐ রস জড়গত মোহ পর্য্যন্ত বিকৃত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১৫। রস ও রস-বিরোধের উদাহরণ কি ?

"উপাসনাই রস। জড়ক্রিয়া বা চিন্তা কিংবা জড়বিপরীত নির্ব্বিশেষ চিন্তা কখনও উপাসনা নয়; সেই সকল ক্রিয়া সর্ব্বদা নীরস।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

১৬। রসের ক্রম-বিকাশ কোথায় দৃষ্ট হয় ?"

"পরতত্ত্বে নির্ব্বিশেষ-ভাবে যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। 'রসো বৈ সঃ' ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয়া পড়ে; তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্ব্বিশেষ-ভাব অনুপাদেয়। সবিশেষ-ভাবের যত প্রকাশ হয়, ততই রসের বিকাশ হয়।" —চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭ ও চৈঃ ধঃ ৩১শঃ অঃ

১৭। অপ্রাকৃত পারকীয় রস কি ?

"নায়ক-নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস হয়, তাহাই পারকীয় রস। আত্মারামতার দিকে টানিলে ক্রমশঃ রসের শুষ্কতা হইয়া পড়ে। লীলারামতার দিকে যত টানা যায়, রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। **কৃষ্ণই যে-স্থলে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাস্পদ হয় না।**"—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৮। অপ্রাকৃত-পারকীয় রসের উপাদেয় কেন ?

"গোকুলরমণীগণ কৃষ্ণের নিত্য-শক্তি হইয়াও গোলোকে যে পারকীয় রস আস্বাদন করেন, সে রস সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র সেই পরম রসাস্বাদকে জগতে আনিবার জন্য স্বীয় গোলোক-রমণীগণকে গোকুলে আনিয়াছেন, তাহাতে কি দোষ আছে? তিনি ত' প্রাকৃত নায়ক ন'ন? অতএব তাহা জীবের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে, না হইলে জীব কিরূপে উৎকৃষ্ট মধুর রস আস্বাদন করিয়া সর্ব্বোত্তম রস-লাভের যোগ্য হইত ?"—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৯। ব্রজের পারকীয় রস অনিন্দনীয় ও অপ্রাকৃত কেন ?

"ব্রজলীলায় অতিক্ষুদ্র মাত্মোপাধিক বিবাহ-বিধির স্থান নাই। সেই গোলোকবিহারী যখন স্বীয় পরম পারকীয় রসকে প্রপঞ্চে গোলোকের সহিত আনয়ন করেন, তখন গোকুল-ললনাদিগের প্রতি জড়ীয় পারকীয় নিন্দা স্থান পায় না।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।৭।

(ক্রমশঃ)

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩২)

সমুদয় ভগবত্তার উপাসনা সকলে করেন না। আর সমুদয় ভগবত্তা সকলে অনুভব করিতেও পারেন না, নিজ নিজ অধিকার (যোগ্যতা) অনুসারে ভগবত্তার উপাসনা করেন। ভগবত্তা অনন্ত। সমস্ত ভগবত্তার উপাসনা ও অনুভব করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই। এজন্য বেদান্ত-দর্শনে সূত্রকার শ্রীবেদব্যাস গুণোপাসনা বাক্য সকলে সেই সেই গুণ বিদ্যায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই গুণ সমাহার করিয়াছেন। তদ্রূপ উক্ত হইয়াছে— "যস্য যস্য হি যঃ কামস্তস্য তস্য হ্যুপাসনয়, তাদৃশানাং গুণানাঞ্চ সমাহারং প্রকল্পয়েৎ" যাহার যাহার যে কাম, তাহার তাহার তাদৃশ উপাসনা তাদৃশ গুণসকলের সম্মিলন এইরূপ মনে করিতে হইবে।

বেদান্ত দর্শনের ৩য় অধ্যায় ৩য় পাদে গুণোপাসনাবাক্যসমূহ নিবদ্ধ আছে।

শ্রীভগবানের যে সকল গুণ উপাস্য, সে-সকল শ্রুতি-স্মৃতির যে যে বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল বাক্য গুণবিদ্যা। শ্রীভগবানের গুণ সকলের একত্র সমাবেসের ব্যবস্থা না করিয়া যে-স্বরূপে যে-অঙ্গে যে-গুণের সমাহার শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ এবং সঙ্গত, শ্রীবেদব্যাস সেই স্বরূপে সেই অঙ্গে সেই গুণের সমাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা— স্বরূপে শ্রীনৃসিংহে কেশরাদি, শ্রীরামচন্দ্রে ধনুর্বাণাদি, শ্রীমৎস্যে পুচ্ছাদির অঙ্গে শ্রীমুখে মৃদুহাস্যাদি।

সমাহার বাহু ভিন্নবস্তুর বাহ্যব্যাপারে বা বুদ্ধিদ্বারা একত্রীকরণ।

নানাশব্দাদিভেদাৎ (৩।৩।৬০) শ্রীনৃসিংহাদি নানা স্বরূপের উপাসনা পৃথক্ বর্ণন করিয়া বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ (৩।৩।৬১ বেঃ দঃ) সূত্রে দ্বাদশ সঙ্গানুযায়ী ভগবৎসঙ্কল্প হইতে যেমন উপাসনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ উপাসনা ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে যাহার যেমন উপাসনা, শ্রীভগবানের অনন্তগুণের প্রসিদ্ধি থাকিলেও তিনি উপাস্যে নিজ উপাসনোপযোগী গুণ সকলের সমাহার বুদ্ধিযোগে সমাবেশ করিবেন অর্থাৎ ঐ নানা গুণ চিন্তা করিবেন, ইহাই গুণোপাসনা বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য। "ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্" (৩।৩।১০- বেঃ দঃ) সূত্রের মধ্বভাষ্যে একথা ব্যক্ত হইয়াছে—যুজ্যতে চোপসংহারো-হনুপসংহারশ্চ যোগ্যতাবিশেষাৎ। গুণৈঃ সর্ব্বৈরুপাস্যোঽসৌ ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ। অন্যৈর্যথাক্রমঞ্চৈব মানুষৈঃ কৈশ্চিদেবতু॥ ইতি ভবিষ্যৎ পর্ব্বণি সাধকের যোগ্যতানুসারে ব্রহ্মের গুণোপসংহার ও অনুপসংহার-ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ পর্ব্বে লিখিত আছে, ব্রহ্মা সমস্ত গুণের সহিত পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, অন্য

কোন কোন মনুষ্য নিজ নিজ শক্ত্যনুসারে ব্রহ্মের গুণানুশীলন করিয়া উপাসনা করে। মূলকথা যিনি শ্রীভগবানের যে পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণ গুণের অনুশীলন করিয়া উপাসনা করিবেন। এজন্য বলা হইয়াছে যাহার যাহার যে কাম ইত্যাদি।

কাম—সঙ্কল্প, যাঁহার ঐশ্বর্য্যানুভবের অভিলাষ, তিনি উপাস্যে ঐশ্বর্য্যদ্যোতক গুণসকলের সমাবেশ চিন্তা করিবেন, আর যাঁহারা মাধুর্য্যানুভবের অভিলাষ, মাধুর্য্যদ্যোতক গুণে সকলের সমাবেশ চিন্তা করিবেন।

এপর্য্যন্ত যেমন যোগ্যতানুরূপ উপাসনার কথা বলা হইল। তদ্রূপ যোগ্যতানুরূপ অনুভবের কথাও বলা হইয়াছে, "মল্লানামশনি" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় (স্বামিপাদের চূর্ণিকা)—তত্র চ শৃঙ্গারাদিসর্ব্বরসকদম্বমূর্ত্তির্ভগবান্ তত্তদভিপ্রায়ানুসারেণ বভৌ ন সাকল্যেন সর্ব্বেষামিত্যাহত্যেষা। অত্র পরমতত্ত্বতায় জানতামপি ন সম্যগ্ জ্ঞানমিত্যাখ্যাতম্। যুক্তঞ্চৈদং তত্তন্মাধুর্য্য বিশেষানুভবাৎ। মধুর্য্যানুভবিনাং ভক্তানান্তু যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ইত্যাদি -ন্যায়েনানী দৃতমপি সর্ব্বং জ্ঞানং সময় প্রতীক্ষকমেবস্যাৎ। অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরম তত্ত্বরূপে অবগত আছেন, তাঁহারা তাঁহাকে সম্যকরূপে জানিতে পরেন নাই। কারণ সেই সেই মাধুর্য্যানুভবে তাঁহারা বঞ্চিত। আর মাধুর্য্যানুভবি ভক্তগণের যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনাভক্তি আছে, সমস্তগুণের সহিত দেবগণ তাঁহাতে সমাগত হন, ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে (যুক্তিমূলক বাক্যানুসারে) অনাহত হইলেও সমস্ত জ্ঞান সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ মাধুর্য্যানুভবি ভক্তগণের উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিবেন। যাঁহারা পরমতত্ত্বরূপে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যানুভবী। আর যাঁহারা মাধুর্য্যানুভবী তাঁহারা মাধুর্য্যানুভব ত করেন-ই, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে উপেক্ষা করিলেও তাহা তাঁহাদের স্ফুর্ত্তি পাইবার উপযোগী সময়ের অপেক্ষা করে, অবসর পাইলেও অনাহত হইয়াও উপস্থিত হয়।

"মল্লানামশনি" শ্লোকে পূর্ব্বেই মাধুর্য্যানুভবিগণের পরম বিজ্ঞতা অভিপ্রেত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সহিত রঙ্গস্থলে গমন করিয়া মল্লদের অশনি (বজ্রস্বরূপ), নরদিগের নরবর, যুবতীদিগের মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপদিগের স্বজন, অসৎ নৃপতিগণের শাসন-কর্ত্তা, মাতাপিতার শিশু, ভোজপতি কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বজ্জনগণের বিরাট, যোগিদের পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের পরম দেবতারূপে প্রকাশ পাইলেন।

উক্ত শ্লোকে প্রতিকূল জ্ঞান (শত্রুবুদ্ধিসম্পন্ন), মূঢ় ও বিদ্বান—ত্রিবিধ ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে মল্লগণ, কংসপক্ষীয় অসৎ রাজগণ ও কংস প্রতিকূল জ্ঞান অবিদ্বানের পক্ষে বিরাট পৃথগ্‌ভাবে এইরূপ উল্লেখ থাকায়, যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে বিরাট জ্ঞান করে, তাহারা মূঢ় আর বাকীসকলে বিদ্বান্। এস্থলে 'বিরাট্' বলিতে বিরাটের অংশ ভৌতিক দেহ—সাধারণ নরবালক জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের মূঢ়তা, ভগবদ্ যাচ্ঞায় শ্রদ্ধাহীন যাজ্ঞিক বিপ্রগণের সদৃশ। ইহাদের কেহ কেহ ভগবদবজ্ঞাতা। দ্বেষা নহে, প্রীতি-মানও নহে। উক্ত মূঢ়গণের শ্রীকৃষ্ণে ভৌতিকত্ব (পাঞ্চভৌতিক দেহধারী সাধারণ মানুষ) বোধ ভক্তগণের ঘৃণা জন্মে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নরবররূপে দর্শন করিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও প্রভাবাংশে নরগণমধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করায় তাঁহারাও বিদ্বান্। অতএব তাঁহারা সামান্য ভক্ত। যথা, শ্রীশুকদেবের বাক্য—নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপুরুষৌ জনা মঞ্চস্থিতা নাগররাষ্ট্রিকা নৃপ। প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ পপুর্ন তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্" (১০।৪৩।২০) অর্থাৎ-হে রাজন্, উত্তম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে নিরীক্ষণ করিয়া মঞ্চস্থিত নগর-বাসিজনগণের নয়ন বদন পরমানন্দে প্রফুল্ল হইল, তাঁহারা অতৃপ্তনয়নে তাঁহাদের মুখমাধুর্য্য পান করিলেন। মমতাশূন্য ও মমতানুরক্তভেদে বিদ্বান-গণকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে— নরগণ, সামান্যভক্তগণ ও যোগিগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদর্শনাভিলাষে সমাগত আকাশস্থিত চতুঃসনাদি জ্ঞানিভক্তগণের মমত্বসূচক পদ বিন্যাস করেন নাই। ইহারা মমতাশূন্য, আর স্ত্রীগণও মমতাশূন্যা রঙ্গভূমিতে সমাগতা নারীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অহো ঐ দুইজন মল্ল প্রকাণ্ড পর্ব্বততুল্য, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ বজ্র-সারের মত কঠিন, ইহারা কোথায়, আর অপ্রাপ্ত যৌবন কিশোর দুইটীই বা কোথায়? ইত্যাদি বাক্যে যাঁহাদের অনুকম্পাময় পরম প্রীতি উদাহৃত হইয়াছে, নানাভাববতী রমণীগণমধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্পরূপে অবগত হইয়াছেন এবং গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছিল ইত্যাদি বলিয়াছেন সেই বিষয়ে কান্তভাবা-ন্যায় প্রীতির সহিত লোকপ্রসিদ্ধ কামের মিশ্রণ হেতু তাহাদের প্রীতি ব্রজদেবীগণের মত বিশুদ্ধা নহে। আর মাত্র সেই সময়ের জন্যই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদেরও মমতার অভাব প্রতিপাদিত হইতেছে।

বৃষ্ণিগণ, মাতাপিতা ও গোপগণ—ইহাদের মমতা বিশেষ সুচিত হইয়াছে। সুতরাং পরম মাধুর্য্যানুভবি গুণমধ্যে ইঁহারাই উত্তম। গোপগণের নিজজন এবং বৃষ্ণিগণের পরম দেবতা এইরূপ নির্দ্দেশহেতু গোপগণের বান্ধবভাব-জ্ঞাপক মাধুর্য্যজ্ঞান এবং বৃষ্ণিগণের পরমারাধ্য ভাব প্রতিপাদক ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান স্বাভাবিক, ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীগোপগণ রঙ্গস্থলগত শ্রীকৃষ্ণকে নিজজনরূপে দর্শন করিলেন বলায় তাঁহার এবং মাতাপিতা ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহাকে নিজজনরূপে দর্শন করেন নাই। ইহা অনায়াসে প্রতীত হইতেছে, তাহাতেও বৃষ্ণিগণ পরমারাধ্যরূপে দর্শন করিয়াছেন বলায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজজন বোধ করেন নাই—ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। কিন্তু শ্রীনারদ যুধিষ্ঠির মহারাজের নিকট বলিয়াছিলেন যে, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এস্থলে জিজ্ঞাস্য—যাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহার প্রতি ত নিজজনবুদ্ধি থাকেই তবে এরূপ বলা হইল কেন? তদুত্তর—যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণে বন্ধুভাব থাকিলেও তাহা ঐশ্বর্য্যানুভবের অধীন, তাঁহার অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া তাঁহাকে বন্ধু মনে করিতেন। এজন্য ঐ বন্ধুভাব ঐশ্বর্য্যানুগত ও গৌণ, শ্রীকৃষ্ণে যাহার যে ভাব মুখ্য, কংসরঙ্গভূমিতে তাহার দর্শন তাদৃশ। যাদবগণের ভাবঐশ্বর্য্য অনুভব প্রধান বলিয়া পরমারাধ্যরূপে দর্শন করিয়াছেন, গোপ-গণের মাধুর্য্যানুভব প্রধান বলায় নিজজনরূপে দর্শন উক্ত হইয়াছে।

শ্রীবসুদেব-দেবকীর লীলাবিশেষবশে "মাতাপিতার নিকট শিশু" এইরূপ মাধুর্য্যজ্ঞান বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু উহার গৌণত্ব নিবন্ধন বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বালকমাত্র জ্ঞানে ঋষিগণের নিকট শ্রেয়োলাভের কথা কুরুক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীনারদ বসুদেবের মাধুর্য্যানুভব স্বীকার করেন নাই।

যাদবগণের মধ্যে কংস শতধন্বা প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণে স্বজনবুদ্ধির অভাব ছিল। কিন্তু ব্রজবাসীদের মধ্যে কাহারও নিজজনভাবের অভাব দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদে ঝম্প প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় সকল গোপ-গোপীই কাতরভাবে গোকুল হইতে বাহির হইয়াছিলেন। যেহেতু সকলের শ্রীকৃষ্ণে যথেষ্ট প্রীতি আছে; সকলেরই নিজজন বিচারের ইহাই যথার্থ নিদর্শন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

অধিকার-বিচার

পরমার্থ সাধকের স্বীয় অধিকার-বিচার করিয়া ক্রম-মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার জন্য কার্য্যকরী যথাযথ আগ্রহ একান্ত বাঞ্ছনীয়। স্বীয় অধিকার-অনধিকার-বিচারে বিমুখ হইয়া পারমার্থিক বিভিন্ন বিষয়ের বহুবিধ বিচার শ্রবণে তাহাতে লুফালুফি খেলিবার মত্ততায় স্বীয় ক্রমমঙ্গলের গতিকে স্তব্ধ করা হয় মাত্র। **যাহারা স্বীয় অধিকার-নির্ণয়ে উদাসীন হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্যের নির্ণয়ে স্বেচ্ছায় জাড্য পোষণ করিবে, তাহাদিগকে কি প্রকারে প্রকৃত পারমার্থিক বলা যাইবে? বস্তুতঃ যখনই কাহারও পারমার্থিক সত্য লাভ করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই তাহার যথার্থ করণীয়-নির্ণয়ে অধিকার-বিচারের প্রসঙ্গ অবশ্যই আনিতে হয়।**

জীব ক্রমে-ক্রমেই পারমার্থিক মঙ্গল-সমূহ লাভ করিতে পারেন। লোক ক্রমে-ক্রমে ভবসিন্ধুকুল পায়। একদিনে হঠাৎ চূড়ান্ত মঙ্গলের রাজ্য অধিকার করা যায় না। 'কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার'—অর্থে ইহাই নয় যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম হঠাৎ একদিন আমার মোহঘুম-ঘোর আচমকা ভাঙ্গিয়া দিয়া 'কৃষ্ণ তোমার হও' বলিবার যোগ্যতা দিলেন, অমনই কৃষ্ণ আমাকে তৎক্ষণাৎ মায়াবন্ধ হইতে উদ্ধার করিলেন, আর তৎপূর্ব্ব-পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত জীবনের আফিং মৌতাতে মস্‌গুল থাকিলাম। যাহারা জড়তার নির্ম্মম কষাঘাতে চেতনতা একেবারে পরিহার করিয়া বসিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহারও এরূপ কল্পনা করিবার যে গাতাও নাই। পরমার্থপথে মস্তিষ্ককে পরিচালনা না করিবার অযথা 'গুল্‌তামি'র কিছুতেই রেহাই নাই।

জীব নিত্যই কৃষ্ণদাস; সে যখন মায়াবদ্ধ থাকে তখনও সে কৃষ্ণদাস; মায়াবদ্ধ হইলেও জীবের স্বরূপের কৃষ্ণদাস অভিমান নষ্ট হইয়া যায় না, তবে মায়া তাহাকে অন্যান্য আগন্তুক নানাবিধ অভিমান অস্মিতার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে মাত্র। জীবের এইপ্রকার অপ্রকাশিত কৃষ্ণদাসাভিমান স্বরূপে থাকিলেও মায়া তাহাকে অন্য অহঙ্কারের দ্বারা সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে। জীব সাধুর নিকট নিজ কৃষ্ণদাস-স্বরূপের কথা শুনিলেও তৎক্ষণাৎই তাহার স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণদাস হইয়া যাইবার অধিকার থাকে না। এতদিন মায়া তাহাকে যেভাবে খেলাইয়াছে, তাহার অভিমান তাহাতে বাধা দিবেই। তজ্জন্য তাহাকে মায়ার সেইসকল অভিমানে বাধা প্রদানদ্বারা নিজ সিদ্ধ-

স্বরূপের জাগরণ-ক্রমে ক্রমিক মঙ্গলের পথে চলিতেই হইবে'। রাতারাতি অবৈধভাবে কৃষ্ণদাস হইবার অবৈধ চেষ্টায় কপটতার আবাহন হয় এবং এইপ্রকার কপট মতলবের ব্যবহার-দ্বারাই জগতে প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়-গুলির উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমমঙ্গলের প্রতি উপেক্ষা দ্বারাই বৃক্ষোপরি না উঠিয়া ফল ধরিয়া টানাটানি করিয়া দুষ্টফল অর্জ্জিত হয় এবং তাদৃশ অকাল-পক্বতা মহাজনগণ কর্ত্তৃক বড়ই ক্ষতিকর বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গর্হিত হইয়াছে।

ক্রমমঙ্গল-লাভের পথে উদাসীনতা যেরূপ পরমার্থ-সাধকত্বের অনধিকার-জ্ঞাপক, তদ্রূপ ক্রমমঙ্গলের প্রতি অত্যাসক্তির ভাণে ক্রমমঙ্গল লাভের পথকে রুদ্ধ করাও বিশেষ ক্ষতিকর। নিজ বিষয়াসক্তি বা অসৎসঙ্গকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ক্রমিক মঙ্গললাভের দোহাই দিয়া নিজ-মঙ্গলকে চির নির্ব্বাসিত করা জঘন্য কপটতা। বাস্তব মঙ্গললাভ করিবার পক্ষে স্বীয় পরমার্থ অনুকূল যোগ্যতার অপকট যথাযথ ব্যবহারদ্বারাই সাধুসঙ্গে ক্রমপথে পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হয়।

ক্রমিক মঙ্গললাভের এই উভয়বিধ অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অধিকার-বিচার অপরিহার্য্য। অধিকার-বিচারে স্বীয় কর্ত্তব্য অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিয়া তাহাতে অধিকারানুযায়ী স্বীয় নিষ্কপট প্রচেষ্টাদ্বারা আত্মমঙ্গল লাভ হয়।

পারমার্থিক বিচারসমূহ অধিকারানুযায়ী সুসজ্জিত। বিভিন্ন অধিকারে বিভিন্ন বিচার ক্রমপথে গৃহীতব্য। যদি কেহ যে কোন বিচার শুনিয়া তাহাতেই আঁচড়-কামড় আরম্ভ করিয়া দেন, তবে তাহাতে নিষ্কপটতার অভাবই অবশ্যই প্রমাণিত হয়। পরমার্থ-বিচারে নিজেকে নিষ্কপটভাবে adjust করিতে হইলে অধিকারানুযায়ী বিচার-গ্রহণে উন্মুখতার একান্ত প্রয়োজন।

কাহারও নিষ্কপট অধিকারের প্রতি যথোপযুক্ত সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে প্রকারান্তরে তাহাকে কপটতা গ্রহণ করিতে বাধ্য করাই হয়। যেখানে কাহারও অধিকারানুযায়ী কার্য্যের বিচার করিবার সময় তাহার নিষ্কপটতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেখানে তাহার আন্তরিক সহজ চেষ্টার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য পতিত হবে। পারমার্থিক নবীশের ভক্তিদার্ঢ্য দৃষ্ট না হইলেও তাহার ভক্তি-বিচারগ্রহণের প্রকৃত আগ্রহ তাহার অধিকারের নিষ্কপটতা-জ্ঞাপক। তাহার তাদৃশ অধিকারে অমনোযোগী হইয়া তাহাকে রাতারাতি গড়িয়া পিটিয়া ভক্ত হইতে হইবে না।

কনিষ্ঠাধিকারিগণ অনেক সময় মহাভাগবতগণের বাহ্যে প্রকাশিত আচরণগুলির অযথা অনুকরণদ্বারা অনধিকার ব্যবহারের আবাহন করে। মহাভাগবতগণই "পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ" বলিতে পারেন, আমরা তাঁহার বাহ্য অনুকরণ করিলে তাহা অত্যন্ত অশোভন হয়। আমাদের গুরুবর্গ সর্ব্বোত্তম হইয়াও বিপ্রলম্ভবশে যেসকল দৈন্যোক্তি করেন, তাহা আমাদের অধিকারে কখনই অনুকরণীয় নহে। তদ্দ্বারা তাঁহাদের শ্রীচরণে, তথা ভক্তির চরণে অপরাধের আবাহন হয় মাত্র। তাঁহাদের তাদৃশ সর্ব্বোত্তম অবস্থার প্রতি নিষ্কপট আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া স্ব-স্ব অধিকারে নিষ্কপটতার পরিচয় দিতে হইবে।

ভক্তি-বিচার সর্ব্বতোভাবে আন্তরিকতাময়। অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া তাহাই উচ্ছলিত হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হয়। তখনই আমরা বাহিরে তাদৃশ বিচার আবাহনের অধিকারে নিষ্কপট থাকিতে পারি। আন্তরিকতার একান্ত অভাবজ্ঞাপক বাহিরে ভক্তিবিচারের অশোভন দৌরাত্ম্যকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তাহা সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়। কনিষ্ঠাধিকারীর অনুকরণজাত অযথা লৌল্য বা চাঞ্চল্যকে তাহার অধিকারের নিষ্কপটতাসূচক ব্যবহার বলিয়া কখনও স্বীকার করা যায় না। যদিও কোন কোন সময় কনিষ্ঠাধিকারীর তাদৃশ ব্যবহার কোনও বিচারে তাহার নিষ্কপটতার ব্যাঘাতকারক হয় না, তথাপি তাহার অনুচিত প্রশ্রয় পাইলে তাহা তাহাকে ভবিষ্যতে কপটী করিয়াই তুলিতে সহায়তা করে।

শরণাগতির সুষ্ঠু-বিচার যাঁহাদের হৃদয়ে স্বপ্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ প্রপন্ন ব্যক্তির কার্য্যকলাপ ও বিচার-ব্যবহার যাঁহারা এখনও শরণাগতির বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা যদি অযথাভাবে অনুকরণ করেন, তদ্দ্বারা অধিকার-বিচারের বিপর্য্যয় আনা হয়। নিজ অধিকারানুযায়ী নিষ্কপট আচরণদ্বারাই উন্নতাধিকার লাভ হয়।

মহাভাগবতগণ সর্ব্বত্রই স্বীয় ইষ্টদেবকে দর্শন করেন। যেখানে আমাদের বাহ্যবিচারে অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত নাই, সেখানের তাঁহাদের পরিপূর্ণ দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু তদ্দৃষ্ট্যে আমরা যদি শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহের পূজার শৈথিল্য বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমাদের মঙ্গলের দ্বারকে চিররুদ্ধই করা হয়।

শরণাগতির পরিমাণানুসারে শরণাগতের নিকট অধোক্ষজ বস্তু তাঁহার স্বপ্রকাশ স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাদৃশ শরণাগত জনের হৃদয়ের তাদৃশ

স্বপ্রকাশিত বিচারের অবৈধ অনুকরণ-দ্বারা মানসিক খণ্ডিত বিচারের আবাহন মঙ্গলজনক হয় না। অন্তর্যামীর স্বপ্রকাশ-বিচার-নিষ্ণাত শরণাগত সেবক যে-কোন স্থানে প্রকাশিত বা অবস্থিত শ্রীআলেখ্যার্চ্চা-দর্শনে মর্য্যাদা-হানির বিচার আহ্বানে অমনোযোগী হইয়া তাঁহার অধিকারানুযায়ী তাঁহার দ্বারা তথাই শাসিত হইবার যোগ্যতা দেখাইতে পারেন, কিন্তু তদ্দৃষ্ট্যে আমরা যদি অনুপযুক্ত কোনও স্থানে শ্রীগুরুবর্গের বা শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের আলেখ্যার্চ্চা দর্শন করিয়া তাঁহার তাদৃশ শোভন বিচারের অবৈধ অনুকরণে মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিয়া, 'শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং প্রকাশিত বস্তু, তাঁহাকে স্থানান্তরে স্থাপন করিবার কর্ত্তৃত্ব জীবের নাই, আমাকে শাসন করিবার জন্য তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন'—এই পরমসত্য বিচারের উৎসাদন করিয়া তাঁহাকে যথাস্থানে স্থাপন করিবার বিচারে শৈথিল্য প্রদর্শন করি, তবে আমার হীনাধিকারে মর্য্যাদাহানি-জন্য অপরাধের আবাহন হইতে পারে। শরণাগত অধিকারী সেবকের হৃদয়ে প্রকাশিত বিচারধারা মানসিক কসরতের দ্বারা বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখা সম্ভব নয়। নিজের নিষ্কপট অধিকারে স্বপ্রকাশিত স্বাভাবিক ভক্তিবিচারের যথাযথ আবাহন-দ্বারা ভক্তির নিষ্কপট অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়; অপর কোন বিচারে অবৈধভাবে হাত বাড়াইলে ভক্তির চরণে অপরাধ ঘটে।

অধিকার-বিচারের ছলনায় ভক্তিবিচার হইতে নিজেকে তফাৎ রাখিবার অবৈধ-চেষ্টা যদি কাহারও দেখা যায়, তবে তিনি অত্যন্ত কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন জানিতে হইবে। অধিকার-বিচার ইহা নহে যে, ভক্তির উন্নত-বিচারের সহিত কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দিতে হইবে না। নিজ-ক্রমিক উন্নতি-অবনতির বিচারদ্বারা স্বীয় অধিকার-বিচারের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

স্বীয় অধিকারের সহজ বিচার বলিয়া যদি কেহ ভক্তি-বিরুদ্ধ ব্যবহারের আবাহন করেন, তবে তাহাও মারাত্মক কপটতা মাত্র। ভক্তিতে অধিকার বিচার করিতে যাইয়া ভক্তিকেই গলা টিপিয়া মারিবার প্রবৃত্তিদ্বারা কখনও কাহারও ব্যবহারের নিষ্কপটতা প্রমাণিত হয় না। যাহারা কিছুতেই হরিভজন করিবে না, কেবলমাত্র তাহারাই হয় ভক্তি-বিচারসমূহ কপটভাবে অনুকরণ করিবে, না হয় স্বাভাবিকতার নাম দিয়া ভক্তিবিরুদ্ধ বিচারের আবাহনে কপটতাকে সরলতা বলিয়া চালাইবার কপটতার অবাধ প্রশ্রয় দিবে।

অধিকার-লঙ্ঘন অত্যন্ত ক্ষতিকর। কর্ম্মাধিকার লইয়া কর্ম্মী কখনও ভক্তিপথে উন্নতি করিতে পারে না, আবার ভক্তি-অধিকারী 'ন নির্ব্বিণ্ণো

নাতিসক্তঃ' ব্যক্তিও জ্ঞানমার্গের কথায় রুচিযুক্ত হইতে পারেন না। **কর্ম্মাধিকারী বা জ্ঞানাধিকারিগণ কপটতা করিয়া ভক্তিতে অধিকার জ্ঞাপন করিতে আসিলে তদ্দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর জগজ্জঞ্জালের সৃষ্টি হয়।** শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় ভক্তি-অধিকার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানাধিকার লইয়া কাহারও ভক্তিপথে নিষ্কপট থাকিবার কোনও উপায় নাই এবং তাদৃশ কপট-ব্যবহার করিতে তাহারা বাধ্য, আর ইহার দ্বারাই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর অমঙ্গল সাধিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

স্বে স্বেঽধিকারে বা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥ (ভাঃ ১১।২১।২)

যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, তাহাই তিনি করিবেন। স্বীয় অধিকারে যা নিষ্ঠা, তাহাই তাহার গুণ। অধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ। ইহাই গুণ ও দোষের নির্ণয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ইহাই বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"গুণ-দোষবিচারে নিজ নিজ অধিকারের ঐকান্তিকতা থাকিলে তাহাকে 'গুণ' বলে। অধিকারানুসারে স্বরূপের উপলব্ধির তারতম্য ঘটে।" শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ (গীঃ ৩।৩৫)

নিজ অধিকারোচিত বেদোক্ত ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে তদধিকারীর পক্ষে তাহাই ভাল। পরধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইলেও তাহা ভীতিজনক। কেন-না স্বধর্ম্ম অর্থাৎ অধিকারোচিত ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যদি পতন হয়, তবে তাহাও অমঙ্গলজনক হয় না, কিন্তু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় নহে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন ব্যক্তিগণকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদের অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থার দ্বারা তাহাদের ক্রম-মঙ্গল বিধান করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তিনি কাহাকেও মানসিক জমাট-জাড্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেন না। শরণাগতজন জড়তা-প্রাপ্ত হন না, পরন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিজের অধিকার-উন্নতির ক্রমিক ফল অনুভব করিবার জন্য ব্যগ্র থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় তিনি স্বীয় অধিকার-বিচারে নিষ্কপট থাকিয়া উত্তরোত্তর সেবাধিকারে সমৃদ্ধ হন।

আচার্য্যকেশরী পরমহংসকুলচূড়ামণি

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

পঞ্চম বার্ষিক বিরহ-তিথি-বাসরে

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০৬ পৃষ্ঠার পর)

[৫]

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-ইতি-নামিনে ॥

আজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** বিরহ মহোৎসব। শ্রীনবদ্বীপের অন্যতম পাদসেবনাখ্য শ্রীকোলদ্বীপে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের প্রতিষ্ঠিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে বিরহ-মহোৎসব উদ্‌যাপন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি।

"বিরহ-মহোৎসব"! বিরহ-মহোৎসব কথাটির মধ্যে যে শব্দবিন্যাস আছে, তাহা সাধারণ অর্থে বিচার করিলে সংশয় উৎপন্ন করে। কারণ, যেখানে বিরহ আছে, আবার সেখানেই উৎসব। এ কি ধরণের উক্তি? 'বিরহ'-শব্দের অর্থ দুঃখ। যেখানে দুঃখ, সেখানেই উৎসব। বৈষ্ণব-পরিভাষায় যুগপৎ সুখ-দুঃখ বিদ্যমান। খণ্ডকালের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সম্ভোগ ও বিরহ সুখ-দুঃখের কারণ হয়। অখণ্ডকালে সম্ভোগ ও বিরহ যুগপৎ অবস্থিত। কৃষ্ণের জন্য ভক্তের বিরহ সম্ভোগের পুষ্টিকারক। গ্রাম্য কথাতেও আমরা পাই—"বিরহে প্রেম গাঢ় হয়।" এই বিরহ সেবার পরাকাষ্ঠা। যেখানে কৃষ্ণ-কার্য্যের জন্য বিরহ নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। বিরহীর হৃদয়ে নিজসুখের লেশমাত্র নাই। কৃষ্ণ-বিরহীর সেবাভিলাষ ছাড়া অন্য কোন ইতরাভিলাষ নাই। মহাজন-পদাবলীতে পাই—

তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হয়ে পদে অনুরাগী।

* * * *

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন-রীতিই বিরহ। গৌরভক্তগণের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, প্রচার সবই বিরহোৎসব। এই বিরহোৎসবে সম্ভোগের কোন কথাই নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেন—"জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত স্বাভাবিক ভাবই ভজন। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না। বিচ্ছেদের নামই বিপ্রলম্ভ।

শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের বিচারে সঙ্কীর্ত্তনই বিরহোৎসব। সঙ্কীর্ত্তনের ন্যায় বিরহোৎসব আর নাই। কৃষ্ণকথামৃতই বিরহ-কাতর ভক্তগণের একমাত্র জীবাতু। তাই আজ গৌরজন-বিরহ-কাতর ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত। সঙ্কীর্ত্তনরোলে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের সমাধিকুঞ্জ আজ মুখরিত।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে বক্তৃতামুখে বলিয়াছিলেন—"আজকে আমাদের বার্ষিক গুরুপূজার বাসর। সাধারণ লোক বলে অপ্রকটের দিন; কিন্তু তাঁর অপ্রকটের দিনই প্রকটের দিন বলিয়া আমরা জানি। আমরা তাঁরই পূজা করিবার জন্য অবসর পাচ্ছি।"

যেখানে সম্বন্ধ নাই, সেখানে বিরহের কোন কথাই নাই। শ্রবণ না হইলে কি কীর্ত্তন হয়? বিরহ ত' কীর্ত্তনাকারেই প্রকাশিত। কৃষ্ণ-কাষ্ণ্য-বিরহ আমাদের হৃদয়ে স্থান না পাইলে অভক্তি বা ভোগত্যাগ-পিপাসা আমাদের হৃদয় হইতে কি করিয়া অপসারিত হইবে? সুতরাং আমরা যাহাতে শরণাগত হইয়া বিরহসাগরে নিমজ্জিত হইতে পারি, তজ্জন্য এই পবিত্র তিথিবরার নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ ও প্রাকট্যের অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বর্ত্তমান থাকায় মহান্ত-গুরুর অপ্রকটলীলাস্মৃতি-দিবস তাঁহারই প্রকটলীলার উজ্জ্বল্য বিধান করে। শ্রীল প্রভুপাদ ও গুরুবর্গের অপ্রকট-তিথিকে ব্রজে যাওয়ার তিথি বা সুমেধা-স্তিথি বলিয়াছেন। এই সুমেধাস্তিথিতে শ্রীগুরুদেব ও তদনুগজনের আনুগত্যে শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রজের পথে গতিশীলতা লাভ করা যায়। পঙ্গু, অন্ধ, জড় সকলে এই তিথিতে গতিশীলতা লাভ করে। সকলের হৃদয়ে ন্যূনাধিক জগতের অনিত্যতা ও ব্রজের নিত্যতা উপলব্ধি হয়। এইজন্য গুরু-বর্গের বিরহ তিথি-পূজার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আজ এই তিথিবরাকে বার বার স্মরণ করি। প্রার্থনা করি—কি সম্পদে, কি বিপদে, কি শয়নে, কি ভোজনে, কি ভ্রমণে, কি জাগরণে সর্ব্বাবস্থায়ই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কাঙ্গাল হইয়া থাকিতে পারি। কৃপার কাঙ্গাল হইলেই কৃপাময় শ্রীগুরুদেব কৃপা করিবেন এবং গুরুস্মৃতি সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে।

শুদ্ধ গুরুদাসের সঙ্গে অনুক্ষণ থাকিয়া—তাঁহার কৃপাশাসনে থাকিয়া গুরুসেবা করিতে যত্নবান হওয়া উচিত; নতুবা গুরুসেবা হইবে না, মঙ্গল লাভ হইবে না। গুরুদাসগণ কখনও গুরুকে ভুলেন না। গুরুই তাঁহাদের প্রাণ, জীবন, ভূষণ—যা কিছু সব। তাঁহারা যাহা কিছু করেন সমস্তই শ্রীগুরুদেবের সুখের জন্য করিয়া থাকেন। গুরুদাস ভুলক্রমেও শ্রীগুরুদেবকে ভুলেন না—ইহাই গুরুদাসের সত্তা।

গুরুসেবা-শিক্ষাদাতা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী—

তুয়া পদ বিস্মৃতি আমর যন্ত্রণা
ক্লেশ দহনে দহি যাই।

* * * *

কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতিহীন জীবন শ্মশান সদৃশ। যেখানে গুরু নাই, সেখানে কৃষ্ণও নাই, সেখানে গুরুদাস বৈষ্ণবও নাই। সুতরাং শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের স্মৃতি-রহিত হইয়া—সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে গুরুসেবার যে অভিনয়, তাহা গুরুসেবা নহে তাহা দ্বারা গুরুপাদপদ্মের সুখবিধান হয় না। তাই গুরু-সেবাভিলাষী আমাদের সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া গুরুসেবার জন্য যত্নপর হইতে হইবে।

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম অনুক্ষণ তাঁহার গুরুপাদপদ্ম প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কথা স্মরণ করিতেন এবং প্রভুপাদ বলিতে ভাবে গদগদ হইয়া পড়িতেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের বাণী স্বয়ং আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই জগদ্‌গুরু প্রভুপাদের বাণী স্মরণ-কীর্ত্তন করিলে শ্রীগুরুসেবা অধিক পরিমাণে হইবে।

"গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। ভগবানের আরাধনা সর্ব্বাপেক্ষা বড়—এ প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না। আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক এ বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অন্য প্রকার আকর হইতে আমাদের মনোভীষ্ট পূরণ হইবে, তখন আমরা মহান্তগুরুবিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না।"

বিরহ-ব্যথা যে কত তীব্র ও দুঃখপ্রদ, তাহা শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাণী স্মরণ করিলেই বিশেষভাবে অনুভূত হইবে—

"বহুজন্মের পুণ্যফলে পাই তোমার সঙ্গ।
হেন-সঙ্গ বিধি মোর করিলেন ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি' যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥"

শ্রীগুরুদাসাধম—

তাং ১২।১০।৭৩　　**জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী**

[৬]

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, দীনবন্ধু প্রভু ;
তোমার বিরহ-তিথিতে আজিকে ব্যথা জাগে প্রাণে শুধু।
শ্যামের শারদ-রাসযাত্রার পূর্ণিমা-রাকা-রাতে,
মোদের ত্যজিয়া চলে গেছ তুমি পাঁচটি বছর আগে।
আজিকার দিন বড় নির্ম্মম, বিরহ-গরল-ভরা,
শূন্য পরাণে হা-হুতাশ করে কোটী কোটী ভকতেরা।
তুমি যে ব্রজের বিনোদমঞ্জরী,… শ্রীরাধার সহচরী,
এসেছিলে ভবে কৃষ্ণ-আদেশে শরৎ-সুত রূপ ধরি'।
একদা তুমিগো পৌগণ্ড বয়সে শুনিলে দৈববাণী,—
"অনঙ্গ দেবী' 'প্রভুপাদ' রূপে প্রচারিছে গৌর-বাণী।"

'শুনি এ' বারতা গৃহ-কারা ত্যজি বাহিরিলে তুমি পথে,
উল্লাসে তব হৃদি ভরপুর হেরিবারে প্রভুপাদে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মিলিলে একদা প্রভুপাদ-পদতলে ;
প্রভুপাদ তাঁর নিজ মালাখানি পরাইল তব গলে।
নিবিড় বাঁধনে বাঁধা যে তোমার ব্রজের নর্ম্ম-সখী,
দীর্ঘকাল পরে পুনঃ মিলি' দুঁহে পুলকে উঠিল মাতি'।
দোঁহার অঙ্গ উঠিল শিহরি', দুঁহু-চোখে বহে ধারা,
দোঁহার সর্ব্ব তনু-মনে যেন জাগিল নূতন সাড়া !
দুই ব্রজসখী হেথা আসি' বুঝি গুরু-শিষ্য রূপ ধরি',
গৌর-মহিমা ভক্তিরস সীমা প্রচারিলে ধরা জুড়ি' !
শিষ্যরূপে তুমি প্রভুপাদ-পদে নিজ মন-প্রাণ সঁপি,'
শ্রীগুরু-আদেশ পালনে নিয়ত ছিলে বড় অনুরাগী।
তুমি প্রভুপাদ-প্রিয়-পরিকর ;··· ছিলে তাঁর সদা সাথী,
তোমা' সনে তিনি ব্রজ-কথা কহি' কাটাইত কতরাতি।
প্রভুপাদ-লাগি' নিজের জীবন তুচ্ছ করিলে তুমি,
তোমার মতন নিষ্ঠা কেবল 'কুরেশেরই' ছিল শুনি।
তোমার গুরৈকনিষ্ঠা দেখিয়া ভকতেরাও বিস্মিত,
'ভকতপ্রবর' বলিয়া তুমিগো হ'লে তাই আখ্যাত !
প্রভুপাদ-ইচ্ছা হইল একদা মায়াবাদ দূরিবারে,
তোমা' পরে তিনি নির্দ্দেশ দিলা সেই ইচ্ছা পূরিবারে।
তাই কি তুমিগো দিব্য জীবনে মায়াবাদ নাশ লাগি,'
বক্তৃতা দানে ও গ্রন্থ রচনে হয়েছিলে মনোযোগী ?
'ভক্তি-বেদান্ত' প্রচার-কল্পে প্রভুপাদ-আদেশ লভি',
বেদান্ত-জয়ডঙ্ক বাজালে সারা ভু-ভারত ব্যাপি'।
মহাভাবাবেশে নিমগ্ন রহি' কত লীলা কৈলে নিতি,
সব সেই লীলার মর্ম্ম মহিমা আমি আর কিবা বুঝি !

একদা তোমারে ব্রজ-রাসে পেতে হ'ল শ্যাম-অভিলাষ ;
তাই কি তোমারে যেতে হ'ল সেথা ত্যজি' এ মরত-বাস !
শ্রীমঠে তোমারে রাধারাণী যেই দানিলা প্রসাদী মালা,
তখনি কি হায় আসিল তোমার ব্রজে যাইবার পালা !
চন্দ্রগ্রহণ-যোগ সেইকালে উদিত গগন-কোণে,
আকাশ-বাতাস হ'ল মুখরিত হরি-কীর্ত্তন-গানে ।
সেইক্ষণে তুমি চলে গেলে ব্রজে নিত্যকালের তরে,
মিলিত হইলে রসরাজ সাথে রাস-মঞ্চের 'পরে ।
ব্রহ্ম-পথ-ঘাট বন-বীথি-তট চিন্তামণিতে ভরা,
কল্পবৃক্ষে শুক-সারি বসি' করে দিক্ মাতোয়ারা ।
চিন্ময় শশীর অমিয় আলোকে কুসুমিত ব্রজধাম,
পলকে পলকে ঠিকরি' পড়িছে সে' দৃশ্য-অভিরাম !
হেন রসলোকে বিরাজিছ তুমি হয়ে হরি-সঙ্গিণী,
আমরা তথায় তোমারে হারায়ে কেঁদে ফিরি দিবাযামী ।
তব লীলাবলী কহিতে আজিকে ভাষা নাহি ফোটে মোর,
বিরহের তাপে জ্বলিছে হৃদয়, ঝরে পড়ে আঁখি-লোর ।
তুমি ছাড়া কেবা দিবে দিব্যজ্ঞান,···কে জুড়াবে হৃদি-ব্যথা ?
কলি-ভয় হ'তে কে করিবে ত্রাণ,···কে দানিবে প্রেম-সুধা ?
আজি দুর্দ্দিনে তোমার চরণ অহরহঃ তাই স্মরি,
এসো গো তড়িতে আমার মানসে বারেক করুণা করি' ।
নমি' আজি তব রাতুল চরণে পরম ভকতি ভরে,
তব কৃপাশিষ মাগি অবিরত তাপিত এ' অন্তরে ।

সেবকাধম—
"চিত্তরঞ্জন"
সাং—বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

শ্রীগুরু-বিরহ-তিথি-বাসর
শ্রীগৌরাব্দ—৪৮৭

পরলোকে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রাক্তন প্রচার-সম্পাদক

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একটি অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ, সর্ব্বজনবিদিত ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ** বিগত ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ (ইং ২৪শে অক্টোবর) বুধবার, কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী তিথিতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ৭২ বৎসর বয়সে সমিতির মূলমঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—শ্রীধাম নবদ্বীপে মঠস্থ বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে সজ্ঞানে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার হঠাৎ মহাপ্রয়াণের সংবাদ অবগত হইয়া জাহ্নবীর উভয়কূলস্থ গৌড়ীয় মঠসমূহের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থী এবং গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ উক্ত মঠে উপস্থিত হন এবং সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে পতিতপাবনী গঙ্গার উপকূলে তাঁহার পুত কলেবরকে সমাধি প্রদান করেন।

সামাজিক জীবনে ইঁনি একজন প্রচুর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে নাম ছিল—শ্রীবাসচন্দ্র দাস, তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত গিরিধারী দাস; মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম থানার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামস্থ মধ্যবিত্ত পরিবারে একজন উদার এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। যোগ্য পিতার স্নেহপূর্ণ অনুশাসনে লালিত পালিত এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক শ্রীবাসের হৃদয়ে পিতার ন্যায়ই বহু সৎগুণাবলী প্রকাশিত হয়। সে বাল্যকাল হইতেই সত্যের স্পষ্ট ও নির্ভীক বক্তা, সত্যনিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দূরদর্শী, পরোপকারী এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মভীরু ছিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঐ গুণগুলি ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার অল্প বয়সেই পিতা সুনামের সহিত পরলোকগমন করেন।

পিতার পরলোকগমনে পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বালক শ্রীবাসের উপরে আসিয়া পড়ায় পড়াশুনা বন্ধ করিতে হইল। তিনি প্রথমে সুন্দরবন এলাকায় পাথর প্রতিমাতে একটি উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে এখানেই একজন প্রসিদ্ধ জমিদারের নায়েবরূপে নিযুক্ত হন।

যুবককালে মহাত্মা গান্ধীর বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং শ্রীঅজয়

মুখার্জ্জী প্রভৃতি বঙ্গ-সেনানায়কগণের আনুগত্যে নন্দীগ্রাম মহকুমায় শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী ভক্তদাস ও শ্রীসতীশচন্দ্র সাহু আদি সহযোগীগণের সঙ্গে আইন অমান্য, অসহযোগীতা আন্দোলন এবং ভারতের স্বাতন্ত্র্যতা সংগ্রামে একটি প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাহাতে তিনি বহু যাতনা এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করেন; এমন কি তাঁহাকে একাধিকবার কারাবরণও করিতে হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ভারত-সরকার তাঁহার দেশের জন্য ঐ সকল নির্য্যাতনাকে লক্ষ্য করিয়া বিগত স্বাতন্ত্রতা সংগ্রামের যোদ্ধা হিসাবে তাঁহাকে দুইশত টাকা মাসিক ভাতা (পেন্‌শন্) দান করিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাকে তাম্রপত্র অর্পণ করিবার জন্য সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার শেষজীবনে একটি বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** বীর্য্যবতি শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ করিয়া দেশভক্ত শ্রীবাসবাবু পার্থিব কর্ম্মের অসারতা ও বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান রাজনীতির জঘন্যতা, কর্ম্মমিশ্রাভক্তি হেয়তা এবং সংসারের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি-আত্মীয়স্বজন, বিত্তসম্পদ এবং ধর্ম্মরহিত কলুষিত কপটময়ী রাজনীতি আদিকে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজী ১৯৬০ সালে উক্ত আচার্য্যকেশরীর শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার আদর্শ গুরুনিষ্ঠা, সেবাপ্রবৃত্তি, সদাচার এবং নিরপেক্ষতাদি গুণসমূহকে লক্ষ্য করিয়া ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে (২রা মার্চ্চ, ১৯৬১ ইং) শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব—দোলোৎসবের দিন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় তাঁহাকে ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাস প্রদান করেন এবং তাঁহাকে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ** নাম প্রদান করেন।

শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ প্রথমে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গৌরবাণী—শুদ্ধা ভক্তি প্রচার করেন। তৎপশ্চাৎ সমিতির ব্রহ্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের—শুদ্ধ-ভক্তির প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার' প্রচার সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের পর তিনি অধিকাংশ সময় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে থাকাকালে তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর আরতি দর্শন, মন্দির পরিক্রমা, গঙ্গাস্নান, শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতাপাঠ, স্তবস্তুতিপাঠ, সংখ্যাপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ, তুলসীতে জলদান, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম, একাদশীতে নির্জ্জল উপবাসাদি ভক্ত্যাঙ্গসমূহ পালন করিতেন। তিনি জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছেন এবং অবশেষে দামোদর মাসে নিয়মসেবা-ব্রত করিতে করিতে জাহ্নবীতটে, শ্রীগৌরধামে সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে পরম শ্লাঘনীয় বৈষ্ণবোচিত ভাবে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার এই আকস্মিক প্রয়াণে বিশেষ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত। তিনি পরলোক হইতে অহৈতুকভাবে আমাদিগকে কৃপা করুন যেন আমরাও নিষ্কপট ভাবে শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমশঃ পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে পারি—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

—জনৈক বিরহী

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

বর্ত্তমান বর্ষে কাগজ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দুর্মূল্য বিধায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন, যাঁহাদের পত্রিকার ভিক্ষা এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা দয়া করিয়া দেয় আনুকূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করিবেন।

বিনীত নিবেদক—

সেবা-সচিব,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

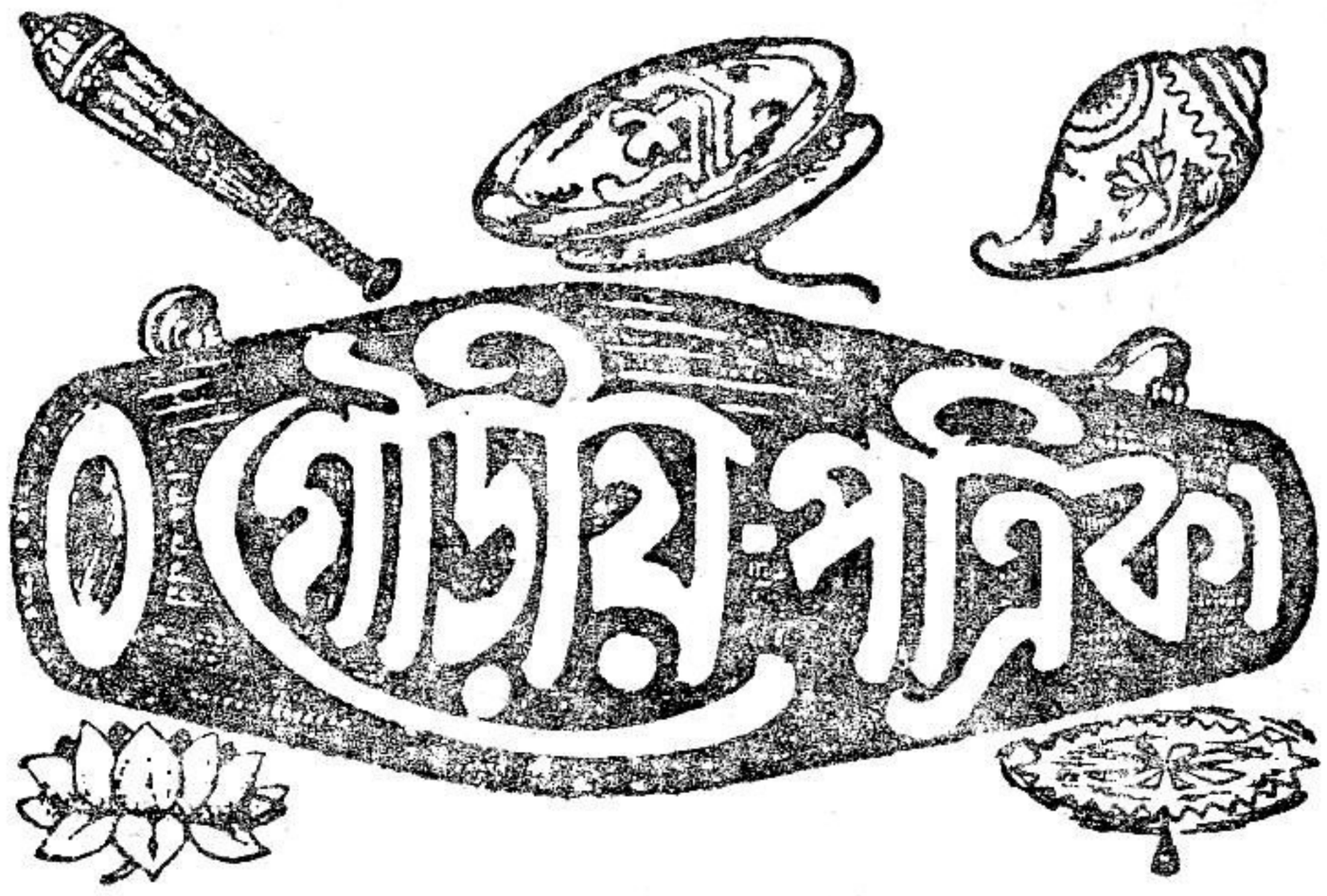

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৫শ বর্ষ { বাসুদেব, ৬ নারায়ণ, ৪৮৭ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ ; ইং ১৬।১২।১৯৭৩ } ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৬ পৃষ্ঠার পর)

পুলিনধৃতরঙ্গযুবতীকৃতসঙ্গ মদনরসভঙ্গগরিমলসদঙ্গ ॥ বীর ॥

হে ধীর! তুমি যমুনাতটবিহারিণী ব্রজরমণীর সঙ্গাভিলাষী, তোমার শ্রীঅঙ্গ মদনরসতরঙ্গে নিমগ্ন।

পশুষু কৃপাং তব দৃষ্ট্বা নূনমিহারিষ্টবৎসকেশিমুখাঃ।
দর্পং বিমুচ্য ভীতাঃ পশুভাবং ভেজিরে দনুজাঃ ॥

হে নাথ! পশুগণের প্রতি তোমার অতিশয় করুণা দেখিয়া বৎস, কেশী প্রভৃতি অসুরগণ ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে দর্প পরিত্যাগপূর্ব্বক পশুভাব আশ্রয় করিয়াছে।

। বকুলমঙ্গলম্ ।

ত্বং জয় কেশব কেশবলস্তুত বীর্য্যবিলক্ষণ লক্ষ্মণবোধিত
কেলিষু নাগর নাগরণোদ্ধত গোকুলনন্দন নন্দনতিব্রত-
সান্দ্রমুদর্পক দর্পকমোহন হে সুষমানবমানবতীগণ-
মাননিরাসক রাসকলাশ্রিত সস্তনগৌরবগৌরবধূবৃত
কুঞ্জশতোষিত তোষিতযৌবত রূপভরাধিকরাধিকয়াচ্চিত
ভীরুবিলম্বিত লম্বিতশেখর কেলিকুলালসলালসলোচন
রোষমদারুণদারুণদানবমুক্তিদলোকন লোকনমস্কৃত-
গোপসভাবক ভাবকশর্ম্মদ হন্ত কৃপালয় পালয় মামপি ॥ বীর ॥

হে কেশব! তোমার জয়গাথা ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত ইঁহারা কীর্ত্তন করিতেছেন, বল বীর্য্য বিশ্বাতীত, পাদপদ্মে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি বিশেষ চিহ্ন থাকায় লোকে তোমাকে ভগবান্ বলিয়া বোধ করে, তুমি কেলিবিষয়ে সুচতুর, তুমি কালিয়নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্ধত হইয়াছিলে, তুমি গোকুলের আনন্দবর্দ্ধন, তুমি নন্দ মহরাজকে পিতা বলিয়া ভক্তি কর, তুমি ভক্তের গাঢ় আনন্দপ্রদ, তুমি কন্দর্পের মোহনকারী, অভিনব ব্রজরমণীগণ প্রণয়কোপবশতঃ মানবতী হইলেও তোমার শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব শোভাসন্দর্শনে তৎক্ষণাৎ মান পরিত্যাগ করেন, সুস্তনী গৌরাঙ্গী গোপিকাগণে পরিবৃত হইয়া তুমি রাসক্রীড়া আরম্ভ কর, তুমি শত শত কুঞ্জে অবস্থান করিয়া ব্রজরমণীকর্ত্তৃক পরিতোষিত হও, ব্রজরমণীর শিরোমণি শ্রীরাধিকা তোমার বিশেষ প্রীতি সম্পাদন করেন, তুমি ললিতাদি সখীগণে পরিবৃত হইয়া রাসস্থলে নৃত্য কর এবং নৃত্য করিতে করিতে তোমার শিরোভূষণ চূড়া লম্বিত হয়, রাসপরিশ্রমে তোমার নয়নযুগল আলস্যপূর্ণ হইলেও পুনর্ব্বার তদ্দর্শন লালসা করিতেছ, হে লোকনমস্কৃত! তোমার সকোপ দৃষ্টিপাতে ক্রোধপরায়ণ মদমত্ত দানবগণও মুক্তিলাভ করিয়াছে, তুমি সমস্ত গোপগণের রক্ষক ও ভক্তগণের আনন্দপ্রদ, হে করুণানিধান! সম্প্রতি তুমি সংসার-সমুদ্র হইতে আমাকে রক্ষা কর।

পরাভবং ফেণিলবক্ত্রতাঞ্চ বন্ধঞ্চ ভীতিঞ্চ মৃতিঞ্চ কৃত্বা।
পবর্গদাতাপি শিখণ্ডমৌলে !, ত্বং শাত্রবাণামপবর্গদোঽসি ॥
প্রণয়ভরিতমধুরচরিত ভজনসহিতপশুপমহিত ॥ দেব ॥

হে শিখণ্ডমৌলে! তুমি শত্রুগণের প্রতি পরাভব, ফেণিল বক্তৃত্ব, বন্ধন, ভয় ও মৃত্যু এই সমস্ত পবর্গের দাতা হইয়াও তাহাদিগকে অপবর্গদান করিতেছ (এই শ্লোকে যিনি পবর্গদাতা তিনিই অপবর্গদাতা এইরূপ বিরোধের আভাস থাকায় বিরোধাভাস এবং প্রতিকূল অর্থ হইতে অনুকূল অর্থ হওয়ায় অনুকূল অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে), ভক্তগণের প্রেমদ্বারা তোমার মধুর লীলা পরিপূর্ণ হইয়াছে, হে দেব! ভক্তপরায়ণ গোপগণ কর্ত্তৃক তুমি পূজিত হও।

নবশিখিশিখণ্ডশিখরা, প্রসূনকোদণ্ডচিত্রশস্ত্রীব।
ক্ষোভয়তি কৃষ্ণ! বেণী, শ্রেণীরেণীদৃশাং ভবতঃ॥

হে কৃষ্ণ! কন্দর্পের ছুরিকাস্ত্রের ন্যায় তোমার শিখণ্ডমণ্ডিত মস্তকের বেণী হরিণনয়না গোপাঙ্গনাদিগকে বিক্ষোভিত করিতেছে।

অনুভূয় বিক্রমং তে যুধি লব্ধাঃ কান্দিশীকত্বম্।
ভিত্ত্বা কিল জগদণ্ডং প্রপলায়াঞ্চক্রিরে দনুজাঃ॥

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার বলবীর্য্য অনুভব করিয়া ভয়ব্যাকুলিত মানবগণ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়াই যেন পলায়ন করিয়াছে।

। মঞ্জর্য্যাং কোরকঃ।

মানবতীমদহারিবিলোচন দানবসঞ্চয়ঘূকবিরোচন।
ডিণ্ডিমবাদিসুরালিসভাজিত চণ্ডিমশালিভুজার্গলরাজিত।
দীক্ষিতযৌবতচিত্তবিলোভনবীক্ষিতসুস্মিতমার্দ্দবশোভন।
পর্ব্বতসংধৃতিনির্ধুতপীবরগর্ব্বতমঃপরিমুগ্ধশচীবর।
রঞ্জিতমঞ্জুপরিস্ফুরদম্বর গঞ্জিতকেশিপরাক্রমড়ম্বর।
কোমলতাঙ্কিতবাগবতারক সোমললামমহোৎসবকারক।
হংসরথস্তুতিশংসিতবংশক কংসবধূশ্রুতিনুন্নবতংশক।
রঙ্গতরঙ্গিত চারুদৃগঞ্চল সঙ্গতপঞ্চশরোদয়চঞ্চল।
লুঞ্চিতগোপসুতাগণশাটক সঞ্চিতরঙ্গমহোৎসবনাটক।
তারয় মামুরুসংসৃতিশাতন ধারয় লোচনমত্র সনাতন॥ ধীর॥

তোমার নয়নযুগল দেখিলে মানবতী নারীর মানগর্ব্ব অপগত হয়, তুমি দানবরূপ পেচকের সূর্য্যস্বরূপ, দেবগণ ডিণ্ডিম বাদ্য করিয়া তোমার পূজা

করেন, তুমি অতিশয় পরাক্রমযুক্ত বাহুরূপ অর্গলে সুশোভিত, তোমার দৃষ্টি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের চিত্তহারিণী, তোমার শ্রীমুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যে সুশোভিত, তুমি গোবর্দ্ধনধারণ করিয়া ইন্দ্রের বিপুল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ, তুমি কুঙ্কুমরঞ্জিত মনোজ্ঞ বসনে সুশোভিত, তুমি কেশিনামক দানবের বিক্রম নষ্ট করিয়াছ, তোমার বাক্য অতি কোমল, মহাদেবের মহানন্দকারক, ব্রহ্মা স্তব করিয়া তোমার বংশকীর্ত্তন করিয়াছেন, তুমি কংসবনিতাসকলের কর্ণযুগল অলঙ্কারশূন্য করিয়াছ, অর্থাৎ তোমা হইতে তাহারা বিধবা হইয়াছে, নৃত্য-সময়ে ত্বদীয় নয়নোপান্ত হইতে সুন্দর ভঙ্গী বিস্তার হইতে থাকে, কন্দর্পের উদয়ে তোমার শ্রীঅঙ্গ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে,। তুমি ব্রজরমণীগণের বসনাপহারী, আশ্চর্য্য রস অনুভব করিয়া ভক্তগণ তোমার লীলা অবলম্বন-পূর্ব্বক কত কত নাটক রচনা করিয়াছেন, হে সনাতন ! হে সংসারসিন্ধুন বিক ! তুমি একবার করুণা প্রকাশ করিয়া আমার প্রতি অবলোকন কর।

তুরগদনুসুতাঙ্গগ্রাবভেদে দধানঃ
কুলিশঘটিতটঙ্ক দণ্ডবিস্ফুর্জিতানি।
তদুরুবিকটদষ্ট্রোন্মৃষ্টকেয়ূরমুদ্রঃ
প্রথয়তু পটুতাং বঃ কৈশবো বামবাহুঃ॥

হে ভক্তগণ ! যিনি কেশিনামক অসুরের পাষাণতুল্য অঙ্গ ভেদ করিতে বজ্রনির্ম্মিত পাষাণবিদারক অস্ত্রের প্রভাব ধারণ করিয়াছেন এবং ত্বদীয় দণ্ডাঘাতে যাঁহার কেয়ূরবন্ধন (অলঙ্কার বিশেষ বাজু ইতি প্রসিদ্ধ) শিথিল হইয়াছে, এই প্রকার সেই শ্রীহরির বামবাহু তোমাদের সমধিক ভক্তি বিস্তার করুন।

মাধব বিস্ফুর দানবনিষ্ঠুর যৌবতরঞ্জিত সৌরভসঞ্জিত ॥ বীর ॥
পলিতঙ্করণী দশ প্রভো ! মুহুরন্ধঙ্করণী চ ময্যভূত ॥ গুচ্ছঃ ॥

হে মাধব ! হে দানবারে ! তুমি আমার হৃদয়ে বিরাজ কর, তুমি ব্রজযুবতীগণের চিত্তরঞ্জনকারী এবং তাহাদিগের অঙ্গ-সৌরভে বশীভূত হও।

হে প্রভো ! এক্ষণে আমি বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইয়া অন্ধত্ব প্রায় হইয়াছি, তথাপি শরণাগত এ দাসের প্রতি তোমার শুভাবহ দৃষ্টিপাত হইল না।

জয় জলদমণ্ডলীদ্যুতিনিবহসুন্দর
স্ফুরদমলকৌমুদীমৃদুহসিতবন্ধুর

ব্রজহরিণলোচনাবদনশশিচুম্বক
প্রচুরতরখঞ্জনত্যতিলিসদম্বক
স্মরসমরচাতুরীনিচয়বরপণ্ডিত
প্রণয়যুতরাধিকাপটিমভরভণ্ডিত
ক্বণদতুলবংশিকাহৃতপশুপযৌবত
স্থিরসমরমাধুরীকুলরমিতদৈবত
গ্রথিতশিখিচন্দ্রকস্ফুটকুটিলকুন্তল
শ্রবণতটসঞ্চরন্মণিমকরকুণ্ডল
গ্রথিত নবতাণ্ডব প্রকটগতিমণ্ডল
দ্বিজকিরণধোরণীবিজিতসিততণ্ডুল
স্ফুরিতবরদাড়িমীকুসুমযুতকর্ণক-
চ্ছদনবরকাকলীহৃতচটুলতর্ণক ॥ ধীর ॥

হে নাথ! নবীন মেঘমালার ন্যায় তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তি, তোমার মৃদুহাস্য শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোহর, তুমি হরিণনয়না ব্রজাঙ্গনাগণের মুখচন্দ্রমার চকোর, খঞ্জনের ন্যায় তোমার নয়নযুগল সুশোভিত, তুমি অনঙ্গ-যুদ্ধে বৈদগ্ধী বিদ্যায় সুপণ্ডিত, তুমি শ্রীরাধিকার প্রেমে বশীভূত, তুমি সুমধুর বংশীধ্বনি করিয়া ব্রজরমণীদিগকে আকর্ষণ কর, যুদ্ধস্থলে তোমার অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া দেবগণ আনন্দিত হন, তোমার কুটিল কুন্তলে ময়ূরপুচ্ছ গ্রথিত থাকায় উহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, তোমার কর্ণযুগলে মণিময় মকরকুণ্ডলে সুশোভিত, তুমি রাসস্থলে সুন্দর পদভঙ্গী করিয়া চমৎকার নৃত্য কর, তুমি দন্তাবলির কিরণে শুভ্র তণ্ডুলের শোভা পরাভব করিয়াছ, তোমার কর্ণযুগল সুন্দর দাড়িম-কুসুমে সুশোভিত, তুমি নবীন তালপত্ররচিত বংশীরব করিয়া চঞ্চল বৎসগণকে সম্মুখে আনয়ন কর।

পুন্নাগস্তবকনিবদ্ধকেশজূটঃ কোটোরীকৃতবরকেকিপক্ষকূটঃ।
পায়ান্মাং মরকতবেতুরঃ সতন্বা কালিন্দীতটবিপিনপ্রসূনবন্ধু ॥

হে শ্রীবৃন্দাবনকন্দর্প! তোমার কেশপাশ পুন্নাগ কুসুমে সুশোভিত, সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ তোমার চূড়ায় সুশোভিত, মরকত মণির ন্যায় তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তি, অতএব এই প্রকার রূপ দর্শন দিয়া আমাকে সংসারসাগর হইতে রক্ষা কর।

গর্গপ্রিয় জয় ভর্গস্তুত রসসর্গস্থিরনিজবর্গপ্রবলিত ॥ বীর ॥

হে গর্গাচার্য্যপ্রিয় ! তুমি মহাদেবের স্তবনীয়, তুমি সুরসিকা ব্রজরমণী-দিগের বশীভূত।

দনুজবধূবৈধব্যব্রতদীক্ষশিক্ষণাচার্যঃ।
স জয়তি বিদূরপাতী মুকুন্দ তব শৃঙ্গনির্ঘোষঃ ॥

হে মুকুন্দ ! যাহা দানব-বধূদিগের বৈধব্যব্রতের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু এবং যাহা অতি দূরগামী এইরূপ ত্বদীয় শৃঙ্গধ্বনির জয় হউক।

। কুসুমম্।

কুসুমনিকরনিচিতচিকুর নখরবিজিতমণিজমুকুর।
সুভটপটিমরমিতলথুর বিকটসমরনটনচতুর।
সমদভুজগদমনচরণ নিখিলপশুপনিচয়শরণ।
মুদিতমদিরমধুরনয়ন শিখরিকুহররচিতশয়ন।
রমিতপশুপযুবতিপটল মদনকলহখটনচটুল।
বিষমদনুজনিবহমথন ভুবনরসদবিশদকথন।
কুমুদমৃদুলবিলসদমল হসিতমধুরবদনকমল।
মধুপসদৃশবিচলদলক মসৃণঘুসৃণকলিততিলক।
নিভৃতমুষিতমথিতকলস সততমজিত মনসি বিলস ॥ বীর ॥

নানাপ্রকার কুসুমদ্বারা তোমার কেশপাশ সুশোভিত, তুমি নখর কান্তি-দ্বারা মণিময় দর্পণের শোভা পরাভব করিয়াছ, তুমি যদুবংশীয় বীরপুরুষদ্বারা মথুরামণ্ডল সুশোভিত করিয়াছ তুমি ভয়ানক সমরক্ষেত্রে নৃত্য করিয়া থাক, তোমার চরণযুগল মদমত্ত কালিয়নাগের দর্পহারী, তুমি নিখিল গোপবৃন্দের পরিপালক, মত্তখঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল তোমার নয়নযুগল জগতের প্রীতিকর, তুমি গিরিগুহায় শয়ন করিয়া ব্রজরমণীগণের সহিত বিহার কর, তুমি কন্দর্প-কলহে সুনিপুণ, তুমি ভয়ানক দানবগণ বিনাশ করিয়াছ, তোমার বাক্য জগতের আনন্দপ্রদ, তোমার বদনকমল কুমুদপুষ্পের ন্যায় মধুর হাস্যযুক্ত, ভ্রমরমালার ন্যায় তোমার অলকাবলী সুশোভিত, তোমার ললাট নির্ম্মল কুঙ্কুমতিলকে সুশোভিত, তুমি নির্জ্জনে গোপিকাগণের নবনীতভাণ্ড অপহরণ কর, অতএব হে অজিত ! হে নাথ ! তুমি সর্ব্বদা আমার মানসে বিরাজ কর।

সখি চাতকজীবাতুর্মাধব ! সুরকেকিমণ্ডলোল্লাসি ।
তব দৈত্যহংসভয়দং শৃঙ্গাম্বুদগর্জ্জিতং জয়তি ॥

হে মাধব ! ত্বদীয় মিত্রমণ্ডলীরূপ চাতকগণের যাহা জীবনৌষধ, দেবগণরূপ ময়ূরবৃন্দের মহানন্দপ্রদ এবং দৈত্যরূপ হংসগণের যাহা ভয়াবহ, এইরূপ ত্বদীয় সেই শৃঙ্গধ্বনিরূপ মেঘগর্জ্জনের জয় হউক ।

পুরুষোত্তম বীরব্রত যমুনাদ্ভুততীরস্থিত ।
মুরলিধ্বনিপূরক্রিয় সুরভীব্রজনাদপ্রিয় ॥ ধীর ॥

হে পুরুষোত্তম ! হে বীরব্রত ! তুমি যমুনার রমণীয় তীরে অবস্থিতি করিয়া সুমধুর বংশীধ্বনি কর, ঐ বংশীধ্বনি শ্রবণে সুরভীগণ হাম্বারব করিলে তুমি তাহা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ কর ।

জগতীসভাবলম্বঃ স তব জয়তাম্বুজাক্ষ ! দোস্তম্ভঃ ।
রভসাদ্বিভেদ দনুজান্প্রতাপনৃহরির্যতোঽভ্যুদিতঃ ॥

হে অম্বুজনয়ন ! যিনি ত্রিভুবনরূপ মণ্ডপের অবলম্বন অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিখিল জগৎ সুশোভিত হইতেছে এবং যাহা হইতে প্রতাপরূপ নরসিংহ আবির্ভূত হইয়া দানবগণের প্রাণ সংহার করিতেছেন এই প্রকার ত্বদীয় আশ্চর্য্য সেই বাহুস্তম্ভের জয় হউক ।

চিত্রং মুরারে ! সুরবৈরিপক্ষস্ত্বয়া সমন্তাদনুবদ্ধযুদ্ধঃ ।
অমিত্রমুচ্চৈরবিভিদ্য ভেদং মিত্রস্য কুর্ব্বন্নমৃতং প্রয়াতি ॥

হে মুরারে ! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তোমার বৈরিপক্ষ দানবগণ তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া অমিত্রভেদ (শত্রুবিনাশ) করিতে পারিল না পরন্তু মিত্রভেদ (সূর্য্যমণ্ডল) ভেদ করিয়া অমৃত লাভ করিতেছে । [এই শ্লোকে মিত্রঘাতী ব্যক্তি অমৃত লাভ করিল, এইরূপ বিরোধ থাকায় বিরোধাভাস অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে ।]

(ক্রমশঃ)

জন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচ শুদ্ধবৈষ্ণবের নাই

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ইং ৫।৩।৬৫, রাত ৯টা

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

আপনার প্রশ্নসম্বলিত ইং ১৯।২।৬৫ তারিখের পত্র পাইলাম। আপনার প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আমরা আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। তবে আপনি নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে (Station-এর নিকটে) আসিলে খুব ভাল হয়। বিশেষতঃ আগামী ২৮শে ফাল্গুন হইতে ৪ঠা চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব হইবে। এই সময় আসিলে আপনার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ও উৎসব দর্শন করিয়া যাইতে পারিবেন। তবে মোটামুটী দুই-এক কথায় আপনার প্রশ্নের জবাব দিতেছি।

১) শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত ও নামাশ্রিত বৈষ্ণবের কোন অশৌচ নাই। জন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচ উভয়ই নিকৃষ্ট স্মার্ত্তগণের, বৈষ্ণবগণের নহে। সুতরাং কোন বৈষ্ণবশাস্ত্রে বৈষ্ণবের অশৌচ-সম্বন্ধে কোনও কথা বর্ণিত নাই।

২) গৃহী-বৈষ্ণবদের যাবতীয় দশ-সংস্কারাদি শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের দ্বারাই করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণগণের ইহাতে কোন অধিকার নাই।

৩) ১নং উত্তর আলোচনা করিলেই উত্তর পাইবেন।

৪) বৈষ্ণবের অশৌচ নাই, সুতরাং স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণদের এ সম্বন্ধে কোন কাজ করিবার অধিকার নাই। করিলেও স্মার্ত্তব্রাহ্মণগণের অপরাধ হইবে।

৫) স্মার্ত্ত অশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বৈষ্ণবের কোন কার্য্যই করা উচিত নহে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী নিরামিষাশী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের দ্বারা বৈষ্ণবদের কাজ করাইলে কোন দোষ হইবে না। তবে সেরূপ ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে বিরল বলিয়া মনে হয়। ইতি—

গৌরজনকিঙ্কর—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
(সভাপতি, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি)

পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত দ্বিতীয় দিবসের অভিভাষণ

ব্যভিচার-বৃত্তি দ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা—অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি! বেদান্ত-বোধই হ'তে পারে না—গুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহ গুরুই হ'তে পারে না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তব-সত্য,—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

পূর্ব্বকালে দক্ষিণ প্রদেশে কাঞ্চিপুর নামক একটি নগর ছিল। সেখানে যাদবপ্রকাশ নামে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাস করিতেন। সে-সময় সে-দেশে তাঁ'র সমকক্ষ কোন দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন না ব'লে জনশ্রুতি। লক্ষ্মণ দেশিক (আচার্য্য শ্রীরামানুজ) তাঁ'র নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য গমন ক'রেছিলেন এবং সেই গুরুর অন্তেবাসী হ'য়ে ঐকান্তিক শাস্ত্রানুশীলন ও অকৃত্রিম ব্যবহারের দ্বারা অল্প দিনের মধ্যেই যাদবপ্রকাশের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। একদিন যাদবপ্রকাশ "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" ছান্দোগ্য শ্রুতির শঙ্করাচার্য্যমতানুসারিণী ব্যাখ্যা-স্থলে "আস্যতে উপবিশ্যতে অনেন ইতি আসঃ পশ্চাদ্ভাগঃ কপেঃ আসঃ কপ্যাসঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের চক্ষুর্দ্বয় বানরের পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ অর্থ করায় রামানুজ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। রামানুজ তখন যাদবপ্রকাশের অভ্যঙ্গ-সেবায় রত ছিলেন। ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির নিন্দা-শ্রবণে তাঁ'র হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হলো। তাঁ'র দুই চক্ষু হ'তে তপ্ত অশ্রুধারা দরদর ধারে নির্গত হ'য়ে যাদবপ্রকাশের পৃষ্ঠদেশে দু'এক বিন্দুরূপে পতিত হ'লে যাদবপ্রকাশ হঠাৎ চমকিত হ'য়ে রামানুজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন; রামানুজ তখন বল্লেন যে, 'কপ্যাসং' শ্রুতির সুন্দর অর্থ থাকতে এরূপ জঘন্য অপরাধজনক অর্থ করবার প্রয়োজন কি? যিনি পরমারাধ্য পরমেশ্বর, তাঁ'র অপ্রাকৃত চক্ষের সহিত মর্কটের জঘন্য প্রদেশের তুলনা করা কি অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য নয়? রামানুজের এই কথা শুনে যাদবপ্রকাশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্লেন,—কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! সামান্য বালকের আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যার দোষ-দর্শন। শ্রুতির আচার্য্যের ব্যাখ্যা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা কি হ'তে পারে? রামানুজ

তখন বিনয়-নম্রবচনে বললেন,—হাঁ আচার্য্য অদৈব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণকে বিমোহিত করবার জন্য যে ব্যাখ্যা ক'রেছেন, তা' ছাড়া শ্রুতির দিব্যস্থরিগণের আনন্দবর্দ্ধিনী ব্যাখ্যা আছে। আমি বলছি, আপনি কৃপা-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। তখন রামানুজ 'কপ্যাসং' শ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা করলেন,—"কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ নালঃ তস্মিন্ আস্তে তিষ্ঠতি ইতি কপ্যাসং নালস্থিতমিত্যর্থঃ" অর্থাৎ তাঁহার (পুরুষোত্তমের) চক্ষুর্দ্বয় নালস্থিত অম্লান পদ্মের ন্যায় রক্তিমাভ। যাদবপ্রকাশ এই ব্যাখ্যা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হ'লেন এবং শিষ্যের নিকট পরাজিত হ'য়ে গোপনে গোপনে রামানুজকে সংহার করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌লেন।

নির্ভেদ-জ্ঞানিগুরু, কর্ম্মিগুরু, যোগিগুরু, ব্রতিগুরু, তপস্বিগুরু, ঐন্দ্র-জালিকগুরু, কপটগুরু কখনই 'গুরু' পদবাচ্য হ'তে পারেন না, তাঁ'রা সকলেই—লঘু। তাঁ'রা জীবের উপকারক নন,—আত্মহিংসক ও পরহিংসক; কিন্তু একমাত্র মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুই জীবে অহৈতুক দয়াময়, পরদুঃখ-দুঃখী; এজন্য আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু সেই পরদুঃখ-দুঃখী সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুকে আশ্রয় করবার উপদেশ প্রদান ক'রেছেন,—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

জ্ঞানলাভের আকর কেবল-চেতন, না মিশ্রিত-চেতন—কৈবল্যকপ্রয়োজনম্, না অন্য কিছু? একথাগুলি চিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, না অচিন্মাত্র-বাদ থেকে এসেছে, কিম্বা নিত্যানন্দময় চিদ্‌বিলাস থেকে এসেছে, সর্ব্বাগ্রে স্থির হওয়া আবশ্যক। জড়ে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—অচিন্মাত্রবাদ, চেতনে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—চিন্মাত্রবাদ, আর নিত্য আনন্দময় চেতনরাজ্যে নিত্য-ভগবৎসেবা করার নাম—পরম নিরপেক্ষ হইয়া নির্ব্বিবাদে চিদ্‌বিলাসে অবস্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মুক্তি—ত্রিপুটীবিনাশমাত্র নয়, তা' স্বরূপে অবস্থান "মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" স্বরূপে অবস্থিত হ'লে অচেতনতা স্পর্শ করিতে পারে না, তখন চেতনের ক্রিয়া যে সেবা, তা' পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়—যাঁ'র চেতনে যেটী নিত্যসিদ্ধসেবা, সেই অপ্রতিহতা সেবাটী তখন বিকসিত হ'য়ে উঠে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থঃ সর্ব্বশঃ॥

ভগবান্ বল্‌ছেন, আমাকে যে-ভাবে যে পূজা করেন, আমিও তাঁ'কে সেই ভাবে পূজা ক'রে থাকি। কান্তরসে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা, কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁ'র সর্ব্বাঙ্গকে বিলায়ে দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন। এখানে 'মাং' শব্দটী লক্ষ্য কর্‌তে হ'বে। 'মাং' শব্দ সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণকে লক্ষ্য কর্‌ছে। কৃষ্ণ বল্‌ছেন,—আমাকে যে পাঁচ প্রকারে পূজা করে, তাঁ'র যে কোন প্রকারের তটস্থগত বিচারের প্রতিপত্তির তারতম্যতা লক্ষিত হয়। কান্তরসে প্রপত্তির পরাকাষ্ঠা 'আমাতে' যদি না হয়, আমার ছায়া বা বহিরঙ্গা মায়াতে হ'লে আমাতে প্রপত্তি হ'লো না। দধিকে যদি দুগ্ধ বলা যায়, তা' হ'লে হ'বে না। দধির আকর দুগ্ধ বটে, বিকৃত দুগ্ধ কখনই দধি নয়। যদি কেউ বিষ্ণুর বিকৃত কল্পনা দর্শন ক'রে সেই বিকৃত দর্শনের শরণাগত হন, তা' হ'লে হ'বে না। বিষ্ণুর বিকার হয় না; কিন্তু যিনি দেখ্‌ছেন, তাঁ'র যদি দর্শন বিকার-প্রসূত ব্যাপার হয়, তা' হ'লে বিষ্ণু-দর্শন হলো না, জান্‌তে হ'বে।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

কৃষ্ণ ব্যতীত ইতর বস্তু দর্শনই অবৈধ দর্শন। এ অবৈধ দর্শনেই আমাদের যত অমঙ্গল ও ভেদবুদ্ধি। এরূপ অবৈধ-দর্শনের অবস্থাটা কে'টে গেলে সত্যসত্যই কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ—অখিলরসামৃতসিন্ধু। তিনি দ্বাদশ রসের আশ্রয়। পাঁচটা মুখ্যরস ও তৎপরিপোষক সাতটি গৌণরস কৃষ্ণেই পূর্ণভাবে সমন্বিত হ'য়েছে।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বল্‌লেন—অখিলরসকদম্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী রসের পরিচয় প্রদান কর্‌ছি, শ্রবণ করুন। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হ'লেন তখন যাঁ'র যেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। বীর-রসপ্রিয়

মল্লগণ দেখ্‌ল, যেন কৃষ্ণ তা'দের নিকট সাক্ষাৎ বজ্ররূপে উদিত হ'লেন এবং মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁ'কে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান মন্মথরূপে দর্শন কর্‌লেন। নর-সমূহ জগতের একমাত্র নরপতি ও সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল তাঁ'কে স্বজনরূপে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ভয়ার্ত্ত অসৎ রাজগণ শাসনকর্ত্তৃরূপে কৃষ্ণকে দর্শন কর্‌তে লাগ্‌লেন। পিতা-মাতা তাঁ'কে সুন্দর শিশুরূপে দর্শন কর্‌লেন। ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্‌রূপে শান্তরসের পরম যোগিসকল পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পর-দেবতারূপে তাঁ'কে প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন।

অন্য কথায় ঘুরে ঘুরে এসে সকলেই কৃষ্ণসেবা পা'বেন। কারণ কৃষ্ণই একমাত্র আকর্ষক, আর আমরা আকর্ষণীয়। সেই আকর্ষক ও আকর্ষণীয়ের মাঝখানে যে আগন্তুক আড়াল এসে প'ড়েছে, সেই আড়ালটা সরে গেলেই আকর্ষকের আকর্ষণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হ'বে।

অচিৎএর সহিত যে সংশ্রব, তা'র নামই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই দুঃসঙ্গ হয়। এই দুঃসঙ্গ ছেড়ে দিলে আমাদের আকর্ষণীয় স্বরূপ আকর্ষক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণের সহিত মিলিত হয়। কৃষ্ণ কেবল চেতনকে আকর্ষণ করেন। কেবল চেতন হ'তে কৈবল্যভাব গৃহীত না হ'লে চেতন-রাজ্যের আরদালী সকল প্রবেশ-নিষেধ কর্‌বে। বহির্জগতের প্রমাণ থেকে সূক্ষ্ম আকারে যে সকল জিনিষ গৃহীত হয়, সেই সকল জিনিষের আকর্ষণও ঔপাধিক। কৃষ্ণজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান বা প্রাকৃত-জ্ঞান যে প্রমা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তা জ্ঞানের স্তরবিশেষ। নির্ব্বিশেষবাদীর ধারণায় যে ব্রহ্ম, তা'তে ব্রহ্মদর্শন ব'লে কোন জিনিষ হ'তে পারে না। যোগিগণের বিচারে পরমাত্ম-দর্শন বা ঈশ্বর-সাযুজ্য ব্রহ্ম-সাযুজ্য অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধের কথা। ব্রহ্মসাযুজ্যে জীবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, ঈশ্বর-সাযুজ্যে জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে জীবাত্মাকে পরমাত্মার আসন অধিকার করা'বার চেষ্টা—আরও অধিকতর পরমেশ্বর-দ্রোহিতা। এজন্য মহাপ্রভু ব'লেছেন,—"ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার।"

এ সকল কথা আলোচনা কর্‌তে হ'লে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের জ্ঞানের আকরের আবশ্যক। এ সকল আলোচনার আকর কি মিশ্রিত চেতন? অথবা অবিমিশ্র চেতন? ইহা কি মনুষ্য-প্রণীত আকর হ'তে আগত? অথবা ভগবৎপ্রণীত আকর? মনুষ্যপ্রণীত আকর হ'লে ভ্রম-প্রমাদাদি থাক্‌বে।

'আমি' জিনিষটা কি? পিতা-মাতা হ'তে যে শরীরটা লাভ ক'রেছি সেটা কি আমি? না যে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার দিয়ে সঙ্কল্প-বিকল্প, ভাঙ্গা-গড়া কর্‌ছি, সে জিনিষগুলি আমি? এ'তে প্রচুর কথা আছে। আমাদের জীবনের অতি প্রারম্ভ কাল হ'তে এসব আলোচনা শুন্‌বার অবসর হ'য়েছিল। ৫০ বৎসরকাল এসব কথাই আলোচনা কর্‌ছি—প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বক্ষণ আলোচনা কর্‌বার সময় পেয়েছি—২৪ ঘণ্টাকাল এসকল কথা আলোচনা ক'রেছি—ঘুমোবার সময়ও আলোচনা ক'রেছি, জাগ্রত থাক্‌বার সময়ও আলোচনা ক'রেছি। আর এ জিনিষটা আলোচনা কর্‌তে কর্‌তেই আমার শরীরও পতন হ'য়ে যা'বে।

'আমির' বিচারের অন্দরমহলে ঢুক্‌বার পূর্ব্বে দু'টো ফটকে দু'টো দ্বারোয়ান দাঁড়িয়ে র'য়েছে, তাঁ'রা 'আমি'র কাছে যেতে দিচ্ছে না। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ কেন পাচ্ছি না? কৃষ্ণের পঞ্চমজুষ-মুরলী-নিনাদ কাণে আস্‌ছে না কেন? রাস্তায় গোলমাল, জগতের কর্ম্মকোলাহল কাণে ঢুক্‌ছে কেন? বর্ত্তমান সময়ে আত্মা সুপ্ত থাকার জন্য এজেণ্ট সূত্রে ম্যানেজার-সূত্রে মাঝপথে মন ফাঁকি দিচ্ছে। মনোধর্ম্মজীবী আমাকে—আত্মাকে ফাঁকি-দেওয়া-মন কুপরামর্শ দিয়ে প্রেয়ঃপথে নিযুক্ত কর্‌ছে। মনের মনিব, দেহের মনিব—আত্মা, বাক্ হ'চ্ছে—ফোর্‌ম্যান, যেমন জুরীর ফোরম্যান থাকে। চেতনের বাক্ একপ্রকার, আর অচেতনের বাক্ অন্য প্রকার। মনটা হচ্ছে—অনাত্মা তা'র প্রমাণ—গীতা,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (৪।৮)

পরা প্রকৃতি—জীব, তা' তটস্থধর্ম্মযুক্ত। জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের সহিত তাঁ'র সম্বন্ধ র'য়েছে। পরা প্রকৃতি—যা'কে অপ্রাকৃত ব্যাপার বলা হয়, তা'তেও জীবের স্থান আছে। পরাবিদ্যার অন্তর্গত—অক্ষর, অপরাবিদ্যার অন্তর্গত—ক্ষর। পরাবিদ্যার আশ্রয়—সুমতি। বেদে সুমতি ব'লে কথা আছে,—"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।" আমাদিগের সুমতি লাভ হউক, আমরা যেন সেই সুমতি ভজন কর্‌বার মত সুমতি লাভ কর্‌তে পারি।

———

প্রশ্নোত্তর

(রসতত্ত্ব)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৬ পৃষ্ঠার পর)

২০। অপ্রাকৃত পারকীয়-রস শুদ্ধ কেন ?

"শ্রীরূপ সনাতনের মতে—যত প্রকার লীলা গোলোকে প্রকটিত হইয়াছে, সে-সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয় ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়া-কৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ; **পরদার ভাবটি যোগ-মায়াকৃত, সুতরাং অবশ্যই কোন শুদ্ধতত্ত্বমূলক।**"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

২১। রসের অত্যন্ত দুর্ল্লভতা কোথায় ?

"স্বকীয় অভিমানে রসের অত্যন্ত দুর্লভতা হয় না, তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ 'পরোঢ়া' অভিমান আছে এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় 'ঔপপত্য অভিমান স্বীকার-পূর্ব্বক বংশী-প্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি লীলা করেন।"

—ব্রঃ সং ৩।৩৭

২২। লীলারস-আস্বাদনের সহিত ব্রজে গোলোক দর্শন সম্ভবপর কি ?

"পূতনা-বধ হইতে আরম্ভ হইয়া কংস-বধ পর্য্যন্ত অসুরবধ-লীলা। সেই সকল লীলা ব্যতিরেকরূপে ব্রজে এবং নির্গুণ **গোলোক-লীলায় অভিমান-মাত্র-স্বরূপে** আছে। বস্তুতঃ তাহারা তথায় নাই এবং থাকিতেও পারে না। ব্যতিরেক-লীলাপীঠে রসিক ভক্ত শুদ্ধ ভাবযুক্ত হইয়া অন্য লীলারস আস্বাদন করিতে করিতে গোলোক দর্শন পাইবেন।

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

২৩। কতদিন পর্য্যন্ত মহারসে নিমজ্জন সম্ভব নহে ?

"ব্যতিরেক অনুশীলনের যতদিন প্রয়োজন, ততদিন মহারসে মগ্ন হওয়া যায় না।"

২৪। গোলোকে ও গোকুলে রসের আশ্রয়াভিমানের তারতম্য কি ?

"বাৎসল্য-রসও অবতারীকে আশ্রয়-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই,—ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরম-মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছুই নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু **জন্ম-ব্যাপার নাই,** জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি অভিমান,

তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু **অভিমান-মাত্র**; যথা—'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ' ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ **'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য'-অভিমান-মাত্র** নিত্য হইলে দোষ-মাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধও হয় না। **ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক-জগতের প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়,—এইমাত্র ভেদ।** বৎসল-রসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু স্থূলাকারে কৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গার-রসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপী-দিগের পৃথক্ সত্তা-গত পতিত্ব না আছে গোলোকে,—না আছে গোকুলে।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

২৫। অসৎসাম্প্রদায়িকগণের রসের ব্যভিচার কিরূপ?

"কোন কোন উপসম্প্রদায়ে চিদ্‌রস আবির্ভাব করাইবার ছলে জড়রসকে আশ্রয় করেন, সে কেবল নিতান্ত বিপথ-গমন-মাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

২৬। কোন্ জীবের কোন্ রস, তাহা কিরূপে লক্ষিত হয়?

"কোন্ জীবের কোন্ রস, তাহা সেই জীবের গূঢ় রুচির দ্বারা লক্ষিত হয়। ভজন-শ্রদ্ধার উদয়কালে ঐ রুচিক্রমে সাধক স্বীয় রসকে ভালবাসেন। সেই রুচি বিচার করিয়া গুরুদেব তাঁহাকে ভজন-দীক্ষা দেন।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

১৭। শান্তরসের বিষয় ও আশ্রয় কে? শান্তি-রতির প্রধান সেবক কাহারা?

"আদৌ শান্তরস। এই রসে শান্তি-রতিই স্থায়িভাব। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দে এবং যোগীদিগের আত্মসৌখ্যে যে আনন্দ আছে, তাহা নিতান্ত শিথিল। ঈশময় সুখ তদপেক্ষা নিগূঢ়। ঈশস্বরূপানুভবই সেই সুখের হেতু। শান্তরসের আবলম্বন—চতুর্ভুজ-নারায়ণ-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি বিভূতা, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি গুণান্বিত। অলম্বন্তর্গত বিষয় ও অনুভাব এইরূপ। শান্ত-পুরুষগণ শান্তরতির আশ্রয়। আত্মারামগণ ও ভগদ্বিষয়ে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণই শান্ত-পুরুষ। সনক-সনন্দনাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ইঁহারা বাল-সন্ন্যাসিবেশে বিচরণ করেন। ইঁহাদের প্রথমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে রতি ছিল।

ভগবন্মূর্ত্তি-মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চিদ্ঘন-মূর্ত্তির উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। নির্ব্বিঘ্নতা হইতে যুক্তবৈরাগ্য-দ্বারা বিষয়-বর্জ্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি-বাঞ্ছা দূর হয় নাই,—এইরূপ তাপস-সকল শান্তরসে প্রবেশ লাভ করেন।"

—চৈঃ ধঃ ২৮শ অঃ

২৮। শান্ত-ভক্তের স্বরূপ কি? শান্তরতির বিভাব, অনুভাবাদি কি?

"**শান্ত-ভক্তের কৃষ্ণের প্রতি মমতা হয় না।** মমতা স্বভাবতঃ স্বরূপ-নিবন্ধন ভাব-বিশেষ। অতএব শান্ত-ভক্তের রতি সম্পর্কতাবশতঃ শুদ্ধ অবস্থাতেই থাকে। সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, **আত্মারাম-শিরোমণি,** পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, গতিদাতা, দয়াশীল, বিভু—এবম্ভূত গুণবিশিষ্ট **হরিই** শান্তি-রতি আলম্বন অর্থাৎ **বিষয়।** ঐ রতির **আশ্রয়** যে জীব, তিনি হয় **আত্মারাম বা তাপস।** সমস্ত গুণবর্জ্জিত অতীন্দ্রিয়, স্বপ্রকাশ, চিদ্ঘন কোন মুকুন্দনামা বস্তুর **সাক্ষাৎ করণশীল রতিই** ইহার **স্থায়িভাব। প্রধান প্রধান উপনিষৎ শ্রবণ; বিবিক্ত-স্থানে স্থিতি;** অনন্তর্বৃত্তিবিশেষের স্ফূর্ত্তি; তত্ত্ববিচার; বিদ্যাশক্তির প্রভাব; বিশ্বরূপ দর্শন; তত্ত্ববিদ্ভক্তজনের সংসর্গ; ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ সমবিদ্যা-দিগের সহিত উপনিষৎ ও বেদান্ত-সূত্রার্থ-বিচার—এই সকল **শান্তরসের উদ্দীপন** বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। নাসিকাগ্র-দর্শন; অবধূত-চেষ্টা; গমন-সময়ে চারিহাত পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত; অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীস্পর্শরূপ জ্ঞানমুদ্রা-প্রদর্শন; ভগবদ্দ্বেষীর প্রতি দ্বেষরহিততা; ভক্তগণের সামান্য সম্মান; অত্যন্ত সংসারধ্বংসরূপ সিদ্ধির প্রতি আদর; লিঙ্গ ও স্থূল শরীরদ্বয়ে অনাবেশের সহিত স্থিতিরূপ জীবন্মুক্তির বহুমাননা; নিরপেক্ষতা; নির্ম্মমতা; নিরহঙ্কারিতা ও মৌন ইত্যাদি ক্রিয়া-সমূহই শান্তি-রতির অনুভাব। প্রলয় ব্যতীত অন্য সকল রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব শান্ত-ভক্তের হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার শরীরগত অভিমান-শূন্যতা-বশতঃ ঐ সকল সাত্ত্বিক-ভাব কেবল ধূমায়িত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কখন কখন জ্বলিতবৎ প্রকাশিত হয়। কখনই দীপ্ত বা উদ্দীপ্ত হয় না; শান্ত-রসে নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, ঔৎসক্য, আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাব-সকল কখন কখন লক্ষিত হয়। এবম্ভূত বিশেষে বিশিষ্ট হইয়া শান্তরস রস-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৩

২৯। কোন্ সময় প্রীতভক্তিরস প্রকাশিত হয় ?

"ব্রজলীলারূপ চিদ্‌রস-বর্ণনে শান্তরস পরিলক্ষিত হয় না ; যেহেতু এই রস কোন বিশেষসিদ্ধ এক স্বরূপগত নয়। এতন্নিবন্ধন মমতাশূন্য জীবের বহুভাগ্যক্রমে ভগবৎস্বরূপে মমতা জন্মে। সেই **মমতা জন্মিলেই শুদ্ধা রতি প্রেমরূপে পুষ্ট হয়**। তখন প্রীত-ভক্তিরস প্রকাশিত হয়।
—চৈঃ শিঃ ৭।৩

৩০। বৈষ্ণব-সাহিত্যের শান্তরস কিরূপ ?

"You must love God with all the heart ; your heart now runs to other things than God, but you must as you train a bad horse make your feelings run to the loving God. This is one of the four principles of worship or what they call in *Vaishnava* Literature, *Shanta Rasa.*"

—"*To Love God*" *Journal to Tajpur 25th Aug. 1871*

৩১। প্রীতভক্তিরস ও দাস্যরসের বৈশিষ্ট্য কি ?

"প্রীত-ভক্তি-রসকে অনেক দাস্য-রস বলেন। কিন্তু প্রীত-ভক্তি-রস দুইপ্রকার—**সম্ভ্রমগত প্রীতরস** ও **গৌরবগত প্রীতরস**। **সম্ভ্রমগত প্রীত-রসকেই 'দাস্য'** বলা যায়। গৌরবগত প্রীত-রসকে গৌরব-প্রীত-ভক্তি-রস বলা যায়,—দাস্য বলা যায় না।"
—চৈঃ শিঃ ৭।৪

৩২। দাস্য প্রীত কি পর্য্যন্ত উন্নত হয় ?

"দাস্য প্রীতিতে প্রেম, স্নেহ ও রাগ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়।"— চৈঃ শিঃ ৭।৪

৩৩। দাস্য-রস কি ?

"You must love God with all your mind *i. e.* when you perceive, conceive, remember, imagine and reason you must not allow yourself to be a dry thinker but must love. Love alone can soften the dryness of the intellect, you must develop the intellect on all good and holy things by means of love of truth, spiritual beauty and harmony. This is the second phase of *Vaishnava* development which passes by the name of *Dasya Rasa.*"

—"*To Love God*", *Journal of Tajpur, 25th Aug, 1871*

(ক্রমশঃ)

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩৩)

প্রচুররূপে পরম মাধুর্য্য অনুভব করাই গোপগণের স্বভাব। এই হেতু সকল প্রীতির চূড়ামণিরূপা পরমা প্রীতি স্বভাবতঃই তাহাদের মধ্যে উদিত হয়। আগন্তুক জ্ঞান জন্য তাদৃশ প্রীতির ব্যভিচার ঘটে না। বিষয়ীর বিষয়প্রীতির মত সেই প্রীতি অন্য জ্ঞানদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিষয় সকল দোষযুক্ত ইহা শুনিলেও বিষয়ীর তাহাতে গুণযুক্ত বুদ্ধিই প্রবল হয়। যাহার যাহা স্বভাব, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলেও সেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে না। স্বভাব বলিতে স্বরূপানুবন্ধি ধর্ম্ম। ইহার ব্যভিচার হয় না। শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্য সর্ব্বাধিক-রূপে অনুভব করাই গোপগণের স্বভাব। এজন্য মহান্ ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাঁহাদের মাধুর্য্যানুভবজাত প্রীতির কোন ব্যতিক্রম হয় না।

যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান অন্যের সাধ্বস সঙ্কোচ উপস্থিত করিয়া গৌরবমিশ্রাভক্তির উদ্রেক করে, তাঁহারা উহার কোন আদর করেন না। এজন্য তাঁহাদের নিকট অন্য জ্ঞান তিরস্কৃত হয়।

কোন বস্তুতে প্রবল অনুরাগ থাকিলে দৈবাৎ অনুরাগের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাহা বিনষ্ট করিতে পারে না, পক্ষান্তরে প্রিয়বস্তুর অপচয়জ্ঞানে তাহাতে উৎকণ্ঠা উৎপাদন করিয়া অনুরাগ আরও বৃদ্ধি হয়।

আগন্তুক ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে গোপগণের যে প্রীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীনন্দ-যশোদার বাক্য—

চিরং নঃ পাহি দাশার্হ সানুজো জগদীশ্বরঃ।
ইত্যারোপ্যাঙ্কমালিঙ্গ্য নেত্রৈঃ সিষিচতুর্জলৈঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬৫।৩)

অর্থাৎ হে দাশার্হ! জগদীশ্বর তুমি অনুজের (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত চিরকাল আমাদিগকে পালন কর. ইহা বলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নেত্রজলে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন।

শ্রীব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর তাদৃশ স্বভাববশতঃ বসুদেব-পুত্রত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও পরমেশ্বরত্ব ব্যক্ত হওয়ার পর শ্রীবলদেবের তাঁহাদের প্রতি পুত্রোচিত ভাবের অন্যথা হয় নাই, শ্রীবলদেব সুহৃদ্‌গণকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে রথে আরোহণপূর্ব্বক নন্দগোকুলে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে গোপ-গণ ও মাতৃস্থানীয়া বৃদ্ধা গোপীগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনিও মাতা-পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ দ্বারা আনন্দিত হইলেন।

কংস উপদ্রবে ভীত হইয়া বসুদেব বলদেব জননী রোহিণীদেবীকে নন্দগৃহ গোকুলে পাঠাইয়া দেন। তথায় বলদেবের জন্ম হয়। বাল্যকালে ব্রজে লালিত-পালিত হওয়ায় শ্রীবলদেব নিজকে গোপকুমার ও নন্দ-যশোদাকে পিতামাতা জ্ঞান করিতেন। পরে মথুরায় গেলে তাঁহার বসুদেবপুত্রত্ব প্রকাশিত হয়। ব্রজরাজদম্পতি বলদেবকে বসুদেবপুত্র জানিলেও তাঁহাকে পরপুত্র বা ঈশ্বরভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দীর্ঘকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া পুত্রভাবে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নয়নজলে সিক্ত করিয়াছিলেন।

ভক্তের স্বভাবের অনুরূপ ভগবানেরও স্বভাব প্রকটিত হয়। শ্রীবলদেবের বাল্যলীলাবসানে বসুদেবপুত্রত্ব ব্যক্ত হইলেও তিনি ব্রজরাজদম্পতির প্রীতিবশে পূর্ব্বের ন্যায় নিজেকে তাঁহাদের পুত্রজ্ঞান করিতেন। ব্রজে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মাতাপিতাজ্ঞানেই প্রণাম করিতেন। অখণ্ডজ্ঞান শ্রীবলদেব তাঁহাদের প্রীতিবশে নিজবাসুদেবত্ব, পরমেশ্বরতাদি অভিমানও বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

পরমৈশ্বর্য্য অনুভব করা যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারাও প্রীতিপ্রাবল্যে সময়ে সময়ে ঐশ্বর্য্যানুভবকে তুচ্ছ করেন। শ্রীদেবহূতির পতি কর্দ্দম ঋষি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে কিছুকাল পরে যখন কপিলদেব চলিয়া যান তখন দেবহূতি পুত্রবিরহে বৎসহারা গাভীর ন্যায় অবস্থাযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্নেহবশে বিস্মৃত হইয়া যান।

শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনা হইতে দ্বারকায় গমন করিলেন, শ্রীযুধিষ্ঠির তখন শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার জন্য হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকাদি চতুরঙ্গ সৈন্য সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীদেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকটকালে চতুর্ভুজত্ব প্রকাশ করায় তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াছিলেন তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতাঃ কংসাদহমধীরধীঃ। (ভাঃ ১০।৩।২৯) আমি আপনার নিমিত্ত কংস হইতে ভয় পাইতেছি তজ্জন্য আমার চিত্ত অধীর হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ কংস শ্রীকৃষ্ণের কিছুই করিতে পারিবে না, ইহা জানা সত্ত্বেও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন।

দেব-দানব-মানবাদি কেহই শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, এ কথা শ্রীযুধিষ্ঠির অবগত ছিলেন, স্নেহবশে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান উপেক্ষিত হইয়া মাধুর্য্যজ্ঞান প্রবল হইয়াছিল।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ঈশ্বরত্ব বোধ করায় আর মাধুর্য্যজ্ঞান নিজজন বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। মাধুর্য্যানুভবী ভক্তগণ সর্ব্বদাই তাদৃশ ব্যবহার করেন আর ঐশ্বর্য্যানুভবী ভক্তগণ প্রীতির প্রাবল্যে তাদৃশ ব্যবহার করেন। ইহাতে দেখা যায় যে মাধুর্য্যজ্ঞান ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কখনও মাধুর্য্যজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। ইহাই মাধুর্য্যজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।

শ্রীদেবহূতির মত শ্রীবলদেবেরও প্রীতির প্রাবল্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রতি অনাদর দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন রোহিণীহরণার্থ গিয়াছিলেন, শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের একাকী গমন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তিতাহেতু চতুরঙ্গিনী সৈন্য লইয়া সত্বর শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীশুকদেব গোপগণের ভগবৎপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছেন—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ (ভাঃ ১০।১২।১১)

যে-শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মসুখানুভূতিরূপে দাস-ভক্তগণের নিকট পরমদেবতারূপে মায়াশ্রিতজনের নিকট নরবালকরূপে প্রতীয়মান হন, গোপ-বালকগণ তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই ভগবৎ-প্রসাদের হেতু পুণ্যপুঞ্জানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধনলীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ (ভাঃ ১০।৯।২০)

গোপী-যশোদা বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বয়ং ব্রহ্মা-শিব, এমন কি অঙ্কলক্ষ্মীও তাহা প্রাপ্ত হন নাই।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপীকাসুতঃ
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ (ভাঃ ১০।৯।২১)

এই গোপীকাসুত ভগবান্ ভক্তিমান জনগণের যেমন সুখলভ্য, দেহি (দেহাভিমানীঅবলম্বী) বা আত্মভূত (অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন) জ্ঞানিগণের তদ্রূপ সুখলভ্য নহেন। এই শ্লোকটি শুকদেবের বিস্ময়ব্যঞ্জক।

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্য্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ
রাসোৎসবেঽস্য ভুজ-দণ্ডগৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজবল্লবীনাম্ ॥ (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা আলিঙ্গিতকণ্ঠা ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখোল্লাসরূপ যে প্রসাদ প্রাপ্তি হইয়াছিল, শ্রীভগবানে যে শ্রীর নিতান্ত রতি, তাঁহারও তাদৃশ প্রসাদ প্রাপ্তি হয় নাই, পদ্মগন্ধরতিশালিনী স্বর্যোষিগণও (স্বর্গের অপ্সরাগণ) তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, তাহাতে অন্য রমণীর সে সৌভাগ্য কোথায় ?

ব্রজবাসিগণের প্রীতি মাধুর্য্যজ্ঞানময়ী, কদাচিৎ ঐশ্বর্য্য দর্শনেও প্রীতির ন্যূনতা ঘটে না বা তাহা রূপান্তরিত হয় না। তাঁহাদের প্রীতির মহিমাদর্শনে আকৃষ্ট হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা উক্তি করিয়াছেন—

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ন
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩৫)

শ্রীকৃষ্ণের গোচারণলীলাকালে কোন একদিন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্যদর্শনে আকৃষ্ট হইয়া নূতন বৈভব দর্শনাকাঙ্ক্ষীয় গোবৎস ও সখাগণকে অপহরণ করিয়া গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মার তাদৃশ ব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদানার্থ যে বিচিত্র লীলা করেন, তাহাতে ব্রহ্মা নিজ ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মপ্রান্তে শরণাগত হইয়া বিচিত্র স্তুতি করিয়াছিলেন। তাহারই অন্তর্গত শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই—

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে দেব ! যাঁহাদের ধাম, অর্থ, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, প্রাণ, আশয় আপনার সুখের জন্য সমর্পিত, সেই ব্রজবাসিগণকে আপনি কি দান করিবেন—ইহা চিন্তা করিয়াই আমার এবং শ্রীব্যাস প্রভৃতির চিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। কারণ, সর্ব্বফলাত্মক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর

কিছুই নাই, যাহা আপনি দিতে পারেন। সদ্বেষের অনুকরণ করিয়া পাপিষ্ঠা পুতনা নিজ-বন্ধুবান্ধবের সহিত (সকুলে) আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজ বাসিগণকে ইহা হইতে উত্তম কিছু দেওয়া উচিত, কিন্তু তাহা ত নাই।

শ্রীগোকুলসম্বন্ধেই প্রীতির আধিক্য দেখা যায়। তথায় পশুগণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে পরমপ্রীতিবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমন-জন্য কালীয় হ্রদে লম্ফপ্রদান করিলে বৃষ, গাভী, বৎসাদি সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক রোদনপরায়ণ হইয়া ভিতচিত্তে দাঁড়াইয়াছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ হ্রদ হইতে উত্থিত হইলে গাভী-বৎসাদি সকলে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইল। কেবল তাহাই নহে বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, সে সকলও পুনরায় সঞ্জীবিত হইল।

গোকুলের বৃক্ষসকলেরও শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি দর্শন করিয়া শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি রজোভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩৪)

হে ভগবন্! আমার এই পরমেষ্ঠীজন্মেও নিজেকে অধন্য জ্ঞান করিতেছি, যদি আমার গোকুলে কোন একটা জন্ম (তৃণগুল্মাদি) লাভ করিয়া গোকুল-বাসী যে-কোন ব্যক্তির [দর্হি হড্ডিপাদি (মেথর) কাহারও] চরণরজে অভিষিক্ত হইবার সৌভাগ্য হয় তবে আমি ধন্য জ্ঞান করিব। যে গোকুল-বাসীর জীবনস্বরূপ ভগবান্ মুকুন্দ, অদ্যাপি যাঁহার পাদরজে শ্রুতিসকল অনুসন্ধান করিয়াও পায় নাই।

পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

শ্রীনামের কৃপা

(একাঙ্ক নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৬ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় দৃশ্য

রামচন্দ্র খানের দরবার

[রামচন্দ্র খানের প্রবেশ]

রামচন্দ্র—অবশেষে তৃতীয় রাত্রিও অতিক্রান্ত হ'ল ; হরিদাসের দুশ্চরিত্রতার কোন খবর নিয়ে বারাঙ্গনা তো এখনও এলো না ! প্রথম ও দ্বিতীয় রাত্রির পর দুই দিনই বারাঙ্গনা এসে বলে গেল তখনও হরিদাসকে সে স্বপথে নিয়ে আস্‌তে পারে নি ; তবে তৃতীয় রাত্রিতে অবশ্যই হরিদাস তা'কে অঙ্গীকার কর্‌বে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কৈ তৃতীয় রাত্রি অবসানের পর এতটা বেলা হয়ে গেল এখনও বারাঙ্গনার দেখা নেই ! তবে কি হরিদাসকে সাথে করে বারাঙ্গনা কোথাও ঘর বাঁধবার লালসায় পলায়ন করেছে ?

(ইত্যবসরে নায়েবের প্রবেশ)

নায়েব—(কুর্ণিশ করতঃ) না—না হুজুর, তা' নয় ! সব ফন্দী নস্যাৎ করে দিয়ে বারাঙ্গনা হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে।

রামচন্দ্র—এঁ্যা, হরিদাসের শিষ্যা হয়েছে একটা বারাঙ্গনা ? বেশ্যার মুখে হরিনাম ? এ তুমি কি বল্‌ছ নায়েব ? এ কি সত্য ?

নায়েব—সত্য হুজুর, ... সব সত্য। আমি আজ প্রাতে আমার বিশ্বস্ত অনুচরের মুখে সংবাদ পেয়েছি—বারাঙ্গনার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন !

রামচন্দ্র—বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সে কিরূপ আছে ?

নায়েব—সে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য হুজুর ! বারাঙ্গনা তার সমস্ত ধন-সম্পত্তি ব্রাহ্মণদের দান করে দিয়ে মাথা মুড়িয়ে একবস্ত্রে হরিদাসের কুটীর থেকে তীব্র বৈরাগ্যের সঙ্গে নিরন্তর তুলসীসেবা ও হরিনাম কীর্ত্তন কর্‌ছে।

রামচন্দ্র—একই কুটীরে হরিদাস ও বারাঙ্গনা পরস্পর ঘর বেঁধে নেড়া-নেড়ী হয়ে অবস্থান কর্‌লে তো ভালই হ'ল। এতে হরিদাসের সম্মান তো খর্ব্ব হবে। হাঃ—হাঃ—হাঃ ... ... !

নায়েব—হরিদাস আর সেই কুটীরে নেই হুজুর! বারাঙ্গনাকে নাম-দীক্ষা দিয়েই হরিদাস কুটীর ছেড়ে গঙ্গা পার হয়ে সপ্তগ্রামের দিকে চলে গেছে। এখন সেই কুটীরে কেবলমাত্র বারাঙ্গনা একাই বসবাস করছে।

রামচন্দ্র—কি বল্‌লে? ·· হরিদাস আর কুটীরে নেই! যাক্ একটা আপদ বিদায় হয়েছে। এতদিনে আমার দুর্ভাবনার অবসান হ'ল! অপবিত্র বেধর্ম্মী হরিদাসের বিদায়ে বেনাপোলের মাটী যেন আজ পবিত্রতা ফিরে পেল! (চিন্তিত হইয়া) ঐরূপ বারাঙ্গনা হরিদাসকে নিজের তার ফাঁদে ফেল্‌তে গিয়ে নিজেই কি করে হরিদাসের ফাঁদে পড়ে গেল,— সেটাই আশ্চর্য্য! কত ভাল ভাল গান্ থাকৃতে ঐ তুচ্ছ একঘেয়ে নাম-গানে বারাঙ্গনা কেন আকৃষ্ট হ'ল বল্‌তে পার?

নায়েব—হুজুর, আমিও পূর্ব্বে মনে করৃতাম ঐ নাম-গান তুচ্ছ। যদিও হরিদাসের কাছে সেদিন ক্ষণকালের জন্য গিয়ে জেনেছিলাম যে নাম-গান আদৌ তুচ্ছ নয়, সকল শুভকর্ম্ম অপেক্ষা ঐ নাম-গান বহুগুণে শ্রেষ্ঠ কারণ নাম ও নামী সম্পূর্ণ অভিন্ন,—একই তত্ত্ব; তথাপি সেদিন আমি ঐ কথায় বিশ্বাস করৃতে পারিনি। সেদিন হরিদাসের মুখে শুনেছিলাম,— দেবর্ষি নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে বলেছেন,—"সঙ্কীর্ত্ত্যমানঃ শীঘ্র-সেবাবির্ভবত্যনু ভাবয়তি ভক্তান্"—অর্থাৎ ভগবানের নাম-কীর্ত্তনে তিনি শীঘ্রই প্রকাশিত হন এবং ভক্তের অনুভবযোগ্য হন। ঐ নামের গুণে জলে শিলা ভাসে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করৃতে পারে, মূকও বাচাল হয় এবং যত কিছু অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হয়ে ওঠে। হেলায় নাম উচ্চারণ করৃলেও মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হয়ে থাকে; আর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিরপরাধে নাম-কীর্ত্তন করৃলে চিত্ত-বৃত্তি সকল নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ হয়ে তন্ময় হয়ে যায় ও বিশুদ্ধ প্রেম লাভ হয়। দেবর্ষি নারদ আরও বলেছেন,—"হরিনামপরান্ মর্ত্ত্যান্ ন কলির্বাধতে ক্বচিৎ"—অর্থাৎ 'হরিনামপরায়ন ব্যক্তিদের সাধনাঙ্গে কলি কোন বাধা সৃষ্টি করৃতে পারে না।' হরিদাস-কথিত ঐ সমস্ত ও আরও অনেক উপদেশ সেদিন আমার কাছে তুচ্ছ বলে বোধ হয়েছিল। এখন আমরা বহু চেষ্টা করেও হরিদাসের সাধন-ভজনে বাধা সৃষ্টি করৃতে না পারায় ও সুন্দরী বারাঙ্গনা নাম সাধনে আকৃষ্ট হওয়ায় নারদের ঐ উক্তিগুলির যথা ও প্রামাণিকতা অনুভূত হচ্ছে। যে নাম-গানে আকৃষ্ট

হয়ে বারাঙ্গনা তার বেশ্যা-বৃত্তি পরিত্যাগ করে তীব্র বৈরাগ্যের বেশ ধারণ করেছে সেই গানকে তুচ্ছ বলি কি করে?

রামচন্দ্র—(সক্রোধে) তুমিও হরিদাসের বড় অনুরাগী হয়েছো দেখ্‌ছি! তোমার ঐ উপদেশগুলি শোনাবে ভীরু, কাপুরুষ লোকদেরকে ও দুর্ব্বলা নারীদের। এই রামচন্দ্র খান তোমার উপদেশ শোনার প্রত্যাশী নয়! আমি দাবার চাল ঠিকই দিয়েছিলাম; ঐ বারাঙ্গনা যে এত অপদার্থ ও দুর্ব্বল-চিত্ত-সম্পন্না তা' জান্‌তাম না! নইলে হরিদাস ছোঁড়াটার ফাঁদে আবদ্ধ হয়?

নায়েব—হুজুর, আমার মনে হয় ঐ হরিদাসের মুখনিঃসৃত নাম-কীর্ত্তন ও শাস্ত্র-বাণী শ্রবণ কর্‌লে আপনিও হয়তঃ তাঁর ঐ ফাঁদে পড়ে যেতেন! শুনেছি বিষয়-সুখ-অভিলাষী বা অন্যকামীজন যদি কৃষ্ণনাম ভজন-পরায়ন হয় তবে ভগবান্ সেই ভক্ত-পরায়ণ ভক্তকে নিজ-চরণামৃত দান করে তার সে' কামনা ভুলিয়ে দিয়ে তাকে বিশুদ্ধ প্রেম প্রদান করেন। এক্ষেত্রে ঐ বেশ্যা পাপ-বাসনা নিয়ে হরিদাসের কাছে উপস্থিত হলেও ধৈর্য্য-সহকারে নাম-শ্রবণ কর্‌তে কর্‌তে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ও ভাগবতপ্রবর হরিদাসের কৃপায় বিশুদ্ধ-প্রেম লাভ করে শুদ্ধ-ভক্তে পরিণত হয়েছে। এখন ঐ বেশ্যা পরম মহান্তী হওয়ায় তার দর্শনে সাধু-সজ্জনগণ ইতি-মধ্যেই যাতায়াত সুরু করে দিয়েছেন! একেই বলে নামের কৃপা!

রামচন্দ্র—তুমিও সেই মহান্তীকে দেখ্‌বার জন্য সেখানে যাবার উদ্যোগ কর্‌ছ নাকি?

নায়েব—নামের প্রতি বারাঙ্গনার নিষ্ঠা দেখ্‌বার জন্য আমারও ইচ্ছা জাগে হুজুর! কিন্তু আপনাকে ছেড়ে কি করে যাই?

রামচন্দ্র—যাও,—তুমিও যাও নায়েব! নামের প্রতি তোমারও আকর্ষণ মন্দ নয় দেখ্‌ছি। বারাঙ্গনার পরিবর্ত্তনের ঘটনা শুনে তোমারও মনের গতি বিকৃত হয়েছে। আমি জমিদার; —জমিদারের বিক্রম ও তেজ এখনও আমার রক্ত-কণিকায় ও শিরায় শিরায় প্রবাহিত। আমি তোমার মত দুর্ব্বল-চিত্ত নই। তোমার স্বভাব দাসত্ব, আর আমার স্বভাব প্রভুত্ব করা; কাজেই তোমার ও আমার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান! হরিদাসের দাসত্ব স্বীকার করা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়; কিন্তু আমি তা' পারি না;—পার্‌বও না। ভিখারী ও সাধুবেশী ভণ্ড হরিদাসের

কাছে নতি স্বীকারের অর্থই কাপুরুষতা। তুমি জেনে রেখো এই রামচন্দ্র খান কাপুরুষ নয়! তোমার ও হরিদাসের দৌড় দেখ্‌লাম,—সে আজ পলাতক; এইবার বারাঙ্গনার দৌড়টাই দেখি! (প্রস্থান)

নায়েব—খান সাহেবের কি মতিভ্রম হয়েছে? নামতত্ত্বের আচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের এরূপ মহিমা দেখেও উনি ঠাকুরকে এখনও চিন্‌তে পার্‌লেন না! একটা বারাঙ্গনার মন ফিরিয়ে দিয়ে হরিদাস ঠাকুর যে নামের মাহাত্ম্য প্রচার কর্‌লেন তাহা কি অসত্য? হায়, ঐ বারাঙ্গনার প্রতি নামের এমন কৃপা লক্ষ্য করে ও নাম-সাধনের মাহাত্ম্য দেখেও খান সাহেবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ হেতু তা' উপলব্ধিভূত হ'ল না! ঠাকুরের অমন্দোদয়-দয়া সত্যই সুনির্ম্মলা ও নিত্য-ভক্তিবিনোদ! আজ খান সাহেব নামের প্রতি অবজ্ঞা ও বৈষ্ণব-অপরাধের ফলে অসুর-সমান হয়ে উঠেছেন। আমি ঠাকুরের নিকট শ্রুত নামের মাহাত্ম্য বলায় খান সাহেব আজ আমার উপরও বিরূপ হলেন! হরিদাস ঠাকুরের প্রশংসা ও নামের মাহাত্ম্য শুন্‌তে খান সাহেব নারাজ! দেবতার প্রশংসা কি কোন কালে অসুরের কানে ভাল লেগেছে? অথবা অসুরেরা কুপিত হয়েও কি দেবতার দেবত্ব হানি কর্‌তে পেরেছে? দেবত্বের মহিমা চিরদিনই অম্লান গৌরবোজ্জ্বল! আজ খান সাহেবও কুপিত হয়ে নর-দেবতা হরিদাস ঠাকুরের কোন অনিষ্ঠ কর্‌তে পার্‌লেন কি? হরিদাস ঠাকুরের অপরাজেয় স্বত্বগুণান্বিত দেব-ভাবের কাছে অসুর-ভাবাপন্ন খান সাহেবের কুটীল চক্রান্ত আজ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত! হরিদাস ঠাকুর বেনাপোলের ঐ কুটীর ছেড়ে চলে গেছেন বলে খান সাহেব ভাব্‌ছেন হরিদাস তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু হরিদাস কি কারও ভয়ে ভীত হয়?

যে কৃষ্ণনাম যাবতীয় ভয়ের ভীতিস্বরূপ সেই নামের আশ্রয়কারী শুদ্ধ বৈষ্ণবকে কোন ভয়ভীতি প্রদর্শন কর্‌তে পারে না। খান সাহেবের কুটিল চক্রান্ত, বারাঙ্গনার মোহ-আকর্ষণ প্রভৃতি কোন কিছুই শুদ্ধ বৈষ্ণব হরিদাসের মনে কণামাত্র ভয়ের উদ্রেক কর্‌তে পারে নি। খান সাহেবের প্রেরিত বারাঙ্গনা হরিদাসকে তার মোহ-ফাঁদে বন্দী কর্‌তে গিয়ে নিজেই হরিদাসের কাছে নামের প্রভাবে ভববন্ধন-দশা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরম মহান্তীতে পরিণত হয়েছেন। এইভাবে ঠাকুর হরিদাস

খান-সাহেবের প্রেরিত বারাঙ্গনাকে অনুগতা শিষ্যা করে নেওয়ায় খান-সাহেব তার চক্রান্তের ব্যর্থতা ও অপমানের গ্লানি ভুল্‌বার জন্যই 'হরিদাস পলাতক'— এইরূপ উক্তি করে আত্মতুষ্টির অবতারণা কর্‌ছেন! হায়, খান-সাহেব আজ তার দুষ্কর্ম্মের জন্য যেমন অধঃপতিত, তেমনি আমিও তার কর্ম্মচারীরূপে বহু পাপে লিপ্ত! ঐ খান-সাহেবের প্ররোচনা ও প্রলোভনে ভুলে যে অন্যায় কাজ করেছি তজ্জন্য সেই নাম-প্রেমী হরিদাস ঠাকুরের পদতলে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর নেই! যাই,—ঠাকুরের পদতলে লুটিয়ে পড়ে বলি গে,—ওগো ঠাকুর, তোমার নিত্য দাসত্ব দিয়ে আমার কলুষতা মোচন করে আমায় উদ্ধার কর!

জয় কৃষ্ণনামের জয়!

জয় নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জয়!!

(প্রস্থান)

—অবনিকা—

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

বাণাসুর

বাণাসুর ভগবদ্ভক্ত শ্রীবলিমহারাজার শত-পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র। বৈষ্ণব গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও সে অত্যন্ত শিবভক্ত ছিল। এই বাণাসুর শোণিত-পুরে রাজত্ব করিত। শিবের প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার ভয়ে ভীত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় অবস্থান করিতেন; বাণাসুর সহস্র হস্তে বাদ্য করিয়া শ্রীমহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। মহাদেব তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে বাণাসুর মহাদেবকে নিজ-পুরীর পালকরূপে প্রার্থনা করিয়াছিল। বাণাসুরের কন্যা উষা একদিন শ্রীঅনিরুদ্ধের সহিত স্বপ্নসঙ্গম লাভ করিয়াছিল। সেই উষা একদিন স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া "হে প্রিয়! তুমি কোথায় আছ"—এই বলিয়া ব্যাকুলতা-সহকারে জাগ্রত হইল এবং সখীগণকে দেখিতে পাইয়া লজ্জিতা হইল। বাণাসুরের কুম্ভাণ্ড-নামক এক মন্ত্রী ছিল। সেই মন্ত্রীর কন্যা চিত্রলেখা উষার সহচরী ছিল। উষার কোন পতি নাই, অথচ স্বপ্নে উষাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া চিত্রলেখা উষাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে

কাহার অনুসন্ধান করিতেছে। ঊষা চিত্রলেখাকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিল যে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের জন্য তাহার চিত্ত ব্যথিত আছে। এই কথা শুনিয়া দেব-গন্ধর্ব্বাদির ও বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণের বহুচিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। অনন্তর ঊষা প্রদ্যুম্নের চিত্র দর্শনে শ্বশুর-জ্ঞানে লজ্জিত হইল। এবং অনিরুদ্ধের চিত্র-দর্শনে লজ্জানম্র-বদনে ঈষৎ হাস্য করিয়া 'ইহাই আমার অভীষ্ট পুরুষ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিল; তখন যোগবলসম্পন্না চিত্রলেখা নির্দ্দিষ্ট পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া আকাশপথে দ্বারকায় উপস্থিত হইল। সে যোগবলে দ্বারকায় সুরম্য পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে গ্রহণপূর্ব্বক শোণিতপুরে আগমন করিয়া ঊষার অভিলষিত প্রিয়পতিকে প্রদান করিল। ঊষা নিজ পতিকে পাইয়া সানন্দে নিজগৃহে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিল। এই সংবাদ ক্রমশঃ বাণাসুরের কর্ণে পৌঁছিলে বাণাসুর ব্যথিত-চিত্তে সত্বর কন্যা-গৃহে গমনপূর্ব্বক অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইল। শ্রীঅনিরুদ্ধ ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি সেই সময় ঊষার সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন। বাণাসুর তাহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল। বাণাসুর-সৈন্য অনিরুদ্ধকে আক্রমণ করিলে নির্ভীক শ্রীঅনিরুদ্ধ প্রবলবেগে সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিলেন। অনন্তর মহাবল বাণাসুর অনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করিলে ঊষা তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

যাদবগণ প্রায় চারিমাস কাল অনিরুদ্ধের কোন সন্ধান না পাইয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন, পরে শ্রীনারদের শ্রীমুখে শ্রীঅনিরুদ্ধের বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যাদবগণ বহু সৈন্য-সহ শোণিতপুরে গমনপূর্ব্বক বাণাসুরের পুরী আক্রমণ করিলে বাণাসুর বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া যাদবগণকে বাধা প্রদান করিল। বাণাসুরের সাহায্যার্থ কার্ত্তিকেয় ও প্রমথগণের সহিত মহাদেব স্বয়ং নন্দী-নামক বৃষভে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীরাম-কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্করের মধ্যে এবং প্রদ্যুম্ন ও কার্ত্তিকেয়ের মধ্যে রোম-হর্ষকর যুদ্ধ আরম্ভ লইল। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সহিত শ্রীবলদেবের, বাণ-পুত্রের সহিত শাম্বের এবং বাণের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ দর্শনার্থ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বিমানে সমাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা শঙ্করের অনুচর ভূত, প্রেত, প্রমথ, পিশাচ, ডাকিনী, বেতাল ও ব্রহ্ম-রাক্ষসগণকে বিতাড়িত করিলেন। শ্রীশঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত অস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক জৃম্ভনাস্ত্রে শঙ্করকে জৃম্ভিত ও মোহিত করিলেন।

আচার্য্যকেশরী পরমহংসকুলচূড়ামণি

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

পঞ্চম বার্ষিক বিরহ-তিথি-বাসরে

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪০ (ক) পৃষ্ঠার পর]

(৭)

আজি সেই নিদারুণ বিরহের দিনে।
জাগিছে তোমার শ্রীমূরতিখানি মনে॥
সুন্দর নেত্রদ্বয় ঘূরিত নিরন্তর।
সোনার কমলে যেন ফিরিত ভ্রমর॥

হে গুরুদেব! হারায়ে তোমায়।
তপ্তমরুসম সদা জ্বলিছে হৃদয়॥
শ্রীপাদপদ্ম দর্শন আর কি পাইব?
তুয়া অদর্শনে প্রভু কেমনে রহিব॥

বহু যোনি ভ্রমি প্রভু লইনু শরণ।
অহৈতুকী কৃপা কর হে পতিতপাবন॥
তব সম দীনবৎসল না দেখি যে আর।
খুজিয়া দেখিলেও সারা বিশ্ব-মাঝার॥

গৌড়ীয়-ভাস্কর তুমি হলে অন্তর্হিত।
ঘোর অন্ধকার আসি পুরিল জগত॥
তোমার বিরহে আজি কান্দে ভক্তগণ।
হে দেব, কৃপা করি দাও দরশন॥

পতিত উদ্ধার লাগি গৌরপ্রেষ্ঠবর।
অবতীর্ণ হয়েছিলে ভারত-মাঝার॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট প্রকাশি জগতে।
ডুবাইলে ভক্তে, ভক্তিবিনোদ-ধারাতে॥
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মত্ত করালে ভুবন।
শিখাইলে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রূপানুগ-ভজন॥
হে গুরুদেব! শরণাগতের জীবন।
তুমিই ভক্তগণের আপনার জন॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই পর দুঃখ জানে।
হরিনামের মালাগাথি দিল জগজনে॥
সিংহের হুঙ্কারে সদা শ্রীচৈতন্য-বাণী।
বিশ্বভরি বিলাইলা মৃত-সঞ্জিবনী॥
বহু মঠ-মন্দির শ্রীকৃষ্ণ-নিকেতন।
একাধারে স্থানে স্থানে করিলা স্থাপন॥
নবদ্বীপ-পরিক্রমায় লইয়া ভক্তগণ।
বহু সুসম্ভারে কৈলে তাহা প্রচারণ॥
ব্রজধাম, গৌরধাম ভিন্ন কভু নয়।
যেই কৃষ্ণ, সেই গৌর, জানালে নিশ্চয়॥
ভক্তগণ সুবেষ্টিত তুমি দয়াময়।
তব প্রভুর বাণী বোলেছিলে অমায়ায়॥
বিপুল উৎসাহে সবে করেন প্রচার।
বিন্দুমাত্র কোন ভয় নাহিক কাহার॥
অতীতের শ্রীমুখ-বাণী হৃদয়ে জাগয়।
সত্য গুরুপাদপদ্ম, সত্য বাণী হয়॥
দুঃখের অধিক দুঃখ কাহাকে জানাই।
অন্তর্দ্ধান-লীলা এবে শ্রীগুরু-গোসাঁই॥
শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের স্বায়ংলীলায়।
শারদীয়া পূর্ণ রাসে করিলে বিজয়॥

জয় জয় শ্রীগুরুদেব প্রণমি তোমারে।
অমার্জ্জনীয় সব অপরাধ ক্ষমহে আমারে॥
সাধন-ভজন মুই কিছুই না জানি।
তুমিত মোদের প্রভু ভরসা-পরাণী॥
অন্ধ জনের কি শক্তি পথ চলিবারে।
যষ্টি যদি সহায়তা না করে তাহারে॥
হা হা গুরুদেব, অদোষদরশী; করহ করুণা দান।
জন্মে জন্মে প্রভু, এই অধমারে, শ্রীচরণে দেহ স্থান॥

অধমা সেবিকা—
"গিরিবালা"

(৮)

জয় জয় গুরু (দেব), শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান
ধন্য তুমি মূর্ত্তিমান।
করিতে শোধন, মানব-জনম,
গুরুরূপে প্রকটন॥
বৈকুণ্ঠ-বাণী অবনীতে আনি,
উদ্ধারিতে বদ্ধজীবে।
শোধিয়া সবার, হৃদ-দুর্নিবার,
সিংহ-হুঙ্কার রবে॥
রূপানুগ-বাণী শ্রেষ্ঠ করি মানি,
প্রচার করিলা বিস্তর।
নাসি তম-অন্ধ, পতীত-পাষণ্ড,
কৃপা কৈলে সুবিস্তর॥
পরতত্ত্বজ্ঞান, অতি গুহ্য জ্ঞান,
জড়জ্ঞানে (জানা) অসম্ভব।
তুমি কৃপাময়, শুদ্ধ তত্ত্বময়,
দিতে পার সে বৈভব॥

(তব) বিরহ-কাতর হয়ে বহুতর,
আছে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মহীমা তোমার, হয় যে অপার,
বর্ণিতে পারে কি এ' জন ॥

করি যুক্তিবাদ, নাশি মায়া-বাদ,
স্থাপি নানা শাস্ত্রমত।
নাশি কু-মত, স্থাপিয়া সু-মত,
করিলা সিদ্ধান্ত কত ॥

অতি মূর্খ হীন, এ পতীত দীন,
বুঝিনা (তব) মহীমা-তত্ত্ব।
এবে কৃপা করি, এ অধম পরি,
দেখাও তব মহত্ত্ব ॥

করিয়া যতন, ওহে মহাজন,
কৃপা কর এ দীন জনে।
দিয়া কৃষ্ণধন, ঘুচাও বন্ধন,
কাঁদিছে পামর জনে ॥

জনমে জনমে, ঐ রাঙা চরণে,
থাকে যেন শুদ্ধা ভক্তি।
বিষয়-বাসনা, দূর হউক মোর,
দৃঢ় হউক অনুরক্তি ॥

ঐ রাঙ্গা চরণ, অমূল্য রতন,
পূজিবার সদা আশ।
করিয়া কাকুতি, জানায়ে প্রণতি,
সেবা মাগে নরহরিদাস ॥

শ্রীগুরুকৃপালেশ-প্রার্থী—
"নরহরি"

(৯)

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
তব পদযুগলে মম অসংখ্য প্রণাম॥

তুমিতো করুণাময় পতিতপাবন।
মোসম পাপীরে তারিতে, তব আগমন॥

দুরাচার বলি মোরে না করিলে উপেক্ষা।
সংসার-সাগর হইতে করিতে রক্ষা॥

আমি নিত্য কৃষ্ণদাস—ইহা গিয়া ভুলি।
মায়াদাস হইয়া ভবে চিরদিন ঘুরি॥

কৃপা করি ঘুচাও হৃদয়ের আঁধার।
অলীক মোহের বন্ধন ঘুচাও আমার॥

আজি তব এই অপ্রকট-তিথি-বাসরে।
কত শত ভক্ত পূজিছেন ভক্তি-উপচারে॥

আশা জাগে হৃদয় মাঝে করি তব বন্দন।
কিন্তু, কলুষ ভরা চিত্তে নাহি ভক্তি-সাধন॥

তোমা বিনা শূন্যময় দেখি এ' ভুবন।
বিরহানলে সদা দগ্ধ হইতেছে জীবন॥

ভক্ত জন ভক্তিনেত্রে তোমায় করে দরশন।
অভক্ত চক্ষুহীনের কভু নহেত দর্শন॥

বার্দ্ধকের আগমনে আয়ুরবি হইতেছে ক্ষীণ।
তাহাতেই আমি তো শুদ্ধা-ভক্তি-রতি-হীন॥

হে প্রভো! এই আশীষ কর এ' দীনা পামরে।
লভি যেন সেবাধিকার জন্ম জন্মান্তরে॥

শ্রীচরণ-সেবাভিলাষিণী—
(শ্রীমতী) "সরযূ" (সাধু)

(১০)

প্রাণের ঠাকুর হে ভাস্কর, হে কেশব সন্ন্যাসী।
গৌড়-রাজ্যে—উদিলে যে তুমি প্রেম-ভক্তি পরকাশি ॥
পূর্ব্ব বাঙ্গালার জমিদার-গৃহে, অরুণ-উদয়-কালে।
আসিলেগো তুমি আলোক, জনক-জননী-কোলে ॥

বালক-কালেতে পড়াশুনা আর ধর্ম্মেতে অনুরাগী।
এই ছিল তব সাধনার ধন শাস্ত্রেতে মনোযোগী ॥

ক্রমে যৌবনে জমিদারী তব আসিল তোমার হাতে।
সুষ্ঠরূপেতে শাসন করেছ সুখে ছিল সব তাতে ॥

পরে কোনদিনে প্রভুপাদ সনে মিলন তোমার হ'লে।
সংসার-সুখ ছাড়িলেক তুমি প্রভুপাদ-কৃপা পেলে ॥

শ্রীল সরস্বতী-চরণকমলে নিজেরে সঁপিয়া দিলে।
থাকিলেক সেথা প্রভুর আদেশে বিরাগীর পথ নিলে ॥

আচারে-প্রচারে তুমি সুনিপুণ সরস্বতীর প্রাণ।
প্রভুপাদ সনে মিলন তোমার যথা মণি-কাঞ্চন ॥

কিছু দিন পরে শ্রীল প্রভুপাদ চলিয়া গেলেন সেথা।
দানিয়া তোমারে সেবাধিকার, প্রচারের ভার (দিলে) হেথা ॥

গুরুর মহিমা গৌরের বাণী পত্রিকায় ছাপাইলে।
পতিত, অধম, পামরে তারিতে ঘরে ঘরে পাঠাইলে ॥

ভকত জনেরে আশ্রয় দানে স্থাপিয়াছ আশ্রম।
কত সাধুজন তব নিজজন লইল সেথায় স্থান ॥

তব গুণ-কীর্ত্তন করিতে সাধ্য নাই মোর, কি বলিব প্রভু।
তোমার অশেষ করুণার কথা নাহি যেন ভুলি কভু ॥

আজি এ' তোমার বিরহ-তিথির পাঁচটী বছর হল।
তোমার এই বিরহ-বাসরে, আমার প্রণাম লহ ॥

স্থাপিয়া গিয়াছ বেদান্ত সমিতি জগতের কল্যাণে।
তোমার আশীষে সমিতি রয়েছে এখনও অম্লানে ॥

তব প্রেষ্ঠজন রাখিয়া গিয়াছ মোর শ্রীল গুরুদেব।
প্রহরী রূপেতে সদা জাগ্রত আছেন নারায়ণ দেব ॥

ত্রিবিক্রম দেব আছেন সদাই উনাদের পাশে পাশে।
উদ্ধারণে থাকেন, কিন্তু মাঝে মাঝে হেথা আসে ॥

তোমার প্রাণের কৃষ্ণকৃপাতো জননীরূপেতে আছে।
সকল প্রভুরে করে সমাদর থাকে তোমারই কাছে ॥

নিষ্কিঞ্চন সেবক-রূপে নিতাই প্রভুর নাম ধরি।
তাঁহার সেবার আদর্শ যেন আমার হৃদয়ে ধরি ॥

কৃপাসিন্ধু প্রভু অনলস ভাবে করেন সেবার কাজ।
নারায়ণ দেব উপাধি দিলেন তাঁহারে "ভকতরাজ" ॥

নবযোগেন্দ্র প্রভুজী আছেন সদা মুদ্রণ-বিভাগেতে।
তোমার বাণী, তোমার আদর্শ ছাপাইছে কাগজেতে ॥

এমন বহুত তব প্রিয়জন মিশনের সেবা করে।
সকল সময় ভকতি করিয়া তোমারে প্রণাম করে ॥

তাঁহাদের গুণ কীর্ত্তন করা নাহিক সাধ্য মোর।
আমার চিত্তে সদা অপরাধ বিষয়-সুখেতে ভোর ॥

কি আর বলিব এ দুঃখের কথা তুমিত সবই জান।
কৃপা করে প্রভু সংসার থেকে আমারে টানিয়া আন ॥

কৃপাকণাপ্রার্থী—
"সুধানিধি"

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ-রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ ; ইং ১৬।১২।৭৩

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং **সরস্বতাং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ২৬শে মাঘ ১৩৮০ সাল (ইং ৯।২।২৭) শনিবার শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর **নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া)- তিথি হইতে ৫ই গোবিন্দ, ২৮শে মাঘ (ইং ১১।২।৭৪) সোমবার ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর (মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী) পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্ণে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। **রবিবার** পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। **সোমবার** পূর্ব্বাহ্ণে **শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান** ; অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব-সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

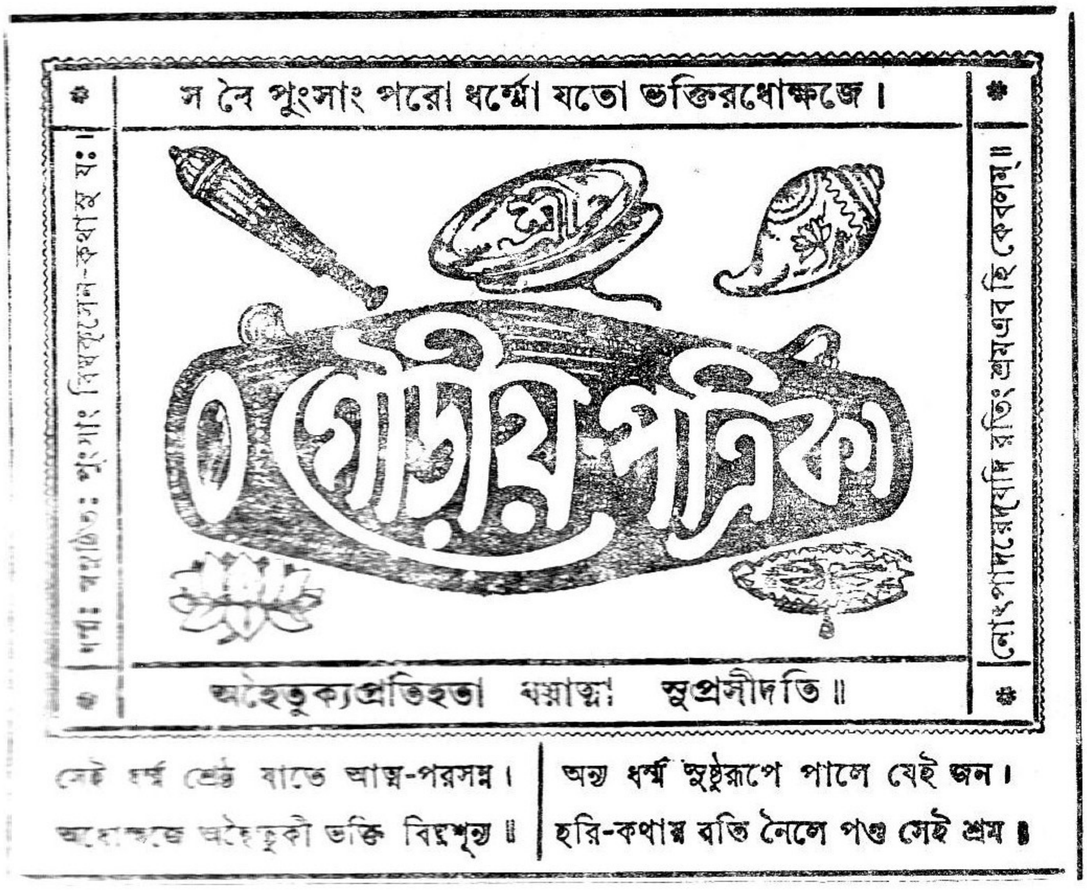

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৫শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ৬ মাধব, ৪৮৭ গৌরাব্দ | সোমবার, ২৯ পৌষ, ১৩৮০; ইং ১৪।১।১৯৭৪ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

॥ ত্রিভঙ্গ্যাং দণ্ডকত্রিভঙ্গী ॥

শ্রিতমঘজলধের্বহিত্রং চরিত্রং সুচিত্রং বিচিত্রং
ফণিত্রং সমিত্রং পবিত্রং লবিত্রং রুজাম্।
জগদপরিমিতপ্রতিষ্ঠং পটিষ্ঠং বলিষ্ঠং গরিষ্ঠং
বরিষ্ঠং ম্রদিষ্ঠং সুনিষ্ঠং দবিষ্ঠং ধিতাম্।
নিখিলবিলসিতেঽভিরামং সরামং মুদা মঞ্জুদাম-
ন্নভামং ললামং ধৃতামন্দধামন্নয়ে।
মধুমথন হরে মুরারে পুরারেরপারে সসারে
বিহারে সুরারেরুদারে চ দারে প্রভুম্।

স্ফুরিতমিনসুতাতরঙ্গে বিহঙ্গেশরঙ্গেণ গঙ্গে-
ষ্টভঙ্গে ভুজঙ্গেন্দ্রসঙ্গে সদঙ্গেন ভোঃ।
শিখরিবরদরীনিশান্তং প্রয়ান্তং সকান্তং বিভান্তং
নিতান্তঞ্চ কান্তং প্রশান্তং কৃতান্তং দ্বিষাম্।
দনুজহর ভজাম্যনন্তং সুদন্তং হুদন্তং দৃগন্তং
হসন্তং বসন্তং ভজন্তং ভবন্তং সদা ॥ বীর ॥

হে মধুসূদন! হে হরে! হে মুরারে! হে দনুজহর! আমি তোমাকে সর্ব্বদা ভজনা করিতেছি, তুমি পাপার্ণবের মহানৌকাস্বরূপ বিচিত্রলীলা বিস্তার করিয়াছ, তোমার লীলাগান করিলে অজ্ঞ ব্যক্তিরা জ্ঞানলাভ করে, তুমি সর্পাকার সুদর্শন নামক বিদ্যাধরকে পরিত্রাণ করিয়াছ, তোমাকে স্মরণ করিয়া যোদ্ধগণ যুদ্ধে জয়লাভ করে, তোমার চরিত্র অবিদ্যা নিবারক ও সংসাররোগের বিনাশক, জগতে তোমার অসীমকীর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে তুমি কার্য্যদক্ষ ও মহাবলপরাক্রান্ত, তুমি গুরুর গুরু ও মহতের মহৎ, তুমি মৃদু ও অমোঘব্রত, তুমি বুদ্ধির অগোচর, তুমি বিবিধ বিলাসপ্রিয় তুমি বলদেবের সহচর, তুমি মনোহর বনমালায় সুশোভিত, তুমি ক্রোধরহিত, তুমি ভুবনভূষণ, তোমার অসামান্য প্রভাব, তোমার উৎকৃষ্টলীলা মহাদেবের অগম্য, তুমি অসুরগণের সংহারে সমর্থ,তুমি ভুজগরাজ কালিয়নাগের দর্প চূর্ণ করিবারনিমিত্ত সমুদ্রের ন্যায় অতি গভীর কালিন্দীজলে নিমগ্ন হইয়াছিলে, তোমার তৎ-কালোচিত রূপ সন্দর্শনে খগরাজ গরুড়ের অদ্ভুত জ্ঞান হইয়াছিল, তুমি বিলাসের নিমিত্ত ব্রজরমণীগণে পরিবৃত হইয়া গিরিগুহারূপ রমণীয় আলয়ে গমন কর, তোমার রূপ অতিশয় মনোহর তুমি প্রশান্তচিত্ত হইলেও ভক্তদ্রোহি অসুর-গণের কৃতান্তস্বরূপ, তুমি সর্ব্বব্যাপক, মুক্তামালার ন্যায় তোমার দন্তাবলী, তুমি গোপিকাগণের প্রতি কটাক্ষভঙ্গী বিস্তার কর, তোমার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে ঋতুরাজ বসন্তের প্রতি প্রীতি প্রকাশ কর।

পীত্বা বিন্দুকণং মুকুন্দ! ভবতঃ সৌন্দর্য্যসিন্ধোঃ সকৃৎ
কন্দর্পস্য বশং গতা বিমুমুহুঃ কে বা ন সাধ্বীগণাঃ?
দূরে রাজ্যময়ন্ত্রিতস্মিতকলাভ্রূবল্লরীতাণ্ডব-
ক্রীড়াপাঙ্গতরঙ্গিতপ্রভৃতয়ঃ কুর্ব্বন্তু তে বিভ্রমাঃ ॥

হে মুকুন্দ! সাধ্বী ব্রজরমণীগণ তোমার সৌন্দর্য্যসিন্ধুর বিন্দুমাত্র পানে কামপরবশ হইয়া বিমোহিত হইয়াছে, অতএব সম্প্রতি ত্বদীয় মন্দহাস্য, ভ্রূক্ষেপ, অপাঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি বিলাস সকল স্বাধীন হইয়া অপর স্থানে রাজ্য শাসন করুক অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনবাসিনী গোপিকাগণ তোমাকে দেখিয়াই তোমার বশীভূত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদিগকে আয়ত্ত করিবার জন্য আর বিশেষ যত্ন করিবার প্রয়োজন নাই।

চারুতটরাসনট গোপভট পীতপট পদ্মকর দৈত্যহর
কুঞ্জচর বীরবর নর্ম্মময় কৃষ্ণ জয় নাথ ॥

তুমি রমণীয় কালিন্দীপুলিনে রাসক্রীড়া কর, শ্রীদামাদি গোপবালক তোমার প্রধান সহচর, তুমি পীতবসনে সুশোভিত, অম্বুজের সদৃশ তোমার করযুগল, তুমি দৈত্যগণের সংহারকারী, হে নাথ! হে কৃষ্ণ! তুমি বীর-শ্রেষ্ঠ ও ক্রীড়া-কৌতুকপরায়ণ অতএব তোমার জয় হউক।

সংসারাম্ভসি দুস্তরোভিগহনে গম্ভীরতাপত্রয়ী-
কুম্ভীরেণ গৃহীতমুগ্রমতিনা ক্রোশন্তমন্তর্ভয়াৎ।
দীপ্রেণাদ্য সুদর্শনেন বিবুধক্লান্তিচ্ছিদাকারিণা
চিন্তাসন্ততিরুদ্ধমুদ্ধর হরে! মচ্চিত্তদন্তীশ্বরম্ ॥

হে হরে! মদীয় চিত্তহস্তী দুস্তর তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত এই অগাধ সংসারসরোবরে অতি ভয়ানক তাপত্রয়রূপ কুম্ভীরাক্রান্ত হইয়া ভয় ও চিন্তায় আকুল হইয়া অতিশয় ক্রন্দন করিতেছে অতএব তুমি কৃপা করিয়া গজেন্দ্র-মোক্ষের ন্যায় দীপ্র সুদর্শনাস্ত্রদ্বারা ইহাকে উদ্ধার কর।

॥ বিদগ্ধত্রিভঙ্গী ॥

চণ্ডীপ্রিয়নত চণ্ডীকৃতবলচণ্ডীকৃতখলবল্লভ বল্লব
পট্টাম্বরধর ভট্টারক বক্কুট্টাক ললিতপণ্ডিতমণ্ডিত
নন্দীশ্বরপতিনন্দীহিতভর সন্দীপিতরসসাগর নাগর
অঙ্গীকৃতনবসঙ্গীতক বরভঙ্গীলবহৃতজঙ্গমলঙ্গিম
উর্ব্বীপ্রিয়কর খর্ব্বীকৃতখল—দর্ব্বীকরপতিগর্ব্বিতপর্ব্বত
গোত্রাহিতকর গোত্রাহিতদয় গোত্রাধিপধৃতিশোভনলোভন
বন্যাস্থিতবহুকন্যাপটহর ধন্যাশয়মণিচোর মনোরম
শম্পারুচিপট সম্পালিতভবকম্পাকুলজন ফুল্ল সমুল্লস ॥ ধীর ॥

হে নাথ ! তুমি মহাদেবের নমস্য, তুমি প্রচণ্ড বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া দুষ্ট দানবমহিষীদিগকে বিধবা করিয়াছ, অর্থাৎ নিখিল অসুর নিপাত করিয়াছ। পীতাম্বর ! হে গোপরাজ ! তুমি বকাসুরের নিহন্তা, তুমি পণ্ডিত-মণ্ডলীর ভূষণ, তুমি নন্দমহারাজের আনন্দকর, তোমার অনন্তলীলা, হে নাগর ! তুমি উজ্জ্বলরসের সাগর ও নবসঙ্গীত-প্রিয়. তুমি অমানব হইলেও অঙ্গভঙ্গীদ্বারা মানবের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছ, তুমি পৃথিবীর আনন্দকর, তুমি কালিয়নাগের পর্ব্বতাকার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ, তুমি গাভীগণের হিতকর, তুমি নিজ কুটুম্বের প্রতি অতিশয় দয়াকর তুমি গোবর্দ্ধনধারণ সময়ে অপূর্ব্ব-রূপে দর্শন দিয়া সকলের চিত্ত বিমোহিত করিয়াছ। হে মনোরম ! তুমি জলনিমগ্ন গোপকন্যাদিগের বসন হরণ করিয়াছ এবং ঐ সঙ্গে শ্রীরাধিকার চিত্তরত্নকেও চুরি করিয়াছিলে. বিদ্যুতের ন্যায় তোমার বসনের শোভা, তুমি সংসারভয়ভীত জনগণের পরিপালক, অতএব হে আনন্দময় ! হে বীর ! তোমার জয় হউক।

পিষ্ট্বা সংগ্রামপট্টে পটলমকুটিলে দৈত্যগোকণ্টকানাং
ক্রীড়ালোঢ়ীবিঘট্টৈঃ স্ফুটমরতিকরং নৈচিকীচারুকাণাম।
বৃন্দারণ্যং চকারাখিলজগদগদঙ্কারকারুণ্যধারো
যঃ সঞ্চারোচিতং বঃ সুখয়তু স পটুঃ কুঞ্জপট্টাধিরাজঃ ॥

যাঁহার করুণা জগতের উপদ্রবনাশে চিকিৎসকস্বরূপ, যিনি সংগ্রামরূপ শিলাপৃষ্ঠে গোপগণের পীড়াকর. দানবগণরূপ কণ্টকবৃক্ষকে নির্ম্মূল করিয়া শ্রীবৃন্দাবনকে নিষ্কণ্টক ও গমনাগমনের সুন্দর উপায় করিয়াছেন. সেই নিকুঞ্জ-অধিরাজ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে আনন্দিত করুন।

পিচ্ছলসদ্‌ঘননীলকেশ চন্দনচর্চ্চিতচারুবেশ।
খণ্ডিতদুর্জ্জনভূরিমায় মণ্ডিতনির্ম্মলহারিকায় ॥ বীর ॥

হে নাথ ! তোমার নীলবর্ণ কুটিল কুন্তল ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত, তোমার শ্রীঅঙ্গ সুন্দর চন্দনাদি অনুলেপনে সুশোভিত, তুমি দুর্জ্জনরূপ শৃগালবৃন্দ সংহার করিয়াছ. তোমার শ্রীঅঙ্গ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সকলের চিত্ত হরণ করিতেছে।

গীর্ব্বাণং স্ফুটমখিলং বিবর্দ্ধয়ন্তং
নির্ব্বাণং দনুজঘটাসু সংঘটয্য।

কুর্ব্বাণং ব্রজনিলয়ং নিরন্তরোত্থৎ-
পর্ব্বাণং মুরমথন ! স্তবে ভবন্তম্ ॥

হে মুরমথন ! তুমি দানবগণ বিনাশ করিয়া দেবগণের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছ এবং ব্রজধামকে নিত্যোৎসবে পূর্ণ করিয়াছ, এ নিমিত্ত আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ স্তব করিতেছি।

উদঞ্চদতিমঞ্জুলস্মিতসুধোর্ম্মিলীলাস্পদং
তরঙ্গিতবরাঙ্গনাস্ফুরদনঙ্গরঙ্গাম্বুধিঃ।
দৃগিন্দুমণিমণ্ডলীসলিলনির্ঝরস্যন্দনো
মুকুন্দ ! মুখচন্দ্রমাস্তব তনোতি শর্ম্মাণি নঃ ॥

হে মুকুন্দ ! যিনি হাস্যরূপ সুধাতরঙ্গের আকর, যাহার উদয়ে ব্রজরমণীগণের অনঙ্গসমুদ্র উচ্ছলিত হয় এবং যাহার দর্শনে ভক্তগণের নয়নরূপ চন্দ্রকান্তমণি হইতে জলবিন্দু নিঃসৃত হইয়া থাকে এই প্রকার ত্বদীয় মুখচন্দ্র আমাদের সমূহ আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

॥ মিশ্রকলিকা ॥

দুষ্টদুর্ম্মদারিষ্টকণ্ঠীরবকণ্ঠবিখণ্ডনখেলদষ্টাপদ নবীনাষ্টাপদ-
বিস্পর্দ্ধিপট্টাম্বরপরীত গরিষ্ঠগণ্ডশৈলসপিণ্ডবক্ষঃপট্ট পাটব-
দণ্ডিতচটুলভূজঙ্গম কন্দুকবিলসিতলঙ্গিম ভণ্ডিলবিচকিলমণ্ডিত
সঙ্গরবিহরণপণ্ডিত দন্তুরদনুজবিড়ম্বক কুণ্ঠিতকুটিলকদম্বক।
খচিতাখণ্ডলোপলবিরাজদণ্ডজরাজকুণ্ডলমণ্ডিতমঞ্জুলগণ্ডস্থল
বিশঙ্কটভাণ্ডীরতটীতাণ্ডবকলারঞ্জিতসুহৃন্মণ্ডল নন্দবিচুম্বিতকুন্দ-
নিভস্মিত গন্ধকরম্বিত শন্দবিচেষ্টিত তুন্দপরিস্ফুরদণ্ডকড়ম্বরদুর্জ্জন-
ভোজেন্দ্রকণ্ঠকন্দোদ্ধারণোদ্দামকুদ্দাল বিনম্রবিপদ্দারুণধ্বান্ত-
বিদ্রাবণমার্ত্তণ্ডোপমকৃপাকটাক্ষ শারদাচণ্ডমরীচিমাধুর্য্যবিড়ম্বি-
তুণ্ডমণ্ডল লোষ্ঠীকৃতমণিকোষ্ঠীকুলমুনিগোষ্ঠীশ্বর মধুরোষ্ঠীপ্রিয়
পরমেষ্ঠীড়িত পরমেষ্ঠীকৃতনর ॥ ধীর ॥

হে কৃষ্ণ ! অতি দুর্দ্দান্ত সিংহতুল্য বৃষাসুরের কণ্ঠচ্ছেদনে তুমি শরভ, (হিংস্রক মৃগবিশেষ) তুমি স্বর্ণবর্ণ পীতাম্বরে সুশোভিত, বিশাল শিলাখণ্ডের ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থল সুদৃঢ়, তোমার বাহুবলে খলরাজ কালিয়নাগ দণ্ডিত

হইয়াছে, তুমি কন্দুকখেলায় তৎপর, তুমি শিরীষপুষ্প ও মল্লিকাকুসুমে সুশোভিত, তুমি যুদ্ধক্রীড়ায় সুপণ্ডিত, তুমি ভয়ঙ্কর দানবগণের বিনাশক, তুমি কুটিল জনগণের নিগ্রহকর, তোমার মনোহর গণ্ডস্থল, ইন্দ্রনীলমণি খচিত মকর কুণ্ডলে সুশোভিত, তুমি সুবিস্তীর্ণ ভাণ্ডীরতটে নৃত্য করিয়া গোপাঙ্গনা-দিগকে আনন্দিত কর, কুন্দকুসুমতুল্য মন্দ মন্দ হাস্যে ত্বদীয় মুখমণ্ডল শোভিত ও নন্দঘোষের আনন্দপ্রদ, তোমার লীলা ভক্তগণের কল্যাণপ্রদ, তোমার উদর মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে দুর্দ্দান্ত কংসরূপ কণ্টকবৃক্ষের মূলোৎপাটনে তুমি বিশাল কুদ্দালস্বরূপ, তুমি প্রণতজনের বিপদ্রূপ গাঢ় অন্ধকার বিনাশে সূর্য্যস্বরূপ, শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তোমার শ্রীমুখমণ্ডল সুশোভিত, তুমি সংসারবিরক্ত মুনিজনের উপাস্য, তুমি বিষ্ণোষ্ঠী ব্রজরমণীগণের প্রিয়, তুমি ব্রহ্মার আরাধ্য, তুমি ভক্তদিগকে ব্রহ্মত্বপদ প্রদান কর। (ক্রমশঃ

[বৈষ্ণব-সম্মিলনীর পরিচালন-পদ্ধতি সম্পর্কে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

ইং ২১।৮।৬৬, রাত্র—৭টা

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বকেয়ম্

* * * * প্রভু! আপনাদের "তাম্রলিপ্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর" প্রতিনিধি স্বরূপ * * * দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু আমার নিকট সমিতির পরিচালনের পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিয়া জানাইতে বলিল। তাহাতে আমার বক্তব্য বিশেষ কিছুই নাই। তবে কয়েকটী নিম্নে লিখিয়া জানাইতেছি। তাহাতে আমাদের সকলেরই একমত। যথা—

১) গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আচার-যাহা শ্রীল প্রভুপাদ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে। কেহ তাহা হইতে স্বেচ্ছায় হউক্, অনিচ্ছায় হউক্ পতিত বা ভ্রষ্ট হইলে তাহাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সংশোধনের সম্ভাবনা না থাকিলে তাহাকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে হইবে অথবা ক্ষেত্র-বিশেষে তাহা হইতে নিরপেক্ষ থাকা দরকার।

২) বৈষ্ণবমাত্রেরই লাঙ্গলচাষ নিষিদ্ধ নহে, ইহা প্রচার করা কর্ত্তব্য। 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থ এবং "সৎক্রিয়াসার-দীপিকা"য় এ-সম্বন্ধে নির্দ্দেশ আছে, তাহা ছাড়া শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ইহা অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধবাদিগণ শ্রীল প্রভুপাদের এবং গোস্বামিগণের বিরোধী বলিয়া তাহারা সমিতির সদস্য হইবার অযোগ্য।

৩) গোস্বামী-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন **সামাজিক** বা **প্রাদেশিক** আচার-ব্যবহার স্বীকার করা হইবে না।

৪) বংশ বা জাতিগত ব্রাহ্মণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত দৈব-বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলে বা কোন আচার অনুমোদন করিলে সমিতি তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিবে। শুদ্ধ তাহাই নহে, তাহাদিগকে বৈষ্ণব-অপরাধী দুঃসঙ্গ বলিয়া ত্যাগ করিবে। প্রয়োজন হইলে বিরাট সভা আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে দৈব-বর্ণাশ্রম স্বীকার করাইতেই হইবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য যে কোন বর্ণের লোক যদি আপত্তি উত্থাপন করে তাহাদের সকলের পক্ষেই উক্তরূপ বিধান ব্যবস্থা করা হইবে।

৫। শ্রাদ্ধ-বিবাহ-অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপনয়নাদি সমস্তই গোপালভট্ট গোস্বামীর "সৎক্রিয়াসার দীপিকা" ও "সংস্কার দীপিকানুসারে" কার্য্য হইবে। কোন স্মার্ত্ত বা দেশীয় প্রথা অনুমোদন করা হইবে না। পূজাপার্ব্বণাদিতে এবং ব্রত-নিয়মাদির পালন সম্বন্ধে "হরিভক্তিবিলাস" ও তাহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা এবং উক্ত সৎক্রিয়াসার-দীপিকাদি" যাহা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা অবলম্বন করা হইবে। সহজিয়াদের বা তেরো অপসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বা আচার-বিচার প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না।

৬। বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনের রীতিনীতি শ্রীল প্রভুপাদ যাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাই গ্রাহ্য এবং তাহার অনুকূলে "হরিভক্তিবিলাসে"র পদ্ধতি অনুসারে শাস্ত্র-সম্মত অনুষ্ঠান স্বীকার্য্য।

৭) শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট যে-কোন ব্যক্তি সমিতির সভ্য হইবার যোগ্য কিন্তু তাহাদের অবিমিশ্র শুদ্ধ আচার হওয়াই বিশেষ প্রয়োজন।

৮) অন্যান্য বিধি-বিধান পরে নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইতি—

প্রণত বৈষ্ণবাসানুদাস—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠের সারস্বত নাট্যমন্দির।

সময়—২৪শে মাঘ শনিবার ১৩৩৭ সন, কৃষ্ণা-পঞ্চমী রাত্রি ৯ ঘটিকা।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আজ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা কর্‌বার অবসর দিবস। বিগত বর্ষেও আমার সৌভাগ্য হ'য়েছিল—শ্রীগুরুদেবের পূজা কর্‌বার; আজও সে সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। ভগবৎকৃপায় শ্রীগুরু-সেবা কর্‌বার সুযোগ আমরা একবৎসর কাল পেয়েছি। যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁ'র সেবা হ'তে আমাদিগকে বঞ্চিত কর্‌বার অভিলাষ কর্‌তেন, তা'হ'লে বর্ষব্যাপী জীবন লাভ কর্‌তাম্ না। এই বর্ষব্যাপী যে জীবন লাভ ক'রেছি, তদনুরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেব কর্‌তে পেরেছি কিনা, সে বিষয় আলোচনা কর্‌বার সময় এসেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব'লেছেন যে, আমরা সকলে মিলে ভগবানের সেবা কর্‌বো। 'আমরা' এই শব্দে তিনি একজনকে লক্ষ্য করে বলেন নাই। অনেকে স্বার্থপর হ'য়ে বলেন,—আমিই সেবা কর্‌বো, বা আমারই একা কার্য্য প'ড়েছে, অন্যের তা'তে অধিকার নেই। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের দয়ার্দ্রচিত্ত বলেন,—এসো, হিংসা পরিত্যাগ ক'রে সকলে মিলে ভগবানের পূজা করি। এটা সকলের চেয়েও বড় জিনিষ। সকলের চেয়ে বড় জিনিষ ব'লে সেটা অপরে কর্‌তে পার্‌বে না, অপরকে কর্‌তে দেবো না, সেরূপ হিংসা আমার গুরু-পাদপদ্মের নেই। সকলে মিলে যে কীর্ত্তন করা যায়, তা' সঙ্কীর্ত্তন। "বহুভি-র্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্"। সঙ্কীর্ত্তনের অন্তর্গত বন্দনা—স্তুতি।

বাহিরের দিকে দেখ্‌তে গেলে স্তাবকের স্থান—নিম্নে, স্তবনীয়ের স্থান উচ্চে; কথাটি তৃতীয় পক্ষ শ্রবণ ক'রে বেশ বুঝ্‌তে পারেন, স্তাবকের মহিমা স্তবনীয় বস্তু অপেক্ষা স্তব-কার্য্যে কতদূর অধিক অগ্রসর হ'য়েছে ও অধিক আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী এই যে, ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হ'লে 'তৃণদপি সুনীচ' হ'তে হ'বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না কর্‌লে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি—আমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায

গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচজন মিলে যে কার্য্যটি কর্‌তে হ'বে তা' কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। গৌরসুন্দর ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন, একথা গুরুপাদপদ্মের নিকট হ'তে পাই। ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে ব'লেছেন; কিন্তু যখন ভগবান্‌কে ডাকি তখন যদি তাঁ'কে ভৃত্যত্বে (?) পরিণত বা নিজের কোন কার্য্য উদ্ধার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁ'র সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে চাই, তা'হ'লে 'তৃণাদপি সুনীচতা' থাকে না। বাহ্য দৈন্য 'তৃণাদপি সুনীচতা' নয়, সেটা কপটতা। যে ভাবে ডাক্‌লে তাঁবেদার সকল উত্তর দেয়, সেভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পৌঁছে না! কারণ তিনি পরম স্বতন্ত্র পূর্ণ চেতন বস্তু, কা'রও বশ্য ন'ন। নিজের অস্মিতাকে নিষ্কপট দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত না কর্‌লে পূর্ণ-স্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পৌঁছে না।

আর একটি কথা হচ্ছে, 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'য়ে ডাকার সঙ্গে যদি গুহ্য-গুণসম্পন্ন না হই, তা' হ'লেও ডাকা হয় না। আমরা যদি কোন বস্তুর প্রতি লোভী হ'য়ে অসহিষ্ণুতা দেখাই, তবে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবের বিরুদ্ধ ভাবালম্বন কর্‌তে হয়। আমরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হই, ভগবান্ পূর্ণ বস্তু, তাঁ'কে ডাক্‌লে কিছু অভাব হ'বে না, তা' হ'লে সে সময় সহন-শীলতার অভাব হয় না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে—অসহিষ্ণু হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি—আমার নিজের কিছু কৃতিত্ব-সামর্থ্য অবলম্বন ক'রে কার্য্যোদ্ধার কর্‌ব, এরূপ মতলব এঁটে রাখি তা' হলে ভগবান্‌কে ডাকা হয় না। আত্মম্ভরিতা অধিক থাক্‌লেও ভগবান্‌কে ডাকা হয় না—আত্ম-ম্ভরিতা বিনাশ কর্‌বার চেষ্টায় নিযুক্ত থাক্‌লেও ডাকা হয় না। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা অনুগ্রহ ক'রে স্তবাদি করি—ভগবান্‌কে না ডেকেও অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পারি, এরূপ বুদ্ধিও সহনশীলতার অভাবের পরিচায়ক। এই সকল মনোভাব হ'তে আমাদিগকে রক্ষা কর্‌বার জন্য—আমরা নিষ্কপট 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হ'য়ে থাকি, তা' হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য রক্ষকের আবশ্যক—সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন। ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে,　　তাঁ'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কর্ম্ম জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ লাভ কর্‌তে হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেরূপ ক্ষুদ্র ফল-প্রদাতা ন'ন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বাস্তবমঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়-জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হ'য়ে যা'বে, সেই মুহূর্ত্তে জগতে নানা অভিলাষ উপস্থিত হ'বে। বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন,—কি ভাবে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে হ'বে,—কি ভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার কর্‌তে হ'বে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে প্রাপ্ত রত্নও হারিয়ে ফেল্‌তে হয়।

নামভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী। শ্রীগুরুদেব এই ভজন-প্রণালী প্রদান করেন; সুতরাং আমাদের বর্ষারম্ভে গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য। শ্রীরূপ প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব'লেছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্মনম্।"

নিজের শত শত পারদর্শিতার দ্বারা অজ্ঞেয় রাজ্যে, দুর্জ্ঞেয় রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না—যে-সকল ভবিষ্যৎ জগৎ দেখ্‌তে দেওয়া হচ্ছে না—ভবিষ্যৎকাল ব'লে যে জিনিষটা, তা'তে নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায় না। অতি-লোকবিচার যেখানে, সেখানে ইহলোকের বিচার আমাদিগকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। যে-সকল কাল গত হ'য়েছে, তা'তে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান লাভ ক'রেছি; কিন্তু আগামীকাল—যা, জানি না—যে চক্ষু দুই এক মাইল মাত্র দেখ্‌তে পারে—যে কর্ণ কিছু দূরের শব্দ মাত্র শুন্‌তে পারে, সে-প্রকার ইন্দ্রিয়ের গম্যজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথা—পূর্ণ রাজ্যের কথা জান্‌তে পারি না। সেইরূপ রাজ্যে কেবল নিজের পারদর্শিতার দ্বারা অগ্রসর হ'তে চেষ্টা কর্‌লে কখনই আমরা শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারি না; রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবার চেষ্টার ন্যায় সিঁড়ি কিছুদূর উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই আশ্রয়ের অভাবে—নিরালম্বভাবে শূন্যে বেশীক্ষণ থাকৃতে পারে না, চূরমার হ'য়ে নীচে পড়ে যায়। কেবল নিজের পারদর্শিতার পুঁজি নিয়ে অজ্ঞেয় রাজ্যে উঠ্‌তে চাইলেও আমরা অধঃপাতিত হ'য়ে পড়ি, আর লঘুকে 'গুরু' কর্‌লেও আমরা অধঃপতিত হই।

কে গুরু, কে লঘু, আমরা তা' বিচার কর্‌বো। যিনি সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণ বস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনিই গুরু।

সেতার শেখানর গুরু বা কসরৎ শেখানর গুরুর কথা বল্‌ছি না, তাঁ'রা মৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারে না। ভাগবতের একটা শ্লোকে পাই,—সে গুরু, গুরু নয়; সে পিতা, পিতা নয়; সে মাতা, মাতা নয়; সে দেবতা দেবতা নয়; সে স্বজন, স্বজন নয়—যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন—আমাদিগের নিত্য জীবন দিতে না পারেন—এই জড়-জগতের অভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পারেন।

অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জ্জন করি, পাগল হ'য়ে গেলে, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হ'লে বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য থাকে না। বাস্তব-সত্যের যদি অনুসন্ধান না করি, তা' হ'লে আমরা অচেতন হ'য়ে যাই। যিনি মৃত্যুর মুখ হ'তে উদ্ধার কর্‌তে না পারেন, তিনি খানকতক দিনের জন্য ভোগা দেওয়ার লোক। যিনি বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে লুব্ধ ক'রে থাকেন, তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা কর্‌তে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান, তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা কর্‌বেন? আমার গুরুদেব যাঁ'দিগকে নিজের ক'রে নিয়েছেন, তাঁ'রা আমার উদ্ধারকারী; কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।

যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সে' গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই সে' গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সে মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান কর্‌তে দৌঁড়াই, শীত নিবারণের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষ-প্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, দিন-প্রবৃত্তি, মুহূর্ত্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরু-পাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত

হ'ব। আমি তখন নিজে গুরু সাজ্‌তে চা'ব—আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক, আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে — ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আজ যে এদিনের জন্য 'গুরুপূজা' কর্‌তে এসেছি, তা' নয়, নিত্য প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের গুরুপূজা।

গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু তিনি জগদ্‌গুরুরূপে এখানে এসেছেন। তিনি যে 'শিক্ষাষ্টক' ব'লেছেন সেই শিক্ষায় মহান্তগুরু এবং মহান্তগুরু-পাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল সর্ব্বতোভাবে আমাকে শিক্ষিত করেন। মহান্তগুরুর পাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন। (ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(রসতত্ত্ব)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৭ পৃষ্ঠার পর)

৩৪। 'বিশ্রম্ভ' কাহাকে বলে ?

"যন্ত্রণাশূন্য গাঢ় বিশ্বাসকে বিশ্রম্ভ বলা যায় তাহাকেই সম্ভ্রমশূন্য বিশ্বাস বলা হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৪

৩৫। প্রণয়ের গাঢ়তার ক্রম কি ?

"প্রণয় ক্রমে প্রেমা, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত সখ্যরতিতে বৃদ্ধি লাভ করে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৬। 'প্রণয়' কাহাকে বলে ?

"সম্ভ্রমাদি যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াও রতি যখন সম্ভ্রম-গন্ধে পৃষ্ঠ না হয়, তখন তাহাকে 'প্রণয়' বলা যায়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৭। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কি ব্রজবাসীর বিচ্ছেদ আছে ?

"প্রকট-লীলার অনুসারে সখ্যরসে 'বিরহ' বর্ণিত হয়; কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের কখনই বিচ্ছেদ নাই।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৮। বাৎসল্য-রসের উৎকর্ষ কি ?

"কৃষ্ণরতির অপ্রতীতিস্থলে প্রীতরসের অপুষ্টতা হয়। সেরূপ স্থলে সখ্য-রতির তিরোভাব হয়। কিন্তু বাৎসল্যে সেরূপ হইলেও কোন ক্ষতি নাই। এইটীই বাৎসল্যরসের উৎকর্ষ।"　　—চৈঃ শিঃ ৭।৬

৩৯। বলদেব, যুধিষ্ঠির, আহুকাদির স্ব-স্ব রসবৈশিষ্ট্য কি ?

"বলদেবের সখ্যপ্রীতিও—বাৎসল্যরস-সঙ্কুলিত। যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য-দাস্য সখ্যের দ্বারা অন্বিত। আহুক প্রভৃতির দাস্য—বাৎসল্য-মিশ্রভাব। বৃদ্ধ অভীরদিগের বাৎসল্য—সখ্যমিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির সখ্য-—দাস্য মিশ্রিত। শিব, গরুড়, উদ্ধবাদির দাস্য—সখ্যমিশ্রত। অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণনপ্তৃদিগের ভাবও তদ্রূপ মিশ্র। অন্যান্য ভক্তদিগের মধ্যেও সেইরূপ ভাবমিশ্রিতা লক্ষিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৬

৪০। বৈষ্ণবগণের সখ্যরস কি ?

"You must love God with thy soul also, *i.e.* you must perceive yourself in spiritual communication with the Deity and receive Holy Revelations in your sublimest hours of worship. This is called the *Sakhya Rasa* of the *Vaishnavas*,—the soul approaching the Deity in holy and fearless service"

—"*To Love God*", *Journal of Tajpur*, *25th Aug*, *1871*

৪১। মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীরূপানুগ-ভজনের পরমোপাদেয়ত্ব কেন ?

"পঞ্চ মুখ্য-মধ্যে ভাই,　　মধুরের গুণ গাই,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ বলি।
গুণ অন্য রসে যত,　　মধুরেতে আছে তত,
আর বহু বলে হয় বলী॥
গৌণ-রস আছে যত　　সব সঞ্চারীর মত,
হঞা শৃঙ্গারের পুষ্ট করে।
শ্রীরূপের অনুগত,　　ভজনে যে হয় রত,
স্থিতি তার কেবল মধুরে।"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ, গীঃ মাঃ

৪২। কৃষ্ণভক্তিরসে গৌণরস-সমূহও উপাদেয়, হয় কিরূপে ?

"কৃষ্ণ ভক্তিরসে সাতপ্রকার গৌণরসও উপাদেয় যেহেতু তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলারসকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাবের মধ্যেই কৃষ্ণ-ভক্তিরসে হাস্যাদি সপ্তরস পরিগণিত। তাহারা উপযুক্ত কালে উদিত হইয়া রস-সমুদ্রের ঊর্ম্মির ন্যায় সমুদ্রের সৌন্দর্য্য ও পুষ্টিসাধন করে। কেহ কেহ রসতত্ত্বের অপ্রাকৃততত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে সমর্থ না হইয়া এরূপ সংশয় করিতে পারেন যে হাস, বিস্ময় ও উৎসাহ যদিও মঙ্গলময় রসের অন্তর্গত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা—ইহারা কি প্রকারে অমৃত-স্বরূপ, অশোক-স্বরূপ, অভয়-স্বরূপ, অক্ষোভ-স্বরূপ রসের ভিতর স্থিতি লাভ করে? আশঙ্কা করি, তাহাদিগকে স্থান দিয়া রসকে প্রাকৃত বা জড়ময় করা হইতেছে! উত্তর এই যে, **পরমানন্দময় রসতত্ত্বে বৈচিত্র্য-সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারই আনন্দমূলক, জড়দুঃখমূলক নয়।**"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

৪৩। রসের মূল, হেতু, কার্য্য ও সহায়াদি কি কি ?

"স্থায়িভাবই—রসের মূল। বিভাব—রসের হেতু। অনুভাব—রসের কার্য্য। সাত্ত্বিক-ভাবও রসের কার্য্যবিশেষ। সঞ্চারি বা ব্যভিচারি-ভাব-সমূহই রসের সহায়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি-ভাবসমূহ স্থায়ি-ভাবকে স্বাদুত্ব-অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থা প্রদান করে।"

—চৈঃ শিঃ ৭।১

৪৪। রসাভাসের লক্ষণ কি ?

"সুমিষ্ট পানীয় দ্রব্যের ক্ষারাম্লাদি সংযোগের ন্যায় বিরসতা উৎপাদন করে। এরূপ রসবিরোধকে অত্যন্ত 'রসাভাস' বলা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৫। 'রসাভাস' কাহাকে বলে ? উহার বিচিত্রতা কি ?

"রস অঙ্গহীন হইলে তাহাকে 'রসাভাস' বলা যায়। **উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে রসাভাসকে উপরস, অনুরস ও অপরস** বলা যায়।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৬। উপরসের হেতু কি ?

"স্থায়ী, বিভাব, অনুভাবাদি দ্বারা শান্তাদি দ্বাদশ রসই উপরস হয়। স্থায়িবৈরূপ্য, বিভাববৈরূপ্য, উপরসের হেতু।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৭। 'অনুরস' কি ? উহার উদারণ দৃষ্টান্ত কি ?

"কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধহীন রসই অনুরস। যেমন ককৃখটী-নৃত্যে গোপ-দিগের হাসি, ভাণ্ডীরবনস্থ বৃক্ষে শুকপক্ষীদিগের বেদান্ত-বিচার দেখিয়া নারদের অদ্ভুত রসের উদয়, তদ্রূপ। কোন প্রকার দূর-সম্বন্ধে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখা যায়, কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না—এস্থলে অনুরস।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৮। 'অপরস' কি ? উহার দৃষ্টান্ত কি ?

"কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ হাস্যাদি 'অপরস'। কৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া জরাসন্ধ যে বারংবার হাস্য করিয়াছিল, তাহা অপরস।"

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৯। শান্তাদি-রসের পরস্পর মিত্রতা ও শত্রুতা কি কি ?

"শান্তরসের মিত্র – দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত রস। অদ্ভুত-রস আবার দাস্য সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের মিত্র। শান্ত-রসের শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক-রস। দাস্য-রসের মিত্র—বীভৎস, শান্ত, ধর্ম্মবীর ও দানবীর রস; আর তাহার শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর ও রৌদ্ররস। সখ্য-রসের মিত্র—মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর-রস। সখ্য-রসের শত্রু—বৎসল, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক-রস। বৎসল-রসের মিত্র—হাস্য, করুণ ও ভয়ভেদক রস।" বৎসলের শত্রু – মধুর, যুদ্ধবীর দাস্য ও রৌদ্ররস। মধুর রসের মিত্র—হাস্য ও সখ্য-রস। মধুরের শত্রু—বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক-রস। হাস্যরসের মিত্র—বীভৎস, মধুর ও বৎসল-রস। হাস্যরসের শত্রু—করুণ ও ভয়ানক-রস। অদ্ভুতরসের মিত্র—বীর, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। অদ্ভুত-রসের শত্রু – হাস্য, সখ্য, দাস্য, রৌদ্র ও বীভৎস। বীর-রসের মিত্র—অতদ্ভুরস। বীর-রসের শত্রু – ভয়ানক রস। কাহারও মতে, শান্তও বীর-রসের শত্রু। করুণ-রসের মিত্র—রৌদ্ররস ও বৎসল-রস। করুণরসের শত্রু—বীর-রস, হাস্যরস, সম্ভোগ নামক শৃঙ্গার-রস ও অদ্ভুতরস। রৌদ্ররসের মিত্র—করুণরস ও বীর-রস। রৌদ্ররসের শত্রু—হাস্যরস, শৃঙ্গার-রস ও ভয়ানকরস। ভয়ানকরসের মিত্র—বীভৎসরস ও করুণরস। ভয়ানক-রসের শত্রু—বীররস, শৃঙ্গার-রস, হাস্যরস ও রৌদ্ররস। বীভৎসরসের মিত্র

—শান্তরস, হাস্যরস ও দাস্যরস। বীভৎসরসের শত্রু—শৃঙ্গার-রস ও সখ্যরস। আর সকল—পরস্পর তটস্থ।”

—লৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৫০। ব্রজগোপীগণের পরোঢ়ত্ব-অভিমানের রহস্য কি ?

“মায়া-কল্পিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই সঙ্গম হয় নাই। **ব্রজগোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবতার মাত্র। বিবাহও মায়িক প্রত্যয়-মাত্র—পরদারত্ব নাই, তথাপি পরোঢ়াত্ব-অভিমান নিত্য বর্ত্তমান।** তাহা না থাকিলে বামতা, দুর্ল্লভতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধ-ভয়জনিত অপূর্ব্ব রসোদয় কখনই স্বভাবতঃ হয় না। তদ্রূপ অভিমান না থাকিলে ব্রজরসে নায়িকাত্ব লাভ করা যায় না, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই তাহার উদাহরণ।”

—লৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

৫১। শ্রীকৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত-রসতত্ত্ব কি অশ্লীলতা দুষ্ট ও ঘৃণা নহে ?

“নৈতিক ব্যক্তিগণের জড়ীয় রসের প্রতি যে ঘৃণা থাকে, তাহা যদি অপ্রাকৃত-রসচিন্তায় আনা যায়, তাহাকে একটি ‘কুসংস্কার’ বলি। সেই কুসস্কারপরবশ হইয়া চিন্ময় জীবের অপ্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সহিত রাসলীলাদিরূপ অপ্রাকৃত রসকে ভাগ্যহীন লোকসকল ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কি ফল হয়।”

—শ্রীমঃ শি ৫ম পঃ

৫২। পারকীয়-রসাশ্রিত কৃষ্ণপ্রেমিক কিরূপে বিধির সম্মান করেন ?

“যেমত কোন স্ত্রী নিজ-বিবাহিত স্বামীকে বাহ্যে আদর করতঃ কোন পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে গোপনে অনুরক্ত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমকারী পুরুষেরাও পূর্ব্বাশ্রিত বৈধমার্গের বিধি-সকলের এবং ঐ সকল বিধির নিয়ন্তা ও কৃষ্ণকসকলের প্রতি কেবল বাহ্য-সম্মান করত ভিতরে-ভিতরে রাগানুশীলনদ্বারা পারকীয় রস আশ্রয় করিয়া থাকেন।”

—কৃঃ সং ৮।১০

(ক্রমশঃ)

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পত্র ও উত্তর *

পরমারাধ্য শ্রীল মহারাজ—

* * * * * * * * *

নিম্নলিখিত প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া আনন্দিত করিবেন—যেমন শিবের ভক্তকে শৈব, শক্তির ভক্তকে শাক্ত বল হয় তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তকে কাষ্ণ বা কৈষ্ণব না বলিয়া বৈষ্ণব বলে কেন? তাঁহারা ত কৃষ্ণের অর্চ্চন বা নামগ্রহণ করেন; বিষ্ণুর পূজা করেন না। আবার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে মহাবিষ্ণু বলা হইয়াছে। ইহার মীমাংসা করিয়া জানাইলে অনেকের সমস্যার সমাধান হইবে। নিবেদন ইতি—

প্রণত—
শ্রীগোসাঁইদাস ভৌমিক
জলপাইগুড়ি

উত্তর—

* * * * * * *

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতারী, আর অন্যান্য অবতারগণ তাঁহারই অংশ বা অংশের অংশ। তথাপি জড়ীয় বস্তুর অংশের মত অংশ নহেন। যে অবতারে যেরূপ শক্তির প্রকাশ প্রয়োজন হইয়াছে বা হইয়া থাকে, তাঁহাকে তদ্রূপ বিষয়ে অংশ বা অংশাংশ বলা হইয়াছে।

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনরূপে কহে যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর-নারায়ণ।
কেহ কহে কৃষ্ণ হন সাক্ষাৎ বামন॥
কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥ (শ্রীচৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ)

---

*পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের** নিকট জলপাইগুড়ি নিবাসী শ্রীযুত গোসাঁইদাস ভৌমিক মহাশয়ের প্রেরিত পত্রাংশ এবং শ্রীল মহারাজের লিখিত তাহার কিয়ৎঅংশ উত্তর এখানে প্রকাশিত হইল। —**প্রকাশক**

আবার আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদে—

সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥
একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্ন মাত্র কায় ।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায় ॥
শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায় ।
সৃষ্টিলীলাকার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন ।
শেষরূপে করে কৃষ্ণের ত্রিবিধ সেবন ॥
প্রকৃতির পরে পরব্যোম নামে ধাম ।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্ ॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম ।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥

* * * *

মথুরা দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া ।
নানারূপে বিনাশয়ে চতুর্ব্যূহ হঞা ॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহরূপী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময় ।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥
পরব্যোম মধ্যে করি' স্বরূপ প্রকাশ ।
নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস ॥
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥

* * * *

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে ।
দ্বারকাদি চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ॥
তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি আশ্রয় তেঁহো কারণের কারণ॥

সর্ব্বোপরি গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের চতুষ্পার্শে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ আছেন। তন্মধ্যে যে-সঙ্কর্ষণ তিনি মহাসঙ্কর্ষণ; ইঁনি মূল চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত শ্রীবলরাম বা মূল সঙ্কর্ষণের অংশ। তিনি এই মহাসঙ্কর্ষণ এক অংশে কারণ-সমুদ্রে (বিরজা নদীতে) শয়ন করেন তাঁহার নাম প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু। বৈকুণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সেই কারণসমুদ্র বিরাজমান। মহাবিষ্ণু তাহাতে শয়ন করিয়া বিরজার বাহিরে অবস্থিতা মায়ার প্রতি ঈক্ষণ (দৃষ্টিপাত) করেন।

মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥

সেই মায়ার দুইরূপে অবস্থিতি—প্রধান ও প্রকৃতি। জগতের উপাদানরূপে পঞ্চভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে প্রধান বলা হয়। প্রকৃতির (মায়া) প্রতি শ্রীমহাবিষ্ণু দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তি সঞ্চার করিলে মায়া একটি অণ্ড প্রসব করেন, তাহার নাম মহত্তত্ত্ব বা প্রধান। উহা হইতে পঞ্চভূত—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ প্রকাশিত হইয়া পঞ্চতন্মাত্রা প্রভৃতি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব প্রকাশ করে। সত্ত্বগুণ হইতে মন ও দেবতাগণ, রজোগুণ হইতে বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় আর তমোগুণ হইতে পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রা (রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ) প্রকাশিত হয়। প্রকৃতিকে মূল কারণ বলা হয় না। তিনি কৃষ্ণশক্তিতে সব কিছু প্রকাশ করেন, এজন্য তিনি গৌণ কারণ আর শ্রীকৃষ্ণই মূল কারণ।

ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা—পুরুষাবতার॥
কৃষ্ণ—কর্ত্তা, মায়া তার করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপচয়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৬৩-৬৪)

সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু এক অংশে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেকাংশ নিজস্বেদ হইতে জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন করেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডগর্ভে শয়ন করেন বলিয়া তাঁহার নাম গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু। এই

দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতে সমস্ত অবতারগণের প্রকাশ। আর তিনি এক অংশে তৃতীয় পুরুষরূপে সপ্তসমুদ্রের অন্যতম গভীর সমুদ্রে শয়ন করেন। তিনি সমস্ত জীবের অন্তর্য্যামী বিষ্ণু নামে অভিহিত হন। ইঁনিই ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে বিষ্ণু নামে উক্তি আছে। দশম-স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে —

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেবাম্বরং গতা।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের আদেশে মায়াদেবী যশোদার কন্যারূপে শ্রীকৃষ্ণের অনুজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কংসকে যাবতীয় সন্তান প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বসুদেব বিবাহান্তে দেবকীদেবীকে লইয়া যাইবার সময় কংসপ্রতি আকাশবাণী হইয়াছিল যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভ তাহার হন্তা। তাহা শুনিয়া কংস দেবকীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে বসুদেব তাহার যাবতীয় সন্তানকেই ভূমিষ্ট হইবার পর কংসকে প্রদান করিবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়া দেবকীকে রক্ষা করেন। অষ্টমগর্ভে শ্রীবাসুদেব কংসকারাগারে অষ্টম সন্তানরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে গোপন করিয়া নন্দপত্নীর কন্যাকে পরিবর্ত্তন করিয়া আনার জন্য বসুদেবকে আদেশ করেন।

আবার রাসলীলার অন্তে ১০।৩৩।৩৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

অর্থাৎ ব্রজবধূগণের সহিত বিষ্ণুর এই লীলা যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন ও তৎপশ্চাৎ কীর্ত্তন করেন তিনি শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন এবং তাঁহার হৃদ্রোগ – কাম অচিরে নাশ হইয়া যায়।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেও পাওয়া যায়—

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

সমস্ত গোপীমধ্যে শ্রীরাধা যেমন শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীর মধ্যে তিনিই বিষ্ণুর অত্যন্তবল্লভা (প্রিয়া)। এ স্থলেও বিষ্ণু-

পদটী শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। কারণ শ্রীমতী রাধিকা এবং শ্রীরাধা-কুণ্ডের সহিত শ্রীকৃষ্ণেরই সম্বন্ধ।

আবার তুলসীদেবীর প্রণামমন্ত্রে—"বিষ্ণুভক্তি প্রদে দেবি" বলিয়া উক্তি আছে। যিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার কৃপা হইলে শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকার লাভ হয়। এখানেও কৃষ্ণস্থলে বিষ্ণু-শব্দ ব্যবহৃত।

অনেকে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া "কৃষ্ণভক্তিপ্রদে" বলিয়া পাঠ করেন। ইহা তাহাদের সঙ্কীর্ণ বিচার ছাড়া আর কিছু নহে। কারণ পৌরাণিক পাঠ পরিবর্ত্তন করা বালবুদ্ধির পরিচয় মাত্র। অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিষ্ণু বলিলে কোন দোষ হয় না। এজন্য কৃষ্ণভক্তগণকে বৈষ্ণব বলাতেও কোন দোষের কারণ নাই। * * * * * ইতি—

গৌরজনকিঙ্কর—
শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী

শ্রীপৃথু ও বেণ

শ্রীপৃথুরাজ শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম॥
বৈকুণ্ঠে শেষ, ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে শক্তি 'ভক্তি'।
ব্রহ্মার 'সৃষ্টি'-শক্তি, অনন্তে 'ভূ-ধারণ'-শক্তি॥
শেষে 'স্ব-সেবন'-শক্তি, পৃথুতে 'পালন'।
পরশুরাম দুষ্টনাশ, বীর্য্য-সঞ্চারণ॥"

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন,—

"জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥"

—জ্ঞানশক্ত্যাদি-কলাদ্বারা যেস্থলে ভগবদাবেশ, সেই মহত্তম জীবসকল 'আবেশ-অবতার' বলিয়া গণিত হন।

শ্রীধ্রুবের বংশে শ্রীপৃথুরাজের আবির্ভাব হয়। শ্রীধ্রুবের পুত্র উৎকল। পিতা বনগমনে উদ্যত হইলে ধ্রুবতনয় উৎকল রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি জন্মাবধি জ্ঞানী ও সমদর্শী ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতে পরমাত্মার ব্যাপ্তি এবং পরমাত্মায় সর্ব্বভূত দর্শন করিতেন। রাজ্যের প্রতি উদাসীনতা দেখিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৎসর রাজ-পদ গ্রহণ করিলেন। বৎসরের ছয়টী পুত্র হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পুষ্পার্ণের প্রথমা পত্নী প্রভার গর্ভে প্রাতঃ, মধ্যন্দিন ও সায়ং—এই তিনটি পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নী দোষার গর্ভে প্রদোষ, নিশীথ ও ব্যুষ্ট-নামক তিনটি পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। ব্যুষ্টের পুত্রের নাম সর্ব্বতেজা; ইঁহার অপর নাম চক্ষু। ইঁহার পুত্রের নাম মনু। এই মনুর দ্বাদশটি পুত্র; তন্মধ্যে উল্মুকের অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয়-নামে ছয়টী পুত্র। অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেণ-নামক এক ভয়ঙ্কর পুত্র প্রসব করে। এই রাজপুত্র বেণ বাল্যকাল হইতেই অধর্ম্মাংশোদ্ভূত; মাতামহ মৃত্যুর অনুগামী হওয়ায় অত্যন্ত অধার্ম্মিক হইয়া উঠিয়াছিল। সেই দুষ্ট বালক বেণ নৃশংস হইয়া মৃগসমূহকে বিনাশ করিত। পুরবাসিগণ তাহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই "ঐ বেণ আসিতেছে" বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিত। অতি নিষ্ঠুরনির্দ্দয় বেণ সমবয়স্ক বালকগণের সহিত খেলা করিতে করিতে তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মারিয়া ফেলিত। রাজা অঙ্গ বহুভাবে শাসন করিয়াও বেণের চিত্ত পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলেন।

বহু অপুত্রক গৃহব্রত ব্যক্তি পুত্রার্থী হইয়া শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু হায়! কুপুত্র হইতে যে কি অসহ্য দুঃখ পাইতে হয়, তাহা তাহারা বোধ হয় ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"জীবাত্মার নিত্য বৃত্তি ভক্তি হইতে বঞ্চিত হইলে পিতার পুত্রঋণ পিতাকে হরিবিমুখ করিয়া নিজ-সেবায় নিযুক্ত করে। যাহাতে জীবের নিজ চরম কল্যাণরূপ হরিসেবার বিঘ্ন হয়, তাদৃশ পুত্র কামনা করা কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভাল বলিয়া মনে করেন না। যদি পুত্র ভক্তিবিমুখ হইয়া কর্ম্মকাণ্ডী ও নীতিপরায়ণ হয়, তবে তাদৃশ পুত্রাপেক্ষা যে সকল তনয় দুঃস্বভাবক্রমে পিতার বিরক্তিভাজন হয়, সেই পুত্রের অভিনিবেশ হইতে পিতা পরিত্রাণ পাইয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। সুতরাং সৎপুত্র অপেক্ষা অসৎ পুত্রই হরিভজনের বিশেষ উপযোগী। যিনি

গৌণভাবে পুত্র সৌখ্যে পিতাকে বঞ্চিত করেন তিনিই পিতার উপকারী পুত্র। তাই বলিয়া অসৎপুত্রের প্রতি হরিবিমুখ পিতার যে অভিনিবেশ, তাহাও নীতিবিগর্হিত।"

বেণের দৌরাত্ম্যে রাজা অঙ্গ নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া সহসা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর বেণ রাজা হইয়া রাজ্যে ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। সে প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্বতোভাবে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মুনিগণ বেণরাজকে অসদাচরণ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "লোকপালগণের সহিত সর্ব্বলোক যাঁহার আরাধনা করেন, সেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইলে জীবের আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে না; যাঁহারা যজ্ঞদ্বারা ভগবানের পূজা করেন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা অনুচিত।" এই কথা শুনিয়া বেণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"হে মুনিগণ, তোমরা আমার ভজন পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসেবাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছ। অতএব তোমরা নিশ্চয়ই অজ্ঞ। আমিই একমাত্র সর্ব্বপূজ্য ও সর্ব্বভোক্তা; আমার দেহে বিষ্ণু হইতে সর্ব্ব দেবের অধিষ্ঠান। নৃপরূপী ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের কখনও মঙ্গল হইবে না; ইহা কুলটা কামিনীর ন্যায় ব্যভিচার।"

বেণ অভক্ত ভগবদ্বিদ্বেষী, আর তৎপুত্র শ্রীপৃথু ভগবদ্ভক্ত। কংস-শিশুপালাদির কৃষ্ণবিদ্বেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তন্ময়তা বা অভিনিবেশ ছিল, কিন্তু দুষ্ট বেণের ভগবানের প্রতি অভিনিবেশ ছিল না। সে অভিনিবেশহীন হইয়া মাৎসর্য্য সহকারে শ্রীভগবানের নিন্দা করিত। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ লোকই এই বেণের ন্যায় বলিয়া মনে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতের অধিকাংশ লোক বেণের পদাঙ্কানুসরণে নাস্তিক ও বিষ্ণুনিন্দক। ভগবন্নাম বা ভগবদ্ভক্তির অসমোর্দ্ধ শক্তি। দহন করা যেরূপ অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাতে কোন বিধির অপেক্ষা নাই, সেইরূপ ভক্তিরও নিজফল ভগবৎ-প্রেমজননে কোনরূপ বিধির অপেক্ষা নাই; কারণ, ভগবদ্বিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির স্বরূপতঃই তাদৃশী শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব ভক্তি শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে না। হেলা বা শ্রদ্ধায়—যে কোন অবস্থাতে ভক্তি হইতে পারে। কোন কোন স্থলে মূঢ় ব্যক্তিরও সিদ্ধির কথা শুনা যায়। হেলা যদিও অপরাধ-স্বরূপ, তথাপি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হইলে এবং পুরুষের দৌরাত্ম্য না থাকিলে তাহাতে ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয় না; কিন্তু হেলা যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মতলব করিয়া করা হয়, তবে

তাহা দৌরাত্ম্য হওয়ায় তদ্দ্বারা ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ভক্তি বা নাম সেখানে নিজশক্তি প্রকাশ করেন না ; আর্দ্রকাষ্ঠাদিতে বহ্নি-শক্তি যেরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষী বেণ মাৎসর্য্য-সহকারে বিদ্বেষ-মূলে ভগবানের নামোচ্চারণ করিলেও বেণের অভিনিবেশহীন মাৎসর্য্য দৌরাত্ম্য হওয়ায় তাহার মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হইয়াছে।

মুনিগণ এইরূপ বিষ্ণু-নিন্দা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভয়ঙ্কর হুঙ্কারশব্দে তাহাকে নিহত করিলেন। বেণকে হত্যা করিয়া ঋষিগণ স্ব-স্ব আশ্রমে গমন করিলে বেণ-জননী সুনীথা শোক করিতে করিতে পুত্রের মৃত-দেহকে মন্ত্রদ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুনিগণ পুনরায় ঐ পৃথ্বী-পতি বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিতে থাকিলে তাহা হইতে একপুরুষ ও একটি স্ত্রী উদ্ভূত হইলেন। তদ্দর্শনে ঋষিগণ বলিলেন,—"এই পুরুষ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ভুবনপালক অংশ, আর এই স্ত্রীটিও শ্রীভগবানের সনাতনী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা। এই পুরুষই মহারাজ শ্রীপৃথু এবং স্ত্রীটি তৎপত্নী শ্রীঅর্চ্চিদেবী। ইঁহারা উভয়েই ভগবদ্ভক্ত।

মহারাজ শ্রীপৃথু তদীয় পত্নী শ্রীঅর্চ্চিদেবীর সহিত রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সুন্দরভাবে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সকলেই শ্রীপৃথুরাজকে যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিলেন। বন্দিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন,—'পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের লীলা বর্ত্তমান থাকিতে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির স্তুতির দ্বারা বৃথা বাক্য-ব্যয় কর্ত্তব্য নহে। স্তব ও স্তুতিদ্বারা মূঢ় ব্যক্তি মুগ্ধ হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তাহাতে লজ্জা বোধ করেন।"

শ্রীপৃথু রাজা হইয়া প্রজাগণকে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইতে দেখিলেন। প্রজাগণ তাঁহার নিকট তাহাদের দুঃখের কথা জানাইলে মহারাজ পৃথু পৃথিবী ওষধিবীজ গ্রাস করায় পৃথিবীর উদ্দেশ্যে শরসন্ধান করিলেন। পৃথিবী ভীতা হইয়া পলায়ন করিতে থাকিলে পৃথু মহারাজ তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অনন্তর পৃথিবী নিরুপায় হইয়া পৃথুর শরণাগত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভীতা পৃথিবী পৃথু মহারাজকে বলিতে লাগিলেন,—"হে মহারাজ, গোরূপী আমার অনুরূপ বৎস, আমার দোহন-পাত্র ও দোগ্ধা স্থির করিয়া আমাকে এরূপভাবে সমতল করুন যেন আমার দুগ্ধ সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্ট হয়।" এই বাক্যে পৃথু সন্তুষ্ট হইয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎসরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় হস্তরূপ পাত্রে সমস্ত ওষধি দোহন করিলেন। ঋষিগণও বৃহস্পতিকে বৎস করিয়া

ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে পবিত্র বেদরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। দেব, দৈত্য, দানব, মানব—সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট বস্তু পৃথিবী হইতে দোহন করিতে লাগিলেন। পৃথিবীও বিবিধ শস্য উৎপাদন করিয়া পৃথুর সুখ-বিধান করিলেন। অনন্তর মহারাজ পৃথু পৃথিবীকে কন্যারূপে বরণ করিলেন। ইঁনি পৃথিবীকে প্রায় সমতল করিয়া প্রজাগণের বাসস্থানের জন্য বিভিন্ন গ্রাম-নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তখন প্রজাগণ স্ব-স্ব স্থানে নির্ভয়ে ও পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

মহারাজ পৃথু ভগবৎ-সুখের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। কপট ধার্ম্মিকের বেশ ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্র অশ্ব লইয়া আকাশপথে পলায়ন করিতে থাকিলে অত্রিমুনি পৃথুতনয় মহারথকে তাহার ইঙ্গিত প্রদান করিলে মহারথ ইন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাঁহার ভয়ে ইন্দ্র নিজ কপট-বেশ ও অপহৃত অশ্বটি পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া পুনরায় অশ্বটীকে অপহরণ করিলে পৃথুনন্দন আকাশ-পথে পলায়নপর ইন্দ্রের প্রতি শরনিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া অশ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর পৃথু ইন্দ্রের কপটতা বুঝিতে পারিয়া যজ্ঞাহুতি-দ্বারা ইন্দ্রবধে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইয়া ইন্দ্রবধ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। ভগবদিচ্ছায় যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া পৃথুর পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"এই ইন্দ্র তোমার একশত অশ্বমেধ যজ্ঞে বিঘ্ন করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে ইনি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব ইঁহাকে ক্ষমা করা তোমার কর্ত্তব্য।" অনন্তর শ্রীভগবান্ শ্রীপৃথুকে বহু তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, মহারাজ পৃথু ইন্দ্রের সহিত বৈরীভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং স্বর্গসুখ ও মুক্তিকেও তুচ্ছ জানিয়া ভগবদ্-গুণানুবাদ-শ্রবণার্থ অযুত কর্ণ প্রার্থনা করিলেন। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পশু ব্যতীত কাহারও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা হয় না। দীনবৎসল ভগবানের সেবাসম্বন্ধ ব্যতীত জীবের দেহধারণের কোন সার্থকতা নাই। মায়ামুগ্ধ হইয়াই জীব পুত্রৈষণাদি নানাবিধ কামনা করিয়া থাকে। শ্রীপৃথু মহারাজের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু ঋত্বিক্-গণের সহিত রাজর্ষি পৃথুর মনোহরণপূর্ব্বক স্বধামে গমন করিলেন।

পৃথু মহারাজ কখনও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের প্রতি কোন দণ্ডবিধান করেন নাই। তিনি প্রজাগণকে পরমপুরুষ ভগবানের ভজন ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে

সম্মান করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। পৃথু মহারাজ পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে ভগবদ্ভজনের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবপুত্র প্রহ্লাদের প্রভাবে বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর যেমন পরিত্রাণ হইয়াছিল, বৈষ্ণবপুত্র পৃথুর প্রভাবে বেণেরও তদ্রূপ নরক হইতে নিস্তার লাভ ঘটিল।

ভগবদাদেশে সনৎকুমারাদি ঋষিগণ একদিন পৃথুরাজসভায় শুভাগমন করিলে মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগের যথাবিধ পূজা করিয়া জীবের শ্রেয়োলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন,—"সাধুদিগের সঙ্গ সকলেরই অভিলষিত। তাঁহাদের সহিত সদালাপ ও পরিপ্রশ্ন সকলেরই মঙ্গলবিধায়ক। শ্রীভগবানে নিশ্চলা মতি হইতে জীবের হৃদয়মল নষ্ট হয়। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে নিরন্তর ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি বা রতি উদিত হইলে জীবের দেহাত্মবুদ্ধি আদৌ থাকে না। তৎকালে জীব সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন ব্যতীত আর ইতর বস্তু দর্শন করে না। অসচ্চিন্তাদ্বারা জীবের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। যেখানে সাধুর শ্রীমুখে হরিকথামৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নির্জ্জনবাসও স্পৃহণীয় নহে; কারণ, উহাদ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণই হয়,—কৃষ্ণতোষণ হয় না।"

মহারাজ পৃথু তাঁহাদের নিকট আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নানাভাবে তাঁহাদের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পৃথুকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতে করিতে সর্ব্বসমক্ষে আকাশমার্গে উত্থিত হইলেন। মহারাজ পৃথু প্রজাবৎসল, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও সুমেরুর ন্যায় অটল ছিলেন। তিনি বাৎসল্যে মনু, প্রভুত্বে ব্রহ্মা, ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচারে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি এবং স্বয়ং ভগবানের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি গো, গুরু ও বৈষ্ণবে ভক্তিমান্ এবং পরোপকারী ছিলেন।

মহারাজ পৃথু তপোবনে গমন করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমোচিত উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তিনি কৃষ্ণারাধনা-কামনায় তৎপ্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন এবং তদনুকূল বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক ভক্তিমার্গবিহিত তপস্যার অনুষ্ঠানদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরে তাঁহার ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি হইল। পৃথুপত্নী শ্রীঅর্চ্চিদেবীও সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুগামিনী হন। শ্রীপৃথু মহারাজ ভক্তিযোগ-সমাধিস্থ হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলে শ্রীঅর্চ্চিদেবী পর্ব্বতের সানুদেশে এক চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি সেই

কলেবর স্থাপন করিলেন এবং তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিয়া চিতানলে প্রবেশ করিলেন।

অর্চ্চন নবধা ভক্তির অন্যতম। শ্রীপৃথু মহারাজ অর্চ্চনের দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে,—সত্যযুগে শক্ত্যাবেশাবতার মহারাজ পৃথু পৃথ্বীর উচ্চ-নীচ ভূমিখণ্ড সমতল করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখন নবদ্বীপমণ্ডলস্থ শ্রীমায়াপুরে মহারাজের কর্ম্মচারিবৃন্দ ভূমি-সমতল-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে এক মহাজ্যোতির্ম্ময়ী প্রভা উত্থিত হইলে কর্ম্মচারিবৃন্দ সেই কথা পৃথু মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ স্বয়ং এই স্থানে উপনীত হইয়া আশ্চর্য্য জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রত্যক্ষ করেন। মহারাজ পৃথু ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, এই ভূমি নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত সেই স্থান—যেখানে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন। মহারাজ পৃথু এই স্থানের গুহ্য মাহাত্ম্য গুপ্ত করিবার জন্য তথায় এক মনোহর সুবিস্তৃত কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। এই কুণ্ড নবদ্বীপ মণ্ডলের পৃথু-কুণ্ড নামে অভিহিত হইল। গ্রামবাসিগণ এই স্বচ্ছকুণ্ডের জল পান করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী কালে বাংলার নৃপতি লক্ষ্মণ সেন স্বীয় পিতৃপুরুষের স্মৃতি-কল্পে এই স্থানে এক সুবিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। এই দীর্ঘিকাই বল্লালদীঘি-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখনও শ্রীমায়াপুরে এইবল্লালদীঘি বিরাজিত থাকিয়া গৌড়পুরের অতীত স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

শ্রীদামোদরাষ্টক-সরলার্থামৃত

(শ্রীল বেদব্যাস-লিখিত "শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্"—শীর্ষক স্তোত্র-রত্নের পত্যানুবাদ)

[মূল শ্লোক—১]

"নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ-রূপং
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদা-ভিয়োলুখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততোদ্রুত্য গোপ্যা ॥"

[সরলার্থ]

সুচিক্কন গণ্ডে যাঁর শোভিছে কুণ্ডল ।
যাঁর রূপে ঝলমল করিছে গোকুল ॥
যিনি দধি-ভাণ্ড ভাঙ্গি' ননী চুরি করি' ।
বানরে বণ্টন করে উদুখলে চড়ি' ॥
যাঁর হেন ঔদ্ধত্য সহিতে না পারি' ।
যষ্টি হাতে আসে তথা যশোদা-সুন্দরী ॥
নিজ ত্রুটী হেতু যিনি শঙ্কাগ্রস্ত চিতে ।
উদূখল হ'তে নামি' পলায় ত্বরিতে ॥
যাঁহারে ধরিতে মাতা পিছু পিছু ধায় ।
বেগে চলে তবু তিনি ফিরে ফিরে চায় ॥
জননীর কষ্টে যাঁর গলিত হৃদয় ।
ধরা দিতে যিনি গতি মন্থর করয় ॥
দ্রুত বেগে ছুটি' মাতা যাঁর পৃষ্ঠ ধরে ।
নমামি ঈশ্বর সেই শ্রীশ্যাম-সুন্দরে ॥

[মূল শ্লোক—২]

"রুদন্তং মুহুর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্ক-নেত্রম্ ।
মুহুঃ শ্বাস-কম্পত্রিরেখাঙ্ক-কণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তি-বদ্ধম্ ॥"

[সরলার্থ]

মাতৃ-হস্তে যষ্টি হেরি' তাড়নের ভয়ে ।
যাঁর দু'নয়নে ধারা দর দর বহে ॥
নিজ দুই হস্ত যিনি ঘষি' দু'নয়নে ।
ভীতি-পূর্ণ আঁখি মেলি' চাহে মা'র পানে ॥
যাঁহার অশ্রুতে ভাসে আঁখির কাজল ।
মুকুতার মালা কণ্ঠে কাঁপে টলমল ॥

যাঁহার উদরে রজ্জু বাঁধে মাতা ধীরে ।
দু' অঙ্গুলি রজ্জু তথা শুধু কম পড়ে ॥
গৃহের যতেক রজ্জু আনে থরে থরে ।
তবু দু' অঙ্গুলি কম পড়ে বারে বারে ॥
অপূর্ব্ব বিস্ময়ে হাসে মাতা যশোমতী ।
গোপীরাও হাস্য করে হেন দৃশ্য লখি' ॥
মাতার বাৎসল্যে যিনি হয়ে প্রীত মন ।
স্বীকার করিলা শেষে রজ্জুর বন্ধন ॥
উদরে ধরিয়া দাম হৈলা দামোদর ।
হেন প্রভু পাদপদ্ম বন্দি বার বার ॥

[মূল শ্লোক—৩]

"ইতীদৃক্ স্ব-লীলাভিরানন্দ-কুণ্ডে
স্ব-ঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥"

[সরলার্থ]

দাম-বন্ধনাদি লীলা যিনি প্রকাশিলা ।
যাঁর রূপে গোপীগণ মোহিত হইলা ॥
গোকুল-বাসীরা যাঁর লীলাবলী হেরি' ।
আনন্দ-সাগরে মজে নিত্যকাল ধরি' ॥
যিনি নিজ ভক্ত-প্রেমে সদা পরাজিত ।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাদি মার্গে নহে বশীভূত ॥
ভক্তিপর সেবকের হইয়া অধীন ।
গোকুলে করয়ে যিনি লীলা নিশি-দিন ॥
সেই প্রভু দামোদর যশোদা-কিঙ্করে ।
শত শত বার পুনঃ নমি ভক্তিভরে ॥

[মূল শ্লোক—৪]

"বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ ।
ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপাল-বালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥"

[সরলার্থ]

হে দেব, তোমার কৃপা-ভরসা সর্ব্বথা ।
সর্ব্ববিধ বর দিতে তুমি পার সদা ॥
চতুর্থ পুরুষার্থরূপ মোক্ষ বর লাগি' ।
আমার হৃদয় কভু নহে অনুরাগী ॥
মোক্ষাবধি দুর্লভ শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম ।
নিষ্কাম ভকত সেথা করয়ে বিশ্রাম ॥

সে' সেবা-সুখের কাছে মোক্ষ তুচ্ছ হয় ।
তবু সেই সুখে মোর ইচ্ছা না জন্মায় ॥
শ্রবণাদি ভক্তিতেও নাহি প্রয়োজন ।
তাহাতে অভীষ্ট মম হবে না পূরণ ॥
বড়ই মধুর তব বাল-গোপাল-রূপ ।
যত দেখি তত হৃদে বাড়য়ে পুলক ॥

হেন গোপাল-রূপ যদি দেখি ভালমতে ।
অন্য বরে কিবা কাজ এ ব্রজ-পুরীতে ॥
সকল আনন্দ-সার শ্রীগোপালে পেলে ।
সমুদয় সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে সেই কালে ॥
প্রার্থনা তোমার পদে হে বাল-গোপাল ।
মম হৃদে হেন রূপে রাজো নিত্যকাল ॥ (ক্রমশঃ)

— শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

দক্ষিণ ভারত-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে-সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় এই বৎসরও বিগত কার্ত্তিক মাসে শ্রীউর্জ্জব্রত (কার্ত্তিকব্রত এবং নিয়মসেবা) পালন-মুখে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কপূত দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থসমূহের পরিক্রমা এবং সন্দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদনুসারে পরিক্রমা-সঙ্ঘ বিগত ৫ই কার্ত্তিক (ইং ২২।১০।৭৩) সোমবারে রাত্র ৮টার সময় হাওড়া ষ্টেশন হইতে রিজার্ভ টুরিষ্ট কোচে (Reserve Tourist-coach) পুরী এক্সপ্রেস-যোগে দক্ষিণ ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

উক্ত পরিক্রমায় কতকগুলি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, পরিক্রমায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং অর্চ্চামূর্ত্তিতে বিরাজমান ছিলেন। মঠের সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিগণ সদা সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা পরিবেশন, বিশেষত প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীদামোদরাষ্টক, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং প্রসঙ্গ-সমন্বিত পুরাণ-সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে অতিবাহিত হইয়াছে তদুপরি প্রত্যেকটি তীর্থ-স্থানের মাহাত্ম্য, তত্তৎস্থানের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিবরণ এবং আচার্য্যবর্গ ও ভক্তগণের পূত চরিত্র, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ মৃদঙ্গ, করতাল, ঘণ্টা, কাসর ও নানাবিধ বর্ণের পতাকাযোগে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-মুখে পরিক্রমণ এবং দর্শন সুসম্পন্ন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। এমনকি চলন্ত ট্রেণেও শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, পূজন, আরতি ও ভোগ-রাগ দর্শনের, পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণের এবং শ্রদ্ধাসহকারে বাল্যভোগ, দুইবেলা মহাপ্রসাদ সেবন করিবার সুযোগও সকল যাত্রীগণ পাইয়াছেন।

হাওড়া হইতে পরিক্রমা-সঙ্ঘ ৬ই কার্ত্তিক পূর্ব্বাহ্ণ সময় সর্ব্ব প্রথমে শ্রীপুরী ধামে উপস্থিত হন। ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বহু দূর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ও চক্র-ধ্বজা দর্শন করায় সকলেই ভাবে আপ্লুত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের পাণ্ডাজী, শ্রীনীলাচল শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু ও স্থানীয় অনেক গৃহস্থ ভক্তগণ পুরী রেল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে পৌঁছিলে যাত্রীগণ স্নান ও প্রসাদ-সেবা সমাপন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-

মুখে শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এবং পুরীর অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিক্রমণ ও দর্শনের জন্য বহির্গত হন। এই পরিক্রমার পুরোভাগে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও আরও সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ পথ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

আমরা শ্রীনীলাচল ধামের পরিক্রমা করিতে গিয়া সর্ব্ব প্রথমে স্বর্গদ্বারে নীলাম্বুধির উত্তাল তরঙ্গ দর্শন ও স্পর্শন করতঃ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলাম। শ্রীরাধাভাব-কান্তি-সম্বলিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই নীলাম্বুধিকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তিবশতঃ কৃষ্ণকে পাইবার জন্য হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলিয়া সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ভাবনেত্রে কৃষ্ণ-বিহারস্থলী যমুনাজ্ঞানে কৃষ্ণ অন্বেষণে সমুদ্রে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক ভাবসমূহ যাহা প্রকট হইয়াছিল উহা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল। আমরা ক্রমশঃ নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি পীঠে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে পূজ্যপাদ মহারাজদ্বয় যথাক্রমে বক্তৃতামুখে জানান যে, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নিজেকে অত্যন্ত দীন-হীন জ্ঞান করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে দূরে (বর্ত্তমানে যে-স্থান সিদ্ধবকুল বলে সুপরিচিত) অবস্থান করিয়া সেখান হইতেই শ্রীমন্দিরের চক্র দর্শন করতঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্ব্বক প্রতিদিন অপতীত ভাবে তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। দন্যের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীল রূপ-সনাতন তাঁহার পথানুসরণ করতঃ পুরীর মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া এই স্থানে (সিদ্ধবকুল) থাকিয়াই শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন। বিশেষতঃ শ্রীরথযাত্রাকালে শ্রীল রূপগোস্বামীর দ্বারা একটি শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনগত ভাব উদ্ঘাটন করায় সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদকে কৃপা করিয়া প্রচুর শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানে (সিদ্ধবকুল) শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে করিতে ভাব-সম্বলিত অবস্থায় যখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নির্য্যাণ প্রাপ্ত হন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নিজেই শ্রীল ঠাকুরকে নিজাঙ্কে বহন করিয়া সপার্ষদ সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে সমুদ্রের উপকূলে এইস্থানে নিজহস্তে তাঁহার সমাধি প্রদান করেন।

অতঃপর আমরা অভিন্ন গোবর্দ্ধন শ্রীচটক পর্ব্বতে স্থিত জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের স্থাপিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠ দর্শন ও পরিক্রমণ

করিয়া শ্রীটোটা-গোপীনাথে উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে অভিন্ন রাধিকা শ্রীগৌর-শক্তি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহা ভাবের সহিত শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধন-স্থানে এইস্থানে প্রায়ই উপস্থিত হইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক কৃষ্ণ-কথা আলাপ করিতেন ও তাঁহার বিবিধ প্রকারের ভাব-সেবা গ্রহণ করিতেন। অনেক ভক্তগণের এই প্রকার অভিমত যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মহা বিরহ অবস্থায় শ্রীগোপীনাথজীউকে দর্শন করিতে গিয়া শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সহিত মিলিত হন।

তদনন্তর আমরা পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। প্রথমে জগমোহনে প্রবেশ করিয়া ভোগমণ্ডপে গরুড়-স্তম্ভ দর্শন ও স্পর্শন করিলাম। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া এই গরুড়-স্তম্ভে হস্ত রাখিয়া উক্ত স্থান হইতে ভাবভরে শ্রীশ্রীজগন্নাথরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ভাবভরে দর্শন করিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বিরহদ্বারা গরুড়-স্তম্ভে যেখানে হস্তপ্রদান করিতেন এবং যে-প্রস্তরের উপরে তিনি দাড়াইতেন, সেই স্থানের প্রস্তর পর্য্যন্ত দ্রবিভূত হইয়া গর্ত্ত হইয়াছে। পদ-তলস্থিত গর্ত্তের মধ্যে প্রতি দিবসে তাঁহার অশ্রুজলে গর্ত্তটি পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। সন্নিকটস্থ শ্রীজয়-বিজয় বিগ্রহগণকে প্রণাম করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের মূল প্রাঙ্গনস্থ রত্নবেদীকে পরিক্রমা করিলাম। এই রত্নবেদীর উপরেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেখানেই শ্রীনীলমাধব-লক্ষ্মী সরস্বতীদেবীর বিজয়-বিগ্রহ বিরাজমান রয়েছেন। শ্রীবিগ্রহগণকে দর্শন ও পরিক্রমণ করিয়া আমরা ক্রমশঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ, কল্পবৃক্ষ, বটপত্রশায়ী বাল-মুকুন্দ, সর্ব্বমঙ্গলা দেবী, বিমলা দেবী, লক্ষ্মী-সরস্বতী দেবী, শ্রীনৃসিংহ দেব, ষড়ভূজ শ্রীমহাপ্রভু এবং আরও অনেক স্থান দর্শন করিয়া সিংহদ্বার হইয়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

তৎপরদিবসে প্রাতেঃ শ্রীচক্রতীর্থ দর্শন করিয়া শ্রীরাধাকান্ত মঠে—শ্রীকাশী মিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইলাম। মহাপ্রভু অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী পুরীতে অবস্থান-কালে শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে যে ছোট একটি কুঠীরে বাস করতঃ স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দের সহিত বিপ্রলম্বরসের কথা উন্মাদ অবস্থায় আস্বাদন করিতেন তাহাকে বর্ত্তমানে গম্ভীরা মন্দির বলা হয়। সেখানে এখনও তাঁহার চরণ-পাদুকা, চরুয়া-কন্থা এবং মালিকাদি সুরক্ষিত আছে।

আমরা তাহা দর্শন ও পরিক্রমা করতঃ শ্রীরাধাকান্তের দর্শন করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী সিদ্ধ-বকুল দর্শনান্তে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাঁঠ এবং আরও অনেক দর্শনীয় স্থান দর্শন করিয়া পরে শ্রীগুণ্ডীচা মন্দিরাদি দর্শন করতঃ ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করি। এখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহা-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সিংহাচলম্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমরা ইং ২৫।১০।৭৩ তারিখে ভোর বেলা ওয়ালটিয়ারে নামিয়া বাস-যোগে প্রায় দশ মাইল অতিক্রম করতঃ সিংহাচলম্ পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলে কেহ কেহ (পদব্রজে অশক্ত ব্যক্তি) পুনঃ বাসযোগে পর্ব্বতোপরি শ্রীনৃসিংহ মন্দির দর্শনের জন্য অগ্রসর হন এবং বেশীর ভাগ যাত্রীই কীর্ত্তন সহযোগে সোজাপথে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের শির-দেশে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন।

শ্রীমন্দির উন্মুক্ত হইবার বিলম্ব হেতু মহারাজগণ ওখানকার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলেন যে, সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু ভক্তপ্রহ্লাদকে সমুদ্রে ফেলিয়া এই পর্ব্বতকে প্রহ্লাদের উপর চাপা দিয়াছিল। কিন্তু ভগবান স্বয়ং প্রকটিত হইয়া পর্ব্বতকে ধারণ করতঃ প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ এই পর্ব্বতের উপরে এই মূর্ত্তিকে উপাসনা করেন। উক্ত স্থানের শ্রীমূর্ত্তি বরাহ মূর্ত্তির ন্যায় দেখা গেলেও তাঁহাকে নৃসিংহ-মূর্ত্তি বলা হয়। বার মাসই চন্দনের দ্বারা এই মূর্ত্তি আচ্ছাদিত থাকে। কেবল মাত্র বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে যখন চন্দন অপসারিত করা হয় এবং নতুন চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয় সেই সময় এক দিনের জন্য মূল বিগ্রহের দর্শন হয়। বাহির হইতে এই মন্দির সাধারণ দেখা গেলেও ভিতরে বৃহৎ আকার এবং ইহার কারুকার্য্য দেখিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। এই নৃসিংহ-বিগ্রহ প্রাচীনকালে সেখানকার রাজাকে সপ্নাদেশ এবং পরে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন দিয়া এই পর্ব্বতোপরি তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করতঃ সেবা-পূজা প্রকাশ করার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। রাজা রাজকীয় ভাবে সেখানকার সেবার ব্যবস্থা করেন। এই শ্রীবিগ্রহ জীয়র-নৃসিংহ নামে সুপরিচিত।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষ্যে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৮০ (ইং ৩রা মার্চ্চ, ১৯৭৪) রবিবার হইতে ২৫শে ফাল্গুন (৯।৩।৭৪) শনিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহা-মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে **শ্রীনবদ্বীপ ধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোল-ক্রোশ ধাম-পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহ-পল্লী দর্শনান্তে অপরাহ্ণে সহর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরম আনন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি— ১৪ই পৌষ, ১৩৮০।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৯শে ফাল্গুন (৩রা মার্চ্চ), রবিবার ; **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য) —গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ্চ), সোমবার ; (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদ-সেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ্চ), মঙ্গলবার ; (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছী** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ্চ), বুধবার ; (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্র-পাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) —সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা।

৫। ২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ্চ), বৃহস্পতিবার ; (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ্চ), শুক্রবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ২৫শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ্চ), শনিবার—**সাধারণ মহোৎসব (মহা-প্রসাদ বিতরণ)**।

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **পরিব্রাজকাচার্য্য** ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট পূর্ব্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৫শ বর্ষ { প্রদ্যুম্ন, ৬ গোবিন্দ, ৪৮৭ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ২৯ মাঘ, ১৩৮০ ; ইং ১২।২।১৯৭৪ } ১২শ সংখ্যা।

সানুবাদং

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

উপহিতপশুপালীনেত্রসারঙ্গতুষ্টিঃ
প্রসরদমৃতধারাধোরণীধৌতবিশ্বা।
পিহিতরবিসুধাংশুঃ প্রাংশুতাপিঞ্ছরম্যা
রময়তু বকহন্তুঃ কান্তিকাদম্বিনী বঃ॥

যিনি ব্রজরমণীগণের নয়নচাতকের আনন্দপ্রদ, যাঁহার অমৃতবর্ষণে এই নিখিল জগৎ পবিত্র হইতেছে, যিনি চন্দ্রসূর্য্যের প্রভা আচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেই তমালশ্যামল শ্রীকৃষ্ণের কান্তিকাদম্বিনী তোমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

যঃ স্থিরকরুণস্তর্জ্জিতস্বরুণস্তর্পিতজনকঃ সন্মদজনকঃ।
প্রণতবিমায়ং জগুরনপায়ং ঘনরুচিকায়ং সুকৃতিজনা যম্।

সুজনকলিতকথনেন প্রবলদনুজমথনেন
প্রণয়িষু রতমভয়েন প্রকটরতিষু কিল যেন।
যস্মৈ পরিধ্বস্তদুষ্টায় চক্রুঃ স্পৃহাং মাল্যজুষ্টায়
দিব্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কেলিতুষ্টায় কন্দর্পরঙ্গেণ পুষ্টায়।
ধৃতোৎসাহপূরাৎ দ্যুতিক্ষিপ্তশূরাযৎতোৎরিবিদূরাদ্ভয়ং প্রাপ শূরাৎ।
যস্যোজ্জ্বলাঙ্গস্য সঞ্চার্য্যপাঙ্গস্য বেণুর্লসামস্য হস্তেঽভিরামস্য।
স্মিতবিস্ফু রতেঽজনি যত্র হিতে রতিরুল্লসিতে সুদৃশাং ললিতে।
স ত্বং জয় জয় দুষ্টপ্রতিভয় ভক্তস্থিরদয় লুপ্তব্রজভয় ॥ বীর ॥
হংসোত্তমাভিলষিতা সেবকচক্রেষু দর্শিতোতোৎসেকা।
মুরজয়িনঃ কল্যাণী করুণাকল্লোলিনী জয়তি ॥
মিত্রকুলোদিতনর্ম্মসুমোদিত রঞ্জিতরাধিক শর্ম্মভরাধিক ॥ ধীর ॥

হে নাথ! তোমার করুণা অনপায়িনী, ত্বদীয় পিতা নন্দমহারাজ বরুণ-কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে তুমি বরুণালয়ে গমনপূর্ব্বক তাহাকে কত তিরস্কার করিয়াছিলে, অনন্তর বরুণ ভীত হইয়া তোমার পিতাকে সাদরে পূজা করিয়াছিলেন। তদনন্তর নিজালয়ে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে গোলোক-ধাম দর্শন করাইয়া তাঁহাদিগকে অপার আনন্দ প্রদান করিয়াছ, পণ্ডিতগণ তোমাকে নবনীরদ-কান্তি নিত্যবস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তোমার ভক্তগণ মায়াশূন্য, পণ্ডিতগণ তোমার লীলা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তুমি দুর্দ্দান্ত দানবগণের বিনাশক, তুমি ভক্তিপরায়ণ প্রণয়িজনের অনুগত, সুরনারী-গণ কন্দর্পবশবর্ত্তিনী হইয়া তোমাকে অভিলাষ করেন, তুমি মাননীয় জনের সেব্য, তুমি লীলাপ্রিয়, তুমি কন্দর্পরসে পরিতুষ্ট, শত্রু সংহার করিতে তোমার বিলক্ষণ উৎসাহ, সূর্য্যের ন্যায় তোমার তেজঃপুঞ্জ, কংসাসুর দূর হইতেই তোমার বল-বিক্রম দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, তোমার হস্তে সুন্দর বংশী সুশোভিত হইতেছে, তুমি সর্ব্বাঙ্গে সুশোভিত, তুমি অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা সকলের চিত্ত হরণ কর, তুমি পরম সুন্দর, তুমি জগতের শিরোভূষণ, তোমাতে সুন্দর ব্রজরমণীগণের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়,তোমার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যে সুশোভিত, তুমি জগতের হিতকারী, তুমি পরম সুন্দর ও সর্ব্বদা উল্লাসযুক্ত, তুমি দুষ্টগণের পক্ষে দারুণ, ভক্তজনের প্রতি তোমার দয়া সুস্থিরা, তুমি ব্রজের ভয় দূর করিয়াছ। অতএব হে বীর তোমার পুনঃ পুনঃ জয় হউক। হে ধীর!

তোমার যে করুণা-নদীকে জ্ঞানিভক্তরূপ হংসগণ অভিলাষ করেন কিন্তু প্রাপ্ত হন নাই, পরন্তু ভজনশীল সেবকগণ ঐ নদীতে অবগাহন করিয়া থাকেন। হে মুরারে! তোমার সেই করুণানদীর জয় হউক। তুমি মিত্রগণের পরিহাস বাক্যে আনন্দিত, তোমাতে রাধিকা অনুরাগিণী, তুমি রাধিকার অনঙ্গলব্ধ আনন্দে পরিপূর্ণ।

মধুরেশ! মাধুরীময়! মাধব! মুরলীমতল্লিকামুগ্ধ!
মম মদনমোহন! মুদা মুর্দ্দয় মনসো মহামোহম্॥

হে মথুরানাথ! হে মাধুরীময়! হে মাধব! হে প্রশস্ত মুরলীদ্বারা মনোহন! হে মদনমোহন! তুমি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশদ্বারা আমার মানসিক মহামোহ বিনাশ কর।

॥ অক্ষরময়ী ॥

অচ্যুত জয় জয় আর্ত্তকৃপাময় ইন্দ্রমখার্দ্দন ঈতিবিশাতন
উজ্জ্বলবিভ্রম উর্জ্জিতবিক্রম ঋদ্ধিধুরোদ্ধুর ঋভুদয়াপর
ৠদিবকৃপেক্ষিত ৡবদলক্ষিত এধিতবল্লব ঐন্দবকুলভব
ওজঃস্ফুর্জ্জিত ঔগ্র্যবিবর্জ্জিত অংশবিশঙ্কট অষ্টাপদপট
কঙ্কণযুতকর খণ্ডিতখলবর গতিজিতকুঞ্জর ঘনঘুস্মৃণাম্বর
ঙুতমুরলীরত চলচিল্লীলত ছলিতসতীব্রত জলজোদ্ভবনত
ঝষবরকুণ্ডল ঞোঙুয়িতদল টঙ্কিতভূধর ঠনিভাননবর-
ডমরঘটাহর ঢক্কিতকরতল নখরধৃতাচল তরলবিলোচন-
থূৎকৃতখঞ্জন দনুজবিমর্দ্দন ধবলাবর্দ্ধন নন্দসুখাস্পদ
পঙ্কজসম্পদ ফণিনুতিমোদিত বন্ধুবিনোদিত ভঙ্গুরিতালক
মঞ্জুলমালক যষ্টিলসদ্ভুজ রম্যমুখাম্বুজ ললিতবিশারদ-
বল্লবরঙ্গদ শর্ম্মদচেষ্টিত ষট্পদবেষ্টিত সরসীরুহধর
হলধরসোদর ক্ষণদগুণোৎকর॥ বীর ॥

হে অচ্যুত! তোমার জয়, তুমি আর্ত্তব্যক্তিকে অনুকম্পা কর, তুমি ইন্দ্রের যজ্ঞহন্তা, তুমি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিভীতির নিবারক, তুমি উজ্জ্বলরসপ্রিয়, তুমি উর্জ্জিতবিক্রম, তুমি ঋদ্ধি (সমৃদ্ধি) যুক্ত, তুমি ঋভুগণের (দেববৃন্দের) অনুগ্রাহক, তুমি ৯কারের ন্যায় কৃপাপরায়ণ, অর্থাৎ হ্রস্ব ৯কা

যে-রূপ কৃপ্ ধাতুতে কৃপ্ত হয় সেই রূপ তুমিও কৃপায় কৃপ্ত, তুমি দীর্ঘ ৯কারের ন্যায় অলক্ষিত অর্থাৎ দীর্ঘ ৯কার যেমন অদৃশ্য তুমিও সেইরূপ অদৃশ্য, তুমি গোপবৃন্দের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছ, তুমি চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি তেজস্বী ও অনুগ্রহস্বভাব, তুমি বিশালস্কন্ধ, তুমি স্বর্ণকান্তি পীতাম্বরে সুশোভিত ত্বদীয় পাণিযুগল কঙ্কণভূষণে ভূষিত, তুমি খলের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়াছ, তুমি গজেন্দ্রগমন, তুমি ঘন কুঙ্কুমের ন্যায় পীতবসন পরিধান করিয়াছ, তুমি মুরলী-বাদন-প্রিয়, তুমি চঞ্চল ভ্রূযুগলে সুশোভিত, ব্রজরমণীগণের পাতিব্রত্য-ব্রত তোমাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, তুমি ব্রহ্মার আরাধ্য, তোমার কর্ণযুগল মকরকুণ্ডলে সুশোভিত, তুমি গোচারণ সময়ে তালপত্র নির্ম্মিত বাদ্য যন্ত্রের শব্দ পুনঃ পুনঃ করিয়া থাক, তুমি গোবর্দ্ধনধারী, তুমি চন্দ্রানন, তুমি গোবর্দ্ধন ধারণ-সময়ে ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘগণকে অপসারিত করিয়াছ হে নাথ! তুমি নখাগ্রদ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে তোমার ঐ বামহস্ত যেন পটহের ন্যায় জগতে তোমার অসীম কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে লাগিল। তোমার চপলনয়ন খঞ্জনের ন্যায় সুশোভিত, তুমি দনুজকুল নিহন্তা, তুমি সুরভীগণের পালক, তুমি শ্রীনন্দের আনন্দের স্থান, তোমার সমস্ত অঙ্গ পঙ্কজের ন্যায় মনোহর, তুমি কালিয়নাগের স্তবে পরিতুষ্ট, তুমি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ-আহ্লাদ কর, তুমি কুটিল অলকাবলীতে সুশোভিত, তোমার গলে বনমালা সুশোভিত, তুমি গো-পালনের নিমিত্ত দক্ষিণহস্তে যষ্টিধারণ করিয়াছ, তোমার মুখাম্বুজ অতি মনোহর, তুমি বিদ্যাবিশারদবল্লবগণের রঙ্গপ্রদ, তোমার লীলা ভক্তগণের আনন্দপ্রদ, তুমি ভ্রমরশোভিত নীলাপদ্ম ধারণ করিয়াছ, তুমি হলধরের সহোদর, তোমার গুণবৃন্দ জীবের উৎসদায়ী।

কর্ণে কল্পিতকর্ণিকঃ কলিকয়া কামায়িতঃ কান্তিভিঃ
কান্তানাং কিলকিঞ্চিতং কিসলয়ন্ কীলালধিঃ কীর্ত্তিভিঃ।
কুর্ব্বন্ কূর্দ্দনকানি কেশরিতয়া কৈশোরবান্ কোটিশঃ
কোপী কৌকুরকংসকণ্টকৃতিকঃ কৃষ্ণঃ ক্রিয়াৎ কাঙ্ক্ষিতম্॥

যাঁহার কর্ণে চম্পককলিকা সুশোভিত হইতেছে, যিনি শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে কন্দর্পতুল্য হইয়াছেন, যিনি প্রেয়সীগণের কিলকিঞ্চিতভাব (ক্রন্দন, হাস্য, ভয় ও কম্পাদি একত্র বহুবিধ শৃঙ্গার ভাব) করিতেছেন, যিনি যশের সমুদ্র, যিনি কংসালয়ে পিতামাতার নিন্দা শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় তরুণ সিংহের

ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতেছেন এবং যাঁহার বিক্রম দেখিয়া কংসাসুর ভীত হইতেছে, সেই বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন।

সৌরীতটচর গৌরীব্রতপর গৌরীপটহর চৌরীকৃতকর ॥ ধীর ॥

প্রেমোরুট্টিপ্তক ! ককখটস্থভটেন্দ্রকণ্ঠকুট্টাক !

কুরু কৌষ্কুমপট্টাম্বর ! ভট্টারক ! তাণ্ডবং হৃদি মে ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি কালিন্দীতটে কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণ গোপিকাগণের বসন হরণ করিয়াছ। হে পীতাম্বর ! হে দেব ! তুমি আমার হৃদয়ে নৃত্য কর, তুমি প্রেমের অধীন হইয়া হট্টে গমন কর, তুমি দানবগণের অতিকঠোর কণ্ঠ চক্রদ্বারা ছেদন করিয়াছ।

॥ সর্ব্বলঘুঃ ॥

চরণচলনহতজঠরশকটক　রজকদলন বশগতপরকটক

নটনঘটনলসদগরকটক　সকনকমরকতময়নবকটক

কপটরুদিত নটদকঠিনপদতট-বিঘটিতদধিঘটনিবিড়িতসুশকট

রুচিতুলিতপুরট-পটলরুচিরপট-ঘটিতবিপুলকট কুটিলচিকুরঘট

রবিতৃহিতৃনিকট-লুঠদজরঠজট-বিটপনিচিতবট-তটপটুতরনট

নিজবিলসিতহঠ-বিচটিতসুবিকট চটুলদনুজঘট

জয় যুবতিষু শঠ ॥ বীর ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি শৈশবকালে অতি কোমলচরণ চালন করিয়া কঠিনতর শকটকে ভঞ্জন করিয়াছ তুমি রজকসংহারী, শত্রুর সৈন্য সকল তোমার বশীভূত হইয়াছে, তুমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিতম্বপ্রদেশে নৃত্য করিয়া উহাকে সুশোভিত করিতেছ, তোমার করযুগল মরকতমণি খচিত স্বর্ণবলয়ে বিভূষিত, তুমি বাল্যকালে কপট ক্রন্দন করিয়া কোমলচরণদ্বারা দধিপূর্ণ কুম্ভ ভগ্ন করিয়াছ, তুমি শকটাসুরকে মোক্ষ প্রদান করিয়া উহাকে সান্দ্রানন্দরসে নিমগ্ন করিয়াছ, সমূহ কনক-কান্তির ন্যায় কান্তিযুক্ত অম্বরে তোমার কটিদেশে সুশোভিত, তোমার মস্তকের উপর কুটিল কুন্তলরচিত চূড়া সুশোভিত, তুমি যমুনাতীরে অভিনব জটা ও শাখা-পল্লব সুশোভিত বটবৃক্ষ-তলে নৃত্য করিয়া থাক, তুমি লীলাস্থলে ভয়ানক দানবগণ বিনাশ করিয়াছ, হে গোপযুবতীপ্রিয়, হে বীর ! তুমি জয়যুক্ত হও।

স্ফুটনাট্যকড়ম্বদণ্ডিতদ্রঢ়িমোড্ডামরতুষ্টকুণ্ডলী।
জয় গোষ্ঠকুটুম্বসংবৃতস্বয়মিড়াডিম্বকদম্বডম্বক॥
রশনমুখর সুখরনখর দশনশিখরবিজিতশিখর॥ ধীর॥

হে ভূভারহারিন্! তুমি কালিয়নাগের উপর নৃত্য করিয়া তাহাকে দণ্ডিত করিয়াছ, তুমি ব্রজবালকগণে পরিবৃত, অতএব তোমার জয় হউক। তোমার কটিদেশে কিঙ্কিণী মধুরশব্দ করিতেছে, তোমার নখ অতি তীক্ষ্ণ, দাড়িম্ব-বীজের ন্যায় তোমার দন্তাবলী সুশোভিত।

বিবৃতবিবিধবাধে ভ্রান্তিবেগাদগাধে
বলবতি ভবপূরে মজ্জতো মেঽবিদূরে।
অশরণগণবন্ধো! হে কৃপাকৌমুদীন্দো!
সকৃদকৃতবিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বম্॥

হে অনাথনাথ! হে কৃপাকৌমুদীপতে! নানাবিধ ক্লেশের আলয়, ভ্রান্তিবেগবশতঃ অতিশয় অগাধ ও অপার এই ভবপ্রবাহে আমি নিমগ্ন হইয়াছি, অতএব হে নাথ! তুমি একবার কৃপা করিয়া হস্তধারণপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার কর।

নামানি প্রণয়েন তে সুকৃতিনাং তন্বন্তি তুণ্ডোৎসবং
ধামানি প্রথয়ন্তি হন্ত জলদশ্যামানি নেত্রাঞ্জনম্।
সামানি শ্রুতিশষ্কুলীং মুরলিকাজাতান্যলং কুর্ব্বতে
কামানিবৃতচেতসামিহ বিভো! নাশাপি নঃ শোভতে॥

হে বিভো! অচ্যুত-অনন্ত প্রভৃতি তোমার নাম সকল ভক্তগণের মুখের উৎসব-বর্দ্ধন করিতেছে, নবনীরদের ন্যায় তোমার অঙ্গকান্তি ঐ সমস্ত ভক্তগণের নয়নাঞ্জন হইয়াছে এবং তোমার মুরলীধ্বনিসম্ভূত সঙ্গীত সকল তাঁহাদেরই কর্ণভূষণ হইয়াছে, অর্থাৎ ভক্তগণই তোমার নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহারাই তোমার রূপ দর্শন করিতেছেন এবং তাঁহারাই তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু তোমার ঐ নামরূপাদি বিষয়-কলুষিতচিত্ত মাদৃশজনের আশাকে শোভাবতী করিতে সমর্থ হইতেছে না।

ব্যুৎপন্নঃ সুস্থিরমতির্গতম্লানির্গলস্বনঃ।
ভক্তঃ কৃষ্ণে ভবেদ্ যঃ স বিরুদাবলিপাঠকঃ॥

যিনি ব্যাকরণাদিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সুস্থির মতি, সুকণ্ঠ এবং নিরুদ্বেগ ও কৃষ্ণভক্ত হয়েন, তিনিই এই গোবিন্দবিরুদাবলী পাঠের অধিকারী।

রম্যয়া বিরুদাবল্যা প্রোক্তলক্ষণযুক্তয়া।
স্তূয়মানঃ প্রমুদিতো বাসুদেবঃ প্রসীদতি॥

যথোক্ত লক্ষণলক্ষিত এই রমণীয় গোবিন্দবিরুদাবলীদ্বারা যে মহাত্মা হৃষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন ভগবান্ নন্দনন্দন অচিরাৎ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন।

যস্তৌতিবিরুদাবল্যা মথুরামণ্ডলে হরিং।
অনয়া রম্যয়া তস্মৈ তূর্ণমেষ প্রসীদতি॥
ইতি শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিত-স্তবমালায়াং
শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী সমাপ্তা।

যিনি মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া এই রমণীয় গোবিন্দবিরুদাবলীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন, ভগবান্ বাসুদেব অচিরাৎ তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হন।

ইতি শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী বিরচিত স্তবমালায়
শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী সমাপ্তা।

[ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সহিত বিচারের জন্য পত্র]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ইং ৩০।৪।৬৬

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

* * * বাবু! আপনার ১৬।৪।৬৬ তারিখে Regd. A/D পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনার পত্রখানি আসিতে একটু দেরী হইয়াছে, তদুপরি আমাদের নানা কার্য্যে-ব্যস্ততার জন্য পত্রের উত্তর দিতে কিছু দেরী হইল, তজ্জন্য মনে কিছু করিবেন না।

আপনার সত্য স্থাপনের চেষ্টা দেখিয়া আমরা আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং আমরাও বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই ঈশানুগত্য।

আমরা পূর্ব্বে জানাইয়াছিলাম, অনুকূল ঠাকুর কোন্ তারিখে বিচারের জন্য আসিতে পারিবেন তাহা স্থির করিয়া পত্র দিবেন। আপনার পত্রে সে-সম্বন্ধে কিছু লেখা নাই। ইহা স্থির করিয়া আমাদিগকে অন্ততঃ ১ সপ্তাহ পূর্ব্বে জানাইবেন।

মধ্যস্থ কাঁথির একজন পণ্ডিতের কথা লিখিয়াছেন। কাঁথিতে কোন ভাল পণ্ডিত নাই, আমাদের জানা আছে। কাঁথির পঞ্চতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাদের শাস্ত্র-জ্ঞান একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। সে যাহা হউক, মধ্যস্থতা করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। সুতরাং এ বিষয় ভাল মধ্যস্থ নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমাদের মনে হয় High Court-এর বিশেষ অভিজ্ঞ বিচারপতিকে নিরূপণ করিলে ভাল হয়। নিতান্ত অভাব পক্ষে, বাহিরের লোক হইতে উপযুক্ত লোক ঠিক করিতে হইবে।

আমরা যাহার সম্বন্ধে বিচার করিব তাহার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। যে-সে ভগবান্ সাজিলে চলিবে না বা চেলা-চামুণ্ডিরা যাহাকে-তাহাকে ভগবান্ খাড়া করিলে সে ভগবান্ হইবে না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। যাহা হউক বিচারক্ষেত্রে সমস্ত আলোচনা করা যাইবে। আপনার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম। অনুকূলচন্দ্রের দলকে সহজে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে, হইবেও না। গায়ের জোরে কখনই ঈশ্বর নিরূপণ হয় না। পার্থিব বল পরমার্থের কার্য্যে লাগে না।

যাহা হউক্, আপনি একবার সময় করিয়া এখানে আসিতে পারিলে ভাল হয়। সাক্ষাতে সমস্ত আলোচনা করিয়া স্থির করা যাইতে পারে। ইতি—

গৌরজন-কিঙ্কর—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর]

আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে—বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাকে দয়া করবার জন্য উপস্থিত। ইঁহারা দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্‌গুরুর বিম্ব প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়-জাতীয় অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকাসমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব পড়েছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা করতে হ'বে সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদ-পদ্ম সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছেন,—আশ্রয়-জাতীয়-রূপে প্রতিবস্তুতে তাঁর অবস্থান। তিনি প্রতিবস্তুতেই বিরাজমান।

চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥

[হে চূত, হে পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং অন্যান্য পরহিতকর যামুনতটবাসী তরুগণ, তোমরা আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া দেও, কৃষ্ণবিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য বোধ হইতেছে।]

রাসস্থলী হ'তে কৃষ্ণ যখন চ'লে গেছেন, মুক্তপুরুষ গোপীগণ সকল বস্তুর কাছে গিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণ করছেন. গোপীগণের আধ্যক্ষিকতা কি তখন প্রবল? এই সকল কথা আমাদের গুরুপাদপদ্ম হ'তে শুনবার অবসর হয়। নন্দ-গোবিন্দ, যশোদা-গোবিন্দ, শ্রীদাম-সুদাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, কদম্ব-গোবিন্দ প্রভৃতি চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য রসময় শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস-ব্যাপার। যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ—পর্য্যটন দেখতে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়,

তবেই এই সকল কথা স্ফূর্ত্তি লাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে ভগবৎসেবা কর্‌বার জন্য প্রবুদ্ধ করেন, তাঁ'র পূজা ব্যতীত পূর্ণ বস্তুর সেবা লাভ কর্‌বার আর উপায় নেই।

আমরা আজও যে অনেক কথা শুন্‌বার অবসর পেলাম, কেমন নিষ্ঠার কথা পেলাম—যদিও ইংরাজী ভাষায় * * অনেক কথা বলা হ'য়েছে, তা'তে আমাদের শুন্‌বার অনেক বিষয় ছিল। আমরা যেন গুরুপাদপদ্মের এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর্‌তে পারি। বিভিন্ন আধারে প্রতিফলিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিম্ব আমাদের শিক্ষার জন্য নিয়তই অনেক নূতন নূতন কথা প্রকাশ ক'রে থাকেন। আমি দাম্ভিকতাপূর্ণ ক্ষুদ্র জীব, আমার এই সকল শুন্‌বার অধিকার কেন হয়? শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য শুন্‌বার অবসর দিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে জানাচ্ছেন, 'ওহে ক্ষুদ্র জীব, তুমি গুরুপাদপদ্মে এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর।" বিভিন্ন আধারে আমার গুরুপাদপদ্মের প্রকটিত মূর্ত্তির ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি দেখ্‌লে মনে হয়, আমার ইঁহাদের সঙ্গে হরিসেবা কর্‌বার জন্য কোটি কোটি জন্মলাভ হউক—ইঁহাদের সঙ্গে আমার কোটি কোটি জন্মের ভবৎসেবাবিমুখতা নষ্ট হ'য়ে যা'ক্।

যখন আমি দক্ষিণদেশে মঙ্গলগিরিতে মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠার জন্য গিয়েছিলাম, তখন সেখানে আমাদের কেউ কেউ প্রশ্ন ক'রেছিলেন,—'আমরা যখন প্রথমমুখে মঠে এসেছিলাম, তখন আপনার বন্ধু-বান্ধবের চরিত্র ও ভগবৎসেবানুরাগ দর্শন ক'রে আমাদের কত উৎসাহ ও আশা বৃদ্ধি হচ্ছিল, আজকাল আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ খর্ব্ব হ'য়ে যাচ্ছে, আমরা রকম রকম বিচার কর্‌তে বসেছি। কতিপয় ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন ক'রে গৃহে প্রবেশ ক'রেছেন।' আমি তদুত্তরে বল্লাম, গৃহে প্রবেশ কর্‌লেই যে হরিভজন ছেড়ে দিতে হয়, একথা আমি বল্‌তে পারি না। আমি ত' দেখ্‌ছি আশ্চর্য্য বৈষ্ণব-সকল! আমি দেখ্‌ছি তাঁ'দের বৈষ্ণবতা—হরিভক্তি আরও কত বেড়েছে! আমি কতটা পাষণ্ড ছিলাম, তাঁ'দের সঙ্গে আমার সেই পাষণ্ডতা কত কমে গেছে! আমি দেখ্‌ছি আমি বিমুখ হ'লেও সকলেই হরিভজন কর্‌ছেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের কৃপায় জান্‌তে পেরেছি—

"বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম না পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজে তিঁহ এই মাত্র জানে॥"

আমি ত দেখ্‌ছি সকলের উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে হরিভজন কর্‌ছেন—ভগবানের সংসার সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ হ'য়েছে—কেবল আমার মঙ্গল হলো না—সকলেরই মঙ্গল হলো। আপনারা অল্পাভাবে চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছেন, আপনাদের ভগবৎসেবায় উৎকণ্ঠা অধিক; তাই বল্‌ছেন, তাঁ'রা আরও অধিকতরভাবে হরিভজন করুন, তাঁ'দিগকে হরিভজন কর্‌তে দেখেও আপনাদের তৃপ্তি হচ্ছে না, আপনারা চা'ন যে, আপনাদের প্রাণ-প্রভুর সেবা তাঁ'রা আরও কোটিগুণ অধিকতরভাবে করেন; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয়—আমার ক্ষুদ্র আধার, তাঁ'দের বিপুল হরিভজন আমার ক্ষুদ্র ভজনে আমি ধর্‌তে পার্‌ছিনা, আমার ক্ষুদ্র পাত্র থেকে তাঁ'দের হরিভজনের চেষ্টা উপ্‌ছে পড়ছে, ইঁহাদের হরিভজনের কথা আমি আমার ক্ষুদ্র আধারে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। ইঁহারা কেমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আদর্শ জীবন দেখিয়ে দেখিয়ে চ'লে যাচ্ছেন। আমিই কেবল হরিভজন কর্‌তে পার্‌লাম না; আমি কেবল পরছিদ্র দর্শনে ব্যস্ত, কোথায় আমি ভজনের পথে অগ্রসর হ'ব, না আমি বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌ছি!

বৈষ্ণবের ছিদ্র কা'রা অন্বেষণ করে? আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়—যা'দের বাহ্যবিষয়-প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল—যা'রা হরিভজনবিমুখ। আমাকে যখন কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি হরিনাম ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আমা'র মনে হয়, নিশ্চয়ই তাঁ'র হরিভজনটা খুব বেশী হ'য়েছে, তাঁ'র হৃদয় খুব উন্নত হ'য়েছে, তাই একমাত্র মঙ্গলের পথ যে হরিভজন, তা' ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হ'য়েছেন। যিনি ধনী হ'য়েছেন, তিনি তৃপ্তিলাভ করেছেন বলেই আর ধনার্জ্জনের ক্লেশ কর্‌তে চা'ন না।

গীতায় শ্রীভগবান্ ব'লেছেন যে, ভগবানের ভক্তসকলের কখনও অমঙ্গল হয় না—তাঁ'দের কখনও বিনাশ নেই—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ (গীঃ ৯।৩০-৩১)

যাঁ'রা অনন্যভজন ক'রেছিলেন, তাঁরা কখনও কি অধঃপতিত হ'তে পারেন? নিশ্চয়ই তাঁ'রা মঙ্গল লাভ ক'রেছেন। আমার দৃষ্টিটা খারাপ; তাই নিজের মঙ্গল নিজে লাভ কর্‌তে পার্‌ছি না।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ (ভাঃ ১১।২৮।১)

[আশ্রয় প্রকৃতি ও বিষয় পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবে না।]

আমি আধ্যক্ষিক হ'য়ে পড়্লে অধোক্ষজ সেবা-বঞ্চিত হ'ব—গুরুপাদ-পদ্মসেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যা'ব। আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে। আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই। আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পার্লে আর অপরের অমঙ্গল—অপরের ছিদ্র দেখ্বার সময় হয় না।

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা। ॥

[যদি কেহ সদ্‌গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণনাম গান করেন, তাঁহাকে হৃদয়ে আদর এবং হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়া নাম ভজন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণামাদির দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিতে হইবে। আর একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণ ব্যতিত অন্য প্রতীতিরহিত হওয়ায় নিন্দা-বন্দনাদি ভেদভাবশূন্যহৃদয় ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া মধ্যম অধিকারী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা আদর করিবেন।]

জীবন অল্পকালস্থায়ী। আমরা পূর্ব্ব বৎসর এখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা কর্‌তে মিলিত হ'য়েছিলাম, ভগবান্ যা'দের কৃপা কর্‌লেন, তাঁ'রা চ'লে গেলেন, আর আমরা পরছিদ্রানুসন্ধান কর্‌বার জন্য—তৃণাদপি সুনীচ-তা'র' অভাবের আদর্শ দেখা'বার জন্য এই দেবীধামে বিষয় ভোগে ব্যস্ত আছি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরের ছিদ্র দর্শন হ'তে নিবৃত্ত থাকেন; অথচ আমার অমঙ্গল, আমার শত সহস্র ছিদ্র সর্ব্বদা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া গুরুপাদপদ্মের কৃত্য নেই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শ হ'তে আমরা যেন বঞ্চিত না হই। আজ থেকে আবার যদি এক বৎসর জীবিত থাকি, তবে প্রতি মুহূর্ত্তে

গুরুসেবা কর্‌ব—পরচর্চ্চাটা ছেড়ে দিব। 'আমি বড় বাহাদুর, আমি খুব পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ বক্তা, আর একজন মূর্খ, নির্ব্বোধ, কিছু বল্‌তে পারে না'—এরূপ পরচর্চ্চা কমিয়ে দিয়ে যদি হরিচর্চ্চা করি, তা' হ'লে মনে হয় আমাদের মঙ্গল হ'বে। তা' ব'লে ভগবদ্‌বৈমুখ্যকে কখনই আদর কর্‌বো না।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়াংশই শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেই বিষয়-বিগ্রহ দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং গুরুপাদপদ্মাশ্রিত আমিও তদন্তর্গত আশ্রিত।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
তঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যাসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥

আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা সকলকে সিদ্ধপ্রণালী দিয়ে ফেলি না কেন? আমি কিন্তু সাধক ও সিদ্ধির অবস্থা কিরূপে এক হয়, বুঝ্‌তে পারি না। অনর্থময় সাধনকালে অনর্থমুক্ত সাধন ও সিদ্ধির কথা কি ক'রে অনুশীলন করা যায়, ইহা আমাদের বিচারে আসে না। কেহ যদি সিদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তা' হ'লে তিনি দয়া ক'রে আমাকে ব'লে দিলেই ত' জান্‌তে পারি, তাঁ'র কোন্‌টি সিদ্ধস্বরূপ।

শ্রীগুরুদেব মধুররসে বার্ষভানবী। নিজের উদ্বুদ্ধ চেতন-ভাবের বিচার-অনুসারে যিনি যেভাবে তাঁ'কে দর্শন করেন, গুরুদেব সেই বাস্তব বস্তু। বৎসলরসে তিনি—নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে শ্রীদাম-সুদাম, দাসরসে গুরুপাদ-পদ্ম—চিত্রক-পত্রক। এই সকল বিষয়াশ্রয়ের আলোচনা গুরুসেবা কর্‌তে কর্‌তে হৃদয়ে উপস্থিত হবে। এ সকল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদিত হয় না; সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হ'লে আপনা থেকে ভাগ্যবান্ জনে উদিত হ'য়ে থাকেন। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্যই নেই। জড়জগতের মশ্রভাব নিয়ে শেষ-শিব-ব্রহ্মাদির অগম্যা নিত্যলীলার কথা আলোচনা হয় না। আমি আপনাদের চরণে দণ্ডবৎ কর্‌ছি—আমার গুরুবর্গকে দণ্ডবৎ কর্‌ছি।

প্রশ্নোত্তর

(রসতত্ত্ব)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯২ পৃষ্ঠার পর)

৫৩। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে অপ্রাকৃত-রসের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস কি ?

"পঞ্চরসের ইতিহাস দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শান্তরস সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে পরিদৃশ্য হইয়াছিল। যখন প্রাকৃত বস্তুতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা আত্মা সন্তুষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার, নারদ, মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থবাদীরা প্রাকৃত জগতে নিস্পৃহ হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থিতিপূর্ব্বক শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাহার বহুকাল পর কপি-পতি হনুমানের দাস্যরসের উদয় হয়, ঐ দাস্যরস ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া এশিয়া-দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে মোজেস্ নামক মহাপুরুষে সুন্দররূপে পরিদৃশ্য হয়। কপি-পতির বহুকাল পর উদ্ধব ও অর্জ্জুন ইঁহারা সখ্যরসের অধিকারী হন এবং ঐ রস জগতে প্রচার করেন। ক্রমশঃ ঐ রস ব্যাপ্ত হইয়া আরবদেশে মহম্মদ-নামক ধর্ম্মবেত্তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাৎসল্যরস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন-ভিন্ন আকারে উদয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যগত বাৎসল্যরস ভারত অতিক্রম করতঃ ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-প্রচারক যীশু নামক মহাপুরুষে সম্পূর্ণ উদিত হয়। মধুর রসটী প্রথমে ব্রজধামেই জাজ্বল্যমান হয়; বদ্ধজীব হৃদয়ে ঐ রসের প্রবেশ করা অতীব দুরূহ; কেন না, উহা অধিকার-প্রাপ্ত শুদ্ধজীবনিষ্ঠ। নবদ্বীপচন্দ্র শচীকুমার স্বদল-সহকারে ঐ নিগূঢ় রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া উক্ত রস এ পর্য্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। অল্প দিন হইল নিউম্যান্ নামক এক পণ্ডিত ইংলণ্ডদেশে ঐ রসের কিয়ৎপরিমাণ উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তিরা এপর্য্যন্ত যীশু-প্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্য-রসের মাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত হন নাই। আশা করা যায় যে, ভগবৎ-কৃপাবলে তাঁহারা অনতিবিলম্বেই মধুর-রসের আসব-পানে আসক্ত হইবেন। দেখা যাইতেছে যে, যে-রস ভারতে উদিত হয়, তাহা অনেকদিন পরে পশ্চিমদেশসকলে ব্যাপ্ত হয়; অতএব মধুর-রসের জগতে সম্যক্ প্রচার হইবার এখনও কিছুকাল বিলম্ব আছে। যেন সূর্য্যদেব প্রথমে ভারতে উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদেশ-সকলে

আলোক প্রদান করেন, তদ্রূপ পরমার্থ-তত্ত্বের অতুল্য কিরণ সময়ে সময়ে ভারতে উদয় হইয়া কিয়দ্দিবস পরে পাশ্চাত্ত্য-দেশে ব্যাপ্ত হয়।"

—উক্রমণিকা, কৃঃ সং

৫৪। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের দ্বারা এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের দ্বারা রস-তত্ত্বের বিস্তারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি ?

"বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ মহাপ্রভুর অনেক পূর্ব্বে ঐসকল রসের প্রচার করেন। মহাপ্রভুর দাদা-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রথমেই মধুর-রস-প্রচারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পত্তন করেন; শ্রীঈশ্বরপুরী তাহাকে উন্নত করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ রস-তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ ঐ রসের তাত্ত্বিক আস্বাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই তত্ত্ব সে-সময়ে সামাজিক হয় নাই। জয়দেব কেন, স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতই মধুর-রসের সম্পূর্ণ ভাণ্ডার। কিন্তু সেই রসভাণ্ডার খুলিয়া সাধারণকে ঐ রস পান শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্বে আর কে করাইয়াছিলেন ?"

—'পদরত্নাবলী', সঃ তোঃ ২।৯

৫৫। প্রেমরস কি তর্কের বিষয় ?

"প্রেমরস—দুগ্ধসমুদ্রতুল্য, তাহাতে বিতর্করূপ গো-মূত্র ফেলিলে বৈরস্য উদয় হয়।"

—জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ

৫৬। বিপ্রলম্ভ-রসের বৈশিষ্ট্য কি ?

"বিপ্রলম্ভের অর্থ—বিরহ বা বিয়োগ। * * * রঞ্জিত বস্ত্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিরহের দ্বারা পুনঃ সম্ভোগের রসোৎকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি হয় না।"

—জৈঃ ধঃ ৩৭শ অঃ

৫৭। চিন্ময়দেহে স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব ভাব কোন্ কোন্ রসে কিরূপ প্রকাশিত ?

"জীবের নিত্যশুদ্ধ দেহ চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব ভেদ নাই। চিন্ময়-শরীর—স্বতন্ত্র শুদ্ধকাম-ময়। যখন যে-ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধজীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব হইয়া উঠে। শান্তরসে—নপুংসকত্ব, দাস্য-সখ্যে—পুরুষত্ব, মাতৃ-

বাৎসল্যে—স্ত্রীত্ব এবং পিতৃবাৎসল্যে—পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। মধুর উজ্জ্বলরসে সকল জীবই শুদ্ধ-স্ত্রীরূপা এবং এক পরম পুরুষ কৃষ্ণের সেবা করেন।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

৫৮। প্রপঞ্চগত রস কি নিত্য ও বাস্তব ?

“যে রস প্রপঞ্চগত, জড়কাব্যে প্রকাশিত,
পরম রসের অসম্মূর্ত্তি।
অসম্মূর্ত্তি নিত্য নয়, আদর্শের ছায়া হয়,
যেন মরীচিকায় জল-স্ফূর্ত্তি।”

—‘শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ’ ৬, গীঃ মাঃ

৫৯। অপ্রাকৃত রসের বিকাশ ও বিলোপের সহায়ক কি ?

“রস ব্যতীত জীবন থাকে না। প্রাকৃত জীবন সর্ব্বদা জড়-রসময়। চিদ্‌রস ভাবভক্ত-জীবনে বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় ক্ষণিক ব্যাপার-বিশেষ। সদ্‌গুরু লাভ-ক্রমে ও সাধুসঙ্গ-বলে ঐ অবস্থা উন্নত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত অবস্থা হয়। সাধুসঙ্গাভাবে এবং নাস্তিক্যময় উপদেশ ও নির্ব্বিশেষ-উপদেশক্রমে ঐ কুণ্ঠিত উপাসনাও ক্রমশঃ অতি কুণ্ঠিত, অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও বিলুপ্তপ্রায় অবস্থা স্বীকার করে। ইহা জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

৬০। যীশু-প্রচারিত বাৎসল্য-রসের ক্রমবিকাশের প্রথম সোপান কি ?

“Jesus proceeds to tell us ‘You must love man as thy brother.’ From this is inferred *the fourth phase of love* which is a feeling that all men are brothers and God is their common Father. This is *Batsalya Rasa* in its first stage of development.”

—*‘To Love God’ Journal of Tajpur 25th Aug. 1871.*

৬১। নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়-মতে রিস-বিচারের বৈশিষ্ট্য কি ? গৌড়ীয়-ভজন শ্রেষ্ঠ কেন ?

“ভজন-পর্ব্বে নিম্বার্ক-মতে পারকীয় রস স্বীকৃত হয় নাই। স্বকীয়ত্বই নিত্য। গৌড়ীয়-মতে—পারকীয় রসই সর্ব্ব-প্রধান। স্বকীয় মতের মাধুর্য্য অপেক্ষা পারকীয়ে মাধুর্য্য অধিকতর।”

—‘শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য’, সঃ তোঃ ৭ম বর্ষ

৬২। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্থলবিশেষে স্বকীয়-ভজনের উপদেশ দিলেন কেন? তিনি কি নিজে ঐ মতের উপাসক?

"শ্রীজীবের নিজের কোনপ্রকার স্বকীয় ভজন নাই, তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ব্রজেও কতকগুলি উপাসকের স্বকীয়-ভাব গন্ধ ছিল। * * * এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন-রুচিপ্রাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ। 'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ' ইত্যাদি 'লোচনরোচনী' গত তদীয় শ্লোকে সে-কথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।"　　—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৬৩। চিজ্জগতে মধুর রসের স্থান কোথায়?

"চিদ্ব্যাপার একটি রহস্য-মণি; তাহাতে আবার পারকীয় মধুর-রসটী সেই মণিগণ-মধ্যে কৌস্তুভ-বিশেষ।"　　—চৈঃ শিঃ ৭.৭

৬৪। অপ্রকট-লীলায় দূরপ্রবাসগত বিরহ আছে কি?

"কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকটভেদে দুই প্রকার। বিপ্রলম্ভরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকট-লীলা-অনুসারে কথিত হইয়াছে। সদা রাসাদি-বিভ্রমের সহিত, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। মথুরা-মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, গোপ-গোপিকা-সঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। 'ক্রীড়তি' এই বর্ত্তমান-প্রয়োগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-ক্রীড়া নিত্য,—ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোক বা বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণলীলার দূরপ্রবাসগত বিরহ নাই। সম্ভোগই নিত্য।"

—জৈঃ ধঃ ৩৮শ অঃ

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩৪)

পরমমাধুর্য্যজ্ঞাননিধি শ্রীগোকুলে অনুগত ও বান্ধব দ্বিবিধ ভগবৎপ্রিয়গণের মধ্যে মমতাবিশেষে বিশিষ্ট বলিয়া বান্ধবগণেরই মহান্ উৎকর্ষ শ্রীব্রহ্মা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাঁহাদের মিত্র, সেই শ্রীনন্দগোপাদিপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য, কি মহাভাগ্য।

সমস্ত ব্রজবাসীর মিত্র বলায় তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠজনের পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে মিত্রতা স্বীকার করিয়া ব্রজময় সকল বস্তুরই মিত্রতার প্রশংসা ঘোষণা করা হইল।

সমস্ত ব্রজবাসীরই শ্রীকৃষ্ণে মিত্রতা থাকিলেও সখাগণেরই উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ (ভাঃ ১০।১২।১১)

যে-শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে এবং মায়াশ্রিত জনগণের নিকট নরবালকরূপে প্রতীয়মান হন, গোপবালকগণ তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদহেতু বহু পুণ্য-কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মস্বরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। তাদৃশ জ্ঞানী অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ নারায়ণ-পরায়ণ দাস্যপ্রাপ্ত ভক্ত অত্যন্ত দুর্ল্লভ। মায়াশ্রিতগণ জ্ঞান, ভক্তি বা মিত্রতাহীন, এজন্য তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ চিৎস্বরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন না। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ স্ফূর্ত্তির যোগ্যতা তাহাদিগের মধ্যে না থাকায় তাহারা 'মানুষ' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করে।

শ্রীগীতায় আমরা জানিতে পাই—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১)

[অর্থাৎ, আমার মানুষাকৃতি শ্রীবিগ্রহই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ—ইহা মূঢ় ব্যক্তিগণ জানিতে না পারিয়া, সর্ব্বভূতের মহেশ্বর আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।]

পুনশ্চ শ্রীগীতায়—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ (গীঃ ৭।২৫)

শ্রীকৃষ্ণের প্রকটবিহার সময়ে ভক্ত অভক্ত সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিলেও ভক্তগণেই তাঁহার অভিব্যক্তি—এ কথা ব্যক্ত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, নিত্যবিজ্ঞানসুখঘন, অনন্তকল্যাণগুণকর্ম্মা আমি ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত

হই, সকলের অর্থাৎ অভক্তগণের নিকট নহে। কারণ, আমি যোগমায়া-সমাবৃত অর্থাৎ মদ্বিমুখজনের বিমোহকারিণী যোগ-(শ্রীকৃষ্ণের কোন অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিকাসের নাম যোগ) যুক্তা মায়াদ্বারা আমি সমাচ্ছন্নপরিসর। মায়া-বিমোহিত লোকসকল অচিন্ত্য প্রভাবশালী, ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দিত আমাকে জানে না। আমি জন্মরহিত। আমার স্বরূপস্থিত সার্ব্বজ্ঞ্যাদির কখনও ব্যভিচার ঘটে না। (গীতাভূষণ ভাষ্য)

সদ্‌গণ, দাস্যগতপ্রাণ ও মায়াশ্রিতগণ এই তিনটি পদ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশের দুর্ল্লভতাজ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত। এই প্রকারে যে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি সুলভ নহে, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রসহ সাক্ষাদ্ভাবেই গোপগণ শ্রীকৃষ্ণসহ বিহার করেন, ইহাই শুক-দেবের বিস্ময়হেতু।

অথবা, অহো! সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলাকালে বিশেষরূপে সূচিত হইয়াছিল যে-কৃপা তদ্দ্বারা মায়াশ্রিত সাধারণ জনের নিকটও সাক্ষাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই রূপে সমস্ত রূপাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য সূচনা করিতেছে। এই রূপ কেবল প্রকটকালেই দৃষ্ট হন বলিয়া ইহার প্রকাশও অল্প। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মরূপে, ভক্তগণের নিকট পরদেবতারূপে স্ফূর্ত্তি সকল সময়ে সম্ভব হইলেও সাধারণ জনের নিকট নরাকৃতি পরমব্রহ্মরূপে দর্শন প্রকটলীলা ব্যতীত অন্য সময়ে অসম্ভবহেতু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ। এই রূপ দুর্ল্লভ ব্রহ্মদর্শন, দুর্ল্লভতর পরদেবতাদর্শন ও দুর্ল্লভতম নরাকৃতি পরমব্রহ্ম দর্শন প্রাপ্ত হইলেও জ্ঞানিগণ, দাস্যপ্রাপ্ত ভক্তগণ এবং প্রকটকালোদ্ভূত সাধারণ জনগণ বন্ধুভাব প্রাপ্ত হন নাই। পক্ষান্তরে সখাগণ তাদৃশ শ্রীহরির সহিত বন্ধুভাবের উৎকৃষ্টাবস্থা সখ্যভাবে বিহার করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারাই পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন। শ্রীভগবানের পরিতোষজনক অনেক সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন; অন্য বান্ধবগণে (পাণ্ডবগণ বা উদ্ধবাদিতে) ঈদৃশ সখ্য নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসখা গোপবালকগণের মাহাত্ম্য অধিক দেখা যাইতেছে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাদ্ভাবে প্রণয় লক্ষণ ভাববিশেষ সমন্বিত হইয়া যাঁহারা বিহার করেন, সেই গোপসখাগণের ভাগ্যমহিমা বর্ণনাতীত। যাঁহারা সাধারণ ব্রজবাসী, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনরূপ সৌভাগ্য মহামুনিগণেরও দুর্ল্লভহেতু ব্রজবাসিগণের ভাগ্য বর্ণনা করিয়া সখাগণের মহাভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন।

অতএব শ্রীঅক্রূর রথ হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবলরামের সহিত সখাগণকেও নমস্কার করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক যে-সকল সখা ও গোবৎস অপহৃত হইয়াছিল, অন্য সখা ও গোবৎস সৃষ্টি করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের তুল্য হইবে না, এই বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সখা ও গোবৎসরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও অপরিতুষ্ট হইয়া হৃতসখা ও গোবৎসগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন।

সখাগণ প্রেমমহিমায় এত গরীয়ান্ যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মত সৃষ্টি করিতে পারেন না; এমন কি স্বয়ংও তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন না। সখাগণ সখ্যপ্রেমের পরমাশ্রয় আর শ্রীকৃষ্ণ তাহার বিষয়। তিনি তাঁহাদের আকৃত্যাদি প্রকট করিলেও আশ্রয়-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এজন্য নিজে সখাদিরূপ ধারণ করিয়াও অতৃপ্তিবশতঃ যথার্থ সখাগণকে আনয়ন করিয়াছেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীদামোদরাষ্টক-সরলার্থামৃত

(শ্রীল বেদব্যাস-লিখিত "শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্"—শীর্ষক স্তোত্র-রত্নের পদ্যানুবাদ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৬ পৃষ্ঠার পর)

[মূল শ্লোক—৫]

"ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্ত-নীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা ॥
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব-রক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষ-লাভৈঃ ॥"

[সরলার্থ]

দেব, তব মুখপদ্ম এত মনোহর।
দেখিতে বাসনা মম জাগে নিরন্তর ॥
শ্যামল-লোহিতাভ-কুটিল-কেশ তব।
শ্রীমুখ-লাবণি আরো করে বিকশিত ॥

শ্রীমুখ-কমল রহে কেশেতে আবৃত ।
যেন অলিগণ দ্বারা কমল বেষ্টিত ॥
বিম্ববৎ রক্তবর্ণ তোমার অধরে ।
গোপী যশোমতী নিত্য চুম্বে বারে বারে ॥
হেন তব মুখ-পদ্ম হেরি যেন হৃদে ।
অন্য লক্ষ্য বরে লিপ্সা নাহি কোনমতে ॥

[মূল শ্লোক – ৬]

"নমো দেব ! দামোদরানন্ত ! বিষ্ণো !
প্রসীদ প্রভো ! দুঃখ-জালাব্ধি-মগ্নম্ ।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি-দৃশ্যঃ ॥"

[সরলার্থ]

হে দেব, হে দামোদর, হে অনন্ত-বিষ্ণো !
এ দীনের প্রতি প্রভু হওগো প্রসন্ন ॥
বহুবিধ ভব-দুঃখে হইয়া পীড়িত ।
তব পদে মম শির করিয়াছি নত ॥
সাধন-ভজন-হীন অতি দীন আমি ।
তব অদর্শনে নিজে মৃত-তুল্য মানি ॥
আমা হেন অজ্ঞ ব্যক্তি নাহিক ভুবনে ।
উদ্ধারহ মোরে প্রভু কৃপা-দৃষ্টি দানে ॥
ওহে অগতির গতি, করুণা-নিধান ।
নয়ন-গোচরে মোরে কর অবস্থান ॥

[মূল শ্লোক – ৭]

"কুবেরাত্মজৌ বদ্ধ-মূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ ।
তথা প্রেম-ভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥"

[সরলার্থ]

ওহে দেব দামোদর, যশোমতী-সুত ।
মাতা-পাশে উদূখলে হৈলে শৃঙ্খলিত ॥
কুবের-তনয় দ্বয়ে করিলে উদ্ধার ।
বৃক্ষরূপে ছিল যারা গোকুল-আগার ॥
নারদ-শাপ হ'তে তারা হ'ল বিমোচন ।
তব দর্শন-স্পর্শন পাইল যখন ॥
তাঁদিগে দানিলে ভক্তি, হে ভক্ত-বৎসল ।
তাঁদের মনের বাঞ্ছা হইল সফল ॥
সেইরূপ প্রেম-ভক্তি দাও মোরে প্রভু ।
অন্য কোন মোক্ষ-বাঞ্ছা নাহি মোর কভু ॥

[মূল শ্লোক—৮]

"নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদীপ্তি-ধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে ।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্ত-লীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥"

[সরলার্থ]

হে দেব, তব উদর-বন্ধ-মহাপাশে ।
বার বার নমস্কার করি ভক্তি-বশে ॥
ব্রহ্মতেজের আশ্রয় ও বিশ্বের আধার ।
এ হেন উদরে তব করি নমস্কার ॥
গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধিকা সুন্দরী ।
তব প্রিয়তমা বলি' তারে নমস্কারি ॥
প্রভো, তব লোকত্তর অনন্ত-লীলায় ।
কোটী কোটী বার মুই প্রণাম জানাই ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

বাণাসুর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ৩৬৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীশঙ্কর কেবল অনুক্ষণ হাই তুলিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অসি, গদা ও বাণদ্বারা বাণাসুরের সৈন্যগণকে বিনাশ করিলেন। শ্রীপ্রদ্যুম্নের বাণাঘাতে কার্ত্তিকেয় পীড়িত হইয়া পলায়ন করিলেন। শ্রীবলদেবের মুষলাঘাতে কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলে তাহাদের সৈন্যগণ চতুর্দিকে পলায়ণ করিল। ইহা দেখিয়া বাণাসুর সাত্যকিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। বাণাসুর এককালে পঞ্চশত ধনুতে দুই দুইটি বাণ যোজনা করিল। অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমস্ত ধনু ছেদন করিয়া তাহার সারথি, রথ ও অশ্বগণকে নিহত করিতঃ পাঞ্চজন্য-ধ্বনি করিলেন। তখন কোটরা নাম্নী বাণাসুরের মাতা মুক্ত-কেশে বিবস্ত্রা হইয়া পুত্রের প্রাণ-রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ নগ্নমূর্ত্তি-দর্শনের অনভিপ্রায়ে মুখ ফিরাইলে দুষ্ট বাণাসুর সেই সুযোগে পুরমধ্যে প্রবেশ করিল।

শ্রীকৃষ্ণ ভূতগণকে বিতাড়িত করিলে ত্রিপাদবিশিষ্ট ত্রিমস্তক রৌদ্রজ্বর শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শৈবজ্বরকে দর্শন করিয়া স্বয়ং বৈষ্ণবজ্বরকে সৃষ্টি করিলেন। শৈবজ্বর ও বৈষ্ণবজ্বরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবজ্বরের নিকট পরাজিত হইয়া শিবজ্বর অন্যত্র আশ্রয় ও অভয়লাভ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণ গ্রহণপূর্ব্বক নানা-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া বলিলেন,—"হে রুদ্র-জ্বর, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব বৈষ্ণবজ্বর হইতে তোমার ভয় দূর হউক। যে ব্যক্তি আমাদের এই সংবাদ স্মরণ করিবে, তাহার আর জ্বরভয় থাকিবে না।" শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে শৈবজ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

অনন্তর বাণাসুর রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইল। এবং সহস্র-হস্তে বিবিধ অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

বর্ষণ করিতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্রদ্বারা বাণাসুরের ভুজসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। বাণাসুরের বাহুসমূহ ছিন্ন হইতে থাকিলে শ্রীশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে দেব! আপনি পরব্রহ্ম; কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণই আপনার দর্শন-লাভে সমর্থ। ধর্ম্ম-রক্ষার্থ আপনার অবতার। আপনি অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বকারণ কারণ। জীবগণ আপনার মায়ায় বিমোহিত ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে অত্যাসক্ত হইয়া কেবল দুঃখ পাইতেছে। **যে-জীব ইন্দ্রিয়বশীভূত হইয়া আপনার প্রদত্ত ভজন-যোগ্য এই নরদেহ লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্ম-সেবায় বিমুখ, সে বস্তুতঃই** শোচনীয় ও আত্মবঞ্চক। যে-ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া পরমাত্মীয় স্বয়ং ভগবান্ আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ ভক্ষণ করে।" এইরূপ বহুবিধ স্তব করিয়া মহাদেব তাঁহার প্রিয়-সেবক বাণাসুরের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, —"এই বাণাসুর মদীয় ভক্ত বলিরাজের পুত্র বলিয়া এবং 'তোমার বংশ-জাত সন্তান আমার অবাধ্য'—প্রহ্লাদকে এইরূপ বর-প্রদান হেতু এই বাণাসুর আমার বধ্য নহে। আমি কেবলমাত্র ইহার দর্প বিনাশের জন্য ইহার ভুজ-সমূহ বিনষ্ট করিয়াছি; এখন তাহার মাত্র চারিটি ভুজ অবশিষ্ট আছে। এই বাণাসুর জরামরণ-রহিত এবং সর্ব্বত্র ভয়শূন্য হইয়া আপনার পার্ষদগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে।"

অনন্তর বাণাসুর অভয়লাভ করিয়া অবনতমস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম-পূর্ব্বক ঊষার সহিত অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনয়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ সপত্নীক শ্রীঅনিরুদ্ধকে রাজধানিতে পাইয়া সকলেই পরমানন্দিত হইলেন।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

একটি পত্র

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU AND GOURANGA

Shri Nabajogendra Brahmachari,
Bhakti-Bandhav
Printer & Publisher,
SHRI GOUDIYA-PATRIKA

Shri Goudiya Vedanta Samiti
(Govt. Regd.)
P.O. Nabadwip (Nadia),

Ref. No. L-45.74 *Dated* 16.1.74

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

* * * * ! অতর্দেশীয় পত্রে লেখা তোমার চিঠি পাইলাম। পোষ্টকার্ডে লিখিত আমার পত্র পাইয়া দুঃখিত হইয়াছ জানিতে পারিয়া অতীব ব্যথিত হইতেছি। তোমাকে বিদায় দিয়া আমাদের কি মঙ্গল হইবে? তোমার প্রতি কত টান, কত প্রীতি—তাহা লিখনি-মাধ্যমে প্রকাশ করার মত নয়। তদুপরি যাহার প্রতি স্নেহ-প্রীতি রয়েছে—একথা মুখামুখী বলিতে বা ভাষায় ব্যক্ত করিতে লজ্জা এবং আত্মশ্লাঘা মনে করি। এই বৈচিত্র্যময় জগতে বহু কিছু দেখা বা শুনা যায়; অনেক গ্রন্থ-পুস্তক প্রভৃতিতে ইহাও উল্লেখ দেখিয়াছি যে, "আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি—প্রাণের থেকেও বেশী....."—প্রভৃতি মেয়ে-মানুষদের উক্তি বেশী এবং চাটু বা প্রতারকগণকে অনেক সময় নিজের কার্য্য হাসিল করার জন্য অথবা ভালমানুষী সাজিবার জন্য ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকে। ভালমানুষী সম্পর্কে আর একটি অভিব্যক্তি এই যে, অনেক সময় কপট প্রীতি-স্নেহের নিদর্শন দেখাইয়া অনেকে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অপকারই করিয়া থাকে—মঙ্গলের দোহাই দিয়া। অন্যের যথার্থ মঙ্গল হউক আর নাই হউক নিজের বাহবা লইবার কপট প্রয়াস নিহিত রাখিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ'-বাণী কপচাইয়া অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া বাহাদুরি লইবার যে পরিকল্পিত ভণিতা উহা সহজেই বুঝা যায়—ঐ ব্যক্তির মর্য্যাদায় কিঞ্চিত আঘাত পরিলে। সুতরাং **কার্য্যের মাধ্যমে স্নেহ-প্রীতি ফুটিয়া উঠাই ভাল। স্নেহ-প্রীতি ভগবৎভজনের অন্বয়রূপী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।** এই সংসারে আমরা অনেক স্বার্থ-লোলুপ বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়পরিজন পাইতে পারি বা অনেকে পাইয়া থাকেন—কিন্তু তাহারা কি যথার্থ বান্ধব? বিশ্বের যে কোন স্থানে যাই না কেন, সেখানে শারীরিক, মানষিক, আর্থিক, মোট কথা যে কোন দিক দিয়া একটা না একটা সেবা বা মনস্তুষ্টি করিতে হইবেই—ইহাই জগতের চিরন্তন-নীতি। এই জগতে যখন আমাকে কিছু

না কিছু করিতেই হইবে তখন ভূতের বোঝা বহন না করে স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে এমন কিছু করে যেতে হবে তাহার পরিণতি জড়-জগতের কামনীয় হইবে না। একটা কথা আছে মারিচ যখন রাবণের দ্বারা নির্দ্দেশিত হইল যে, তাহাকে যেন-তেন প্রকারেণ সীতাহরণের একটা উপায় করিতে হইবেই হইবে ; তখন সে ভাবিল, "আমার জীবন হয় রামের হাতে, নচেৎ রাবণের হাতে যাইবেই। সুতরাং মরিতেই যখন হইবে তখন রামের হাতে মরাই শ্রেয়ঃ।" অতএব আমাদিগকে যখন ইহ জগতে কিছু না কিছু করিতেই হইবে তখন শাস্বতঃ বস্তুর সন্ধানে জীবনকে উৎসর্গ করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয় হইবে—ইহাই যথার্থ সিদ্ধান্ত।

তোমার ভাব-গতিক সম্পূর্ণ না জানিলেও গতিবিধি দেখিয়া বড়ই হতাশা হয়। তুমি তোমার মত'কে পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বে যে চিন্তাধারায় পদক্ষেপ করিয়াছিলে তাহাতে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রয়াসী হও। জীবনে বহু বাধা-বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, উপেক্ষা-তিতিক্ষা আসিবেই —ইহা আমাদের ন্যায় বদ্ধজীব রোধ করিতে পারে না। সুতরাং অনলে যখন দগ্ধিভূত হইতেই হইবে তখন আদর্শকে ম্লান করে লাভ কি? উন্নত **আদর্শ মানুষের মৃত্যুতেও অমরত্ব দান করে।**

তোমাকে দেওয়া আমার বইগুলি তুমি ফেরৎ দিবে লিখিয়াছ। কিন্তু কেন? আমি কি সেইগুলি পুনঃ লওয়ার জন্য তোমাকে দিয়াছি? কাহাকেও কোন বস্তু দিলে 'উহা আমি ফেরৎ লইব' —এই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের কথা চিন্তা করিতেও আমার বড়ই ঘৃণা হয়। উহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতা বলিয়া আমি মনে করি। এমনকি, যদি কাহাকেও কোন জিনিষ দেওয়ার পর তাহার সহিত আমার আদর্শগত মতভেদ হয়, তথাপিও সেই জিনিষের প্রত্যাশী আমি নহি। বড়জোর তাহা থেকে আমি নিরপেক্ষ বা নেপথ্য ভূমিকা অবলম্বন করিব। কোন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বিবেকবান্ ব্যক্তি যেমন থু মাটিতে ফেলে পুনঃ উহা চেটে খায় না, সেইরূপেই দৃঢ়তা থাকা বাঞ্ছনীয়। আর একটি কথা কি জান? শ্রদ্ধায় বা স্নেহবশে কোন বস্তু শ্রদ্ধেয় বা প্রিয়জনকে দিলে উহা ফেরৎ আসিবার উপক্রম হইলে হৃদয়ে বড় আঘাত বা ব্যথা লাগে। তার দংশন-জ্বালা এত তীব্র, যাহা অসহনীয়—অব্যক্ত।

তুমি হরিভজন করিতেছ ও করিবে—এই জন্যই তুমি আমার প্রিয়, অতি আপন জন—শুধু তাই নয়, তুমি আমার প্রণম্য। আমার হরিভজনে

সহায়করূপে তুমি একজন অকৃত্রিম বান্ধবরূপে থাক—ইহাই তোমার নিকট আমার প্রার্থনা।

একটি কথা, ছিলানীরূপী শান্তির অপপ্রয়াসে যদি কখন কোন আপামর সতীর্থের বিরহে শান্তির প্রয়াস খুঁজে পেতে চায়, তবে সে জন নিতান্ত নির্ব্বোধ—দুর্ভাগা ব্যতীত আর কি? সতীর্থের বিচ্ছেদ-জ্বালা কত দুর্ব্বিসহ বেদনাদায়ক তাহা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়।

ক্ষুরস্যধারার ন্যায় ইহ জগতের চলন্তিকা, তাই আমাদিগকে খুব সন্তর্পণে, খুব সাবধানে এগুতে হবে লক্ষ্যস্থলের দিকে। **বৈষ্ণবগণ গুরুবর্গস্থানীয়, তাঁহারাই ভ্রান্ত পথিকের যথার্থ পথ প্রদর্শক—তাঁহারাই জগতের প্রকৃত জীব-দরদি বান্ধব—আপনজন।** দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়া ভয় পেয় না। মাভৈ বাণীই আমাদের জীবাতু।

বৃহৎ লাভ পেতে হলে জীবনে বহু ঝুঁকি (Risk) নিতে হয়—ভয় পেলে উত্থানের সম্ভাবনা কোথায়? **প্রকৃত মানুষের মত জগতে বেঁচে থাকতে চাওয়াটাও একটা বীরত্ব।** ভীরুর ন্যায় জীবন ধারণে মনুষ্যত্বে ও পশুত্বে পার্থক্য কোথায়? যাক, সময় খুব সঙ্কীর্ণ—বহু কিছু বলার থাকিলেও লেখা সম্ভব হইল না। সাক্ষাতে বিশদভাবে আলোচনা করিব। তোমার দর্শনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। তুমি আমার দণ্ডবৎ গ্রহণ করিবে ও তত্রস্থ সকল বৈষ্ণববৃন্দকে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইবে—ইহা প্রার্থনা। ইতি—

প্রণত দাস—

"নবযোগেন্দ্র"

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য

প্রায় পাঁচশত বৎসরের পূর্ব্বের বঙ্গদেশের কথা। বাংলার ঘরে ঘরে তখন প্রতিভাধর পণ্ডিতের প্রাচুর্য্য। পাণ্ডিত্বের বিশাল চূড়ায় যখন বঙ্গ টলমল, ঠিক সেই সময় বাংলার সমাজ জীবন নৈতিক অবনতির এক চরম পর্য্যায়ে উপনীত হয়। সনাতন ধর্ম্ম প্রায় ধ্বংশের পথে, ব্যভিচার, অনাচার ও অস্পৃশ্যতার নিগ্রহে বাংলার তথা ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন অক্টোপাশের বাহুবন্ধনে জর্জ্জরিত। ধর্ম্মের অধঃপতনের এই যুগসন্ধিক্ষণে নবদ্বীপের পণ্ডিত-কুলের শ্রেষ্ঠরত্ন শ্রীকমলাক্ষ ভট্টাচার্য্যের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

অসাধারণ দৈবশক্তি সম্পন্ন শ্রীভট্টাচার্য। জনসমাজে তিনি অদ্বৈত আচার্য্য নামেই সুপরিচিত।

প্রকটিয়া দেখে আচার্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন বিষয় ব্যবহার॥ (চৈঃ চঃ আঃ)

আচার্য্য অদ্বৈত অংশাবতার। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন কি করিলে ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, অধার্ম্মিক মানুষ ধর্ম্মের পথে আসে, তাই—

"আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরে ভক্তি করেন প্রচার॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে দেখিতে পাই,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (৪।৮)

ভগবানের শ্রীমুখের এই অমৃতময় বাণী মনে করিয়াই মানবদরদী অদ্বৈত—

"গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ পাদপদ্মভাবে করে সমর্পণ॥"

গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে অংশাবতার পূর্ণশক্তির আবির্ভাবের জন্য প্রাণের অসহন আবেদন জানাইলেন। মানব-সমাজের পরম কল্যাণকামী পুরোহিত অদ্বৈতের অন্তর-প্রদেশের প্রাণের আহ্বানে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে ধরায় অবতীর্ণ হইলেন।

যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য পূর্ণশক্তির আগমন করেন। সুতরাং মধ্যযুগে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই শ্রীভগবানের এই অবতরণ। দিব্যশিশু আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দিব্যজীবনের লীলা শুরু হইয়া যায়। বাংলার সনাতন ধর্ম্মের রক্ষকগণ এই শুভ আবির্ভাবের লগ্ন গুনিতেছিলেন। শৈশবের অলৌকিক কার্য্যাবলীর দ্বারা নবদ্বীপবাসী তখন চমৎকৃত। আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সহিত শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার বহুবিধ সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যলীলা যে কৃষ্ণলীলারই পুনরাবৃত্তি এই কথাই পরমভক্ত কবি শ্রীল বৃন্দাবনদাস, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদের মহাগ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা চৈতন্য-লীলার 'ব্যাস' নামে পরিচিত। মহামুনি ব্যাসের মতই দৈবীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বলিয়াই স্বনামধন্য শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুরের পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন-দর্শনের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত আছে—

"একদিন ডাকি বোলে মিশ্র পুরন্দর।
আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর॥
বাপের বচন শুনি ঘরে ধাই যায়ে।
রুণুঝুণু করিরে নূপুর বাজে পায়ে॥
মিশ্র বোলে কোথা বাজে নূপুরের ধ্বণি।
চতুর্দ্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী॥
আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুরে মধুর।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণই—এই কথাই সার্থকভাবে প্রমাণ করিয়াছিলেন পরম ভক্তকবি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। তাঁহার দার্শনিক যুক্তিসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন—

প্রভু, কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?
রায় কহে, 'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥'

আবার তিনি বলেছিলেন—

'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?'
'শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥'

এই সমস্ত উক্তির দ্বারা বৈষ্ণবদর্শন সম্যগ্ভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা মূল্যবান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রকৃতরহস্যের মূল্য বিশ্লেষণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে আছে—

"নন্দসুত বলে যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাঞি॥"

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে-প্রেমময় বিগ্রহ বৈষ্ণবগণের চির আরাধ্য সেই যুগল-মূর্ত্তির জীবন্ত বিগ্রহরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই অবনীতে এসেছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যলীলায় সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাস, রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই।"

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে তাঁহার পারিষদগণ কখনও রাধাভাবে আবিষ্ট, কখনও কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। গম্ভীরা-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখা যায়, কৃষ্ণবিরহে আকুল হ'য়ে তিনি বলেছেন—

"বল সখি কি করি উপায়।
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে কৃষ্ণপাব
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় দেখা যায় মৃদ-ভক্ষণ লীলা আর শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলাতেও আমরা মৃদ-ভক্ষণ দেখিতে পাই –

"একদিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি' দিয়া বলে খাও ত' বসিয়া॥
এতবলি গেলা শচী গৃহকর্ম্মাদি করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর পুরোহিত গর্গাচার্য্য নামকরণের পর বলেছিলেন –

তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ॥ (ভাঃ ১০ ৮।১৯)

অর্থাৎ, হে নন্দ! তোমার এই পুত্র-সম্পদ, সদগুণ-কীর্ত্তি এবং প্রভাবে নারায়ণের সমান হইবে। অতএব সাবধানে এই পুত্রকে পালন কর।

শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলায় আমরা দেখিতে পাই --

অঙ্কে লইয়া শচীদেবী তাঁরে পিয়াইল স্তন॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল॥
দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী॥

মৃদুহাস্যে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তখন বলেছিলেন—

লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিঞা॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ভূষণ।
নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ॥
এই শিশু সর্ব্বলোকের করিবে তারণ।

আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়া দেখি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুরোহিত গর্গাচার্য্যের যে-উক্তি, শ্রীচৈতন্যের প্রতি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীরও যেন একই কথার পুনরাবৃত্তি। এইসকল সাদৃশ্য শ্রীচৈতন্যলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলায় একইরূপে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা মহাপ্রভুর শ্রীমুখেই তাঁহার জন্ম-রহস্যের ইঙ্গিত পাই। একদিন এক জ্ঞানী জ্যোতিষের নিকট মহাপ্রভু তাঁহার পূর্ব্বজন্মের রহস্য জানিতে চাহিলেন। তখন জ্যোতিষ গণনা-কার্য্য করে দেখলেন—

"গণি ধ্যানে দেখি সর্ব্বজ্ঞ মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয়॥
পরতত্ত্ব পরমব্রহ্ম পরম ঈশ্বর।"

* * * *

জগৎপতিকে সম্মুখে দেখিয়া জ্যোতিষ নীরব রহিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সহাস্যে বলিয়াছিলেন—

"পূর্ব্বে আমি জাতিতে আছিলাম গোয়াল।
গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল॥"

অলৌকিক মায়ায় সেই জ্যোতিষ বলিয়াছিলেন—

"সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি এই মায়ায় তোমার॥"

শ্রীভাগবতের শ্রীকৃষ্ণকেই আমরা শ্রীগৌরসুন্দররূপে দেখিতে পাই। প্রভু অদ্বৈত আচার্য্যের বিহ্বল প্রার্থনায় যেমন পরমশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হেঁয়ালী ভাষায় লেখা পত্রে তিনি তাঁর নরলীলা সংবরণের ইঙ্গিত জানাইয়া দিয়াছিলেন; যথা—

"বাউলকে কহিও, লোক হইল আউল;
বাউলকে কহিও, হাটে না বিকায় চাউল।
বাউলকে কহিও, কায়ে নাহিক আউল;
বাউলকে কহিও, ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

ভক্তের মহিমা রক্ষা করিয়া মহাপ্রভু মহৎ কার্য্যশেষে তাঁর মানুষী তনু সংগোপন করিলেও তাঁর বাঙ্ময়ীমূর্ত্তি নিত্যই বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য একই সূত্রে গাঁথা—শুধু রসগত বৈচিত্র্যই পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্বোপরি বলা যাইতে পারে কেশব ভারতীর সার্থক নামকরণ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয়তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

—শ্রীবিভাষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি)
গ্রাহক নং—৫১৩৫

দক্ষিণ ভারত-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমন্দিরের দারোদ্ঘাটন হইলে আমরা সুষ্ঠুভাবে শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও পরিক্রমণ করিয়া সন্নিকটস্থ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের স্থাপিত কলিপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপীঠ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ পরিমার্জ্জন ও ধৌত করায় অর্চ্চন-পূজন সমাপ্ত হইলে আমরা সেখান হইতে পুনঃ পদব্রজে পর্ব্বতের পাদদেশে অবতরণ করি এবং পুনরায় বাসযোগে ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তন করি। পরে বিশাখাপট্টমে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগৃহীত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজের স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ দর্শন করিলাম। মঠরক্ষক শ্রীপাদ পুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী প্রভু আমাদিগকে সিংহাচলম্ দর্শন এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে সহায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হন। ঐদিন বৈকালে অধিকাংশ যাত্রীই বিশাখাপট্টম বন্দরের প্রসিদ্ধ জাহাজ কারখানা এবং সহর দর্শন করেন।

এইস্থান হইতে আমরা সন্ধ্যায় পানানৃসিংহ দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে মঙ্গলগিরি অভিমুখে যাত্রা করি এবং তৎপর দিবস সকাল বেলা আমরা মঙ্গলগিরি ষ্টেশনে পৌঁছিলে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহ-দেবের শ্রীমন্দির দর্শন করিলাম। সন্নিকটস্থ মঙ্গলগিরি পর্ব্বতে আরোহণ আরম্ভ করিলে প্রথমে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপীঠ দর্শন ও পরিক্রমণ করতঃ মোট ৪৪৮টি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতোপরি শ্রীপানানৃসিংহ-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। 'পানা' শব্দের অর্থ সর্ব্বৎ। যে-নৃসিংহদেব সর্ব্বৎ পান করেন তিনিই পানা-নৃসিংহ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। ভক্তগণ তাঁহাকে পানা অর্থাৎ সর্ব্বৎ ভোগ দেন। ভগবান ঐ পর্ব্বতের অর্দ্ধভাগ পান করিয়া বাকী অর্দ্ধভাগ প্রসাদরূপে ভক্ত-গণকে প্রদান করেন। কথিত আছে ভগবান্ নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুরকে বধ করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

অতঃপর আমরা ঐদিনই শ্রীতিরুপতি-বালাজী অভিমুখে যাত্রা করিয়া ইং ২৭।১০।৭৩ তারিখে সকাল বেলায় রেণিগুণ্টা হইয়া তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশনে পৌঁছি। ষ্টেশনের নিকটস্থিত **দেবস্থানম্** ট্রাষ্টের বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে বাসযোগে তিরুমালাই পর্ব্বতোপরি আঁকা-বাকা পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীতিরুপতি

বালাজী-মন্দিরে উপনিত হই। অনেক যাত্রীগণ তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশন হইতে প্রায় সাত মাইল পার্ব্বত্য-পথে পদব্রজে উক্ত শ্রীমন্দিরে যাতায়াত করেন। যাঁহারা পদব্রজে যাত্রা করেন তাঁহারা প্রথমে তিরুমালাই পর্ব্বতের পাদদেশে কপিল তীর্থে স্নান করতঃ কপিলেশ্বরকে দর্শনান্তে পরে বেঙ্কটাচলে (তিরুমালা পর্ব্বত) শ্রীবালাজীর দর্শন করেন এবং সেখান হইতে অবতরণ করিয়া তিরুপতিতে শ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন করেন।

আমরা সেখানে সর্ব্ব প্রথমে স্বামী পুষ্করিণীতে স্নান করতঃ (কেহ কেহ জলস্পর্শ করিয়া) শ্রীবালাজী দর্শনের জন্য বাধ্য হইয়া প্রতীক্ষালয়ে লাইন দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বহু কষ্টে ভির ঠেলিতে ঠেলিতে ৬ ঘণ্টার অধিক কাল প্রতীক্ষার পর শারিবদ্ধভাবে মন্দিরের মূল বেদীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। দর্শনার্থীর এরূপ ভির ভারতের অন্য কোন তীর্থে দর্শন-গোচর হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে এই মন্দিরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণামী হয়, ফলতঃ এই মন্দির বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং ধনাঢ্য; ইহা যথার্থই বৈকুণ্ঠ। 'তিরু' অর্থে শ্রী-সম্পন্ন এবং 'মলয়' অর্থে পর্ব্বত। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন পর্ব্বত অথবা 'বেঙ্ক'-অর্থে পাপ, 'কট' অর্থে নাশক এবং 'অচল' অর্থে পর্ব্বত। সুতরাং বেঙ্কটাচল অর্থই পাপনাশক পর্ব্বত।

শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে যে-স্থানে মুণ্ডণ-সংস্কার করা হয় তাহাকে কল্যাণকট বলে। এখানে কেশ-মুণ্ডনের এত অধিক মাহাত্ম্য যে, বর্ত্তমানে আধুনিক পাশ্চাত্যের আবহাওয়াতেও শিক্ষিত যুবক-যুবতী এমনকি সধবা-স্ত্রীগণও কেশ-মুণ্ডন করিয়া স্বামী পুষ্করিণীতে স্নানান্তে শ্রীবালাজীর দর্শন করেন।

প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীশ্রীবালাজীর দাক্ষিণাত্যে মান্যতা আছে। এই স্থানকে শাস্ত্রে বৈকুণ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং উক্তস্থানে স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিগ্রহ-রূপ লইয়া বালাজী ও লক্ষ্মীরূপে প্রকটিত আছেন। স্কন্দপুরাণানুসারে যজ্ঞ-তপ-দান এবং অন্যান্য তীর্থ স্নানে যে-ফল লাভ হয় তাহার কোটীগুণ অধিক ফল শ্রীবালাজী দর্শনে হইয়া থাকে। শ্রীল রামানুজাচার্য্য এবং তাঁহার সমপর্য্যায়ের পূর্ব্বাপর সকল আচার্য্যগণ শ্রীবালাজীর বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে সেবা করিয়া আসিয়াছেন। এখনও সেখানকার সেবা-পূজা শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই করিতেছেন।

তদনন্তর পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সূচী-অনুযায়ী আমরা বিষ্ণুকাঞ্চি ও শিবকাঞ্চি দর্শনের প্রয়াসে রেণিগুণ্টা হইতে আর্‌কোণাম্ হইয়া কাঞ্চিপুরে ইং ২৯।১০।৭৩

তারিখে বেলা প্রায় ১২টার সময় পৌঁছি। কাঞ্চীপুরম্ অর্থাৎ স্বর্ণ-নগরী। ভারতে অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, মায়া বা হরিদ্বার, কাশী, অবন্তিকা ও কাঞ্চী—এই সাতটী মহাতীর্থের মধ্যে কাঞ্চীভরম্ বা কাঞ্চীপুরম্ একটী অন্যতম। ইঁহাকে দাক্ষিণাত্যের কাশী বলা হয়। কাঞ্চীপুর দুইভাগে বিভক্ত—বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী। বিষ্ণুমন্দিরের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীর শিবকে একাম্রনাথও বলা হয়; এখানে কামাক্ষী দেবীরও মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত সহরের মধ্যে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি নামে সাতটি তীর্থ আছে। কথিত আছে, এই সকল তীর্থে স্নান করিলে বহুপ্রকার পাপ ক্ষয় হয়; শ্রীবামনদেবের মন্দিরও আছে। বৈষ্ণবদর্শন কামনায় আমরা প্রথমে শিবকাঞ্চী দর্শনে যাই। দক্ষিণ-ভারতে শিবের পঞ্চমূর্ত্তি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম মূর্ত্তিরূপে বিরাজমান। শিব-কাঞ্চীতে ক্ষিতি-মূর্ত্তি, জম্বুকেশ্বরে অপ-মূর্ত্তি, তিরুবন্নমলায়ে তেজো-মূর্ত্তি, কালহস্তীতে বায়ু মূর্ত্তি ও চিদাম্বরমে ব্যোম-মূর্ত্তি বিদ্যমান। শিবকাঞ্চীতে শ্রীবিগ্রহ মৃন্ময় বলিয়া জল, পুষ্প বা ভোগদ্রব্য কিছুই দেবাঙ্গে অর্পিত হয় না।

ভারতের দাক্ষিণপ্রান্তে অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরগুলি অপেক্ষা গোফুর-গুলি (তোরণ, বহির্দ্বার) অধিক উচ্চ ও আপাদমস্তক কারুকর্য্যে সুশোভিত। আমরা বৈষ্ণবপ্রবর দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপাভিক্ষা করিয়া বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শনে উপনিত হইলাম। তথায় প্রথমে শ্রীনৃসিংহদেব দর্শন করিয়া শ্রীবরদারাজ স্বামী-বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মূল মন্দিরে উঠিবার পাঁচটি সোপান রৌপ্যদ্বারা মণ্ডিত। শ্রীবিগ্রহ চতুর্ভূজ বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বহুবিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিত। মস্তকের রত্নময় কিরীটে হীরকগুলি দীপালোকে উজ্জল দীপ্তিমান দেখাইতেছিল। বিষ্ণুকাঞ্চী শিবকাঞ্চী অপেক্ষা অধিক শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া মনে হইল। এক সময় স্বয়ং ব্রহ্মা এই কাঞ্চীতে আসিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এখানকার বেদবতীধারা সরস্বতী-ভাগীরথীর ন্যায় দাক্ষিণাত্যে পুণ্যসলিলা। (ক্রমশঃ)

—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মুদ্রণ-প্রমাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ২৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠায় "সন্দর্ভ সার" শির্ষক প্রবন্ধের ৮ম পংক্তিতে "রোহিণীহরণার্থ" এর স্থানে "রুক্মিণীহরণার্থ" হইবে।

—প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয় প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'২৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা, লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক'**, **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়**, তেঘড়িপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)— ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য পীঠকম্)—১২'০০ ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) —বার্ষিক ভিক্ষা ৫'০০ টাঃ, ৩। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (পরি-র্দ্ধিত সংস্করণ) —৩'০০ টাঃ, ৪। সাংখ্য-বাণী—০'২০ টাঃ, ৫। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়—৩'০০ টাঃ। ৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu—1·00. ৭। প্রেম-প্রদীপ—২'০০ টাঃ, ৮। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী —১'৫০ টাঃ, ৯। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলীসহ)—০'৭৫ টাঃ, ১০। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ—০'৫০ টাঃ, ১১। জৈবধর্ম্ম (বাংলা)—৫'০০ টাঃ, ১২। ঐ (হিন্দী-সংস্করণ)—১০'০০, ১৩। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—২'০০টাঃ, ১৪। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১'০০ টাঃ, ১৫। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা—১'৫০ টাঃ, ১৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—১'২৫, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী (প্রাচীন-কাব্য)—১'০০ টাঃ, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—২'০০ টাঃ ১৮। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—০'৫০ টাঃ।

Regd. No C. 3205 SHRI GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা, (মথুরা), ইউ. পি.
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাড়সাহি (পুরী), উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীবংশীবদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ।

৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ।

৬। শ্রীপিছল্‌দা গৌড়ীয় মঠ—পিছল্‌দা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রহ্মবাসী।

৭। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।

৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩।২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

৯। শ্রীপিছল্‌দা পাদপীঠ—পিছল্‌দা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী।

১০। শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম—জাপট মহল্লা, কালনা পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীপুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ।

১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র, কোরণ্ট, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।

১২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.।

১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ।

১৪। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ।

১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়াড়াপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া
শ্রীবাসুদেবদাস ব্রজবাসী।